جامع
الترمذى
জামে
আত-তিরমিযী
দ্বিতীয় খণ্ড

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (রহ)

জামে আত-তিরমিযী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

جامع الترمذى

অনুবাদ ও সম্পাদনায়
মুহাম্মাদ মূসা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN 984-31-1012-9 set

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯৬
তৃতীয় প্রকাশ : মুহাররাম ১৪২৯
পৌষ ১৪১৪
জানুয়ারী ২০০৯

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Jame At-Tirmizi (Vol. ii) Translated by Muhammad Musa Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Head Office 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition November 1996 3rd Edition January 2009 Price Taka 250.00 only.

প্রসংগ কথা

আল্লাহ্ তাআলার জন্য যাবতীয় প্রশংসা, যিনি মানুষকে বাকশক্তি ও লেখনী শক্তি দান করে নিজের মনের ভাব প্রকাশের সুযোগ দান করেছেন। তাঁর কৃপায় আমরা হেদায়াতের পথ লাভ করেছি। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় নবী সায়্যিদুল মুরসালীন (সা)-এর প্রতি। তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের প্রতি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বর্ষিত হোক। যুগে যুগে আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী করার জন্য যারা জীবন দান করেছেন তাদের প্রতি পরম করুণাময় আল্লাহ অশেষ রহমত বর্ষণ করুন।

বিলম্বে হলেও জামে আত-তিরমিযীর দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশ করা সম্ভব হল। এই খণ্ডে যাকাত থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করা হল। পরবর্তী খণ্ডগুলোও ধারাবাহিকভাবে যত শীঘ্র সম্ভব প্রকাশিত হবে ইনশা আল্লাহ।

গ্রন্থখানির অনুবাদ সহজ ও নির্ভুল করার যাথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। পাঠকদের সুবিধার্থে কিছু টীকাও যোগ করেছি এবং গবেষকদের সুবিধার্থে তিরমিযীর সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থাবলীর মধ্যে কোন কোন গ্রন্থে আছে তার সংকেত হাদীসের শেষে যোগ করেছি। হাদীসের পরিচয়, হাদীসের পরিভাষা, বিশেষত ইমাম তিরমিযী (র) কর্তৃক ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য পাঠকগণকে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের "প্রসংগ কথা" অধ্যয়নের জন্য অনুরোধ করছি। আর যেসব শব্দসংকেত ব্যবহার করেছি তার বিবরণ নিম্নরূপঃ

অনু.=অনুবাদক
(আ)=আলাইহিস সালাম
আ=মুসনাদে আহ্‌মাদ
ই=সুনান ইবনে মাজা
কু=দারু কুতনী
দা=সুনান আবু দাউদ
দার=সুনানুদ দারিমী
না=সুনান নাসাঈ
বা=বায়হাকীর সুনানুল কুবরা
বু=সহীহ আল-বুখারী
মা=মুওয়াত্তা ইমাম মালিক
মু=সহীহ মুসলিম
(র)=রহমাতুল্লাহ আলাইহি/রাহিমাহুল্লাহ আলাইহি
(রা)=রাদিয়াল্লাহু আনহু/আনহা/আনহুমা/আনহুম
(সা)=সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হা=আল-মুসতাদরাক হাকেম নীশাপূরী।

আল্লাহ্‌র বান্দাগণ আমাদের অনূদিত এই গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত
মুহাম্মাদ মূসা
গ্রাম ঃ শৌলা
পোষ্ট ঃ কালাইয়া
জিলা ঃ পটুয়াখালী

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ ৭

আবওয়াবুয যাকাত (যাকাত)

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৮

আবওয়াবুস সাওম (রোযা)

অধ্যায় ঃ ৯
আবওয়াবুল হজ্জ (হজ্জ)

অধ্যায় ঃ ১০

আবওয়াবুল জানাইয (জানাযা)

অধ্যায় ঃ ১১
আবওয়াবুন নিকাহ (বিবাহ)

অধ্যায় ঃ ১২
আবওয়াবুর রিদা (শিশুর দুধপান)

অধ্যায় ঃ ১৩
আবওয়াবুত তালাক ওয়াল-লিআন (তালাক ও লিআন)

অধ্যায় ঃ ১৪
আবওয়াবুল বুয়ূ (ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য)

সপ্তম অধ্যায়

اَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

(যাকাত)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

যে ব্যক্তি যাকাত প্রদানে অসম্মত তার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কঠোর হুঁশিয়ারি।

٥٧٤. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ التَّمِيْمِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ جِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُوَ جَالِسٌ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ قَالَ فَرَاٰنِيْ مُقْبِلاً فَقَالَ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقُلْتُ مَالِيْ لَعَلَّهُ اُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هُمُ الْاَكْثَرُوْنَ اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَحَثٰى بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ يَمُوْتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ اِبِلاً اَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا اِلاَّ جَاءَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَ اَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ اُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ .

৫৭৪। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তিনি তখন কাবার ছায়ায় বসা ছিলেন। রাবী বলেন, তিনি আমাকে সামনের দিকে আসতে দেখে বলেনঃ কাবার প্রভুর শপথ! তারা কিয়ামতের দিন বেশ ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় উপস্থিত হবে। রাবী বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আমার কি হল, সম্ভবত আমার সম্পর্কে তাঁর উপর কিছু অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! এসব লোক কারা? রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ অধিক সম্পদ কুক্ষিগতকারীগণ, কিন্তু যারা এই, এই ও এই পরিমাণ দিয়েছে তারা ব্যতীত। তিনি সামনে, ডানে ও বাঁয়ে হাতের ইশারা করলেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! যে ব্যক্তি এমন উট অথবা গরু রেখে মারা গেল যার যাকাত সে আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন সেগুলো পূর্বাবস্থার চেয়ে অধিক মোটাতাজা হয়ে তার কাছে আসবে এবং নিজেদের পায়ের ক্ষুর দিয়ে তাকে পিষ্ট করবে এবং শিং দিয়ে গুঁতো মারবে। সর্বশেষ জন্তুটি চলে যাওয়ার পর পুনরায় প্রথম জন্তুটি আসবে। মানুষের বিচার সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত শাস্তির এ ধারা অব্যাহত থাকবে-(বু, মু)।

আবু হুরায়রা (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। আলী (রা) বলেন, যাকাত অস্বীকারকারীকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, আবু যারের হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আবূ যার (রা)-র নাম জুনদুব ইবনুস সাকান, কারো মতে ইবনে জুনাদা। দহ্হাক ইবনে মুযাহিম বলেন, যার দশ হাজার (দিরহাম) রয়েছে সেই অধিক সম্পদশালী। এই হাদীসের এক রাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে মুনীর মারওয়াযী একজন নিষ্ঠাবান লোক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

যখন তুমি যাকাত পরিশোধ করে দিলে,তোমার উপর আরোপিত ফরজ আদায় করলে ।

٥٧٥. حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَاعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُجَيْرَةَ الْبَصْرِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ .

৫৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি যখন তোমার মালের যাকাত পরিশোধ করলে, তোমার দায়িত্ব তুমি পালন করলে-(ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ اَنَّهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি যাকাতের আলোচনা করলে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ছাড়াও কি

আমার কিছু করণীয় আছে? তিনি বলেনঃ না, তবে অতিরিক্ত (দান-খয়রাত) করতে পার।

٥٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا نَتَمَنَّى اَنْ يَّاْتِيَ الْاَعْرَابِيُّ الْعَاقِلُ فَيَسْاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ اِذْ اَتَاهُ اَعْرَابِيٌّ فَجَثَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اِنَّ رَسُوْلَكَ اَتَانَا فَزَعَمَ لَنَا اَنَّكَ تَزْعُمُ اَنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَبِالَّذِيْ رَفَعَ السَّمَاءَ وَبَسَطَ الْاَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ اللّٰهُ اَرْسَلَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ رَسُوْلَكَ زَعَمَ لَنَا اَنَّكَ تَزْعُمُ اَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَبِالَّذِيْ اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اُمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ رَسُوْلَكَ زَعَمَ لَنَا اَنَّكَ تَزْعُمُ اَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِى السَّنَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اُمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ رَسُوْلَكَ زَعَمَ لَنَا اَنَّكَ تَزْعُمُ اَنَّ عَلَيْنَا فِيْ اَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اُمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ رَسُوْلَكَ زَعَمَ لَنَا اَنَّكَ تَزْعُمُ اَنَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ اِلَى الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَبِالَّذِيْ اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اُمَرَكَ بِهٰذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَقَالَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا وَلاَ اُجَاوِزُهُنَّ ثُمَّ وَثَبَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ صَدَقَ الْاَعْرَابِيُّ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৫৭৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আকাংখা করতাম, কোন বুদ্ধিমান বেদুঈন আবির্ভূত হয়ে আমাদের উপস্থিতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করত! ইতিমধ্যে এক বেদুঈন এসে গেল। সে নিজের হাঁটু গেড়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসে পড়ল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনার দূত আমাদের কাছে এসে আমাদেরকে বলল, আপনি দাবি করছেন, 'আল্লাহ আপনাকে তাঁর রাসূল করে পাঠিয়েছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হাঁ। লোকটি বলল, সেই সত্তার শপথ, যিনি আসমানসমূহ সমুন্নত করেছেন, জমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং পাহাড়সমূহ দাঁড় করিয়েছেন, সত্যিই কি আল্লাহ আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হাঁ। লোকটি বলল, আপনার প্রতিনিধি আমাদের বলেছে, আপনি আমাদের উপর দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ধার্য করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হাঁ। লোকটি বলল, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন! আল্লাহ কি আপনাকে এই সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেনঃ হাঁ। বেদুঈন বলল, আপনার প্রতিনিধি আমাদের বলেছে, আপনি আমাদের উপর বছরে এক মাস রোযা ধার্য করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সে সত্য বলেছে। লোকটি বলল, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন! আল্লাহ কি আপনাকে এই সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হাঁ। সে বলল, আপনার দূত আমাদের বলেছে, আপনি আমাদের ধন-সম্পদে যাকাত ধার্য করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সে সত্যি বলেছে। বেদুঈন বলল, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন! আল্লাহ কি আপনাকে এই সম্পর্কে হুকুম করেছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হাঁ। সে বলল, আপনার প্রতিনিধি আমাদের বলেছে, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দূরত্ব অতিক্রম করার (আর্থিক ও দৈহিক) সামর্থ্য রাখে আপনি তার জন্য বাইতুল্লাহ্‌র হজ্জ ফরয করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হাঁ। বেদুঈন বলল, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন ! আল্লাহ কি আপনাকে হজ্জ করার নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেনঃ হাঁ। লোকটি বলল, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন ! আমি এগুলোর কিছু মাত্র ত্যাগ করব না এবং এগুলোর সীমাও অতিক্রম করব না। অতঃপর সে দ্রুত উঠে চলে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যদি এই বেদুঈন সত্য বলে থাকে তবে সে বেহেশতে যাবে-(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদে হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ হাদীসটি অন্যান্য সূত্রেও আনাস (রা) থেকে এবং তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে

বর্ণনা করেছেন। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীকে একথা বলতে শুনেছি যে, একদল মুহাদ্দিস বলেন, এ হাদীসের একটি আইনগত (ফিকহী) দিক এই যে, উস্তাদের নিকট পাঠ করা এবং তা তার শ্রবণ করা উস্তাদের নিকট শ্রবণ করার মতই গ্রহণযোগ্য। তারা উক্ত হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করে বলেন, এই বেদুঈন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (বর্ণনা) পেশ করল, আর তিনি তার সত্যতা স্বীকার করলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

সোনা–রূপার যাকাত।

٥٧٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوتُ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِىْ تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَىْءٌ فَاذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ‏.

৫৭৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি ঘোড়া ও গোলামের সদকা (যাকাত) মাফ করে দিয়েছি, কিন্তু রূপার প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম সদকা (যাকাত) আদায় কর। কিন্তু একশত নব্বই দিরহামে কোন সদকা নেই। যখন তা দু'শো দিরহামে পৌছবে–তাতে পাঁচ দিরহাম দিতে হবে–(দা, ই, না)।

এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্‌র সিদ্দীক ও আমর ইবনে হাযম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে! আবু ঈসা বলেন, আমাশ, আবু আওয়ানা ও অন্যান্যরা আবু ইসহাকের সনদ পরম্পরায় আলী (রা)–র কাছ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনে উআইনা ও অন্যরাও আবু ইসহাকের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী উভয় সূত্রকেই সহীহ বলেছেন। কারণ হয়ত আসিম ও হারিস উভয়ের নিকট থেকে এটি বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ 8

উট ও ছাগল–ভেড়ার যাকাত।

٥٧٨. حَدَّثَنَا زِيَادُ ابْنُ اَيُّوْبَ الْبَغْدَادِىُّ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَرَوِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِىُّ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَوَّامِ عَنْ

سُفْيَانَ ابْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ اِلٰى عُمَّالِهِ حَتّٰى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى قُبِضَ وَعُمَرُ حَتّٰى قُبِضَ وَكَانَ فِيْهِ فِيْ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ شَاةٌ وَفِيْ عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِيْ خَمْسَةَ عَشَرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِيْ عِشْرِيْنَ اَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِيْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّثَلاَثِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا ابْنَةُ لَبُوْنٍ اِلٰى خَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا حِقَّةٌ اِلٰى سِتِّيْنَ فَاِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ اِلٰى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَفِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ وَفِي الشَّاءِ فِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ شَاةٍ شَاةٌ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ اِلٰى مِائَتَيْنِ فَاِذَا زَادَتْ فَثَلاَثُ شِيَاهٍ اِلٰى ثَلٰثِمِائَةِ شَاةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى ثَلٰثِمِائَةِ شَاةٍ فَفِيْ كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ حَتّٰى تَبْلُغَ اَرْبَعَمِائَةٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَّلاَ ذَاتُ عَيْبٍ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ اِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَّمَ الشَّاءَ ثَلاَثًا ثُلُثُ خِيَارٍ وَثُلُثُ اَوْسَاطٍ وَثُلُثُ شِرَارٍ وَاَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ ٠

৫৭৮। সালেম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকা (যাকাত) সম্পর্কে একটি ফরমান (অধ্যাদেশ) লিখালেন। তাঁর কর্মচারীদের কাছে এটা পাঠানোর পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি এটা নিজের তরবারির সাথে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আবু বাক্‌র (রা) তা কার্যকর করেন। তিনিও ইন্তিকাল করেন। উমার (রা)-ও তদনুযায়ী কাজ করেন। অতঃপর তিনিও

মৃত্যুবরণ করেন। তাতে লেখা ছিলঃ পাঁচটি উটে একটি বকরী, দশটি উটে দুটি বকরী, পনরটি উটে তিনটি বকরী এবং বিশটি উটে চারটি বকরী যাকাত দিতে হবে। পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত উটে একটি বিনতে মাখাদ (পূর্ণ এক বছর বয়সের একটি মাদী উট); এর অধিক হলে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত (৩৬–৪৫) উটে একটি বিনতে লাবূন (পূর্ণ দুই বছর বয়সের একটি মাদী উট); এর অধিক হলে ষাট পর্যন্ত (৪৬–৬০) উটে একটি হিক্কাহ্ (পূর্ণ তিন বছর বয়সের মাদী উট); আবার এর অধিক হলে পঁচাত্তর পর্যন্ত (৬১–৭৫) উটে একটি জাযাআহ (চার বছর বয়সের মাদী উট); আরো অধিক হলে নব্বই পর্যন্ত (৭৬–৯০) উটে দু'টি বিনতে লাবূন; আরো অধিক হলে একশত বিশ পর্যন্ত (৯১–১২০) উটে দু'টি হিক্কাহ্ এবং যখন একশত বিশের অধিক হবে তখন প্রতি পঞ্চাশ উটে একটি হিক্কাহ্ এবং প্রতি চল্লিশ উটে একটি বিনতে লাবূন যাকাত দিতে হবে।

ছাগল–ভেড়ার যাকাত হলঃ চল্লিশ থেকে এক শত বিশ পর্যন্ত একটি ছাগল; এর অধিক হলে দু'শো পর্যন্ত দুটি ছাগল; এর অধিক হলে তিন শো' পর্যন্ত ছাগলে তিনটি ছাগল; তিন শো'র অধিক হলে প্রতি এক শো' ছাগলে একটি করে ছাগল যাকাত দিতে হবে। অতঃপর বকরীর সংখ্যা পুনরায় একশত পর্যন্ত না পৌছালে (পুনরায়) কোন যাকাত নেই।

যাকাত দেয়ার ভয়ে (একাধিক মালিকানায়) বিচ্ছিন্নকে একত্র করা এবং একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।[১] দুই শরীকের একত্রে পশু থাকলে প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশের হিসাব করে ঠিকভাবে যাকাত দিবে। বৃদ্ধ এবং ত্রুটিযুক্ত পশু দিয়ে যাকাত দেয়া যাবে না। যুহ্‌রী (র) বলেন, সদকা আদায়কারী আসলে (মালিক) বকরীগুলোকে তিন ভাগ করেব। এক ভাগে উন্নত মানের, অন্য ভাগে মধ্যম মানের এবং আর এক ভাগে নিকৃষ্ট মানের বকরী থাকবে। সদকা আদায়কারী মধ্যম মানের বকরী থেকে যাকাত গ্রহণ করবে। যুহ্‌রী (র) গরুর কথা কিছু বলেননি–(দা)।

আবু ঈসা বলেন, ইবনে উমারের হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্‌র সিদ্দীক, বাহ্‌য ইবনে হাকীম পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদা থেকে, আবু যার ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সমস্ত ফিক্‌হবিদ এই হাদীস অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। একদল রাবী এ হাদীসটিকে মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি। সুফিয়ান ইবনে হুসাইন এটাকে মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

---

১. 'বিচ্ছিন্নকে একত্র করা যাবে না' – যেমন দুই মালিকের পৃথকভাবে চল্লিশটি করে বকরী আছে। দুইজনের বকরী একত্র করে আশিটিতে–একটি বকরী যাকাত দিল। 'একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না', যেমন একজনরে ১২০টি বকরী আছে। তাকে একটি বকরী যাকাত দিতে হবে। কিন্তু যাকাত আদায়কারী ১২০টিকে তিন ভাগে বিভক্ত করে প্রতি ৪০ বকরীতে একটি করে বকরী যাকাত আদায় করল। এটা জায়েয নয়–(অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

গরুর যাকাত।

٥٧٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ ثَلاَثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعٌ اَوْ تَبِيْعَةٌ وَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ .

৫৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তিরিশটি গরুর যাকাত এক বছর বয়সের একটি এড়ে অথবা বকনা বাছুর। চল্লিশটি গরুর যাকাত দুই বছর বয়সের একটি বাছুর-(ই)।

এ অনুচ্ছেদে মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আবদুস সালাম একজন নির্ভরযোগ্য এবং স্মরণশক্তি সম্পন্ন রাবী। আবু উবায়দা ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর পিতার নিকট কোন হাদীস শোনেননি।

٥٨٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْيَمَنِ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ بَقَرَةً تَبِيْعًا اَوْ تَبِيْعَةً وَمِن كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا اَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ .

৫৮০। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেনঃ আমি যেন প্রতি তিরিশটি গরুতে এক বছর বয়সের একটি এড়ে বাছুর অথবা বকনা বাছুর; প্রতি চল্লিশটি গরুতে দুই বছর বয়সের একটি বাছুর এবং প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট থেকে এক দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) অথবা সম মূল্যের মাআফির নামক কাপড় (জিয্য়া হিসাবে) আদায় করি-(না, ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। কতিপয় রাবী এ হাদীসটি সুফিয়ানের সূত্রে, তিনি আমাশের সূত্রে, তিনি আবু ওয়াইলের সূত্রে, তিনি মাসরূকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআযকে ইয়ামানে পাঠালেন। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন........। এ বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ।

٥٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ هَلْ تَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ شَيْئًا قَالَ لاَ .

৫৮১। আমর ইবনে মুররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু উবাইদাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আবদুল্লাহ্র কাছ থেকে কিছু বর্ণনা করেন কি? তিনি বলেন, না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

যাকাত বাবত উত্তম মাল গ্রহণ করা অন্যায়।

٥٨٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحٰقَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِيْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ اِنَّكَ تَاْتِيْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِىْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ .

৫৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয (রা)-কে ইয়ামানে পাঠান। তিনি বলেনঃ তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ যারা আহ্লি কিতাব। তাদেরকে এই সাক্ষ্য দিতে আহবান করঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহ্র রাসূল। যদি তারা এটা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দাওঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের প্রতি দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দাওঃ আল্লাহ্ তাদের ধন-সম্পদে যাকাত ফরয করেছেন। এটা তাদের ধনীদের থেকে আদায় করে তাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। যদি তারা এটাও মেনে নেয় তবে সাবধান! তাদের উত্তম মাল (যাকাত হিসাবে) গ্রহণ করা থেকে নিবৃত থাকবে। নিপীড়িতের বদদোয়া

থেকে নিজেকে দূরে রাখ। কেননা তার ফরিয়াদ এবং আল্লাহ্র মাঝে কোন প্রতিবন্ধক নেই-(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।এই অনুচ্ছেদে সুনাবিহী (র) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু মাবাদ (র) ইবনে আব্বাস (রা)-র মুক্তদাস এবং তাঁর নাম নাফিয।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

কৃষিজাত ফসল, ফল ও শস্যের যাকাত।

٥٨٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

৫৮৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচ যাওদের কম উটে যাকাত নেই; পাঁচ উকিয়ার কম রূপাতে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুরে যাকাত নেই-(বু, মু)।[২]

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, ইবনে উমার, জাবির ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অপর একটি সূত্রে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণিত আছে। উপরে উল্লেখিত হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আলেমগণ এই হাদীসের ভিত্তিতে মত প্রকাশ করেছেন যে, পাঁচ ওয়াসাকের কম শস্যে কোন যাকাত নেই। ষাট সা'তে এক ওয়াসাক হয়। তাহ্লে পাঁচ ওয়াসাকে ৩৬০ সা' হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সা' সোয়া পাঁচ রোতলে হত। আট রোতলে কূফাবাসীদের এক সা' হয়। পাঁচ উকিয়ার কম রূপায় যাকাত ধার্য হয় না। চল্লিশ দিরহামে এক উকিয়া হয়। অতএব পাঁচ উকিয়াতে দুই শত দিরহাম হয়। পাঁচ যাওদ অর্থাৎ উটের সংখ্যা পাঁচের কম হলে তাতে যাকাত ধার্য হয় না। যখন উটের সংখ্যা পচিশে পৌঁছে তখন যাকাত বাবদ এক বছর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হয়। উটের সংখ্যা পঁচিশের কম হলে প্রতি পাঁচ উটে বকরী যাকাত দিতে হবে।

---

২. পাঁচ ওয়াসাক প্রায় সাতাশ মন (৯৪৮ কিলোগ্রাম)। তিন থেকে দশ পর্যন্ত উটের পালকে "যাওদ" বলা হয়-(অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

ঘোড়া ও গোলামে কোন যাকাত নেই।

٥٨٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ فَرَسِهِ وَلاَ فِىْ عَبْدِهِ صَدَقَةٌ ·

৫৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মুসলমানের ঘোড়া ও ক্রীতদাসে কোন সাদাকা (যাকাত) নাই–(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আলী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে আলেমগণ বলেছেন, চারণভূমিতে চরে বেড়ানো ঘোড়ার এবং ক্রীতদাসের উপর যাকাত ধার্য হয় না, যদি তা (ক্রীতদাস) সেবার জন্য রাখা হয়ে থাকে। যদি এগুলো ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে রাখা হয়, তবে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এর মূল্যের উপর যাকাত ধার্য হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

মধুতে যাকাত ধার্য হবে।

٥٨٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُوْبْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ التِّنِّيْسِىُّ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُوْسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعَسَلِ فِىْ كُلِّ عَشَرَةِ اَزُقٍّ زِقٌّ ·

৫৮৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মধুর বেলায় প্রতি দশ মশকে এক মশক যাকাত ধার্য হবে।

এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবু সায়্যারা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইবনে উমারের হাদীসের সনদ সম্পর্কে আপত্তি আছে। মধুর যাকাতের ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সহীহ সূত্রে বেশী কিছু প্রমাণিত নাই। অধিকাংশ মনীষী এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে মধুর উপর যাকাত ধার্যের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আহমাদ, (আবু হানীফা) ও

ইসহাক এই মত গ্রহণ করেছেন। অপর একদল মনীষী বলেছেন, মধুর উপর যাকাত ধার্য হবে না (ইমাম শাফিঈ এই মত গ্রহণ করেছেন)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

মুসতাফাদ মালে বর্ষচক্র অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ধার্য হয় না।

٥٨٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ صَالِحِ الطَّلْحِيُّ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ .

৫৮৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুসতাফাদ সম্পদ লাভ করল, তার উপর বর্ষচক্র অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ধার্য হবে না-(ই)।

এ হাদীসটি মরফূ। এ অনুচ্ছেদে সাররাআ বিনতে নাবহান (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

٥٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ فِيْهِ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ .

৫৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মুসতাফাদ সম্পদ অর্জন করল, তা মালিকের হাতে পূর্ণ এক বছর না থাকা পর্যন্ত তাতে যাকাত ধার্য হবে না।৩

এই বর্ণনাটি পূর্ববর্তী বর্ণনার চেয়ে (সনদের বিচারে) অধিক সহীহ্। একাধিক রাবী ইবনে উমারের কাছ থেকে এটি মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। আহমাদ ইবনে হাম্বল, আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখ হাদীস বিশারদগণ তাকে যঈফ বলেছেন এবং তিনি বহু ভুলের শিকার হন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে যে, মুসতাফাদ মালে মালিকের হাতে বর্ষচক্র পার না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ধার্য হয় না। মালিক ইবনে আনাস, শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাকের এই মত। কতিপয়

৩. বছরের যে কোন সময় বিনা শ্রমে অর্জিত মালকে 'মুসতাফাদ মাল' বলে। যেমন ওয়ারিসী সূত্রে বা হেবা সূত্রে প্রাপ্ত মাল-(অনু.)।

মনীষী বলেছেন, কারো কাছে যদি যাকাত বাধ্যকর হওয়ার সমপরিমাণ সম্পদ থাকে এবং বছরের মধ্যে তার সাথে আরো মাল এসে যুক্ত হয় তবে এক্ষেত্রে নতুন-পুরাতন সব মালেরই যাকাত দিতে হবে। যদি তার কাছে নতুনভাবে আমদানী হওয়া মাল ছাড়া অন্য কোন মাল না থাকে তবে এই সম্পদে বর্ষচক্র অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ধার্য হবে না। তার কাছে যাকাতের নিসাব পরিমাণ মাল আছে, কিন্তু এখনও এক বছর পূর্ণ হয়নি। ইতিমধ্যে আরো নতুন মাল এসে এর সাথে যুক্ত হল। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মালের সাথে সাথে এই নুতনভাবে আমদানী হওয়া মালেরও যাকাত দিতে হবে। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবসীগণের (ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারীগণ) এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

মুসলমানদের উপর জিয্য়া ধার্য হয় না।

৫৮৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَكْثَمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ قَابُوْسِ بْنِ اَبِىْ ظَبْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِىْ اَرْضٍ وَّاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ جِزْيَةٌ.

৫৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ একই জনপদে (আরবে) দু'টি কিবলার সুযোগ নাই এবং মুসলমানদের উপর কোন জিয্য়া নাই-(দা)।

এ অনুচ্ছেদে সাঈদ ইবনে যায়েদ ও হারব ইবনে উবায়দুল্লাহর দাদা থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, কাবূস ইবনে আবু যবিয়ান তাঁর পিতার সূত্রে এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সমস্ত ফিক্হবিদ এ হাদীসের ভিত্তিতে একমত হয়ে বলেছেন, কোন নাসারা (খৃস্টান) মুসলমান হলে তার উপর ধার্যকৃত জিয্য়া মওকূফ হয়ে যাবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ 'মুসলমানদের উপর উশরের জিয্য়া নাই"-এর অর্থ হচ্ছেঃ ব্যক্তির উপর ধার্যকৃত জিয্য়া। এ হাদীস থেকে এটাও বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি বলেছেনঃ উশর (জিয্য়া) শুধু ইহূদী ও নাসারাদের উপর আরোপিত হবে, মুসলমানদের উপর কোন উশর ধার্য হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

অলংকার ও গহনাপত্রের যাকাত।

৫৮৯. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنِ ابْنِ اَخِىْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ

زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَانَّكُنَّ اَكْثَرُ اَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৫৮৯। আবদুল্লাহ (রা)-র স্ত্রী যয়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ হে মহিলাগণ ! তোমরা দান-খয়রাত কর তোমাদের গহনাপত্র দিয়ে হলেও। কেননা কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে তোমাদের সংখ্যাই বেশী হবে-(বু,মু)।

٥٩٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ اَخِيْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .

৫৯০। এই সনদ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে....। পূর্ববর্তী বর্ণনার তুলনায় এই বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ।

আবু মুআবিয়া সন্দেহে পতিত হয়ে বলেছেন, আমর ইবনে হারিস যয়নবের ভাইয়ের ছেলের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ সঠিক হল-আমর ইবনে হারিস যয়নবের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমর ইবনে শুআইব থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছেঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'গহনাপত্রের যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।" অবশ্য এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে বক্তব্য আছে।

অলংকারপত্রের যাকাত দেয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল সাহাবা ও তাবিঈ বলেছেন, অলংকারাদির যাকাত দিতে হবে, তা স্বর্ণেরই হোক বা রূপার। সুফিয়ান সাওরী, (আবু হানীফা) ও ইবনুল মুবারকের এই মত। অপর একদল সাহাবা, যেমন ইবনে উমার, আইশা, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, অলংকারাদির উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কয়েকজন ফিক্হবিদ তাবিঈ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মত ব্যক্ত করেছেন।

٥٩١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ امْرَاَتَيْنِ اَتَتَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ اَيْدِيْهِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا اَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ قَالَتَا لاَ قَالَ فَقَالَ لَهُمَا

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتُحِبَّانِ اَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللّٰهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَتَا لاَ قَالَ فَادِّيَا زَكَاتَهُ ·

৫৯১। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। দুইজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে। তাদের উভয়ের হাতে ছিল সোনার বালা। তিনি তাদের উভয়কে জিজ্ঞেস করেনঃ তোমরা কি এর যাকাত আদায় কর? তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেনঃ তোমরা কি এটা পছন্দ কর যে, আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) তোমাদের আগুনের দু'টি বালা পরিয়ে দিবেন? তারা বলল, না। তিনি বলেনঃ তবে তোমরা এর যাকাত আদায় কর-(দা)।

আবু ঈসা বলেন, মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ ও ইবনে লাহীআও আমর ইবনে শুআইবের কাছ থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা উভয়ে হাদীস শাস্ত্রে যঈফ। এ ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সহীহ্ সনদে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। (কিন্তু ইমাম আবু দাউদ এ হাদীসটি অপর একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যাতে কোন ত্রুটি নেই- অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩
শাক-সব্জির যাকাত।

٥٩٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذٍ اَنَّهُ كَتَبَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْخَضْرَوَاتِ وَهِيَ الْبُقُوْلُ فَقَالَ لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ ·

৫৯২। মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সব্জি অর্থাৎ তরিতরকারির উপর যাকাত ধার্য হবে কি না তা জানতে চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিঠি লিখেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ এতে যাকাত ধার্য হবে না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ সহীহ্ নয়। এ অনুচ্ছেদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সহীহ সনদসূত্রে কিছু বর্ণিত হয়নি। মূসা ইবনে তালহা তাঁর সনদসূত্রে এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আলেমগণ এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, শাক-সব্জি ও তরিতকারির উপর যাকাত ধার্য হবে না। আবু ঈসা বলেন, হাসান হলেন উমারার পুত্র। হাদীস বিশারদদের দৃষ্টিতে তিনি

যঈফ রাবী। শোবা প্রমুখ তাকে দুর্বল বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক তাকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

নদী–নালা ইত্যাদির পানির সাহায্যে উৎপন্ন ফসলের যাকাত।

٥٩٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ ذُبَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

৫৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঝর্ণা ও বৃষ্টির পানিতে যে জমীন সিঞ্চিত হয় তাতে উশর ধার্য হবে। যে জমী সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয় তাতে অর্ধ–উশর ধার্য হবে–(ই)।[৪]

এ অনুচ্ছেদে আনাস ইবনে মালিক, ইবনে উমার ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার ও বুসর ইবনে সাঈদ এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সনদের বিচারে পূর্ববর্তী বর্ণনার তুলনায় এই (মুরসাল) বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদীস বর্ণিত আছে সেটাই সহীহ। সমস্ত ফিক্‌হবিদ এ হাদীসের উপরই আমল করেন।

٥٩٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ سَنَّ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ اَوْكَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

৫৯৪। সালেম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন জমীর উপর উশর ধার্য করেছেন যা বৃষ্টি অথবা ঝর্ণার পানি

---

৪. যেসব কৃষিজাত ফসল বিনা সেচে অথবা বৃষ্টির পানির সাহায্যে উৎপন্ন হয় তার দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে দিতে হয়। এটাকে ফিক্‌হের পরিভাষায় উশর (এক–দশমাংশ) বলে। এটা যদি সেচের দ্বারা জন্মায় তবে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে যাবতীয় ফসলেই উশর ধার্য হবে, তা স্বল্প মেয়াদী হোক অথবা দীর্ঘ মেয়াদী। ইমাম শাফিঈ ও অন্য ইমামদের মতে শাক–সব্জিতে যাকাত নেই–(অনু.)।

অথবা নালার পানি দ্বারা সিক্ত হয়। আর যা সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয় তাতে অর্ধ উশর-(বু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫
ইয়াতীমের সম্পদের যাকাত।

٥٩٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْمُثَنّٰى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اَلاَ مَنْ وَلِيَ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيْهِ وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتّٰى تَاْكُلَهُ الصَّدَقَةُ.

৫৯৫। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেনঃ শুনো ! যে ব্যক্তি কোন সম্পদশালী ইয়াতীমের অভিভাবক হয়েছে, সে যেন তা ব্যবসায়ে খাটায় এবং ফেলে না রাখে। অন্যথায় যাকাতে সেগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি শুধু উল্লেখিত সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর সনদে গোলমাল আছে। কেননা মুসান্না ইবনুস সাব্বাহকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইয়াতীমের সম্পদে যাকাত ধার্য হবে কি না এই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কতিপয় সাহাবী, যেমন উমার, আলী, আইশা ও ইবনে উমার (রা) ইয়াতীমের মালে যাকাত ধার্য হবে বলে রায় দিয়েছেন। অপর একদল মনীষী বলেছেন, ইয়াতীমের সম্পদে যাকাত ধার্য হবে না। সুফিয়ান সাওরী ও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের এই মত। রাবী আমর ইবনে শুআইব-মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের পুত্র। তিনি তাঁর দাদা আবদুল্লাহ ইবনে আমরের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) আমর ইবনে শুআইবের হাদীসের সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন, তার হাদীস আমাদের মতে যঈফ। যারাই তাকে যঈফ বলেছেন-তার কারণ নির্দেশ করেছেন, তিনি তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে আমরের পাণ্ডুলিপি থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। পক্ষান্তরে অধিকাংশ হাদীস বিশারদ তাঁর বর্ণিত হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং একে প্রামাণ্য বলে গণ্য করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আহমাদ, ইসহাক প্রমুখ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬
পশুর আঘাতে দণ্ড নেই এবং রিকাযে এক–পঞ্চমাংশ (যাকাত) ধার্য হবে।

٥٩٦ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

৫৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ পশুর আঘাতে দণ্ড নেই, খনিতে দণ্ড নেই এবং কূপে পড়াতেও দণ্ড নেই। রিকাযে এক–পঞ্চমাংশ (যাকাত) ধার্য হবে–(বু, মু)।[৫]

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে আনাস ইবনে মালেক, আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর, উবাদা ইবনুস সামিত, আমর ইবনে আওফ ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭
অনুমান করে গাছের ফলের পরিমাণ নির্ধারণ করা।

٥٩٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِىْ خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ مَسْعُوْدِ بْنِ نِيَارٍ يَقُوْلُ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِىْ حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوْا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ .

৫৯৭। আবদুর রহমান ইবনে মাসউদ (র) বলেন, সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) আমাদের এক বৈঠকে উপস্থিত হয়ে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

৫. মালিকের হাতে আবদ্ধ নয়–এমতাবস্থায় পশু কাউকে আহত করলে এতে মালিকের কোন দণ্ড ভোগ করতে হবে না। কূপ খনন বা সংস্কার করতে লোক নিয়োগ করলে, মালিকের কোন ত্রুটি ব্যতিরেকে দুর্ঘটনা ঘটলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না। তদ্রূপ মালিকের ত্রুটি ব্যতিরেকে কোন শ্রমিক খনি দুর্ঘটনার শিকার হলে তাকে দণ্ড দিতে হবে না। হানাফী মতে 'রিকায' বলতে ভূ-গর্ভস্থ দ্রব্যকেই বুঝায়। তা খনিজ দ্রব্যও হতে পারে বা পুঁতে রাখা গুপ্ত ধনও হতে পারে। অন্যান্য ইমামের মতে, 'রিকায' অর্থে জাহিলী যুগে ভূ-গর্ভে প্রোথিত সম্পদকে বুঝায়। হানাফী মতে, উভয় প্রকার জিনিসের উপর এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ধার্য হবে। কিন্তু খনিতে প্রাপ্ত দ্রব্য যদি সোনা অথবা রূপা হয় তবে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত ধার্য হবে-(অনু.)।

বলতেনঃ যখন তোমরা কোন ফলের পরিমাণ অনুমান কর তখন (তদনুযায়ী যাকাত) নিয়ে নাও। তা (অনুমানে নির্দ্ধারিত মোট পরিমাণ) থেকে এক–তৃতীয়াংশ বাদ দাও। যদি এক–তৃতীয়াংশ না ছাড় তবে অন্তত এক–চতুর্থাংশ ছেড়ে দাও–(দা, না)।

এ অনুচ্ছেদে আইশা, আত্তাব ইবনে উসাইদ ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, অধিকাংশ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করার পক্ষপাতী। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক এই হাদীসের সমর্থক। অনুমান করার তাৎপর্য হল, খেজুর অথবা আঙ্গুর পাকার সময় হলে রাষ্ট্রপ্রধান (বা তার প্রতিনিধি) একজন ফল বিশেষজ্ঞকে উৎপাদিত ফল অনুমান করার জন্য পাঠাবেন। তিনি অনুমান করে বলবেন, গাছের খেজুর বা আঙ্গুর শুকিয়ে কতটুকু হতে পারে। সেই অনুযায়ী তিনি উশরের পরিমাণ ধার্য করবেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য ফলের বেলায়ও এই নিয়ম প্রযোজ্য। ফল অনুমান করে বাগান মালিকের যিম্মায় ছেড়ে দিবে। অতঃপর ফল পেকে শুকালে পূর্বের নির্ধারিত এক–দশমাংশ উশর নিয়ে নিবে। একদল আলেম হাদীসের এই তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফিঈ, মালেক, আহ্‌মাদ ও ইসহাক অনুরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন।

٥٩٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَذَّاءُ الْمَدَنِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ اُسَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُوْمَهُمْ وَثِمَارَهُمْ ·

وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ زَكَاةِ الْكُرُوْمِ اِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدّٰى زَكَاتُهُ زَبِيْبًا كَمَا تُؤَدّٰى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا ·

৫৯৮। আত্তাব ইবনে উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের কাছে তাদের আঙ্গুর এবং অন্যান্য ফল অনুমান (করে পরিমাণ নির্ধারণ) করার জন্য লোক পাঠাতেন। একই সনদে এও বর্ণিত আছেঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুরের যাকাত সম্পর্কে বলেছেনঃ যেভাবে (গাছে থাকতেই) খেজুর অনুমান করা হয় ঠিক সেভাবে আঙ্গুরও অনুমান করা হবে। অতঃপর যেভাবে খেজুরের যাকাত শুকনো খেজুর দ্বারা দেয়া হয় তদ্রূপ আঙ্গুরের বেলায়ও কিশমিশ প্রদান করতে হবে–(দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইবনে জুরাইজ এ হাদীসটি ইবনে শিহাবের সূত্রে, তিনি উরওয়ার সূত্রে এবং তিনি আইশা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমি মুহাম্মাদকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ইবনে জুরাইজের হাদীস সুরক্ষিত নয়, বরং আত্তাবের হাদীসই অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

ন্যায়নিষ্ঠার সাথে যাকাত আদায়কারী।

٥٩٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ ابْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى بَيْتِهِ .

৫৯৯। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ ন্যায়নিষ্ঠার সাথে যাকাত আদায়কারী আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী সৈনিকের সমান (মর্যাদা সম্পন্ন), যতক্ষণ না সে বাড়িতে ফিরে আসে-(দা, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। হাদীস বিশারদদের মতে, ইয়াযীদ ইবনে ইয়াদ একজন দুর্বল রাবী। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের হাদীসটি অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

যাকাত আদায়ে সীমা লংঘনকারী।

٦٠٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَدِيْ فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا .

৬০০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাকাত সংগ্রহে সীমা লংঘনকারী যাকাত প্রদানে বাধা দানকারীর সমতুল্য-(দা, ই)।

এই অনুচ্ছেদে উমার, উম্মে সালামা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদে এ হাদীসটি গরীব। আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল এ হাদীসের এক রাবী সাঈদ ইবনে সিনানের সমালোচনা করেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন, সাদ ইবনে সিনান ঠিক নয়; বরং সিনান ইবনে সাদ হবে। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি যাকাত পরিশোধ করে না তার যে গুনাহ হব, ঠিক যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে তারও অনুরূপ গুনাহ হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০
যাকাত আদায়কারীর সন্তুষ্টি বিধান করা।

٦٠١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلاَ يُفَارِقَنَّكُمْ اِلاَّ عَنْ رِضًا .

৬০১। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কাছে যাকাত আদায়কারী এলে সে যেন (তোমাদের প্রতি) সন্তুষ্ট হয়েই ফিরে যেতে পারে (তার সাথে ভাল ব্যবহার কর)–(মু)।

٦٠٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ .

৬০২।জারীর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, দাউদের হাদীস (৬০২) মুজালিদের হাদীসের (৬০১) তুলনায় অধিকতর সহীহ। কতিপয় হাদীস বিশেষজ্ঞ মুজালিদকে যঈফ বলেছেন এবং তিনি খুব ভুলের শিকার হন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১
ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা।

٦٠٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ غِيَاثٍ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِيْ فُقَرَائِنَا وَكُنْتُ غُلاَمًا يَتِيمًا فَاَعْطَانِيْ مِنْهَا قَلُوْصًا .

৬০৩। আওন ইবনে আবু জুহাইফা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবু জুহাইফা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (নিযুক্ত) যাকাত আদায়কারী আমাদের কাছে এলেন। তিনি আমাদের ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে আমাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করলেন। এ সময় আমি ইয়াতীম বালক ছিলাম। তিনি আমাকে তা থেকে একটি স্বাস্থ্যবান উষ্ট্রী দিলেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

যার জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল।

٦٠٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ وَقَالَ عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ وَالْمَعْنٰى وَاحِدٌ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَالَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِيْ وَجْهِهِ خُمُوْشٌ أَوْ خُدُوْشٌ أَوْ كُدُوْحٌ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا يُغْنِيْهِ قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْقِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ .

৬০৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের কাছে হাত পাতে (যাঞ্চা করে) অথচ তা থেকে বেঁচে থাকার মত সম্বল তার রয়েছে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সামনে তার মুখমণ্ডলে এই যাঞ্চার ক্ষত নিয়ে হাযির হবে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে সে অন্যের কাছে হাত পাততে পারবে না? তিনি বলেনঃ পঞ্চাশ দিরহাম অথবা সমপরিমাণ সোনা-(দা, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। শোবা এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে হাকীম ইবনে জুবাইরের সমালোচনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অপর একটি সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

আমাদের কতিপয় সাথী এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আহ্‌মাদ ও ইসহাক বলেছেন, কোন লোকের মালিকানায় পঞ্চাশ দিরহাম থাকলে তার জন্য যাকাতের মাল খাওয়া হালাল নয়। অপর একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। তাঁরা এ সুযোগটাকে আরো ব্যাপক

রেখেছেন। তাঁরা বলেছেন, কোন ব্যক্তির কাছে পঞ্চাশ দিরহাম থাকার পরও সে যদি প্রয়োজনে যাকাত গ্রহণের মুখাপেক্ষী হয় তবে তা গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ। ইমাম শাফিঈ, (আবু হানীফা) ও অন্যান্য ফিক্‌হবিদের এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

যাকাতের মাল যার জন্য হালাল নয়।

٦٠٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مَحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

৬০৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ অবস্থাপন্ন সচ্ছল ও সুস্থ–সবল ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল নয়–(দা)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। এই অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, হুবশী ইবনে জুনাদা ও কাবীসা ইবনে মুখারিক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। শোবাও উল্লেখিত সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এটাকে মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি। অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

وَقَدْ رُوِىَ فِيْ غَيْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

"অবস্থাপন্ন সচ্ছল ব্যক্তি এবং শক্তিমান ও সুস্থ দেহের অধিকারী লোকের পক্ষে অন্যের কাছে হাত পাতা জায়েয নয়।"

এ ব্যাপারে আলেমদের অভিমত এই যে, শক্তিমান সুঠাম দেহের অধিকারী ব্যক্তি যদি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় এবং নূন্যতম প্রয়োজন পূরণের মত সম্বল তার না থাকে তবে তাকে যাকাত দিলে তা আদায় হয়ে যাবে। কতিপয় মনীষীর মতে, এ হাদীসে ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে (যাকাত জায়েয হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে নয়)।

٦٠٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُوْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ أَتَاهُ أَعْشرَابِىٌّ فَاَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ فَسَاَلَهُ اِيَّاهُ فَاَعْطَاهُ وَذَهَبَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ حَرُمَتِ الْمَسْاَلَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَسْاَلَةَ لاَ تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِىْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ اِلاَّ لِذِىْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ اَوْغُرْمٍ مُفْظِعٍ وَمَنْ سَاَلَ النَّاسَ لِيُثْرِىَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوْشًا فِىْ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَضْفًا يَاْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ.

৬০৬। হুবশী ইবনে জুনাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি তখন আরাফার ময়দানে অবস্থান করছিলেন। এক বেদুঈন এসে তাঁর চাদরের কিনারা ধরে তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করল। তিনি তাকে কিছু দিলেন। লোকটি চলে গেল। এ সময়ই ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ধনী ব্যক্তির জন্য এবং সুস্থ সুঠাম দেহের অধিকারী সক্ষম ব্যক্তির জন্য (অপরের নিকট) যাঞ্চা করা জায়েয নয়, তবে সর্বনাশা অভাবে পতিত ব্যক্তি এবং অপমানকর ঋণে জর্জরিত ব্যক্তির জন্য জায়েয। যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য অন্যের কাছে ভিক্ষা চায়, কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডলে এর ক্ষতচিহ্ন হবে এবং সে দোযখের উত্তপ্ত পাথর খাবে। অতএব যার ইচ্ছা (ভিক্ষা) কম করুক আর যার ইচ্ছা বেশী করুক।

আবু ঈসা বলেন, অপর একটি সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এই সূত্রে হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এবং অন্য যাদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা হলাল।

٦٠٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ أُصِيْبَ رَجُلٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ثِمَارٍ اِبْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَالِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ خُذُوْا مَا وَجَدْتُّمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اِلاَّ ذٰلِكَ.

৬০৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এক ব্যক্তি ফল ক্রয় করে লোকসানের সম্মুখীন হয়ে অধিক ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকদের) বলেনঃ তোমরা একে দান-খয়রাত কর। লোকেরা তাকে দান-খয়রাত করল, কিন্তু তা ঋণ পরিশোধের সমপরিমাণ হল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পাওনাদারদের বলেনঃ এখন যা পাচ্ছ নিয়ে নাও, (আপাতত) এর অতিরিক্ত আর পাবে না-(মু)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা, জুয়াইরিয়া ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজন ও তাঁর দাস-দাসীদের সদকা (যাকাত) নেয়া মাকরূহ।

٦٠٨. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَيُوْسُفُ ابْنُ يَعْقُوْبَ الضُّبَعِيُّ السَّدُوْسِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُتِيَ بِشَيْءٍ سَاَلَ اَصَدَقَةٌ هِيَ اَمْ هَدِيَّةٌ فَاِنْ قَالُوْا صَدَقَةٌ لَمْ يَاْكُلْ وَاِنْ قَالُوْا هَدِيَّةٌ اَكَلَ .

৬০৮। বাহ্য ইবনে হাকীম (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন কিছু নিয়ে আসা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেনঃ এটা কি সদকা না উপঢৌকন? লোকেরা যদি বলত, এটা সদকা তবে তিনি তা খেতেন না এবং যদি বলত, এটা উপঢৌকন তবে তিনি তা খেতেন-(না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে সালমান, আবু হুরায়রা, আনাস, হাসান ইবনে আলী, আবু উমায়রা, ইবনে আব্বাস, মাইমুন ইবনে মিহরান, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু রাফে ও আবদুর রহমান ইবনে আলকামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি অপর একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। বাহ্য (রা)-র দাদার নাম মুআবিয়া ইবনে হায়দা আল-কুশায়রী।

٦٠٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ مَخْزُوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِاَبِىْ رَافِعٍ اَصْحَبْنِىْ كَيْمَا تُصِيْبَ مِنْهَا فَقَالَ لاَ حَتّٰى اٰتِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْاَلَهُ فَانْطَلَقَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلَهُ فَقَالَ اِنَّ الصَّدَقَةَ لاَتَحِلُّ لَنَا وَاِنَّ مَوَالِىَ الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ.

৬০৯। আবূ রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাখযূম গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করে পাঠান। সে আবূ রাফে (রা)–কে বলল, আপনি আমার সহযাত্রী হন, যাতে আপনিও কিছু পেতে পারেন। তিনি বলেন, না, আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে নেই। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেনঃ আমাদের (হাশিম বংশের) জন্য যাকাত হালাল নয়। আর কোন বংশের মুক্তদাস তাদেরই অন্তর্ভুক্ত–(দা, না)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবূ রাফে (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তাঁর নাম আসলাম। রাফের পুত্রের নাম উবাইদুল্লাহ, তিনি আলী (রা)–র সচীব ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

আত্মীয়–স্বজনদের যাকাত দেয়া।

٦١٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَفْطَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى تَمْرٍ فَاِنَّهُ بَرَكَةٌ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَاِنَّهُ طَهُوْرٌ وَقَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِىَ عَلٰى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَّصِلَةٌ.

৬১০। সালমান ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন ইফতার করে, সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। কেননা এতে বরকত আছে। সে যদি খেজুর না পায় তবে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কেননা পানি হল পবিত্র। তিনি আরো বলেনঃ গরীবদের প্রতি দান–খয়রাত করা দান হিসাবেই গণ্য হয়; কিন্তু আত্মীয়–স্বজনকে দান করলে তা দান করাও হয় এবং আত্মীয়তাও রক্ষা করা হয় (তাই সওয়াবও দ্বিগুণ)–(দা, না, ই)।

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নব, জাবির ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি

আরো কয়েকটি সূত্রে সালমানের কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে সুফিয়ান সাওরী ও ইবনে উআইনার বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

যাকাত ছাড়াও সম্পদে আরো দায় রয়েছে।

٦١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ مَدُّوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُبْنُ عَامِرعَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَاَلْتُ اَوْ سُئِلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ اِنَّ فِى الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ الَّتِيْ فِى الْبَقَرَةِ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ الْاٰيَةَ ـ

৬১১। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অথবা (রাবীর সন্দেহে) অন্য কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেনঃ অবশ্যি যাকাত ছাড়াও (ধনীর) সম্পদে আরো দায় রয়েছে। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পাঠ করলেনঃ "তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে শুধু এটাই পুণ্য কাজ নয়, বরং পুণ্য আছে–কোন ব্যক্তি আল্লাহ, আখেরাত, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনলে এবং তাঁর ভালবাসায় আত্মীয়–স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিক–মুসাফির, যাঞ্চাকারী ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করলে, নামায কায়েম করলে, যাকাত আদায় করলে এবং ওয়াদা করে তা পূর্ণ করলে, দুর্ভিক্ষ, প্রতিকূল অবস্থা ও যুদ্ধ–বিগ্রহের সময় ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই প্রকৃত সত্যবাদী আর এরাই প্রকৃত মুত্তাকী"–(সূরা বাকারা ঃ ১৭৭)–(ই)।

٦١٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِى الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ـ

৬১২। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যাকাত ছাড়াও (সম্পদশালীর) সম্পদে নিশ্চই আরো দায় রয়েছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ তেমন (শক্তিশালী) নয়। আবু হামযা মায়মূন আল–আওয়ার একজন দুর্বল রাবী। বায়ান ও ইসমাঈল ইবনে সালেম উল্লেখিত হাদীস শাবী (র) থেকে তাঁর বক্তব্যরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮
দান-খয়রাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা।

٦١٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ اَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ (৬) وَلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ الاَّ الطَّيِّبَ الاَّ اَخَذَهَا الرَّحْمٰنُ بِيَمِيْنِه وَاِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَرْبُوْ فِيْ كَفِّ الرَّحْمٰنِ حَتّٰى تَكُوْنَ اَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّيْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ اَوْ فَصِيْلَهُ.

৬১৩। সাঈদ ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে দান-খয়রাত করে, আর আল্লাহ হালাল ও পবিত্র মাল ছাড়া গ্রহণ করেন না, দয়াময় রহমান নিজের ডান হাতে সেই দান গ্রহণ করেন, তা সামান্য একটি খেজুর হলেও। এটা দয়াময় রহমানের হাতে বৃদ্ধি পেতে পেতে পাহাড়ের চেয়েও বৃহৎ হয়ে যায়; যেভাবে তোমাদের কেউ তার দুধ ছাড়ানো গাভী বা ঘোড়ার বাচ্চাকে প্রতিপালন করে থাকে-(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা, আদী ইবনে হাতেম, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা, হারিসা ইবনে ওয়াহ্ব, আবদুর রহমান ইবনে আওন ও বুরাইদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٦١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الصَّوْمِ اَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ فَقَالَ شَعْبَانُ لِتَعْظِيْمِ رَمَضَانَ قِيْلَ فَاَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ صَدَقَةٌ فِيْ رَمَضَانَ .

৬১৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, রমযানের রোযার পর কোন রোযা সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন ? তিনি বলেনঃ রমযানের সম্মানার্থে শাবানের রোযা। প্রশ্নকারী পুনরায় বলল,

৬. শব্দটি যদি 'তীব' হয় তবে বাক্যটির অর্থ হবেঃ যে ব্যক্তি মনের সন্তুষ্টি সহকারে দান-খয়রাত করে, আর আল্লাহ কেবল খুশী ও আনন্দ সহকারে করা দানই কবুল করেন-(অনু.)।

কোন্ (সময়ের) দান-খয়রাত সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন ? তিনি বলেনঃ রমযান মাসের দান-খয়রাত।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি গরীব। সাদাকা ইবনে মূসা হাদীস বিশারদদের মতে তেমন শক্তিশালী রাবী নন।

٦١٥. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصَرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيْسَى الْخَزَّازُ الْبَصَرِىُّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ عَنْ مِيْتَةِ السُّوْءِ .

৬১৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দান-খয়রাত আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি প্রশমিত করে এবং লাঞ্ছিত মৃত্যু রোধ করে।

উল্লেখিত সূত্রে হাদীসটি গরীব।

٦١٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَاْخُذُهَا بِيَمِيْنِهِ فَيُرَبِّيْهَا لاَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ مُهْرَهُ حَتّٰى اِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيْرُ مِثْلَ اُحُدٍ وَتَصْدِيْقُ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَيَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ .

৬১৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দান-খয়রাত কবুল করেন এবং তা ডান হাতে গ্রহণ করেন। সেগুলো প্রতিপালন করে তিনি তোমাদের কারো জন্য বাড়াতে থাকেন, যেভাবে তোমাদের কেউ তার গরু বা ঘোড়ার বাচ্চা লালন-পালন করে বড় করতে থাকে। (এই দানের) এক একটি গ্রাস বৃদ্ধি পেতে পেতে উহুদ পাহাড়ের সমান হয়ে যায়। এর প্রমাণে মহান আল্লাহ্‌র কিতাবে রয়েছেঃ তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের দান গ্রহণ করেন"-(সূরা তওবাঃ ১০৪)। "আল্লাহ্ সূদকে নির্মূল করেন এবং দান-খয়রাত বৃদ্ধি করেন"-(সূরা বাকারাঃ ২৭৬)-(বু, মু)।

এ হাদীসটি সহীহ। আইশা (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। উল্লেখিত হাদীস এবং অন্যান্য যেসব হাদীসে আল্লাহ্‌র সিফাতের কথা বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌র হাত-পায়ের কথা উল্লেখ আছে এবং প্রতি রাতে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে তাঁর অবতরণের কথা উল্লখ আছে- আলেমগণ সেসব হাদীসকে সঠিক বলেছেন। এর প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং এর মধ্যে কোনরূপ দ্বিধা-সন্দেহ পোষণ করা যাবে না এবং এরূপ বলাও ঠিক নয় যে, এটা কিভাবে হতে পারে। মালেক, সুফিয়ান ইবনে উআইনা ও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এসব হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, এসব হাদীসে আল্লাহ্‌র অংগপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে তার সঠিক অবস্থা বা ধরন যে কিরূপ সে প্রসংগে না গিয়ে বরং এটা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলেমদের এটাই মত।

জাহমিয়া (ভ্রান্ত মতাবলম্বী মুতাযিলা) সম্প্রদায় এসব রিওয়ায়াত অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, এটা তো সরাসরি তুলনা করার শামিল। (আহলে সুন্নাতগণ বলেন) অথচ বরকতময় আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের বহু স্থানে নিজের হাত, কান, চোখ ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। জাহমিয়াগণ এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় আলেম সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যার বিপরীত রূপক ব্যাখ্যা করেছে। এই ভ্রান্ত মতাবলম্বীরা বলেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম (আ)-কে নিজ হাতে তৈরি করেননি। বরং এখানে তাঁর হাতের অর্থ কুদরাত (স্বভাবজাত শক্তি)। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম বলেন, যদি বলা হত মানুষের হাত বা কানের মত তবেই এটা তুলনা (তাশবীহ) করার অন্তর্ভুক্ত হত। কিন্তু আল্লাহ আআলা যখন হাত, কান, চোখ বলেন তখন তা তাশবীহ-এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। কারণ এখানে এর ধরন সম্পর্কে বলা হয়নি। যেমন কল্যাণময় প্রাচুর্যময় আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেনঃ

"বিশ্বলোকের কোন জিনিসই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব কিছু শুনেন ও দেখেন" (সূরা শূরাঃ ১১)।[৭]

---

৭. এ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী মরহূম বলেনঃ "সৃষ্টিকর্তা স্বীয় সত্তায় মূলতই অবিসংবাদী, আসীম ও নিরংকুশ। কোন জিনিস আল্লাহ্‌র মত হওয়া তো দূরের কথা-তাঁর সদৃশের মত হওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু সৃষ্টির সাথে কোন কাজ করার সময় তিনি স্বীয় কোন দুর্বলতার কারণে নয়, বরং সৃষ্টির দুর্বলতার কারণে সীমাবদ্ধ মাধ্যম অবলম্বন করেন-এটাতো এক অতি সাধারণ কথা। যেমন তিনি যখন মাখলূকের সাথে কথা বলেন, তখন কথা বলার সেই সীমাবদ্ধ নিয়মই অবলম্বন করেন, যার ফলে একজন মানুষ মূল বক্তব্য শুনতে ও বুঝতে পারে।" তাফহীমুল কুরআন সূরা ইসরার ১নং এবং সূরা শূরার ১৭ ও ১৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য। নিরাকার আল্লাহ্‌র দেখা, শুনা, স্পর্শ করা, চলা ইত্যাদির জন্য মাখলূকের মত চক্ষু-কর্ণ-হাত-পা ইত্যাদির কোন প্রয়োজনই হয় না-(অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

যাঞ্চাকারীর অধিকার।

٦١٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدَّتِه اُمِّ بُجَيْدٍ وكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰه انَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقُوْمُ عَلٰى بَابِىْ فَمَا اَجِدُ لَهُ شَيْئًا اَعْطِيْهِ اِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ لَمْ تَجِدِىْ شَيْئًا تُعْطِيْه اِيَّاهُ الاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيْه اِلَيْه فِىْ يَدِه ·

৬১৭। আবদুর রহমান ইবনে বুজাইদ (র) থেকে তার দাদী উম্মে বুজাইদ (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। যেসব মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত।তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমার দরজায় ভিক্ষুক এসে দাঁড়ায়, অথচ তাকে দেয়ার মত কিছু আমার হাতে থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ তুমি যদি তাকে দেয়ার মত (পশুর পায়ের) একটি ক্ষুর (যৎসামান্য জিনিস) ছাড়া আর কিছু না পাও তবে তার হাতে তাই তুলে দাও-(দা, না)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী, আবু হুরায়রা ও আবু উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

তাদের মন জয়ের জন্য দান করা।

٦١٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ اَعْطَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَ انَّهُ لَاَبْغَضُ الْخَلْقِ اِلَيَّ فَمَا زَالَ يُعْطِيْنِىْ حَتّٰى اِنَّهُ لَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَيَّ ·

৬১৮। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধের দিন আমাকে কিছু (গনীমাতের) মাল দান করেন। তিনি ছিলেন আমার চোখে সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য দুশমন। তিনি আমাকে দান করতে থাকলেন। পরিণামে তিনিই হলেন আমার কাছে সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি-(মু)।

এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 'মুয়াল্লাফাতুল কুলূবদের' দান করা যাবে কি না এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। অধিকাংশের মতে, তাদেরকে দান করা যাবে না। তারা বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এরূপ একটি দল ছিল যাদেরকে তিনি ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আজকাল এ ধরনের লোকদের যাকাত থেকে দান করার প্রয়োজন নাই। সুফিয়ান সাওরী, কূফাবাসীগণ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক এই মত পোষণ করেন। অপর একদল আলেম বলেছেন, আজকালও যদি এ ধরনের লোক থেকে থাকে এবং ইমাম যদি তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তবে তাদেরকে কিছু দান করলে তা জায়েয হবে। ইমাম শাফিঈ এই মত ব্যক্ত করেছেন।[৮]

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

সদকাকারীর পুনরায় দানকৃত বস্তুর ওয়ারিস হওয়া।

٦١٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ اَتَتْهُ امْرَاَةٌ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلٰى اُمِّيْ بِجَارِيَةٍ وَاِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ وَجَبَ اَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيْرَاثُ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ اَفَاَصُوْمُ عَنْهَا قَالَ صُوْمِيْ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ اَفَاَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّيْ عَنْهَا .

৬১৯। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (বুরাইদা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক মহিলা তাঁর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি আমার মাকে একটি বাঁদী দান করেছিলাম। তিনি মারা গেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি সওয়াবের অধিকারী হয়ে গেছ এবং উত্তরাধিকার স্বত্ব বাঁদীটি তোমাকে ফেরত দিয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তার এক মাসের রোযা বাকি আছে,

৮. ইসলামের স্বার্থে যাদের মন জয় করা আবশ্যক তাদেরকে 'মুআল্লাফাতুল কুলূব' বলে। অধিক ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা তাওবার ৬৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য। সাফওয়ান (রা) হুনাইনের যুদ্ধের পর মুসলমান হন। মক্কা বিজয়ের সময় তাকে যিম্মী হিসাবে আশ্রয় দেয়া হয়েছিল-(অনু.)।

আমি কি তার পক্ষ থেকে রোযা থাকতে পারি? তিনি বলেনঃ তুমি তার পক্ষ থেকে রোযা থাক। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি কখনও হজ্জ করেননি। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? তিনি বলেনঃ হাঁ, তুমি তার জন্য হজ্জ কর–(মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবদুল্লাহ ইবনে আতা হাদীস বিশারদদের মতে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী। অধিকাংশ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করার কথা বলেছেন। কোন ব্যক্তি কোন কিছু সদকা করল এবং পরে সে তার ওয়ারিস হল, এক্ষেত্রে ঐ মাল তার জন্য হালাল। অপর একদল মনীষী বলেনঃ সদকা বা দান–খয়রাত এমন একটি জিনিস যা আল্লাহ্‌র জন্য ব্যয় করা হয়। এজন্য কর্তব্য হচ্ছে ঐ জিনিস পুনরায় সে পথে ব্যয় করে দেয়া। উল্লেখিত হাদীসটি সুফিয়ান সাওরী ও যুহাইর ইবনে মুআবিয়া–আবদুল্লাহ ইবনে আতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

দান–খয়রাত ফেরত নেয়া গর্হিত।

٦٢٠. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ رَاٰهَا تُبَاعُ فَاَرَادَ اَنْ يَّشْتَرِيَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ .

৬২০। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র পথে ঘোড়া দান করলেন। তিনি দেখলেন, সে ঘোড়াটিকে বিক্রয় করছে। তিনি তা খরিদ করার ইচ্ছা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমার দান তুমি ফেরত নিও না–(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করার কথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

মৃতের পক্ষ থেকে দান–খয়রাত করা।

٦٢١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّيْ تُوُفِّيَتْ اَفَيَنْفَعُهَا اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ لِيْ مَخْرَفًا فَاُشْهِدُكَ اَنِّيْ قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا .

৬২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মা মারা গেছেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করি তবে এতে কি তার কোন উপকার হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হ্যাঁ। সে বলল, আমার একটি বাগান আছে। আমি আপনাকে সাক্ষী করে তার পক্ষ থেকে তা দান করে দিলাম-(দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন, দোয়া এবং দান-খয়রাতই মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে থাকে। কতিপয় রাবী এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। 'মাখরাফ' শব্দের অর্থ 'ফলের বাগান'।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

স্বামীর ঘর থেকে স্ত্রীর কিছু দান করা।

٦٢٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيْلُ ابْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيُّ عَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ لاَ تُنْفِقُ اِمْرَاَةٌ شَيْئًا مِّنْ بَيْتِ زَوْجِهَا اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ الطَّعَامُ قَالَ ذَاكَ اَفْضَلُ اَمْوَالِنَا .

৬২২। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের বছর তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছিঃ কোন স্ত্রীলোক যেন তার স্বামীর ঘর থেকে তার পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন কিছু দান না করে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! খাদ্যও নয়? তিনি বলেনঃ খাদ্য তো আমাদের উত্তম সম্পদ-(দা, ই)।[৯]

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, আসমা বিনতে আবু বাক্‌র, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٦٢٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

৯. স্বামীর স্পষ্ট বা মৌন সম্মতি অথবা দেশপ্রথা কোনটাই না থাকলে স্বামীর অনুমতি নিয়েই তার মাল খরচ করতে হবে। স্বামীর মাল থেকে স্ত্রীর দান-খয়রাত করার প্রথা দেশে প্রচলিত থাকলে অনুমতির প্রয়োজন নাই-(অনু.)।

اللّٰهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَصَدَّقَت الْـمَرْاَةُ مِـنْ بَيْتِ زَوْجِـهَا كَانَ لَهَا بِــهِ اَجْـرٌ وَ لِلزَّوْجِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَلاَ يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُـمْ مِنْ اَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لَـهُ بِمَا كَسَبَ وَ لَهَا بِمَا اَنْفَقَتْ .

৬২৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ স্ত্রী যখন স্বামীর ঘর থেকে কিছু দান করে–এতে তার সাওয়াব হয়। স্বামীর জন্যও সমপরিমাণ সাওয়াব হয় এবং ভাণ্ডারীর জন্যও সম পরিমাণ সওয়াব হয়। এতে একজন অপরজনের সাওয়াবের কিছুই কমাতে পারে না। স্বামীকে উপার্জন করার কারণে এবং স্ত্রীকে খরচ করার কারণে সাওয়াব দেয়া হয়–(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٦٢٤. حَدَّثَنَا مَحْـمُوْدُ بْنُ غَيْـلاَنَ حَدَّثَنَا الْـمُـؤَمَّلُ عَنْ سُفْـيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مَسْــرُوْقٍ عَنْ عَائِشَــةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَعْطَتِ الْـمَرْاَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِطِيْبِ نَفْسٍ غَيْـرَ مُفْسِــدَةٍ كَانَ لَهَا مِثْـلُ اَجْـرِهِ لَهَا مَانَــوَتْ حَسَنًا وَلِلْخَازِنِ مِثْـلُ ذٰلِكَ.

৬২৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে মহিলা সন্তুষ্ট মনে এবং কোনরূপ অপচয় না করে স্বামীর ঘর থেকে কিছু দান করে সে স্বামীর সমান সাওয়াব পায়। তার সৎউদ্দেশ্যের কারণে সে সাওয়াব পায় এবং ভাণ্ডার রক্ষকও সমপরিমাণ সাওয়াব পায়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এটা পূর্ববর্তী হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

সদাকাতুল ফিতর (ফিতরা)।

٦٢٥. حَدَّثَنَا مَحْـمُوْدُ بْنُ غَيْـلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْـــدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْـدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْـرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ اِذَا كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْــرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيْبٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ اَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْــرِجُهُ حَتّٰى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْـمَدِيْنَةَ فَتَكَلَّمَ فَكَانَ فِيْــمَا كَلَّمَ بِهِ

النَّاسَ اِنِّىْ لَاَرٰى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ قَالَ فَاَخَذَ النَّاسُ بِذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَلاَ اَزَالُ اُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ اُخْرِجُهُ ·

৬২৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন তখন আমরা (মাথাপিছু) এক সা' খাদ্যদ্রব্য অথবা এক সা' যব অথবা এক সা খেজুর অথবা সা' কিশমিশ অথবা এক সা' পনির (ফিতরা হিসাবে) দান করতাম। আমরা অনবরত এভাবেই দিয়ে আসছিলাম। কিন্তু যখন মুআবিয়া (রা) মদীনায় আসলেন, তিনি বিভিন্ন বিষয়ে লোকদের সাথে আলোচনা করলেন। তার আলোচনার মধ্যে একটি ছিলঃ আমি দেখছি, সিরিয়ার দুই মুদ্দ (বার্লি) এক সা' খেজুরের সমান। রাবী বলেন, অতঃপর লোকেরা এটাই অনুসরণ করল। আবু সাঈদ (রা) বলেন, কিন্তু আমি পূর্বে যেভাবে দিয়েছি অনবরত সেভাবেই দিব-(বু, মু)।১০

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একদল মনীষী এই হাদীসের অনুসরণ করে বলেন, প্রতিটি জিনিস এক সা' হতে হবে। ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকের এই মত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও অন্যান্যরাও বলেছেন, প্রতিটি জিনিস এক সা'-ই হতে হবে কিন্তু গম অর্ধ সা' দিলেই যথেষ্ট। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক ও কূফাবাসীদের (হানাফীদের) এটাই মত যে, গম আধা সা' দিলেই চলবে।

٦٢٦. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فِىْ فِجَاجِ مَكَّةَ اَلاَ اِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ اَوْ سِوَاهُ صَاعٍ مِّنْ طَعَامٍ ·

---

১০. ইমাম শাফিঈর মতে ফিতরা আদায় করা ফরজ, ইমাম মালেকের মতে সুন্নাত এবং ইমাম আযমের মতে ওয়াজিব। আবু হানীফার মতে গৃহস্থালীর প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু মাল থাকলেই ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। শাফিঈর মতে ঈদের দিন খোরাকির অতিরিক্ত কিছু মাল থাকলেই ফিতরা আদায় করা ফরজ। পরিবারের কর্তাকে সবার পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে হবে। হানাফী মতে ফিতরার পরিমাণ (মাথা পিছু) গম অর্ধ সা' (এক সের তের ছটাক) আর অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য পূর্ণ এক সা' (তিন সের নয় ছটাক)। আমাদের দেশে চাউল হল গমের পরিপূরক। সুতরাং চাউল দিয়ে ফিতরা আদায় করা জায়েয। এক 'মুদ্দ' এক সা'-এর এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ আমাদের সোয়া চৌদ্দ ছটাকের সমান-(অনু.)।

৬২৬। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার অলিতেগলিতে লোক পাঠিয়ে ঘোষণা করলেনঃ জেনে রাখ! প্রত্যেক মুসলিম নারী–পুরুষ, আযাদ–গোলাম, ছোট অথবা বড় সবার উপর ফিতরা ওয়াজিব। এর পরিমাণ হল, (মাথাপিছু) দুই মুদ্দ গম অথবা এটা ছাড়া এক সা' পরিমাণ অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٦٢٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَ الْأُنْثٰى وَالْحُرِّ وَ الْمَمْلُوْكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ اِلٰى نِصْفِ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ .

৬২৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক পুরুষ, নারী, আযাদ ও গোলামের উপর এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব ফিতরা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। রাবী বলেন, কিন্তু লোকেরা পরে আধা সা' গমকে এর সমান ধরে নিয়েছে–(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ, ইবনে আব্বাস, হারিস ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবুয যুবাবের দাদা সালাবা ইবনে আবু সুআইর ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٦٢٨. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

৬২৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমান আযাদ অথবা গোলাম, পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক নির্বিশেষে সবার উপর এক সা' খেজুর অথবা এক সা' বার্লি রমযান মাসের ফিতরা নির্ধারণ করেছেন–(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কোন কোন রাবী এ হাদীসে 'মুসলমান' শব্দের উল্লেখ করেননি। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহ্‌মাদ বলেন, কারো কাছে কাফের গোলাম থাকলে তার সদকা দিবে না। সুফিয়ান সাওরী,

ইবনুল মুবারক ও ইসহাক বলেন, কাফের গোলাম হলেও তার সদকা (ফিতরা) দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

ঈদের নামাযের পূর্বে ফিতরা পরিশোধ করা।

٦٢٩. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ اَبُوْعَمْرِو الْحَذَّاءَ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ عَنِ ابْنِ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِاِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغُدُوِّ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ .

৬২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন সকাল বেলা ঈদের নামাযের জন্য বের হওয়ার পূর্বে ফিতরা আদায় করার নির্দেশ দিতেন-(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। আলেমগণ সকাল বেলা ঈদের নামাযের জন্য বের হওয়ার পূর্বেই ফিতরা পরিশোধ করা মুস্তাহাব বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

যাকাত পরিশোধের ব্যাপারে জলদি করা।

٦٣٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ الْعَبَّاسَ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ .

৬৩০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। আব্বাস (রা) বর্ষচক্র পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তাঁর যাকাত আদায় করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাঁকে এর অনুমতি দেন-(দা, ই)।

٦٣١. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ اِنَّا قَدْ اَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْاَوَّلِ لِلْعَامِ .

৬৩১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রা)-কে বলেনঃ আমরা আব্বাসের এই বছরের যাকাত বছরের প্রথমেই নিয়ে নিয়েছি।

এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। (তিরমিযী বলেন) আমার মতে, এ হাদীস দু'টোর মধ্যে প্রথমটিই অধিকতর সহীহ এবং এটি মুরসালরূপেও বর্ণিত আছে। যাকাত পরিশোধ করার সময় হওয়ার পূর্বে তা অগ্রিম পরিশোধ করা যাবে কি না এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল মনীষী বলেন, সময় হওয়ার পূর্বে তা দেয়া উচিৎ নয়। সুফিয়ান সাওরী এই মতের সমর্থক। তিনি বলেছেন, আমার মতে এটা না করাই উত্তম। অধিকাংশ মনীষী বলেছেন, অগ্রিম যাকাত পরিশোধ করে দিলে তা জায়েয হবে। শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক এ মতের প্রবক্তা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

ভিক্ষা করা নিষেধ।

٦٣٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَاَنْ يَّغْدُوَ اَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلٰى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيَسْتَغْنِىْ بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَّسْاَلَ رَجُلاً اَعْطَاهُ اَوْ مَنَعَهُ ذٰلِكَ فَاِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا اَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ ٠

৬৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি সকাল বেলা গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে তা পিঠে করে বহন করে এনে তা হতে প্রাপ্ত উপার্জন থেকে সে দান-খয়রাত করল এবং লোকদের কাছে হাত পাতা থেকে বিরত থাকল। অন্যের কাছে যাঞ্চা করার চেয়ে এটা তার জন্য অতি উত্তম। আর অন্যের কাছে চাইলে সে তাকে দিতেও পারে নাও দিতে পারে। কেননা নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত (দান গ্রহণকারীর চেয়ে প্রদানকারী) উত্তম। নিজের পোষ্যদের থেকে (অর্থ ব্যয় ও দান-খয়রাত) শুরু কর-(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে হাকীম ইবনে হিযাম, আবু সাঈদ আল-খুদরী, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, অতিয়্যা আস-সাঈদী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, মাসউদ ইবনে আমর, ইবনে আব্বাস, সাওবান, যিয়াদ ইবনে হারিস আস-সুদাঈ, আনাস, হুবশী ইবনে জুনাদা, কাবীসা ইবনে মুখারিক,

সামুরা ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কায়েস (র) থেকে বায়ান (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে গরীব গণ্য করা হয়েছে।

٦٣٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍعَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَسْاَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ اِلاَّ اَنْ يَّسْاَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا اَوْ فِىْ اَمْرٍ لاَبُدَّ مِنْهُ ·

৬৩৩। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অপরের কাছে হাত পাতাটা ক্ষতের সমতুল্য (হীন ও শ্রান্তিকর)। যাঞ্চাকারী এর দ্বারা নিজের মুখমণ্ডলকে ক্ষতবিক্ষত (লাঞ্ছিত) করে। কিন্তু শাসকের কাছে কিছু চাওয়া বা যার হাত পাতা ছাড়া কোন উপায় নাই তার কথা স্বতন্ত্র-(দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অষ্টম অধ্যায়

اَبْوَابُ الصَّوْمِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(রোযা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১
রমযান মাসের ফযীলাত।

٦٣٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِىْ مُنَادٍ يَابَاغِيَ الْخَيْرِ اَقْبِلْ وَيَابَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَالِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ ·

৬৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযান মাসের প্রথম রাতেই শয়তান ও দুষ্ট জিন্দের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এর একটি দরজাও তখন আর খোলা হয় না, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং এর একটি দরজাও তখন আর বন্ধ করা হয় না। (এ মাসে) একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকেন ঃ হে কল্যাণ-অন্বেষণকারী! অগ্রসর হও। হে পাপাসক্ত ! বিরত হও। আর এ মাসে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জাহান্নাম থেকে বহু লোককে মুক্তি দেয়া হয় এবং প্রতি রাতেই এরূপ হতে থাকে-(মু, না, ই)।

এ অনুচ্ছেদে আবদুর রহমান ইব্নে আওফ, ইব্নে মাসউদ ও সালমান (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٦٣٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَالْمُحَارِبِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ

رَمَضَانَ وَقَامَهُ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ٠

৬৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখল এবং (ইবাদতের জন্য) রাত জাগরণ করল, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদ্‌রের (ইবাদতের জন্য) রাত জাগরণ করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়–(বু, মু, ই)।

আবু ঈসা বলেন, আবু বাক্‌র ইব্‌নে আইয়াসের সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি গরীব। আমাশ–আবু সালেহ্–এর সূত্রে বর্ণিত আবু হুরায়রা (রা)–র হাদীসটি আমরা কেবল আবু বাক্‌র ইব্‌নে আইয়াসের মাধ্যমেই জানতে পারি। আমি মুহাম্মাদ ইব্‌নে ইসমাঈলকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, হাসান ইবনুর রাবী, আবুল আহওয়াস, আমাশ, মুজাহিদ থেকে তাঁর বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত রমযান মাসের প্রথম রাতে........... হাদীসের শেষ পর্যন্ত। মুহাম্মাদ বলেন, আবু বাক্‌র ইব্‌নে আইয়াশের তুলনায় আমার নিকট এই সনদটি অধিকতর সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

রমযান মাস আগমনের পূর্বক্ষণে রোযা রেখ না।

٦٣٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلاَبِيَوْمَيْنِ الاَّ اَنْ يُوَافِقَ ذٰلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُوْمُهُ اَحَدُكُمْ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلاَثِيْنَ ثُمَّ اَفْطِرُوْا ٠

৬৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রমযান মাস আগমনের একদিন বা দুই দিন পূর্ব থেকে তোমরা (নফল) রোযা রেখ না। হাঁ, যদি তোমাদের কারো অভ্যাস অনুসারে রোযা রাখার দিন পড়ে যায়, তবে সে ঐ দিনের রোযা রাখতে পারে। তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখেই রোযা সমাপ্ত কর। যদি (২৯ তারিখে) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে (এবং চাঁদ

দেখতে না পাও) তবে ত্রিশ দিন পূরা কর, এরপর ইফ্‌তার কর (রোযা শেষ কর)–(বু, মু, আ)।

এ অনুচ্ছেদে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবী থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেন। তাদের মতে রমযানের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে রমযান মাস শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে রোযা রাখা মাকরূহ। তবে কারো যদি নির্ধারিত কোন দিনে রোযা রাখার পূর্ব–অভ্যাস থাকে এবং রমযানের পূর্বের দিন সেই দিন হয় তবে এদিনে তার রোযা রাখায় কোন দোষ নাই।

٦٣٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقَدَّمُوْا شَهْرَرَمَضَانَ بِصِيَامٍ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ .

৬৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযান মাস শুরু হওয়ার এক দিন বা দুই দিন পূর্বে তোমরা রোযা রেখ না। হাঁ, যে ব্যক্তি অভ্যাসমত রোযা রাখে সে ঐ দিন রোযা রাখতে পারে–(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

সন্দেহযুক্ত দিনে রোযা রাখা মাকরূহ।১

٦٣٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلاَئِيِّ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَاُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوْا فَتَنَحّٰى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ اِنِّيْ صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِيْ يَشُكُّ فِيْهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

১. শাবান মাসের ২৯ তারিখে মেঘ–বৃষ্টির কারণে রমযানের চাঁদ উঠল কি না তা দেখা সম্ভব না হলে এর পরের দিনকে সন্দেহের দিন (ইয়াওমুশ শক) বলে। অনুমান বা সন্দেহের ভিত্তিতে ঐ দিন রোযা রাখা মাকরূহ। কেননা এ দিনটি শাবানের ৩০ তারিখও হতে পারে। আরবী মাস হয় ২৯ দিনে অথবা ৩০ দিনে হবে। এর কমও নয় বেশীও নয়–(অনু.)।

৬৩৮। সিলা ইব্‌নে যুফার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আম্মার ইব্‌নে ইয়াসির (রা)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। একটি ভুনা বক্‌রী (আহারের জন্য) হাযির করা হলে তিনি বলেন, সবাই খাও। কিন্তু জনৈক ব্যক্তি দূরে সরে গিয়ে বলল, আমি রোযাদার। আম্মার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত দিনে রোযা রাখে সে আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করে-(হা, বা, কু)।

এই অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈদের মধ্যে অধিকাংশ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, মালেক ইব্‌নে আনাস, আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুল মুবারক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র)-এর এই অভিমত। তারা সন্দেহের দিন রোযা রাখা মাকরূহ বলেছেন। কেউ যদি উক্ত দিনে রোযা রাখে আর তা যদি রমযান মাস হয়, তবে অধিকাংশ আলেমের মতে তবুও তাকে এই দিনের স্থলে একটি রোযা কাযা করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

রমযান মাস নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে শাবানের চাঁদের গণনা।

٦٣٩. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَجَّاجٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْصُوْا هِلاَلَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ ·

৬৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা রমযানের মাস নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে শাবানের চাঁদেরও হিসাব রাখ।

আবু ঈসা বলেন, আবু মুআবিয়ার সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে আমরা এই হাদীস জানতে পারিনি। সহীহ্ রিওয়ায়াত হলঃ মুহাম্মাদ ইব্‌নে আম্‌র-আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা রমযান মাসকে এক দিন বা দুই দিন এগিয়ে নিয়ে আসবে না। অপর একটি সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

চাঁদ দেখে রোযা রাখা এবং চাঁদ দেখে তা সমাপ্ত করা।

٦٤٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَصُوْمُوْا قَبْلَ رَمَضَانَ

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَ افْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَانْ حَالَتْ دُوْنَهُ غَيَابَةٌ فَاكْمِلُوْا ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا ·

৬৪০। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রমযানের পূর্বে তোমরা রোযা রেখ না। রমযানের চাঁদ দেখে তোমরা রোযা রাখ আবার চাঁদ দেখে তা ভঙ্গ কর। যদি মেঘের কারণে চাঁদ না দেখা যায় তবে ত্রিশ দিন পুরা কর-(অ, না)।

এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবু বাক্‌রা ও ইব্‌নে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌। এটি তাঁর থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

উনত্রিশ দিনেও মাস হয়।

٦٤١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ اَخْبَرَنِيْ عِيْسَى بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ اَبِيْ ضِرَارٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَاصُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ اَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلاَثِيْنَ ·

৬৪১। ইব্‌নে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন,আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যতবার ত্রিশ দিন রোযা রেখেছি, তার চেয়ে অধিকবার উনত্রিশ দিন রোযা রেখেছি-(দা)।

এ অনুচ্ছেদে উমার, আবু হুরায়রা, আইশা, সাদ ইব্‌নে আবু ওয়াক্‌কাস, ইব্‌নে আব্‌বাস, ইব্‌নে উমার, আনাস, জাবির, উম্মু সালামা ও আবু বাক্‌রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মাস উনত্রিশ দিনেও হয়।

٦٤٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ اٰلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَاَقَامَ فِيْ مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ يَوْمًا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ اٰلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ ·

৬৪২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণের সঙ্গে এক মাসের জন্য ঈলা[২] করেন। তিনি ঘরের মাচানের একটি কক্ষে ২৯ দিন অবস্থান করেন। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি তো এক মাসের জন্য ঈলা করেছিলেন ? তিনি বলেন ঃ এ মাস উনত্রিশ দিনের-(বু)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা রাখা।

٦٤٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ اَبِىْ ثَوْرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْهِلاَلَ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلاَلُ اَذِّنْ فِى النَّاسِ اَنْ يَّصُوْمُوْا غَدًا .

৬৪৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি (রমযানের) নতুন চাঁদ দেখেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই ? তুমি কি আরো সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেনঃ হে বিলাল! লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও তারা যেন আগামী কাল থেকে রোযা রাখে।

অপর একটি সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্নে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসের সনদে মতভেদ রয়েছে। সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ এটিকে সিমাক ইব্নে হারব, ইকরিমার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। সিমাকের অধিকাংশ ছাত্র সিমাক-ইকরিমা সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করার কথা বলেছেন। তাঁরা বলেন, রোযার ব্যাপারে এক ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা রাখা যাবে। ইব্নুল মুবারক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও কূফাবাসীদের (ইমাম আবু হানীফা) এই মত। ইসহাক বলেন, দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য ছাড়া

---

২. 'ঈলা' শব্দের অর্থ শপথ করা। স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, আল্লাহ্র শপথ! আমি চার মাসের মধ্যে তোমার কাছে যাব না (সহবাস করব না) তবে এরূপ প্রতিজ্ঞাকে ঈলা বলে-(অনু.)

রোযা রাখা যাবে না। তবে রোযা ভঙ্গের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ নেই যে, এই ক্ষেত্রে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য অপরিহার্য।৩

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

ঈদের দুই মাস কম হয় না।

٦٤٤. حَدَّثَنَا اَبُوْسَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ .

৬৪৪। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেছেনঃ দুই ঈদের মাস রমযান ও যিলহজ্জ (একসঙ্গে) কম হয় না-(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। এই হাদীসটি আব্‌দুর রহমান ইব্‌নে আবু বাক্‌রার সূত্রে মুরসালরূপেও বর্ণিত আছে। ইমাম আহ্‌মাদ বলেন, এই হাদীসের তাৎপর্য হলঃ "দুই ঈদের মাস একসাথে কম হয় না।একটি মাস কম হলে অপরটি পূর্ণ হবে"। ইসহাক বলেন, কম হবে না অর্থাৎ মাসটি ঊনত্রিশ দিনে হলেও এটি পূর্ণ মাস হিসাবে গণ্য হবে, তাতে কোন অপূর্ণতা নেই। ইসহাক (র)-এর মতানুসারে একই বছরে এই দুই মাস কম (২৯ দিনে) হতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

প্রত্যেক অঞ্চলবাসীর জন্য তাদের চাঁদ দর্শনই ধর্তব্য হবে।

٦٤٥. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ حَرْمَلَةَ اَخْبَرَنِىْ كُرَيْبٌ اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ اِلٰى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَىَّ هِلاَلُ رَمَضَانَ وَاَنَا بِالشَّامِ فَرَاَيْنَا الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِىْ اٰخِرِ الشَّهْرِ فَسَاَلَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتٰى رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَقُلْتُ رَاَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اَاَنْتَ رَاَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ رَاٰهُ النَّاسُ وَصَامُوْا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ لٰكِنْ رَاَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُوْمُ حَتّٰى

৩. অর্থাৎ কমপক্ষে দুইজন মুসলমান যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তারা শাওয়ালের চাঁদ দেখেছে, তবে রমযান মাসের রোযা সমাপ্ত করা যাবে-(অনু.)।

نُكْمِلَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا اَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ اَلاَ تَكْتَفِىْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لاَ هٰكَذَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৬৪৫। কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত। উম্মুল ফাদল বিন্‌তুল হারিস (রা) মুআবিয়া (রা)-র সাথে সাক্ষাতের জন্য তাকে শামে (সিরিয়ায়) পাঠান। কুরায়ব (র) বলেন, আমি সিরিয়ায় পৌঁছে উম্মুল ফাদল (রা)-র কাজ সমাধা করলাম। আমি সিরিয়ায় থাকতেই রমযানের চাঁদ দেখা গেল। জুমুআর রাতে (বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়) আমরা চাঁদ দেখলাম। রমযানের শেষের দিকে আমি মদীনায় ফিরে এলাম। ইব্‌নে আব্বাস (রা) আমাকে (কুশলাদি) জিজ্ঞাসা করার পর চাঁদ দেখা সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, তোমরা কবে চাঁদ দেখেছিলে ? আমি বললাম, জুমুআর রাতে চাঁদ দেখেছি। তিনি বলেন, তুমি নিজে কি জুমুআর রাতে চাঁদ দেখেছ ? আমি বললাম, লোকেরা দেখেছে এবং তারা রোযাও রেখেছে, মুআবিয়া (রা)-ও রোযা রেখেছেন। তিনি বলেন, কিন্তু আমরা তো তা শনিবার রাতে (শুক্রবার সন্ধ্যায়) দেখেছি। সুতরাং আমরা ত্রিশ দিন পুরা না হওয়া পর্যন্ত অথবা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখতে থাকব। আমি বললাম, মুআবিয়া (রা)-র চাঁদ দেখা ও তাঁর রোযা রাখা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি বলেন, না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন-(মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গরীব। আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করার কথা বলেছেন। তাদের মতে প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদের জন্য তাদের চন্দ্র দর্শনই ধর্তব্য হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০
যা দিয়ে ইফ্‌তার করা মুস্তাহাব।

٦٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِىْ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لاَ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَاِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ .

৬৪৬। আনাস ইব্‌নে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (ইফতারের সময়) খেজুর পায় সে যেন তা দিয়ে ইফ্‌তার করে। আর যে ব্যক্তি তা না পায় সে যেন পানি দিয়ে ইফ্‌তার করে। কেননা পানি পবিত্র বা পবিত্রকারী।

এই অনুচ্ছেদে সালমান ইবনে আমের (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি শোবার সূত্রে সাঈদ ইব্‌নে আমের ব্যতীত আর কেউ এরূপ বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নাই। এই হাদীসটি মাহফূয (নির্ভরযোগ্য) নয়। আবদুল আযীয ইব্‌নে সুহায়ব–আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এটির কোন ভিত্তি আছে বলে আমাদের জানা নাই। শোবার শাগরিদ্‌গণ এই হাদীস আসেম আল–আহ্‌ওয়াল, হাফসা বিনতে সীরীন, রাবাব, সালমান ইব্‌নে আমের–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইব্‌নে আমেরের রিওয়ায়াতের তুলনায় এটি অধিকতর সহীহ্। অনন্তর তারা শোবা, আসেম, হাফসা বিন্‌তে সীরীন, সালমান ইব্‌নে আমেরের সনদেও এটি বর্ণনা করেছেন। এতে শোবা রাবাব–এর নাম উল্লেখ করেননি। সুফিয়ান সাওরী, ইব্‌নে উআইনা প্রমুখ রাবী আসেম আল–আহ্‌ওয়াল, হাফসা বিন্‌তে সীরীন, রাবাব, সালমান ইব্‌নে আমের থেকে এই বর্ণনাটিই সহীহ। রাবাব হলেন উম্মুর রাইয়েহ।

٦٤٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ اَنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَفْطَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَاِنَّهُ بَرَكَةٌ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَاِنَّهُ طَهُوْرٌ .

৬৪৭। সালমান ইব্‌নে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ইফ্‌তার করে তখন সে যেন খেজুর দিয়ে ইফ্‌তার করে। ইব্‌নে উয়াইনার বর্ণনায় আরো আছেঃ এতে বরকত রয়েছে। কেউ যদি তা না পায় তবে সে যেন পানি দিয়ে ইফ্‌তার করে। কেননা পানি পবিত্র বা পবিত্রকারী।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٦٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٍ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٍ حَسَا حَسَوَاتٍ مِّنْ مَاءٍ .

৬৪৮। আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মাগরিবের) নামায পড়ার পূর্বেই কিছু তাজা খেজুর দিয়ে ইফ্‌তার করতেন। তাজা খেজুর না পেলে তিনি কিছু শুক্‌না খেজুর দিয়ে ইফ্‌তার করতেন। আর যদি শুকনা খেজুরও না পেতেন তবে কয়েক ঢোক পানি পান করে নিতেন-(কু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব। অপর বর্ণনায় আছেঃ

وَرُوِىَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفْطِرُ فِى الشِّتَاءِ عَلٰى تَمَرَاتٍ وَفِى الصَّيْفِ عَلَى الْمَاءِ ·

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীতকালে শুকনা খেজুর দিয়ে এবং গ্রীষ্মকালে পানি দিয়ে ইফ্‌তার করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা সম্মিলিতভাবে উদযাপন করা।

٦٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ مُحَمَّدٍ الْاَخْنَسِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْاَضْحٰى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ ·

৬৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রোযা হল যেদিন তোমরা সকলে রোযা রাখ। ঈদুল ফিত্‌র হল যেদিন তোমরা সকলে রোযা ভংগ কর। আর ঈদুল আয্‌হা হল যেদিন তোমরা সকলে কোরবানী কর।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব। কোন কোন আলেম এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, সম্মিলিতভাবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে রোযা ও ঈদ উদযাপন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

যখন রাত আসে এবং দিন চলে যায় তখন রোযাদার ইফ্‌তার করবে।

٦٥٠. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ وَاَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرْتَ ٠

৬৫০। উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন রাত আসে, দিন চলে যায় এবং সূর্য অস্তমিত হয় তখন ইফ্তার কর–(বু, মু)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে আবু আওফা ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩
অবিলম্বে ইফ্তার করা।

٦٥١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ ح قَالَ وَاَخْبَرَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ قِرَاءَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَاعَجَّلُوا الْفِطْرَ ٠

৬৫১। সাহল ইব্‌নে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা যত দিন অবিলম্বে ইফ্তার করবে তত দিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে–(বু, মু)।

এই অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, ইব্‌নে আব্বাস, আইশা ও আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবীগণ ও অপরাপর আলেম সূর্যাস্তের পরপরই ইফ্তার করা মুস্তাহাব মনে করেন। ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ (আবু হানীফা) ও ইসহাকের এই অভিমত।

٦٥٢. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَحَبُّ عِبَادِيْ اِلَيَّ اَعْجَلُهُمْ فِطْرًا ٠

৬৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ আমার বান্দাদের মধ্যে যারা অবিলম্বে ইফ্‌তার করে তারাই আমার অধিক প্রিয়–(আ)।

অপর এক সূত্রে আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে আবদুর রহ্‌মান... আওযাঈ থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٦٥٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَاوَمَسْرُوْقٌ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلاَنِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالْاٰخَرُيُؤَخِّرُالْاِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ قَالَتْ اَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ قُلْنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ هٰكَذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاٰخَرُ اَبُوْ مُوْسٰى .

৬৫৩। আবু আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাস্‌রূক আইশা (রা)–র কাছে গিয়ে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই সাহাবীর একজন অবিলম্বে ইফ্‌তার করেন এবং অবিলম্বে নামায পড়েন আর অপরজন বিলম্বে ইফ্‌তার করেন এবং বিলম্বে নামায পড়েন। তিনি বলেন, তাঁদের মধ্যে কে অবিলম্বে ইফ্‌তার করেন এবং অবিলম্বে নামায পড়েন ? আমরা বললাম, আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসঊদ (রা)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন। অপর সাহাবী ছিলেন আবু মূসা (রা)–(মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আবু আতিয়্যার নাম মালিক, পিতা আবু আমের হামদানী, মতান্তরে আমের এবং এটিই অধিকতর সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

বিলম্বে সাহ্‌রী খাওয়া।

٦٥٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا اِلَى الصَّلاَةِ قَالَ قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ ذٰلِكَ قَالَ قَدْرُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً .

৬৫৪। যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাহ্‌রী খাওয়া শেষ করেই নামায পড়তে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাবী বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই দুইয়ের মাঝে কতটুকু ব্যবধান ছিল ? তিনি বলেন, পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ (তিলাওয়াতের সময়)-(বু)।

অপর একটি সনদসূত্রেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই অনুচ্ছেদে হুযায়ফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। ইমাম (আবু হানীফা), শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকের এই অভিমত। তাঁরা বিলম্বে সাহ্‌রী খাওয়া মুস্তাহাব বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

ফজরের (সুবহে সাদেকের) বিবরণ।

٦٥٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ النُّعْمَانِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ يَهِيْدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْاَحْمَرُ .

৬৫৫। তাল্‌ক ইব্‌নে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা (ভোর রাতে) পানাহার করতে থাক। উর্ধ্বগামী আলোকরশ্মি যেন তোমাদের শংকিত না করে। লাল আভা প্রশস্তভাবে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পার।

এই অনুচ্ছেদে আদী ইব্‌নে হাতিম, আবু যার ও সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসটি হাসান ও গরীব। এই হাদীস অনুসারে আলেমগণের অভিমত এই যে, ফজরের লালচে আলো প্রস্থে বিস্তৃত না হওয়া পর্যন্ত রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম নয়। অধিকাংশ আলেম এ মতই পোষণ করেন।

٦٥٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَيُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَنْظَلَةَ هُوَ الْقُشَيْرِىُّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُوْرِكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ وَّلاَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْلُ وَلٰكِنِ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْرُ فِى الْاُفُقِ .

৬৫৬। সামুরা ইব্‌নে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ বিলালের আযান এবং দিকচক্রভালে প্রকাশিত ভোরের আলো (সুবহে কাযিব) যেন তোমাদের সাহ্‌রী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে, দিকচক্রভালে উদ্ভাসিত বিস্তৃত আলো (সুবহে সাদিক) ব্যতীত।৪

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

---

৪. রমযানের রোযা দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে লোকদের মধ্যে ভোর রাতে পানাহারের কোন প্রচলন ছিল না। রোযা শুরু হওয়ার মুহূর্ত সম্পর্কেও তাদের পরিষ্কার ধারণা ছিল না। কেউ মনে করত এশার নামাযের পর থেকেই পরবর্তী দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আবার কেউ মনে করত যতক্ষণ সজাগ থাকা যায় ততক্ষণ পানাহার নিষিদ্ধ হয় না, কিন্তু ঘুম থেকে জেগে উঠার পর আর পানাহার করা যাবে না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করে সাহ্‌রী বা পানাহারের সর্বশেষ সময়সীমা নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۔

"রাতের কালো (অন্ধকার) রেখার বুক চিরে ভোরের শুভ্র রেখা উজ্জ্বল হয়ে উঠা পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর"-(সূরা বাকারাঃ ১৮৭)।

ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বলসহ জমহূর আলেমদের মতে সুবহে সাদেক শুরু হওয়ার মুহূর্তই হচ্ছে পানাহার হারাম হওয়ার এবং রোযা শুরু হওয়ার সীমা। অপর একদল আলেম মনে করেন, প্রভাতের শুভ্র আলো পূর্ব দিগন্তে বিস্তৃত হওয়া পর্যন্ত পানাহার জায়েয। তৃতীয় একদল আলেমের মতে প্রভাত-লালিমা পূর্ব দিগন্তে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত সাহ্‌রী খাওয়া জায়েয। বস্তুত সাহাবা ও তাবিঈদের যুগ থেকে পানাহারের সর্বশেষ সময়সীমা নিয়ে মতভেদ চলে আসছে। এখানে কয়েকজন ইমামের অভিমত উল্লেখ করা হল ঃ

আনোয়ার শাহ কাশমিরী (র) বলেন, প্রকৃতপক্ষে এই বিরোধের মূল হচ্ছে কুরআন মজীদের 'তবাইয়্যানা' শব্দ। একদল বিশেষজ্ঞ এর অর্থ করেছেন, পরিপূর্ণ সুস্পষ্ট, অপর দল এর অর্থ করেছেন, শুধু স্পষ্ট হওয়া (ফয়যুল বারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৫)। তিনি আরো বলেন, তাবাইয়্যানা শব্দ কি ভোরের পূর্ণাংগ শুভ্রতা বুঝায় না শুধু ফজর উদয় হওয়া বুঝায়? যারা প্রথম অর্থ গ্রহণ করেছেন তারা ফজরের পরও সাহ্‌রী খাওয়া জায়েয মনে করেন। যেমন কাযীখান গ্রন্থে আছে, 'ভুলে যাওয়া (ঘুমে বিভোর) ব্যক্তি যদি ফজরের পর আহার গ্রহণ করে তবে তার রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে।' কিন্তু বেশীরভাগ লোক দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে ফজরের পর আহার করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে-(ঐ, পৃ. ১৫৭)। তিনি আরো বলেন, ইমাম তাহাবী (র) দাবি করে বলেন যে, ফজর উদয় হওয়ার পরও সাহ্‌রী খাওয়া জায়েয। বুখারীর অন্যতম ব্যাখ্যাকার দাঊদ মালকীও এই মত পোষণ করেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) এই মতের জোরালো সমর্থন করেছেন এবং আবু বাক্‌র (রা) থেকে দলীল পেশ করেছেন। কেননা তিনি ফজরের পর সাহরী খেয়েছেন। হুযাইফা (রা) থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। একাদিক্রমে বিভিন্ন ফিক্‌হ্ গ্রন্থে ফজর উদয় হওয়ার পর সাহ্‌রী খাওয়া জায়েয বলে বর্ণিত আছে। তবে এ সময় পানাহার না করাই অধিক সতর্কতামূলক কাজ-(ঐ, পৃ. ১৭৪)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ 'তোমরা পানাহার কর, দিগন্তে প্রসারিত শুভ্র আলোক রশ্মি যেন তোমাদেরকে পানাহার থেকে বিরত না রাখে। তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ পর্যন্ত প্রভাত লালিমা তোমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে না উঠে'-(তিরমিযী)। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম তিরমিযী লিখেছেন, প্রভাত লালিমা (পূর্ব দিগন্তে) ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত না হওয়া পর্যন্ত রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয় না। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এই মত ব্যক্ত করেছেন-(তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮)। ফয়যুল বারীর টীকায় লেখা আছে, ইমাম তিরমিযী সংকলিত একটি হাদীস প্রভাত লালিমা উদয় হওয়া পর্যন্ত রোযাদারের জন্য পানাহার জায়েয প্রমাণ করে। আর প্রভাতলালিমা (আহ্‌মার) ফজরের (সুব্‌হে সাদেক) পরই দেখা দেয়-(৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭)। ইমাম ইবনে হাজারের আলোচনা

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬
রোযা রেখে গীবাত করার বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি।

৬৫৭. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ وَاَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى

তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে, ১১০ নং পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা শিব্বীর আহ্মদ উসমানী লিখিত ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে,১২০ নং পৃষ্ঠায় দেখা যেতে পারে।

আল্লামা মোল্লা আলী কারী বলেন, জমহূরের মতে ফজরের সূচনা-বিন্দুই (রোযা শুরু হওয়ার) নির্ভরযোগ্য সময়। অপর একদলের মতে ভোরের আলো ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্তটাই নির্ভরযোগ্য সময়। এই শেষোক্ত মতটি হযরত উসমান (রা), হুযাইফা (রা), তলক ইবনে আলী (রা), আতা ইবনে আবু রাবাহ এবং আমাশ (র) থেকেও বর্ণিত হয়েছে-(শরহু নিকায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮)। আল্লামা ইবনে রুশদ মালেকী লিখেছেন, 'জমহূরের মতে সাহ্রীর সর্বশেষ সময়সীমা হচ্ছে সুবহে সাদেকের সূচনা-বিন্দু। আর তা হচ্ছে (পূর্ব) দিগন্তে ছড়িয়ে পড়া শুভ্র আলোকচ্ছটা। আলেমদের একটি ক্ষুদ্র দলের মতে, শুভ্র আলোকচ্ছটার পর যে রংগিন আভা উদিত হয় তা-ই হচ্ছে সাহ্রীর সর্বশেষ সীমা। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) ও হুযায়ফা (রা) থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে-(বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮-৮৯)।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ "তোমাদের কেউ যদি সাহরীর পাত্র হাতে (আহাররত) থাকা অবস্থায় আযান শুনতে পায় তবে সে যেন পাত্র রেখে না দেয়, বরং তা থেকে প্রয়োজন মত খেয়ে নেয়"-(আবূ দাউদ)। এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসংগে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (র) লিখেছেন, মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া সাহেব তাঁর শায়খ মাওলানা রশীদ আহ্মাদ গাংগুহী (র)-এর একটি বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে-উল্লেখিত হাদীস এবং "হাত্তা ইয়াতাবাইয়্যানা..." আয়াতের ভিত্তিতে একদল আলেম বলেছেন, তাবাইয়্যানা শব্দের অর্থ "ভোরের শুভ্রতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া, কেবল ফজর উদয় হওয়াই নয়"। শরীআতী আইনের সহজতা বিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণ লোকদের অবস্থা চিন্তা করলে এই মত গ্রহণ করাই উত্তম। কেননা ফজরের ঠিক প্রারম্ভ নির্ধারণে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী লোকেরাও অপারগ, সাধারণ মানুষের তো প্রশ্নই উঠে না। অতএব ফজরের ওয়াক্তের সূচনা বিন্দুর সাথে সাহরী খাওয়ার বৈধতা-অবৈধতাকে সম্পৃক্ত করা ত্রুটি, অসুবিধা ও কঠোরতা থেকে মুক্ত নয়-(বাযলুল মাজহূদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪০)।

আল্লামা বাদরুদ্দীন আইনী (র) বিলাল (রা) ও ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)-র আযান সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছেন, 'আসবাহ্তা' (তুমি ভোরে উপনীত হয়েছ) শব্দটি তার প্রত্যক্ষ (হাকীকী) অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে বরং রূপক (মাজাযী) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ ফজরের সময় ঘনিয়ে এসেছে। অতএব ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান ছিল ফজর শুরু হওয়ার সময়ে, আর পানাহারের শেষ সময়সীমা ছিল ফজর উদয় হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত। অপর দিকে 'আসবাহ্তা' শব্দটি প্রত্যক্ষ অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখিত হাদীস থেকে ফজর হওয়ার পরও পানাহারের বৈধতা সাব্যস্ত হয়। ফিক্হবিদদের একটি মত অনুসারে তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। কেননা আমাদের সাথীরা (হানাফী আলেমগণ) এই সীমা নির্ধারণ করতে গিয়ে মতভেদ করেছেনঃ এ সীমা কি ফজর শুরু হওয়ার ঠিক মুহূর্ত না ভোরের শুভ্রতা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত? খিযানাতুল ফাতাওয়া গ্রন্থের আলোচনায় দেখা যায়, অধিকাংশ আলেম দ্বিতীয় মত গ্রহণ করেছেন-(বুখারীর শারহ উমদাতুল-কারী, আযান অনুচ্ছেদ, পৃ. ৭০)।

এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো দ্রষ্টব্যঃ ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬; শামী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০; হিদায়ার ভাষ্যগ্রন্থ ইনায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৩; খিযানাতুল ফাতাওয়া এবং মুহীত-(অনু.)।

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَـةٌ بِاَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

৬৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (রোযা রেখে) অন্যায় কথন (গীবাত, মিথ্যা, গালিগালাজ, অপবাদ, অভিসম্পাত ইত্যাদি) ও কাজ পরিত্যাগ না করে, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নাই-(বু, দা, ই)।

এই অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭
সাহ্‌রী খাওয়ার ফযীলাত।

٦٥٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْعَوَانَـةَ عَنْ قَتَادَةَ وَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ الـنَّبِىَّ صَلَّى الـلّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى الـسُّحُوْرِ بَرَكَـةً .

৬৫৮। আনাস ইব্‌নে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সাহ্‌রী খাও, কেননা সাহ্‌রীতে বরকত আছে।

এই অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌নে মাসউদ, জাবির ইব্‌নে আব্‌দুল্লাহ্‌, ইব্‌নে আব্বাস, আম্‌র ইব্‌নুল আস, ইরবায ইব্‌নে সারিয়া, উত্‌বা ইব্‌নে আবদুল্লাহ্‌ ও আবুদ দারদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমাদের রোযা ও আহ্‌লে কিতাবের (ইহূদী ও খৃষ্টান) রোযার মধ্যে পার্থক্য হল সাহ্‌রী খাওয়া।

٦٥٩. حَدَّثَنَا قُتَيْـبَـةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْـهِ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ مَوْلٰى عَمْـرِوبْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْـرِوبْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ قَالَ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحَرِ .

৬৫৯। আম্‌র ইব্‌নুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমাদের রোযা ও আহ্‌লে কিতাবের রোযার মধ্যে পার্থক্য হল সাহ্‌রী খাওয়া-(মু)।

এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌। এই হাদীসটির রাবী মূসা সম্পর্কে মিসরবাসী (মুহাদ্দিসগণ) বলেন, মূসা ইব্‌নে আলী এবং ইরাকবাসী (মুহাদ্দিসগণ) বলেন, মূসা ইব্‌নে উলাই। তিনি হলেন মূসা ইব্‌নে উলাই ইব্‌নে রাবাহ্‌ আল-লাখ্‌মী।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮
সফরে রোযা রাখা মাকরূহ।

٦٦٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ وَ صَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَ اِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُوْنَ فِيْمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِّنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَ النَّاسُ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَاَفْطَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ فَبَلَغَهُ اَنَّ نَاسًا صَامُوْا فَقَالَ اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ ·

৬৬০। জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি রোযা রাখেন এবং লোকেরাও তাঁর সঙ্গে রোযা রাখে। কুরাউল গামীমে পৌঁছলে তাঁকে বলা হল, লোকদের জন্য রোযা রাখা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। আপনি কি করেন তারা সেই অপেক্ষায় আছে। তিনি আসরের নামাযের পর এক পেয়ালা পানি চেয়ে আনালেন এবং তা পান করলেন। তখন লোকেরা তাঁর দিকে দেখছিল। ফলে তাদের কতিপয় লোক রোযা ভেঙ্গে ফেলল এবং কতেকে রোযা থাকল। কতিপয় লোক তখনও রোযা আছে এই কথা তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ এরা হল অবাধ্য নাফরমান-(মু)।

এই অনুচ্ছেদে কাব ইব্‌নে আসিম, ইব্‌নে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ "সফরে রোযা রাখা নেকীর কাজ নয়"।

সফরকালে রোযা রাখা সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যদের মতে সফরে রোযা না রাখাই উত্তম। এমনকি কারো কারো মতে সফরে কেউ রোযা রাখলে তাকে পুনরায় তা কাযা করতে হবে। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক সফরে রোযা না রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও আলেম বলেন, শক্তি-সামর্থ্যবান লোক যদি সফরে রোযা রেখে থাকে তবে তা ভাল এবং তাই উত্তম, যদি রোযা না রাখে তবে তাও ভাল। সুফিয়ান সাওরী, মালেক ইব্‌নে

আনাস ও আবদুল্লাহ্ ইব্নুল মুবারকের এই মত (ইমাম আবু হানীফারও এই মত)। ইমাম শাফিঈ বলেন, "সফরে রোযা রাখা নেকীর কাজ নয়" এবং "এরা নাফরমান" এই কথার তাৎপর্য এই যে, যার অন্তর আল্লাহ্ প্রদত্ত অবকাশ (রুখসাত) গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় তার ক্ষেত্রে ঐ কথা প্রযোজ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি সফরে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয মনে করে এবং রোযা রাখার সামর্থ্য থাকায় রোযা রাখে, তা আমার কাছে পসন্দনীয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯
সফরে রোযা রাখার অনুমতি প্রসঙ্গে।

٦٦١. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْاَسْلَمِىَّ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ وَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَ اِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ .

৬৬১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসলাম গোত্রের হামযা ইব্নে আম্র (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সফরে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আর তিনি প্রায়ই রোযা রাখতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি চাইলে রোযা রাখতেও পার আর ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পার-(বু, মু, দা)।

এই অনুচ্ছেদে আনাস ইব্নে মালেক, আবু সাঈদ, আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসঊদ, আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আম্র, আবুদ দারদা ও হামযা ইব্নে আম্র আসলামী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٦٦٢. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ اَبِىْ مَسْلَمَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ رَمَضَانَ فَمَا يُعَابُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمُهُ وَ لاَ عَلَى الْمُفْطِرِ اِفْطَارُهُ

৬৬২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রমযান মাসেও সফর করেছি। কিন্তু সফরে রোযা রাখার কারণে রোযাদারকে কিংবা রোযা ভঙ্গ করার কারণে রোযা ভংগকারীকে কোনরূপ দোষারোপ করা হত না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٦٦٣. حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُمَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلاَ يَجِدُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ وَ لاَ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وكَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّهُ مَنْ وَّجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَحَسَنٌ وَ مَنْ وَّجَدَ ضَعْفًا فَاَفْطَرَ فَحَسَنٌ .

৬৬৩। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফর করতাম। আমাদের মধ্যে রোযাদারও থাকতেন এবং রোযা ভঙ্গকারীও থাকতেন। রোযা ভংগকারী রোযাদারের বিরুদ্ধে এবং রোযাদার রোযা ভংগকারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেননি। তারা মনে করতেন, শক্তিমান ব্যক্তি রোযা থাকলে তা ভালই করেছে এবং দুর্বল ব্যক্তি রোযা না রেখে থাকলে তাও ভাল করেছে-(মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের রোযা ভঙ্গের অনুমতি আছে।

٦٦٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ اَبِيْ حُيَيَّةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ سَاَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ فَحَدَّثَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ غَزْوَتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ وَ الْفَتْحِ فَاَفْطَرْنَا فِيْهِمَا .

৬৬৪। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তাকে সফরে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) বলেছেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রমযান মাসে দুইটি যুদ্ধ করেছি–বদর ও মক্কা বিজয় যুদ্ধ। এ সময় আমরা রোযা ভংগ করেছি।

এই অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, উপরোক্ত হাদীসটি কেবল এই সূত্রেই আমরা জানতে পেরেছি। আর আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক যুদ্ধে রোযা ভংগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে

যে, তিনি শত্রুর সম্মুখীন হওয়াকালে রোযা না রাখার অনুমতি (রুখসাত) দিয়েছেন। কোন কোন আলেমেরও এই অভিমত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

অন্তঃসত্ত্বা নারী ও দুগ্ধদানকারিণী মাতার জন্য রোযা ভংগ করার অনুমতি আছে।[৫]

٦٦٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَ يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ يَتَغَدّٰى فَقَالَ أُدْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ إِنِّيْ صَائِمٌ فَقَالَ أُدْنُ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوِ الصِّيَامِ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَ شَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ وَاللّٰهِ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلْتَيْهِمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا فَيَالَهْفَ نَفْسِيْ أَنْ لاَ أَكُوْنَ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৬৬৫। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে কাব গোত্রের আনাস ইব্‌নে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অশ্বারোহী বাহিনী আমাদের উপর অকস্মাৎ আক্রমণ করল।[৬] আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। আমি তাঁকে সকালের আহারে রত পেলাম। তিনি বললেন ঃ কাছে আস এবং আহার কর। আমি বললাম, আমি রোযা আছি। তিনি বললেন ঃ কাছে আস, তোমাকে আমি রোযার কথা বলব। আল্লাহ্ মুসাফিরের রোযা ও অর্ধেক নামায কমিয়ে দিয়েছেন

---

৫. বিদেশে বা দেশের অভ্যন্তরে সফরে থাকা ব্যক্তিকে মুসাফির বলে। মুসাফির, রুগ্ন ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা, দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা এবং যুদ্ধরত সৈনিকের জন্য রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি আছে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সাথে সাথে এ রোযার কাযা আদায় করতে হবে। হায়েয (মাসিক ঋতু) এবং নিফাস (সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব) চলাকালীন মহিলাদের রোযা রাখা নিষেধ। তা থেকে পবিত্র হওয়ার পর বাদ যাওয়া রোযাগুলো পূর্ণ করতে হবে-(অনু.)।

৬. উল্লেখিত হাদীসের রাবী আনাস ইবনে মালেক (রা) কাব গোত্রের লোক। ইনি মহানবী (সা)-এর খাদেম আনাস ইবনে মালেক আল-আনসারী (রা) নন। তাঁরা উভয়ে দুই ভিন্ন ব্যক্তি। কাব গোত্রের লোকেরা মুসলমান ছিলেন। অশ্বারোহী বাহিনী অজান্তে তাদের উপর চড়াও হয়। আনাস (রা) গোত্রের পক্ষ থেকে সুপারিশ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হন-(অনু.)।

আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদের রোযা মাফ করে দিয়েছেন।[৭] আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের অথবা একজনের কথা বলেছেন। আমার আক্ষেপ এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আহার করিনি–(দা, না, ই)।

এই অনুচ্ছেদে আবু উমায়্যা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। এই একটি হাদীস ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তার (আনাস) সূত্রে বর্ণিত আর কোন হাদীস আছে বলে আমাদের জানা নেই। একদল আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। আর একদল আলেম বলেন, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাগণ রোযা ভঙ্গ করবে, পরে তার কাযা আদায় করবে এবং (মিসকীনদের) খাওয়াবে। সুফিয়ান, মালেক, শাফিঈ ও আহ্মাদ (র) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর একদল আলেম বলেন, এরা রোযা রাখবে না এবং মিসকীনদের খাওয়াবে। তাদের উপর রোযার কাযা জরুরী নয়, চাইলে কাযা করবে, তাহলে মিসকীন খাওয়াতে হবে না। ইসহাকের এই অভিমত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

মৃতের পক্ষ থেকে রোযা রাখা।

٦٦٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَمُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَاَةٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنَّ اُخْتِيْ مَاتَتْ وَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ اَرَاَيْتِ لَوْ كَانَ عَلٰى اُخْتِك دَيْنٌ اَكُنْت تَقْضِيْنَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَحَقُّ اللّٰه اَحَقُّ .

৬৬৬। ইব্নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমার বোন মারা গেছে, অথচ তার একের পর এক দুই মাসের রোযা বাকী আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দেখ তোমার বোনের উপর যদি কোন ঋণ থাকত তবে তুমি কি তা পরিশোধ করতে ? সে বলল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাহলে আল্লাহ্র হক সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য–(বু)।[৮]

---

৭. 'মাফ করে দিয়েছেন'–এর অর্থ আপাততঃ মাফ করা হয়েছে কিন্তু পরে কাযা করতে হবে–(অনু.)।

৮. ইমাম আহ্মাদ ও শাফিঈর এক মত অনুসারে মৃতের পক্ষ থেকে রোযা রাখা জায়েয। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও শাফিঈর অপর মত অনুযায়ী মৃতের পক্ষ থেকে রোযা রাখা জায়েয

এই অনুচ্ছেদে বুরায়দা, ইব্‌নে উমার ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

আবু কুরায়ব–আনাস (রা) এ সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেন, আবু খালিদ ছাড়া আরো অনেকে আনাস (রা) থেকে আবু খালিদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা বলেন, আবু মুআবিয়া প্রমুখ এই হাদীসটি আমাশ, মুসলিম আল–বাতীন, সাঈদ ইব্‌নে জুবাইর, ইব্‌নে আব্বাস (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা এতে রাবী সালামা ইব্‌নে কুহায়ল, আতা ও মুজাহিদের নাম উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

রোযার কাফ্‌ফারা।

٦٦٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْـهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا .

৬৬৭। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি এক মাসের রোযা বাকি রেখে মারা যায় তার পক্ষ থেকে প্রতি দিনের রোযার জন্য একজন করে মিস্‌কীনকে যেন আহার করানো হয়–(ই)।

আবু ঈসা বলেন, কেবল এই সনদেই আমরা ইব্‌নে উমার (রা) বর্ণিত হাদীসটি মরফূরূপে জানতে পেরেছি। ইব্‌নে উমার (রা)–র উক্তি হিসাবে মওকূফরূপে বর্ণনাটিই সহীহ্। মৃতের পক্ষ থেকে জীবিতরা রোযা রাখতে পারবে কি না এই বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল আলেম বলেন, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখা যায়। আহ্‌মাদ ও ইসহাকের এই অভিমত। তারা বলেন, মৃত ব্যক্তির উপর যদি মানতের রোযা বাকি থাকে তবে তার পক্ষ থেকে সেই রোযা রাখা যাবে। আর যদি তার দায়িত্বে রমযান মাসের রোযা বাকি থাকে তবে তার পক্ষ থেকে মিসকীনদের আহার করাতে হবে। ইমাম (আবু হানীফা) মালেক, সুফিয়ান ও শাফিঈ বলেন, একজন আরেকজনের পক্ষ থেকে রোযা রাখতে পারবে না। আশআস হলেন সাওয়ারের এবং মুহাম্মাদ হলেন আবদুর রহমান ইব্‌নে আবু লায়লার পুত্র।

নয়। রোযার পরিবর্তে কাফফারা আদায় করতে হবে। প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একজন গরীব লোককে দুই বেলা আহার করাতে হবে অথবা এক সের সাড়ে বার ছটাক (অর্ধ সা) গম বা তার মূল্য প্রদান করতে হবে–(অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪
রোযাদার বমি করলে।

٦٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ لاَ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ وَ الْقَىْءُ وَالْاِحْتِلاَمُ .

৬৬৮। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি জিনিসে রোযাদারের রোযা ভঙ্গ হয় নাঃ রক্তমোক্ষণ, বমি ও স্বপ্নদোষ–(দা, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি নির্ভরযোগ্য নয়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যায়েদ ইব্‌নে আসলাম, আবদুল আযীয ইব্‌নে মুহাম্মাদ প্রমুখ এই হাদীসটিকে যায়েদ ইব্‌নে আসলাম থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এতে তারা আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা)–র নাম উল্লেখ করেননি। আব্‌দুর রহমান ইব্‌নে যায়েদ ইব্‌নে আসলাম হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। আমি আবু দাউদ সিজযীকে বলতে শুনেছি, আমি আহ্‌মাদ ইব্‌নে হাম্বলকে আবদুর রহমান ইব্‌নে যায়েদ ইব্‌নে আসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যায়েদ সম্বন্ধে কোন দোষ নাই। মুহাম্মাদ (বুখারী)–কে আলী ইব্‌নে আব্‌দুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যায়েদ ইবনে আসলাম নির্ভরযোগ্য রাবী, কিন্তু আবদুর রহমান ইব্‌নে যায়েদ ইব্‌নে আসলাম দুর্বল রাবী। মুহাম্মাদ আরও বলেন, আমি তার থেকে কিছুই বর্ণনা করি না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫
যে ব্যক্তি (রোযা অবস্থায়) ইচ্ছা করে বমি করে।

٦٦٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَىْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ مَنْ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ .

৬৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কারো রোযা অবস্থায় বমি হলে তাকে উক্ত রোযার কাযা করতে হবে না। কিন্তু কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে তাকে রোযার কাযা করতে হবে–(বু, মু, দা, না, ই)।

এই অনুচ্ছেদে আবুদ দারদা, সাওবান ও ফাদালা ইব্‌নে উবায়দ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব। ঈসা ইব্‌নে ইউনুসের সূত্র ব্যতীত হিশাম ইব্‌নে সীরীন, আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। মুহাম্মাদ বুখারী বলেন, ঈসা ইব্‌নে ইউনুসকে আমি নির্ভরযোগ্য রাবী মনে করি না। আবু ঈসা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু এর সনদগুলো যথার্থ নয়। আবুদ দারদা, সাওবান ও ফাদালা ইব্‌নে উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করলেন এবং রোযা ছেড়ে দিলেন।" এ হাদীসটির মর্ম হল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল রোযা রেখেছিলেন। বমি হওয়ার পর দুর্বল হয়ে পড়ায় তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেলেন। কোন কোন হাদীসে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে আলেমগণ বলেন, রোযাদারের অনিচ্ছাকৃত বমি হলে তার কোন কাযা নেই। কিন্তু কেউ ইচ্ছা করে বমি করলে সে রোযার কাযা করবে। (আবু হানীফা) শাফিঈ, সুফিয়ান সাওরী, আহ্‌মাদ ও ইসহাকের এই অভিমত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

রোযাদার ভুলে কিছু পানাহার করলে।

٦٧٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجِ ابْنِ اَرْطَاةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلاَ يُفْطِرْ فَاِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ .

৬৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি (রোযা অবস্থায়) ভুলবশতঃ কিছু খায় বা পান করে সে যেন রোযা ভঙ্গ না করে। কেননা এটা হল রিযিক যা আল্লাহ্ তাকে দিয়েছেন-(বু, মু)।[৯]

অপর একটি সূত্রেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ ও উম্মু ইসহাক আল-গানাবিয়্যা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। অধিকাংশ আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করতে বলেন। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক বলেন, ভুলে পানাহার

---

৯. ইমাম আবু হানীফার মতে, ভুলে পানাহার করলে রোযা নষ্ট হয় না এবং তার কাযা করারও প্রয়োজন নেই-(অনু.)।

করায় রোযা নষ্ট হয় না। ইমাম মালিক বলেন, রমযান মাসে কেউ ভুলে পানাহার করলে তাকে তা কাযা করতে হবে। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতই অধিকতর সঠিক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

স্বেচ্ছায় রোযা ভঙ্গ করলে।

٦٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (بُنْدَارٌ) حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا اَبُوالْمُطَوِّسِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِّنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلُّهُ وَاِنْ صَامَهُ .

৬৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন ওজর বা রোগ ব্যতিরেকে রমযাম মসের একটি রোযা ভঙ্গ করে, তার সারা জীবনের রোযা দ্বারাও এর ক্ষতিপূরণ হবে না-(দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সম্পর্কে আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই জানতে পেরেছি। আমি মুহাম্মাদ বুখারীকে বলতে শুনেছি, আবুল মুতাওবিস-এর নাম ইয়াযীদ এবং পিতার নাম মুতাওবিস। এই হাদীস ছাড়া তার সূত্রে বর্ণিত আর কোন হাদীস আছে কি না তা আমাদের জানা নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

রমযানের রোযা ভঙ্গের কাফ্ফারা।

٦٧٢. حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَاَبُوْعَمَّارٍ وَالْمَعْنٰى وَاحِدٌ وَاللَّفْظُ لَفْظُ اَبِيْ عَمَّارٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا اَهْلَكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى اِمْرَاَتِيْ فِيْ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ

تَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا اَحَدٌ اَفْقَرَ مِنَّا قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ قَالَ خُذْهُ فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكَ.

৬৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বলেন ঃ কিসে তোমাকে ধ্বংস করল ? সে বলল, রোযা অবস্থায় আমি স্ত্রীসংগম করেছি। তিনি বলেন ঃ তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করতে সক্ষম ? সে বলল, না। তিনি বলেন ঃ তুমি কি একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে সক্ষম ? সে বলল, না। তিনি বলেনঃ তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে আহার করাতে সক্ষম ? সে বলল, না। তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি বস। লোকটি বসে রইল। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ঝুড়িপূর্ণ খেজুর এল। তিনি তাকে বলেন ঃ এগুলো নিয়ে দান-খয়রাত করে দাও। সে বলল, মদীনার প্রস্তরময় দুই প্রান্তের মাঝে আমার চেয়ে দরিদ্র আর কেউ নাই। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, (তার কথায়) তিনি হেসে দিলেন, এমনকি তাঁর চোয়ালের দাঁত প্রকাশ পেল। তিনি বলেন ঃ এগুলো নিয়ে নাও এবং তোমার পরিবারবর্গকে আহার করাও-(বু, মু)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে উমার, আইশা ও আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এই হাদীসের ভিত্তিতে আলেমগণ বলেন, কোন ব্যক্তি রমযান মাসে ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীসংগম দ্বারা রোযা ভঙ্গ করলে তাকে প্রতিটি রোযার জন্য একটি করে গোলাম আযাদ করতে হবে অথবা একাধারে দুই মাস রোযা থাকতে হবে অথবা ষাটজন গরীব লোককে আহার করাতে হবে। কিন্তু কেউ পানাহার করে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভেঙ্গে ফেললে তার কাফফারা সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল আলেম বলেন, তাকে রোযার কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই আদায় করতে হবে। তাঁরা পানাহারকে স্ত্রীসংগমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে করেন। সুফিয়ান সাওরী, ইব্‌নুল মুবারক ও ইসহাকের এই অভিমত (আবু হানীফারও এই মত)। আরেক দল আলেম বলেন, তাকে রোযার কাযা করতে হবে কিন্তু কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে স্ত্রীসংগমের ক্ষেত্রেই কাফ্‌ফারার উল্লেখ রয়েছে, পানাহারের ক্ষেত্রে এর উল্লেখ নেই। তারা বলেন, স্ত্রীসংগমের সাথে পানাহারের সাদৃশ্য নেই। ইমাম শাফিঈ ও আহ্‌মাদ (র)-এর এই অভিমত। ইমাম শাফিঈ বলেন, রোযা ভঙ্গকারী ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত খেজুর দান করে দিয়েছিলেন। তাঁর উক্তি "নাও, তোমার পরিবারবর্গকে তা আহার করাও" বাক্যাংশ বিভিন্ন অর্থ বহন করে। এও হতে পারে যে, যার সংগতি আছে তার কাফ্‌ফারা দিতে হয়। কিন্তু এই

ব্যক্তি কাফ্ফারা দিতে সক্ষম ছিল না। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছু দান করে তার মালিক বানিয়ে দিলে সে বলল, এ এলাকায় আমাদের চাইতে বেশী অভাবগ্রস্ত আর কেউ নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নিয়ে নাও এবং তোমার পরিবারবর্গকে আহার করাও"। কেননা জীবন ধারণের অতিরিক্ত সম্পদ থাকলেই কাফ্ফারা বাধ্যকর হয়। যার অবস্থা এই ব্যক্তির ন্যায় তার সম্পর্কে ইমাম শাফিঈর মত হল, সে ঐ মাল ভোগ করতে পারে। আর কাফ্ফারা তার দায়িত্বে ঋণ হিসাবে থেকে যাবে। যখন সে তা দিতে সক্ষম হবে তখনই কাফ্ফারা দিবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

রোযাদারের মিস্ওয়াক করা।

٦٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لاَ اُحْصِيْ يَتَسَوَّكُ وَ هُوَ صَائِمٌ .

৬৭৩। আমের ইব্নে রবীআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোযা অবস্থায় অসংখ্যবার মিস্ওয়াক করতে দেখেছি-(বু,আ)।

এই অনুচ্ছেদে আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। এই হাদীস অনুসারে আলেমগণ বলেন, রোযাদারের মিস্ওয়াক করায় কোন দোষ নাই। তবে একদল আলেম কাঁচা ডাল দিয়ে এবং দিনের শেষভাগে মিস্ওয়াক করা মাকরূহ মনে করেন। ইমাম শাফিঈ দিনের শুরু বা শেষ কোন ভাগেই মিস্ওয়াক করায় কোন দোষ দেখেন না (আবু হানীফা ও মালেকেরও এই মত)। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক দিনের শেষ ভাগে মিস্ওয়াক করা মাকরূহ মনে করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

রোযা অবস্থায় সুরমা লাগানো।

٦٧٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنَا اَبُوْعَاتِكَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِشْتَكَتْ عَيْنِيْ اَفَاَكْتَحِلُ وَاَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ .

৬৭৪। আনাস ইব্নে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমার চোখ ব্যথা করে। আমি রোযা অবস্থায় তাতে সুরমা ব্যবহার করতে পারি কি ? তিনি বলেন ঃ হাঁ।

এই অনুচ্ছেদে আবু রাফে (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। এই বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ্ কিছু বর্ণিত নাই। আবু আতিকা একজন দুর্বল রাবী। রোযা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। সুফিয়ান, ইব্নুল মুবারক, আহ্মাদ ও ইসহাকের মতে রোযা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করা মাকরূহ। ইমাম শাফিঈর মতে তা ব্যবহারের অনুমতি আছে (আবু হানাফীর মতও তাই)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

রোযা অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুমু দেয়া।

٦٧٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوالْاَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ ابْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَمْروبْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ فِىْ شَهْرِالصَّوْمِ.

৬৭৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযার মাসে (স্ত্রীকে) (রোযা অবস্থায়) চুমা দিতেন–(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে উমার ইব্নুল খাত্তাব, হাফ্সা, আবু সাঈদ, উম্মে সালামা, ইব্নে আব্বাস, আনাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যদের মধ্যে রোযা অবস্থায় চুমু দেয়া সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে চুমু দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু রোযা ভংগের আশংকায় যুবকদের এই অনুমতি দেননি। আর স্ত্রীকে আলিঙ্গন করার বিষয়টি তাদের মতে আরো মারাত্মক। কোন কোন আলেম বলেন, চুম্বনে রোযার সওয়াব কমে যায়, কিন্তু তাতে রোযা নষ্ট হয় না। তাদের মতে, রোযাদার ব্যক্তি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হলে চুম্বন করতে পারে। আর যদি তার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আস্থা না থাকে তবে সে চুমু খাবে না, যাতে রোযার হেফাযত করা সম্ভব হয়। সুফিয়ান সাওরী ও শাফিঈর এই মত (আবু হানীফারও এই মত)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

রোযা অবস্থায় স্বামী–স্ত্রীর আলিঙ্গন।

٦٧٦. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُنِىْ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ اَمْلَكَكُمْ لِاَرَبِهِ .

৬৭৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় আমাকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তবে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে তোমাদের তুলনায় অনেক বেশী সমর্থ ছিলেন-(বু,মু)।

٦٧٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ اَمْلَكَكُمْ لاَرَبِهِ .

৬৭৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন করতেন এবং আলিঙ্গন করতেন। আর তিনি তোমাদের তুলনায় অধিক সংযমী ছিলেন।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আবু মায়সারার নাম আম্র এবং পিতার নাম শুরাহবীল। 'লিআরাবিহি' অর্থ 'তাঁর নিজের উপর'।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

রাত থাকতেই সংকল্প (নিয়াত) না করলে রোযা হয় না।

٦٧٨. حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ .

৬৭৮। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বেই রোযার নিয়াত করেনি তার রোযা হয়নি-(কু)।

আবু ঈসা বলেন, হাফ্সা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি কেবল উল্লেখিত সূত্রেই আমরা মরফূ হিসাবে জানতে পেরেছি। ইব্নে উমার (রা)-র উক্তি হিসাবেও এই হাদীসটি বর্ণিত আছে এবং এটিই অধিকতর সহীহ্। কতিপয় আলেমের মতে এই হাদীসের অর্থ হলঃ রমযানের রোযা অথবা কাযা বা মানতের রোযা হলে রাত থাকতেই অর্থাৎ ফজর উদিত হওয়ার পূর্বেই কেউ নিয়াত না করলে তার রোযা হবে না। কিন্তু নফল রোযার নিয়াত ভোর হওয়ার পরও করা যায়। ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকের এই মত।[১০]

---

১০. ইমাম আবু হানীফার মতে ফরজ, নফল ও মানতের রোযার নিয়াত সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্বে পর্যন্ত করা জায়েয-(অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

নফল রোযা ভংগ করা সম্পর্কে।

٦٧٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ اُمِّ هَانِئٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَنِىْ فَشَرِبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ اِنِّىْ اَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِىْ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ كُنْتُ صَائِمَةً فَاَفْطَرْتُ فَقَالَ اَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِيْنَهُ قَالَتْ لاَ قَالَ فَلاَ يَضُرُّكِ .

৬৭৯। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। তাঁর নিকট কিছু শরবত আনা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন, অতঃপর আমাকে তা দিলেন। আমিও তা থেকে কিছু পান করলাম। আমি বললাম, আমি তো অপরাধ করে ফেলেছি। আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন ঃ তা কিভাবে? আমি বললাম, আমি রোযা রেখেছিলাম, তা ভেঙ্গে ফেলেছি। তিনি বলেন ঃ তুমি কি কোন রোযার কাযা আদায় করছিলে ? তিনি বললেন, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাহলে এতে তোমার কোন ক্ষতি নাই-(না)।

এই অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٦٨٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ كُنْتُ اَسْمَعُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ يَقُوْلُ اَحَدُ ابْنَىْ اُمِّ هَانِئٍ حَدَّثَنِىْ فَلَقِيْتُ اَنَا اَفْضَلَهُمَا وَكَانَ اسْمُهُ جَعْدَةَ وَكَانَتْ اُمُّ هَانِئٍ جَدَّتَهُ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ جَدَّتِهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعٰى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَا اِنِّىْ كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ اَمِيْنُ نَفْسِهِ اِنْ شَاءَ صَامَ وَاِنْ شَاءَ اَفْطَرَ .

৬৮০। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে আসেন এবং পানীয় নিয়ে আসতে বলেন। তিনি তা থেকে পান করলেন, তারপর

উম্মু হানীকে দিলেন এবং তিনিও তা পান করলেন। অতঃপর উম্মু হানী (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো রোযা রেখেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নফল রোযাদার নিজের আমানতদার। সে ইচ্ছা করলে রোযা পূর্ণও করতে পারে অথবা ভঙ্গও করতে পারে।

শোবা বলেন, আমি জাদাকে বললাম, আপনি সরাসরি উম্মু হানী (রা) থেকে এই হাদীসটি শুনেছেন ? তিনি বলেন, না। আবু সালেহ্ ও আমাদের পরিবারের লোকজন উম্মু হানী (রা)-র বরাতে আমার নিকট তা বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইব্‌নে সালামা এই হাদীস সিমাক-উম্মু হানীর দৌহিত্র হারূন-উম্মু হানী (রা) এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। শোবার রিওয়ায়াতটি অধিক হাসান। মাহমূদ ইব্‌নে গাইলান এটিকে আবু দাউদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি এতে বলেছেন, "রোযাদার নিজের আমানতদার"। মাহমূদ ছাড়া অন্য রাবীগণ আবু দাউদের সূত্রে সংশয়পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন যে, "রোযাদার নিজের উপর ক্ষমতাবান অথবা নিজের আমানতদার"। শোবা থেকেও দ্বিধার সঙ্গে একাধিক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। উম্মু হানী (রা) বর্ণিত এই হাদীসের সনদ সম্পর্কে বিরূপ বক্তব্য রয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যদের মতে নফল রোযাদার যদি তা ভঙ্গ করে তবে তার উপর কাযা নেই। তবে সে ইচ্ছা করলে (মুস্তাহাব হিসাবে) কাযা আদায় করতে পারে। সুফিয়ান সাওরী, আহমাদ, ইসহাক ও শাফিঈর এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

ভোর থেকে নফল রোযা রাখা।

٦٨١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ قُلْتُ لاَ قَالَ فَانِّيْ صَائِمٌ .

৬৮১। উম্মুল মুমিনীন আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলেন এবং বললেনঃ তোমার কাছে (খাওয়ার) কিছু আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বলেনঃ তাহলে আমি রোযা রাখলাম।

٦٨٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْنِىْ فَيَقُوْلُ اَعِنْدَكِ غَدَاءٌ فَاَقُوْلُ لاَ فَيَقُوْلُ اِنِّىْ صَائِمٌ قَالَتْ فَاَتَانِىْ يَوْمًا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ قَدْ اُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ قَالَ وَمَا هِىَ قَالَتْ قُلْتُ حَيْسٌ قَالَ اَمَا اِنِّىْ قَدْ اَصْبَحْتُ صَائِمًا قَالَتْ ثُمَّ اَكَلَ ۔

৬৮২। মুমিনদের মাতা আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসতেন এবং বলতেনঃ তোমার কাছে সকালের খাবার কিছু আছে কি? আমি বলতাম, না। তিনি বলতেনঃ আমি রোযা রাখালাম। আইশা (রা) বলেন, একদিন তিনি আমার কাছে এলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের জন্য কিছু উপঢৌকন এসেছে। তিনি বলেনঃ তা কি ? আমি বললাম, 'হাইস' ।[১১] তিনি বলেনঃ সকাল থেকে তো আমি রোযা রেখেছি। আইশা (রা) বলেন, অতঃপর তিনি তা খেলেন–(মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

নফল রোযা ভেঙ্গে ফেললে তার কাযা করা অপরিহার্য।

٦٨٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُبْنُ بُرْقَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَرَتْنِىْ اِلَيْهِ حَفْصَةُ وَكَانَتْ اِبْنَةُ اَبِيْهَا فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ قَالَ اَقْضِيَا يَوْمًا اٰخَرَ مَكَانَهُ ۔

৬৮৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও হাফসা (রা) উভয়ে রোযা (নফল) ছিলাম। আমাদের সামনে খাবার এল এবং তার প্রতি আমাদের লোভ হল।তাই আমরা তা থেকে খেয়ে নিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। হাফ্সা (রা) আমার আগেই তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। আর তিনি ছিলেন বাপের বেটি। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা দু'জন রোযা ছিলাম। আমাদের

---

১১. হাইস ঃ খেজুর, পনির ও আটা একত্রে মিশিয়ে তৈরী করা এক প্রকার হালুয়া–(অনু.)।

সামনে লোভনীয় খাবার এলে আমরা তা খেয়ে ফেললাম। তিনি বলেনঃ তোমরা উভয়ে এর পরিবর্তে আর একদিন রোযা রেখে নিও।[১২]

আবু ঈসা বলেন, সালেহ্ ইব্নে আবুল আখ্দার ও মুহাম্মাদ ইব্নে আবু হাফসা তাদের এই হাদীসটিকে যুহরী, উরওয়া, আইশা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মালেক ইব্নে আনাস, মামার, উবায়দুল্লাহ্ ইব্নে উমার, যিয়াদ ইব্নে সাদ প্রমুখ যুহরীর সূত্রে আইশা (রা)-র কাছ থেকে এই হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এতে তাঁরা উরওয়ার নাম উল্লেখ করেননি। এই সনদ সূত্রটিই অধিকতর সহীহ্। কেননা ইব্নে জুরাইজ বলেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞেস করলামঃ আপনার নিকট আইশা (রা)-র বরাতে উরওয়া থেকে কিছু বর্ণনা করেছেন কি ? তিনি বললেন, এই হাদীস সম্পর্কে আমি উরওয়ার কাছে কিছু শুনিনি । তবে সুলাইমান ইব্নে আবদুল মালেকের শাসনামলে (৭১৫-৭১৭ খৃ.) কিছু লোকের মাধ্যমে আইশা (রা)-র সূত্রে আমি এটি শুনেছি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও তাবিঈ এই হাদীস অনুসারে আমল করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ নফল রোযা ভঙ্গ করলে তার কাযা করতে হবে। ইমাম মালেকের অভিমতও তাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

শাবানকে রমযানের সাথে মিলানো ।

٦٨٤. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ متَتَابِعَيْنِ الاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ .

৬৮৪। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শাবান ও রমযান ব্যতীত একাধারে দুই মাসের রোযা রাখতে দেখিনি।

আবু ঈসা বলেন, উম্মু সালামা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। এই হাদীসটি আবু সালামা, আইশা (রা) সূত্রেও বর্ণিত আছে-(দা,না,ই)।

٦٨٥. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ شَهْرٍ اَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِىْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُهُ الاَّ قَلِيْلاً بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ

---

১২. ইমাম আবু হানীফার মতে নফল নামায বা রোযা শুরু করার পর কোন সংগত কারণে তা পরিত্যাগ করলে পরে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব, শাফিঈর মতে পূর্ণ করা ওয়াজিব নয় এবং মালেকের মতে ওজরের কারণে ভংগ করলে তা পূর্ণ করতে হবে না-(অনু.)।

كُلَّهُ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ ·

৬৮৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাবান মাসের মত আর কোন মাসে এত অধিক (নফল) রোযা রাখতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিনি। এ মাসের কিছু অংশ ব্যতীত পুরা মাসটাই, বলতে কি সারা মাসটাই তিনি (নফল) রোযা রাখতেন।

ইবনুল মুবারক এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, কেউ যদি মাসেরর অধিকাংশ দিন রোযা রাখে তবে আরবী বাগধারা অনুসারে সে সারা মাসই রোযা রেখেছে বলা যায়। যেমন আরবরা বলে থাকে, অমুক ব্যক্তি সারা রাত (নামাযে) দাঁড়িয়েছিল। অথচ সে রাতের আহারে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে কিছু সময় ব্যয় করেছে। এ প্রেক্ষিতে ইবনুল মুবারক মনে করেন, হাদীস দুইটির তাৎপর্য একই। হাদীসের তাৎপর্য এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংশ্লিষ্ট মাসের অধিকাংশ দিম রোযা রাখতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

রমযান মাসের সম্মানার্থে শাবান মাসের শেষ অর্ধাংশে রোযা রাখা মাকরূহ।

٦٨٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِّنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُوْمُوْا ·

৬৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শাবান মাসের অর্ধাংশ যখন অবশিষ্ট থাকে তখন তোমরা আর রোযা রেখ না।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।এই সূত্র ছাড়া এই শব্দে অন্য কোন বর্ণনা আছে কি না তা আমাদের জানা নাই।কোন কোন আলেমের মতে এই হাদীস সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে সাধারণত (শাবানের) রোযা রাখে না, কিন্তু শাবানের কিছু দিন অবশিষ্ট থাকতেই রমযানের সম্মানার্থে রোযা রাখা শুরু করে দেয়। আবু হুরায়রা (রা)-র বরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত অভিমতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি হাদীসও বর্ণিত আছে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ (শাবানের) রোযা রেখে তোমরা রমযানকে স্বাগত জানাবে না। তবে কারো নির্ধারিত দিনগুলোর কোন রোযার সঙ্গে এই দিনের রোযার

মিল পড়ে গেলে ভিন্ন কথা। এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, কোন ব্যক্তির রমযানকে স্বাগত জানানোর জন্য (শাবানের) রোযা রাখা মাকরূহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

মধ্য শাবান রাতের ফযীলাত।

٦٨٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَاِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ اَكُنْتِ تَخَافِيْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنَّكَ اَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لاَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ .

৬৮৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারিয়ে ফেললাম (বিছানায় পেলাম না)। আমি (তাঁর খোঁজে) বের হলাম। এসে দেখি তিনি বাকী গোরস্তানে আছেন। তিনি বলেনঃ তুমি কি আশংকা করছ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তোমার প্রতি কোন অন্যায় করবেন ? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমি ধারণা করলাম আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীর কাছে গিয়েছেন। তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা মধ্য শাবানের (১৫ তারিখে রাতে) দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে অবতীর্ণ হন। অতঃপর কালব গোত্রের বক্রী পালের লোমের চেয়েও অধিক সংখ্যক লোককে তিনি ক্ষমা করে দেন-(ই,বা)।[১৩]

আবু ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাজ্জাজের বরাতে এই সূত্রটি ছাড়া অন্য কোন সূত্রে আইশা (রা)-র হাদীসটি সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। আমি মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে উক্ত হাদীসকে দুর্বল বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাবী ইয়াহ্ইয়া ইব্নে আবু কাসীর উরওয়া (র) থেকে কোন হাদীস শুনেননি। মুহাম্মাদ আল-বুখারী আরও বলেন, এমনিভাবে হাজ্জাজও ইয়াহ্ইয়া ইব্নে আবু কাসীরের নিকট থেকে কিছুই শুনেননি।

---

১৩. বাকী-মদীনার কবরস্তানের নাম। আমাদের কাছে এ স্থানটা জান্নাতুল বাকী নামে পরিচিত। মদীনার উপকণ্ঠে বাকী আল-গারকাদ নামে মহানবী (সা)-এর যুগে একটি বাজারও ছিল। কালব গোত্র তৎকালে তাদের বকরীর সংখ্যাধিক্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল-(অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

মুহার্‌রাম মাসের রোযা।

٦٨٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمِ .

৬৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযান মাসের রোযার পর আল্লাহ্‌র মাস মুহার্‌রামের রোযাই সবচেয়ে ফযীলাতপূর্ণ-(মু)।

আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

٦٨٩. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ سَاَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَىُّ شَهْرٍ تَاْمُرُنِى اَنْ اَصُوْمَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَهُ مَاسَمِعْتُ اَحَدًا يَسْاَلُ عَنْ هٰذَا اِلاَّ رَجُلاً سَمِعْتُهُ يَسْاَلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا قَاعِدٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ شَهْرٍ تَاْمُرُنِىْ اَنْ اَصُوْمَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ اِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ فَاِنَّهُ شَهْرُ اللّٰهِ فِيْهِ يَوْمٌ تَابَ فِيْهِ عَلٰى قَوْمٍ وَيَتُوْبُ فِيْهِ عَلٰى قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ .

৬৮৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করল, রমযান মাসের পর কোন্ মাসের রোযা রাখতে আপনি আমাকে নির্দেশ দেন ? তিনি তাকে বলেন, এই বিষয়ে প্রশ্ন করতে কাউকে আমি শুনিনি। হাঁ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এই সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! রমযান মাসের পর আর কোন্ মাসের রোযা রাখতে আপনি আমাকে নির্দেশ দেন ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রমযান মাসের পর যদি তুমি আরো কোন রোযা রাখতে চাও তবে মুহার্‌রামের রোযা রাখ। কেননা এটা আল্লাহ্‌র মাস। এই মাসে এমন একটি দিন আছে যেদিন আল্লাহ্ তাআলা এক সম্প্রদায়ের তওবা কবূল করেছিলেন এবং তিনি আরেক সম্প্রদায়ের তওবাও এই দিনে কবূল করবেন-(আ)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

জুমুআর দিন রোযা রাখা সম্পর্কে।

٦٩٠. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى وَطَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

৬৯০। আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসের শুরুতে তিন দিন রোযা রাখতেন এবং জুমুআর দিনের রোযা খুব কমই ভাংতেন-(না)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে উমার ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আব্‌দুল্লাহ্ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও গরীব। বিশেষজ্ঞ আলেমগণের এক দল জুমুআর দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব বলেছেন, তবে জুমুআর আগের বা পরের দিন রোযা না রেখে কেবল জুমুআর দিন রোযা রাখাকে মাকরূহ্ বলেছেন। শুবাও এই হাদীসটি আসিম (র)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এটিকে মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি (মওকূফ হিসবে বর্ণনা করেছেন)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

শুধু জুমুআর দিন রোযা রাখা মাকরূহ্।

٦٩١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَصُوْمُ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلاَّ اَنْ يَّصُوْمَ قَبْلَهُ اَوْ يَصُوْمَ بَعْدَهُ.

৬৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন জুমুআর দিনের আগের দিন বা পরের দিন রোযা না রেখে কেবল জুমুআর দিনের রোযা না রাখে-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে আলী, জাবির, জুনাদা আল-আয্‌দী, জুওয়ায়রিয়া, আনাস এবং আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে আম্‌র (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে মত প্রকাশ করেছেন। তারা আগের দিন বা পরের

দিনের সাথে না মিলিয়ে কেবল জুমুআর দিন রোযা রাখাকে মাকরূহ্ বলেছেন। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকও এই কথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩
শনিবারের রোযা সম্পর্কে।

٦٩٢. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ اُخْتِهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَتَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ اِلاَّ فِيْمَا افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ اَحَدُكُمْ اِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ اَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ .

৬৯২। আবদুল্লাহ্ ইব্নে বুসর (র) থেকে তার বোনের সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের উপর ফরযকৃত রোযা ব্যতীত শনিবারে তোমরা অন্য কোন রোযা রেখ না। তোমাদের কেউ যদি আঙ্গুরের লতার বাকল বা গাছের ডাল ছাড়া অন্য কিছু না পায় (সেদিনের আহারের জন্য) তবে তাই যেন সে চিবিয়ে নেয় (রোযা ভংগ করার জন্য)–(হা)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। মাকরূহ হওয়ার কারণ কেবল শনিবারের দিনকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া। কেননা ইহূদীরা শনিবারের প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করে থাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪
সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা সম্পর্কে।

٦٩٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاَّسُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ دَاؤُدَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرّٰى صَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ .

৬৯৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন।

এই অনুচ্ছেদে হাফসা, আবু কাতাদা, আবু হুরায়রা ও উসামা ইব্নে যায়েদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি এই সূত্রে হাসান ও গরীব।

٦٩٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْاَحَدَ وَالْاِثْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْاٰخَرِ الثُّلاَثَاءَ وَالْاَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيْسَ .

৬৯৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাসের শনি, রবি ও সোমবার রোযা রাখতেন এবং অপর মাসের মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। আবদুর রহমান ইব্‌নে মাহ্‌দী এই হাদীসটি সুফিয়ান (র) থেকে (মওকূফ হিসাবে) বর্ণনা করেছেন, তবে মরফূ করেননি।

٦٩٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَاُحِبُّ اَنْ يُعْرَضَ عَمَلِىْ وَاَنَا صَائِمٌ .

৬৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহ্‌র দরবারে) আমল পেশ করা হয়। সুতরাং রোযা অবস্থায় আমার আমলসমূহ পেশ করা হোক এটাই আমার পছন্দনীয়।

আবু ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

বুধ ও বৃহস্পতিবারের রোযা সম্পর্কে।

٦٩٦. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرِيْرِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَلْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ (اَوْ سُئِلَ) رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ اِنَّ لِاَهْلِكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِىْ يَلِيْهِ وَكُلَّ اَرْبِعَاءٍ وَخَمِيْسٍ فَاِذَا اَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ وَاَفْطَرْتَ .

৬৯৬। উবায়দুল্লাহ্ ইবনে মুসলিম আল-কুরাশী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সারা বছর রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম বা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বলেন ঃ তোমার উপর অবশ্যই তোমার পরিবারের হক রয়েছে। অতএব তুমি রমযান ও এর পরবর্তী মাস (শাওয়ালের ছয়টি নফল রোযা) এবং প্রতি বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখ। এই নিয়ম মেনে চললে তুমি যেন সারা বছরই রোযা রাখলে এবং রোয ভংগের অবকাশও পেলে-(দা)।

এই অনুচ্ছেদে আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গরীব। কেউ কেউ এটিকে হারূন ইব্নে সালমান-মুসলিম ইব্নে উবায়দুল্লাহ্ তার পিতা উবায়দুল্লাহ্ (র)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

আরাফার দিন রোযা রাখার ফযীলাত।

٦٩٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِىْ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ اِنِّىْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ .

৬৯৭। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আরাফাতের দিনের রোযা সম্পর্কে আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশা করি যে, তিনি এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী বছর এবং পরবর্তী বছরের গুনাহসমূহের ক্ষতিপূরণ (মাফ) করে দিবেন-(মু)।

এই অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আবু কাতাদা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ আরফাতে অবস্থানরত ব্যক্তিদের ছাড়া অন্যদের জন্য এই দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

আরাফাতে অবস্থানকালে সে দিনের রোযা রাখা মাকরূহ।

٦٩٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْطَرَ بِعَرَفَةَ وَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ اُمُّ الْفَضْلِ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ .

৬৯৮। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে রোযা ভংগ করলেন। উম্মুল ফাদল (রা) সেদিন তাঁর জন্য কিছু দুধ পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা পান করেন।

এই অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, ইবনে উমার ও উম্মুল ফাদল (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

وَ قَدْ رُوِىَ عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ يَعْنِىْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ ٠

ইব্‌নে উমার (রা) বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করেছি কিন্তু তিনি আরাফার দিন রোযা রাখেননি; আবু বাক্‌র (রা)-এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি, তিনিও সেদিন রোযা রাখেননি; উমার (রা)-র সঙ্গেও হজ্জ করেছি, তিনিও সেদিন রোযা রাখেননি এবং উসমান (রা)-র সঙ্গেও হজ্জ করেছি কিন্তু তিনিও রোযা রাখেননি।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এই হাদীস অনুসারে আমলের কথা বলেছেন। তাঁরা দোয়ার ক্ষেত্রে শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে আরাফার দিন রোযা না রাখা মুস্তাহাব বলেছেন। অবশ্য কোন কোন আলেম আরাফাতে অবস্থানকালে সে দিনের রোযা রেখেছেন।

٦٩٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ بْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَاَنَا لاَ اَصُوْمُهُ وَلاَ اٰمُرُ بِهِ وَلاَ اَنْهٰى عَنْهُ ٠

৬৯৯। ইবনে আবু নাজীহ্ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌নে উমার (রা)-কে আরাফাতের দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করেছি, তিনি সেদিন রোযা রাখেননি। আবু বাক্‌র (রা)-র সঙ্গেও হজ্জ করেছি, তিনিও ঐ দিন রোযা রাখেননি। উমার (রা)-এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি, তিনিও ঐ দিন রোযা রাখেননি। উসমান (রা)-র সঙ্গেও হজ্জ করেছি, তিনিও ঐ দিন রোযা রাখেননি। আমি নিজেও এই দিন রোযা রাখি না, কাউকে রাখতেও বলি না এবং নিষেধও করি না।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। আবু নাজীহ্-এর নাম ইয়াসার। তিনি ইব্‌নে উমার (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন। এই হাদীসটি ইব্‌নে আবু নাজীহ্, তৎপিতা আবু নাজীহ্, জনৈক ব্যক্তি, ইব্‌নে উমার (রা) সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

আশূরার দিন রোযা রাখতে উৎসাহিত করা।[১৪]

٧٠٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اِنِّيْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ ذَكَرُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ حَثَّ عَلٰى صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ .

৭০০। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশা করি যে, আশূরার রোযার মাধ্যমে তিনি পূর্ববর্তী এক বছরের (গুনাহ্‌র) কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) করে দিবেন।

এই অনুচ্ছেদে আলী, মুহাম্মাদ ইব্‌নে সায়ফী, সালামা ইব্‌নুল আকওয়া, হিন্দ ইব্‌নে আসমা, ইব্‌নে আব্বাস, রুবাই বিন্‌তে মুআওবিয ইব্‌নে আফ্‌রা, আবদুর রহমান ইব্‌নে সালামা আল-খুযাঈ, তার চাচার বরাতে এবং আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নুয যুবায়র (রা) প্রমুখ বর্ণনা করেনঃ তিনি আশূরার দিন রোযা রাখতে লোকদের উৎসাহিত করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, আবু কাতাদা (রা) বর্ণিত হাদীসটি ছাড়া অন্য কোন বর্ণনায় "আশূরার দিনের রোযা এক বছরের (গুনাহর) কাফ্ফারা স্বরূপ" এই কথা উল্লেখ হয়েছে বলে আমাদের জানা নাই। আবু কাতাদা (রা)-র হাদীস অনুসারেই ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র) অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

আশূরার দিন রোযা না রাখার অবকাশ।

٧٠١. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَاشُوْرَاءَ يَوْمٌ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ

---

১৪. মুহাররম মাসের দশম দিনকে আশূরার দিন বলা হয়-(অনু.)।

الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيْضَةُ وَتُرِكَ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ·

৭০১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশূরা ছিল এমন একটি দিন যে দিন কুরাইশরা জাহিলী যুগে রোযা রাখত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেদিন রোযা রাখতেন। মদীনায় আসার পরও তিনি এই দিন রোযা রেখেছেন এবং লোকদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর রমযানই ফরয হিসাবে রয়ে গেল এবং আশূরার রোযা পরিত্যক্ত হল। ফলে যার ইচ্ছা সে এই দিনের রোযা রাখতে পারে আর যার ইচ্ছা তা ত্যাগও করতে পারে–(বু,না)।

এই অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, কায়স ইবনে সাদ, জাবির ইবনে সামুরা, ইবনে উমার ও মুআবিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আলেমগণ এই হাদীস অনুযায়ী আমল করার কথা বলেছেন। এই হাদীস সহীহ। তারা আশূরার রোযা ওয়াজিব মনে করেন না। কিন্তু কারো যদি এই দিনের রোযা রাখার আগ্রহ হয় তবে সে তা রাখতে পারে। কারণ এই দিনের রোযা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বহু ফযীলাতের কথা উল্লেখ আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০
আশূরার দিন কোনটি ?

٧٠٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَاجِبِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِيْ زَمْزَمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِيْ عَنْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ أَصُوْمُهُ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ ثُمَّ أَصْبِحْ مِنَ التَّاسِعِ صَائِمًا قَالَ فَقُلْتُ أَهٰكَذَا كَانَ يَصُوْمُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ ·

৭০২। হাকাম ইবনুল আরাজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)–র কাছে গেলাম। তিনি তখন যমযম কূপের কাছে তার চাদরকে বালিশের মত করে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। আমি বললাম, আশূরা সম্পর্কে আমাকে বলে দিন তো, আমি কোন দিন রোযা রাখব ? তিনি বলেন, তুমি যখন মুহার্‌রমের চাঁদ দেখবে তখন থেকেই দিন গোনতে থাকবে। নবম তারিখ ভোর থেকে রোযা শুরু করবে। আমি বললাম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এভাবেই রোযা রাখতেন ? তিনি বলেন, হাঁ–(মু, দা)।

٧٠٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمِ عَاشُوْرَاءَ يَوْمَ الْعَاشِرِ .

৭০৩। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুহাররমের) দশম তারিখ আশূরার রোযা রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আশূরার দিন সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, (মুহার্‌রমের) নবম তারিখ, আর অপর একদল বলেন, দশম তারিখ। ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, নবম ও দশম (এই দুই দিন) তোমরা রোযা রাখ এবং (এই ক্ষেত্রে) ইহূদীদের বিপরীত কর। ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক এই হাদীস অনুসারে মত ব্যক্ত করেছেন (ইমাম আবু হানীফাও এই মত পোষণ করেন)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

যিলহজ্জ মাসের (প্রথম) দশ দিন রোযা রাখা সম্পর্কে।

٧٠٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَارَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِيْ الْعَشْرِ قَطُّ .

৭০৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনও (যিলহজ্জ মাসের) দশ দিন রোযা রাখতে দেখিনি-(মু,দা)।

আবু ঈসা বলেন, একাধিক রাবী এই হাদীসটি আমাশ-ইব্‌রাহীম-আসওয়াদ-আইশা (রা) সূত্রে এইরূপই বর্ণনা করেছেন। সাওরী প্রমুখ রাবী এই হাদীসটিকে মানসূর-ইব্‌রাহীম... সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দশ দিন কখনও রোযা অবস্থায় দেখা যায়নি। আবুল আহ্‌ওয়াস এই হাদীসটিকে মানসূর-ইব্‌রাহীম-আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি এতে রাবী আসওয়াদের উল্লেখ করেননি। মানসূরের পরবর্তী রাবীগণ এই হাদীসের সনদে উক্ত মতবিরোধ করেছেন। এই সনদসমূহের মধ্যে আমাশের বর্ণনাটিই অধিকতর সহীহ্ এবং মুত্তাসিল। মানসূরের নিকট থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে ইবরাহীম অপেক্ষা আমাশ অধিক বিশ্বস্ত সংরক্ষক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের সৎকাজের ফযীলাত।

٧٠٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ هُوَ الْبَطِيْنُ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَىْءٍ .

৭০৫। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এমন কোন দিন নাই যে দিনসমূহের সৎকাজ আল্লাহ্র নিকট যিলহজ্জ মাসের এই দশ দিনের সৎকাজ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্র পথে জিহাদ করাও কি (এত প্রিয়) নয় ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্র পথে জিহাদও তদপেক্ষা অধীক প্রিয় নয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি (নিজের) জান-মাল নিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদে বের হয়ে যায় এবং এই দুইটির কিছু নিয়ে আর ফিরে না আসতে পারে তার কথা (অর্থাৎ সেই শহীদের মর্যাদা) স্বতন্ত্র-(ব,দা,ই)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে উমার, আবু হুরায়রা, আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে আম্‌র ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ্।

٧٠٦. حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مَسْعُوْدُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ اَيَّامٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يُّتَعَبَّدَ لَهُ فِيْهَا مِنْ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِّنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ .

৭০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এমন কোন দিন নাই যে দিনসমূহের (নফল) ইবাদত আল্লাহ্র নিকট যিলহজ্জ মাসের

দশ দিনের ইবাদত অপেক্ষা অধিক প্রিয়। এই দশ দিনের প্রতিটি রোযা এক বছরের রোযার সমতুল্য এবং এর প্রতিটি রাতের ইবাদত কদরের রাতের ইবাদতের সমতুল্য-(ই)।[১৫]

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব। শুধু উপরোক্ত সূত্রেই আমরা হাদীসটি জানতে পেরেছি। আমি মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও এই সূত্র ছাড়া অনুরূপ কিছু বলতে পারেননি। তিনি বলেন, কাতাদা-সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হাদীসের কিছু অংশ মুরসাল হিসাবে বর্ণিত আছে। ইয়াহ্ইয়া ইব্নে সাঈদ (র) নাহ্হাস ইব্নে কাহ্ম-এর স্মৃতিশক্তির সমালোচনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

শাওয়াল মাসের ছয় দিন রোযা রাখা।

٧٠٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ فَذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ .

৭০৭। আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখল, অতঃপর শাওয়ালের ছয় দিন রোযা রাখল, সে যেন সারা বছরই রোযা রাখল-(মু,দা,ই)।

এই অনুচ্ছেদে জাবির, আবু হুরায়রা সাওবান (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এই হাদীসের ভিত্তিতে একদল বিশেষজ্ঞ আলেম শাওয়াল মাসের ছয় দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব মনে করেন। ইবনুল মুবারক বলেন, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার মত এটিও মুস্তাহাব। কোন কোন হাদীসে এই রোযা রমযানের রোযার পরপরই রাখার কথা উল্লেখ আছে। তাই আমি

---

১৫. আইশা (রা)-র হাদীসে আছেঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জের দশ দিন কখনও রোযা রাখেননি। অথচ অন্যান্য হাদীসে এই কয় দিনের রোযা ও ইবাদতের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। এ দিনে তিনি রোযা রেখেছেন বলেও প্রমাণ আছে। তিনি রোযা রেখেছেন, হয়ত আইশা (রা) তা দেখেননি বা জানতেন না অথবা কোন অসুস্থতা বা সফর ইত্যাদির কারণে তিনি সে দিন রোযা রাখেননি। আইশা (রা) তাই বর্ণনা করেছেন। হজ্জের মওসুমে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতে উৎসাহ দেয়ার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের ইবাদতকে কদর রাতের ইবাদতের সাথে তুলনা করেছেন অথবা হতে পারে রমযান মাসের শেষ দশ দিনের ইবাদতের যে গুরুত্ব রয়েছে, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ইবাদতেরও অনুরূপ গুরুত্ব রয়েছে-(অনু.)।

শাওয়াল মাসের শুরুর দিকে এই ছয়টি রোযা রাখা অধিক পছন্দীয় মনে করি। শাওয়াল মাসের ভিন্ন ভিন্ন দিনে রোযা রাখাও জায়েয আছে।

আবু ঈসা বলেন, রাবী আবদুল আযীয ইব্‌নে মুহাম্মাদ এই হাদীসটি সাফওয়ান ইব্‌নে সুলায়ম ও সাদ ইব্‌নে সাঈদের সূত্রে উমার ইব্‌নে সাবিত–আবু আইউব (রা)–র সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। শোবা (র) এই হাদীস ওয়ারাকা ইব্‌নে উমার, সাদ ইব্‌নে সাঈদ (র)–এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই সাদ ইব্‌নে সাঈদ হলেন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে সাঈদ আল–আনসারীর ভাই। একদল হাদীস বিশেষজ্ঞ তার স্মৃতিশক্তির সমালোচনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪
প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা।

٧٠٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اَبِى الرَّبِيْعِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ عَهِدَ اِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةً اَنْ لاَ اَنَامَ اِلاَّ عَلٰى وَتْرٍ وَصَوْمِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَاَنْ اُصَلِّىَ الضُّحٰى .

৭০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট থেকে তিনটি বিষয়ের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। আমি যেন বিত্‌র পড়ার পূর্বে ঘুম না যাই, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখি এবং নিয়মিত চাশ্‌তের নামায পড়ি–(বু,মু)।

٧٠٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ بَسَّامٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُوْسَى ابْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاذَرٍّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ اِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَ اَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .

৭০৯। আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেনঃ হে আবু যার ! তুমি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতে চাইলে তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখ–(না)।

এই অনুচ্ছেদে আবু কাতাদা, আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে আম্‌র, কুররা ইব্‌নে ইয়াস আল-মুযানী, আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ, আবু আকরাব, ইব্‌নে আব্বাস, আইশা, কাতাদা ইব্‌নে মিলহান, উসমান ইব্‌নে আবুল আস ও জারীর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আবু যার (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত আছেঃ যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখল সে যেন সারা বছর রোযা রাখল।

٧١٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ تَصْدِيقَ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابِهِ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا اَلْيَوْمُ بِعَشَرَةِ اَيَّامٍ ·

৭১০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখে তা যেন সারা বছরই রোযা রাখার সমান। এর সমর্থনে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কিতাবে আয়াত নাযিল করেছেন ঃ "কেউ যদি একটি নেক কাজ করে তবে তার প্রতিদান হলো এর দশ গুণ" (সূরা আনআম ঃ ১৬০)। সুতরাং এক দিন দশ দিনের সমান-(ই)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান এবং তা অপর এক সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও বর্ণিত আছে।

٧١١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ اَيِّهِ كَانَ يَصُوْمُ قَالَتْ كَانَ لاَيُبَالِىْ مِنْ اَيِّهِ صَامَ ·

৭১১। মুআযাহ (র) বলেন, আমি আইশা (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন ? তিনি বলেন, হাঁ। আমি পুনরায় বললাম, কোন্ কোন্ তারিখে তিনি এই রোযা রাখতেন ? তিনি বলেন, তিনি যে কোন দিন এই রোযা রাখতেন, এই বিষয়ে তিনি কোন ইতস্তত করতেন না।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। রাবী ইয়াযীদ আর-রিশ্‌ক হলেন ইয়াযীদ আদ-দুবাঈ এবং ইনিই ইয়াযীদ ইবনুল কাসিম। ইনি ছিলেন বন্টনকারী। বসরাবাসীদের ভাষায় 'রিশ্‌ক' অর্থ বন্টনকারী-(মু)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫
রোযার ফযীলাত।

٧١٢. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ رَبَّكُمْ يَقُوْلُ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعمِائَةِ ضِعْفٍ وَالصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَاِنْ جَهِلَ عَلٰى اَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ اِنِّيْ صَائِمٌ.

৭১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের প্রতিপালক বলেন, "প্রতিটি নেক কাজের প্রতিদান হলো দশ গুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত। কিন্তু রোযা আমার জন্যই এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব।" রোযা হলো জাহান্নাম থেকে (বাঁচার) ঢালস্বরূপ। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট কস্তুরী ও মৃগনাভির গন্ধের চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। কোন জাহিল মূর্খ যদি তোমাদের কোন রোযাদারের সাথে মূর্খতা সুলভ আচরণ করে তবে সে যেন বলে, আমি রোযাদার।

এই অনুচ্ছেদে মুআয ইব্নে জাবাল, সাহল ইব্নে সাদ, কাব ইব্নে উজরা, সালামা ইব্নে কায়সার ও বাশীর ইবনুল খাসাসিয়্যা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বাশীর (রা)-র নাম যাহ্ম ইব্নে মাবাদ, খাসাসিয়্যা হলেন তাঁর মাতা। আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি এই সূত্রে হাসান ও গরীব।

٧١٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَبَابًا يُدْعٰى الرَّيَّانُ يُدْعٰى لَهُ الصَّائِمُوْنَ فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِيْنَ دَخَلَهُ وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ اَبَدًا.

৭১৩। সাহল ইব্নে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জান্নাতে "রায়্যান" নামে একটি দরজা আছে। এই দরজা দিয়ে প্রবেশের জন্য রোযাদারদের ডাকা হবে। যারা রোযাদার তারা এই দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গরীব।

٧١٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِبْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِيْنَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِيْنَ يَلْقٰى رَبَّهُ .

৭১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে—একটি হলো যখন সে ইফ্তার করে এবং অপরটি হলো যখন সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত করবে।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

সারা বছর রোযা রাখা সম্পর্কে।

٧١٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاَحْمَدُبْنُ عَبْدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ قَالَ لاَ صَامَ وَلاَ اَفْطَرَ اَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ .

৭১৫। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যে ব্যক্তি সারা বছর রোযা রাখে তার কাজ কেমন ? তিনি বলেনঃ তার রোযাও হল না, ইফ্তারও হল না-(মু)।

এই অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ্ ইব্নে আম্র, আবদুল্লাহ্ ইব্নে শিখ্খীর, ইমরান ইব্নে হুসাইন ও আবু মূসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আবু কাতাদা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। আলেমগণের একদল সারা বছর রোযা রাখা মাকরূহ মনে করেন। তারা বলেন, যদি ঈদুল ফিত্র, ঈদুল আযহা ও আইয়্যামে তাশরীকের দিন (কোরবানীর দিনের পরবর্তী তিন দিন) কেউ রোযা রাখে তবে তা হবে বছর ব্যাপী রোযা (যা মাকরূহ)। এই দিনগুলোতে যে রোযা রাখবে না সে উপরোক্ত মাকরূহ-এর আওতায় পড়বে না এবং সে সারা বছর রোযাদার হবে না। ইমাম মালেক ইব্নে আনাস (র) থেকে এইরূপ অভিমত বর্ণিত আছে। ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র)-এর বক্তব্যও তাই। তারা বলেন, ঈদুল ফিত্র, ঈদুল আয্হা, আইয়্যামে তাশরীক এই পাঁচ দিন রোযা রাখতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। সেই পাঁচটি দিন ছাড়া অন্য কোন দিনের রোযা ত্যাগ করা ওয়াজিব নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭
অব্যাহতভাবে রোযা রাখা।

٧١٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَفْطَرَ قَالَتْ وَمَا صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلاً اِلاَّ رَمَضَانَ .

৭১৬। আব্‌দুল্লাহ ইব্‌নে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা) -কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখেই যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি তো রোযা রেখেই যাচ্ছেন। আবার তিনি রোযা থেকে বিরত থাকতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি বুঝি আর রোযা রাখবেন না। রমযান মাস ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও পূর্ণ মাস রোযা রাখেননি–(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে আনাস ও ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٧١٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى يُرٰى اَنَّهُ لاَ يُرِيْدُ اَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى يُرٰى اَنَّهُ لاَ يُرِيْدُ اَنْ يَصُوْمَ مِنْهُ شَيْئًا وَكُنْتَ لاَ تَشَاءُ اَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اِلاَّ رَاَيْتَهُ مُصَلِّيًا وَلاَ نَائِمًا اِلاَّ رَاَيْتَهُ نَائِمًا .

৭১৭। আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, কোন মাসে তিনি রোযা থাকতে শুরু করলে মনে হত যে, তাঁর বুঝি আর রোযা ছাড়ার ইচ্ছা নাই। আবার যখন তিনি রোযা ছাড়তেন তখন মনে হত তিনি বুঝি আর রোযা রাখবেন না। তাঁকে যদি তুমি রাতভর নামাযরত অবস্থায় দেখতে চাইতে তবে সে অবস্থায়ই দেখতে পেতে। আর যদি তুমি তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইতে তবে সে অবস্থায়ই দেখতে পেতে–(বু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٧١٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَاوَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ اَخِيْ دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقٰى.

৭১৮। আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আম্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সর্বোত্তম রোযা হল আমার ভাই দাউদ (আ)-এর রোযা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রাখতেন না। আর যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখীন হলে তিনি পালাতেন না-(বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। রাবী আবুল আব্বাস ছিলেন মক্কার কবি ও অন্ধ ব্যক্তি। তার নাম সাঈদ ইব্নে ফাররূখ। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, সর্বোত্তম (নফল) রোযা হল যা একদিন পরপর রাখা হয়। বলা হয় যে, এই নিয়মে রোযা রাখা কঠিন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮
দুই ঈদের দিন রোযা রাখা মাকরূহ।

٧١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِيْ يَوْمِ النَّحْرِ بَدَاَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْ صَوْمِ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ اَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَعِيْدٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَّا يَوْمُ الْاَضْحٰى فَكُلُوْا مِنْ لُحُوْمِ نُسُكِكُمْ.

৭১৯। আব্দুর রহ্মান ইব্নে আওফ (রা)-র মুক্তদাস আবু উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোরবানীর দিন আমি উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি খুত্বা দেয়ার আগে প্রথমে নামায পড়লেন। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দুই ঈদের দিন রোযা রাখতে নিষেধ করতে শুনেছি। ঈদুল ফিত্রের দিন হল তোমাদের (সারা মাসের) রোযা ভঙ্গের দিন এবং মুসলিমদের ঈদের দিন। আর ঈদুল আযহার দিন তোমরা তোমাদের কোরবানীর গোশ্ত খাবে-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ্। আবদুর রহমান ইব্নে আওফ (রা)–এর মুক্ত দাস আবু উবায়দের নাম সাদ। তাকে আবদুর রহমান ইব্নে আযহারের মাওলাও বলা হয়। আব্দুর রহমান ইব্নে আযহার হলেন আব্দুর রহামান ইব্নে আওফ (রা)–র চাচাত ভাই।

٧٢٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامَيْنِ صِيَامُ يَوْمِ الْاَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ .

৭২০। আবু সাঈদ আল–খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই দিন রোযা রাখতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেনঃ ঈদুল আয্হার দিন ও ঈদুল ফিত্রের দিন–(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে উমার, আলী, আইশা, আবু হুরায়রা, উক্বা ইব্নে আমের ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আবু সাঈদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। আবু ঈসা বলেন, আম্র ইব্নে ইয়াহ্ইয়া হলেন ইব্নে উমারা ইব্নে আবুল হাসান আল–মাযিনী। তিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী। তার সূত্রে সুফিয়ান সাওরী, শোবা ও মালেক ইব্নে আনাস হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

আইয়্যামে তাশরীক–এ রোযা রাখা মাকরূহ।

٧٢١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَاَيَّامُ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا اَهْلَ الْاِسْلاَمِ وَهِيَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ .

৭২১। উক্বা ইব্নে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আরাফার দিন, কোরবানীর দিন ও তাশরীকের দিন হচ্ছে আমাদের মুসলিম জনগণের ঈদের দিন। এ দিনগুলো হচ্ছে পানাহারের দিন–(দা,না)।

এই অনুচ্ছেদে আলী, সাদ, আবু হুরায়রা, জাবির, নুবায়শা, বিশ্র ইব্নে সুহায়ম, আবদুল্লাহ্ ইব্নে হুযাফা, আনাস, হামযা ইব্নে আম্র আল–আসলামী, কাব ইব্নে মালেক, আইশা, আম্র ইব্নুল আস ও আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আম্র (রা) থেকেও হাদীস

বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তারা তাশরীকের দিনগুলোতে রোযা রাখা মাকরূহ্ (হারাম) মনে করেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য আলেম তা ... হজ্জ পালনকারীর জন্য এই দিনগুলোতে রোযা রাখার অবকাশ দিয়েছেন-যদি তারা কোরবানীর জানোয়ার না পায় এবং প্রথম দশ দিনের মধ্যে রোযা রাখতে না পেরে থাকে। ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র) এই মত ব্যক্ত করেছেন। আবু ঈসা বলেন, ইরাকবাসী মুহাদ্দিসগণ বলেন, (রাবীর নাম) মূসা ইব্‌নে আলী ইব্‌নে রাবাহ্। মিসরবাসীগণ বলেন, মূসা ইব্‌নে আলী। আবু ঈসা আরও বলেন, আমি কুতায়বাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলতে শুনেছেন যে, মূসা ইব্‌নে আলী বলেছেন, আমার পিতার নাম তাসগীররূপে (উলাই) উচ্চারণ কারো জন্য হালাল মনে করি না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০

রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানো।

৭২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُوْرِىْ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسَى قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ .

৭২২। রাফে ইব্‌নে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি রক্তমোক্ষণ করে এবং যার রক্তমোক্ষণ করানো হয় তাদের উভয়ের রোযাই নষ্ট হয়ে গেল-(হা)।

এই অনুচ্ছেদে সাদ, আলী, শাদ্দাদ ইব্‌নে আওস, সাওবান, উসামা ইব্‌নে যায়েদ, আইশা, মাকিল ইব্‌নে ইয়াসার (বলা হয় ইনি মাকিল ইব্‌নে সিনান), আবু হুরায়রা, ইব্‌নে আব্বাস, আবু মূসা ও বিলাল (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আহ্মাদ ইব্‌নে হাম্বল (র) বলেন, এই বিষয়ে সবচেয়ে সহীহ্ হাদীস হল রাফে ইব্‌নে খাদীজ (রা) বর্ণিত হাদীস এবং আলী ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, সাওবান ও শাদ্দাদ ইব্‌নে আওস (রা) কর্তৃক এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ্। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে আবু কাসীর (র) আবু কিলাবা (রা) থেকে দু'টো হাদীসই বর্ণনা করেছেন। আর এই উভয়টিই হল সাওবান ও শাদ্দাদ ইব্‌নে আওসের দু'টো হাদীস।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেমের একদল রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানো মাকরূহ মনে করেন। এমনকি কতক সাহাবী যেমন আবু মূসা আল-আশআরী ও ইব্‌নে উমার (রা) (রমযানের) রাতে তা করাতেন। ইব্‌নুল মুবারকও এই মত ব্যক্ত করেছেন। আব্‌দুর রহমান ইব্‌নে মাহ্‌দী বলেছেন, রোযা অবস্থায় যদি কেউ রক্তমোক্ষণ করায় তবে তাকে তার কাযা করতে হবে। আহ্‌মাদ ইব্‌নে হাম্বল ও ইসহাক ইব্‌নে ইব্‌রাহীমও এই মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায়ও রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। আবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রক্তমোক্ষণ করে এবং যার রক্তমোক্ষণ করে তাদের উভয়ের রোযাই নষ্ট হয়ে গেল। এই দু'টি হাদীসের একটিও সঠিক বলে আমার জানা নাই। রোযা অবস্থায় কেউ যদি রক্তমোক্ষণ করানো থেকে বেঁচে থাকে তবে তা আমার মতে অধিক পছন্দনীয়। আর কেউ যদি রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করায় তবে এতে তার রোযা নষ্ট হয় বলেও আমি মনে করি না। আবু ঈসা বলেন, এ ছিল বাগদাদে থাকা অবস্থায় ইমাম শাফিঈর মত। কিন্তু মিসরে যাওয়ার পর তিনি এই বিষয়ে অনুমতির পক্ষপাতী ছিলেন এবং রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানোতে কোনরূপ দোষ আছে বলে মনে করেননি। তিনি তার এই মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে বলেন যে, বিদায় হজ্জে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ও ইহ্‌রাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১

এই বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে।

٧٢٣. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ .

৭২৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্‌রাম ও রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ। ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম আইউবের সূত্রে, তিনি ইকরামার সূত্রে এই হাদীস মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি এখানে ইবনে আব্বাস (রা)-র নাম উল্লেখ করেননি।

٧٢٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ .

৭২৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন-(না)।

আবু ঈসা বলেন, এই সনদে হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٧٢٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ فِيْمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ .

৭২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ও মদীনার মাঝে ইহ্‌রাম ও রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন-(না)।

এই অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ, জাবির ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌। মহানবী (সা)-এর একদল সাহাবী ও তাবিঈ এই হাদীস অনুসারে মত প্রকাশ করেছেন যে, রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করাানোতে কোন দোষ নাই। সুফিয়ান সাওরী, মালেক ইবনে আনাস ও শাফিঈ (র)-এর এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

সাওমে বিসাল মাকরূহ্‌। [১৬]

٧٢٦. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَخَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُوَاصِلُوْا قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ كَاَحَدِكُمْ اِنَّ رَبِّىْ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِىْ .

১৬. ইফতারের সময় যৎসামান্য পানাহার করে একাধারে কিছু দিন যে রোযা রাখা হয় তাকে সাওমে বিসাল (বিরতিহীন রোযা) বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে ৪০ দিন এই রোযা রেখেছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁর দেখাদেখি এই রোযা রাখলে তিনি তাদেরকে বারণ করেন-(অনু.)।

৭২৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা সাওমে বিসাল কর না। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো সাওমে বিসাল করেন। তিনি বলেনঃ আমি তো তোমাদের কারো মত নই। আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে আলী, আবু হুরায়রা, আইশা, ইবনে উমার, জাবির, আবূ সাঈদ ও বাশীর ইবনুল খাসাসিয়্যা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আনাস (রা)-র হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা সাওমে বিসাল মাকরূহ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একাধিক দিন সাওমে বিসাল করতেন এবং ইফ্তার করতেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩

রোযাদারের নাপাক অবস্থায় যদি ফজর হয়ে যায়।

٧٢٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ وَاُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ اَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُوْمُ .

৭২৭। আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আইশা ও উম্মু সালামা (রা) আমাকে অবহিত করেছেনঃ (কোন কোন সময়) কোন স্ত্রীর কারণে নাপাক অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফজর হয়ে যেত। এরপর তিনি গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ সাহাবী ও তাবিঈ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাবিঈগণের একদল বলেন, কোন ব্যক্তির সহবাসজনিত নাপাক অবস্থায় ফজর হয়ে গেলে তাকে এই দিনের রোযার কাযা করতে হবে। তবে প্রথমোক্ত অভিমতই অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪

রোযা অবস্থায় দাওয়াত কবুল করা।

٧٢٨. حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلٰى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ يَعْنِى الدُّعَاءَ .

৭২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি তোমাদের কাউকে আহারের দাওয়াত দেয়া হয় তবে সে যেন তা কবুল করে। সে রোযাদার হলে (দাওয়াতকারীর জন্য) যেন দোয়া করে-(মু)।

٧٢٩. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ اِنِّيْ صَائِمٌ .

৭২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি তোমাদের কোন রোযাদারকে দাওয়াত করা হয় তবে সে যেন বলে, আমি রোযা আছি-(মু)।

আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত উভয় হাদীসই হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর (নফল) রোযা রাখা মাকরূহ।

٧٣٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَصُوْمُ الْمَرْاَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِّنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ اِلاَّ بِاِذْنِهِ .

৭৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোন মহিলা যেন রমযান মাসের রোযা ব্যতীত একদিনও অন্য (নফল) রোযা না রাখে-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হাদীসটি অপর একটি সূত্রেও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬

রমযানের রোযার কাযা আদায়ে বিলম্ব করার অবকাশ আছে।

٧٣١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاكُنْتُ اَقْضِيَ مَايَكُوْنُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ اِلاَّ فِيْ شَعْبَانَ حَتّٰى تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৭৩১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসের আমার কাযা রোযা শাবান মাস ছাড়া আমি পুরা করতে পারতাম না (কোন সংগত ওজরবশত), এমনকি এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন–(বু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীস হাসান ও সহীহ। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী (র) হাদীসটিকে আবু সালামা–আইশা (রা)–র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭

রোযাদারের সামনে আহার করলে তার (রোযাদারের) ফযীলাত।

٧٣٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ لَيْلٰى عَنْ مَوْلاَتِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّائِمُ اِذَا اُكِلَ عِنْدَهُ الْمَفَاطِيْرُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ.

৭৩২। লাইলা (র) থেকে তাঁর আযাদকারিনী মহিলা (উম্মু উমারা)–র সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ রোযাহীন ব্যক্তিরা যদি রোযাদার ব্যক্তির সামনে আহার করে তবে ফেরেশতাগণ তার (রোযাদারের) জন্য দোয়া করেন–(আ,ই,না)।

আবু ঈসা বলেন, শোবা এই হাদীসটি হাবীব ইবনে যায়েদ... তৎপিতামহী উম্মু উমারা (রা)–র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

٧٣٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مَوْلاَةً لَنَا يُقَالُ لَهَا لَيْلٰى تُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ عُمَارَةَ

بِنْت كَعْب الْاَنْصَارِيَّة اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عليه وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدَّمَتْ اِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ كُلِيْ فَقَالَتْ اِنِّيْ صَائِمَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عليه وَسَلَّمَ اِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ اِذَا اُكِلَ عِنْدَهُ حَتّٰى يَفْرُغُوْا وَرُبَّمَا قَالَ حَتّٰى يَشْبَعُوْا .

৭৩৩। হাবীব ইবনে যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আমাদের আযদকৃত দাসী লায়লাকে উম্মে উমারা বিনতে কাব আল–আনসারিয়্যা (রা)–র সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তার বাড়িতে আসেন। তখন তিনি তাঁর সামনে খাদ্য উপস্থিত করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ তুমিও খাও। তিনি বলেন, আমি (নফল) রোযা রেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ রোযাহীন ব্যক্তিরা যদি রোযাদার ব্যক্তির সামনে আহার করে তবে ফেরেশতাগণ তার (রোযদারের) জন্য দোয়া করেন। রাবী কোন কোন সময় "হাত্তা ইয়াফরুগূ" (আহার শেষ না করা পর্যন্ত)–এর স্থলে "হাত্তা ইয়াশবাউ" (পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত) শব্দ বর্ণনা করেছেন–(আ,ই,না)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٧٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مَوْلاَةٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهَا لَيْلٰى عَنْ جَدَّتِه اُمِّ عُمَارَةَ بِنْت كَعْب عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ حَتّٰى يَفْرُغُوْا اَوْ يَشْبَعُوْا .

৭৩৪। উম্মু উমারা বিনতে কাব (রা)–র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এই রিওয়ায়াতে "হাত্তা ইয়াফরুগূ আও ইয়াশবাউ" শব্দসমূহের উল্লেখ নাই।

আবু ঈসা বলেন, উম্মু উমারা (রা) হলেন হাবীব ইবনে যায়েদ আল–আনসারী (র)–এর পিতামহী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮

ঋতুবতী মহিলাকে রোযার কাযা করতে হবে, কিন্তু নামায কাযা করতে হবে না।

٧٣٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَحِيْضُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلاَ يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ .

৭৩৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মাসিক ঋতুর পর যখন পবিত্র হতাম তখন তিনি আমাদের রোযার কাযা করতে নির্দেশ দিতেন কিন্তু নামায কাযা করতে বলতেন না–(বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীস হাসান। এটি মুআযা–আইশা (রা) সূত্রেও বর্ণিত আছে। আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করার কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে এই বিষয়ে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমাদের জানা নাই অর্থাৎ ঋতুবতী স্ত্রীলোককে তার ছুটে যাওয়া রোযার কাযা করতে হবে কিন্তু নামায কাযা করতে হবে না। আবু ঈসা বলেন, রাবী উবায়দা হলেন ইবনে মুআত্তিব আদ দাব্বী আল–কূফী। তাঁর উপনাম আবু আবদুল করীম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯

রোযাদারের নাকের ভেতরে পানি পৌঁছানো মাকরূহ।

٧٣٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْبَغْدَادِيُّ الْوَرَّاقُ وَاَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنِيْ اسْمَاعِيْلُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ وَبَالِغْ فِيْ الْاِسْتِنْشَاقِ الاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا .

৭৩৬। লাকীত ইবনে সাবরা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে উযূ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেনঃ উত্তমরূপে উযূ করে আঙ্গুলসমূহের মাঝে খিলাল কর এবং রোযাদার না হলে নাকের গভীরে পানি পৌঁছাও–(দা,না,ই,দার)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।আলেমগণ রোযাদারের জন্য নাক দিয়ে ঔষধ গ্রহণ মাকরূহ বলেছেন। তাদের মতে এতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। উল্লেখিত হাদীস থেকে এই মতের অনুকূলে জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০

কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের মেহমান হলে তাদের অনুমতি ছাড়া (নফল) রোযা রাখবে না।

٧٣٧. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ ابْنُ وَاقِدٍ الْكُوْفِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَزَلَ عَلٰى قَوْمٍ فَلاَ يَصُوْمَنَّ تَطَوُّعًا اِلاَّ بِاِذْنِهِمْ ٠

৭৩৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ কোন কাওমের মেহমান হলে সে যেন তাদের অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা না রাখে।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি মুনকার। কেননা কোন নির্ভরযোগ্য রাবী হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমরা জানি না। মূসা ইবনে দাউদ, আবু বাক্র মাদানী-হিশাম ইবনে উরওয়া-তৎপিতা উরওয়া-আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ এক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই রিওয়ায়াতটিও যঈফ। আবু বাক্‌রের হাদীসটি বিশেষজ্ঞদের মতে দুর্বল। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে আবু বাক্র আল-মাদানী উপনামের যে রাবী হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তার নাম আল-ফাদল ইবনে মুবাশশির। তিনি এই আবু বাক্‌র আল-মাদানী থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য ও অগ্রগণ্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১

ইতিকাফের বর্ণনা।

٧٣٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ ٠

৭৩৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে উবাই ইবনে কাব, আবু লায়লা, আবু সাঈদ, আনাস ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٧٣٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِيْ مُعْتَكَفِهِ ٠

৭৩৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইতিকাফের ইচ্ছা করতেন তখন ফজরের নামায পড়ে ইতিকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ-আম্‌রার সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালেক (র) এবং একাধিক রাবী ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ থেকে এ হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটি আওযাঈ ও সুফিয়ান সাওরী-ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ-আমরা-আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস অনুসারে কোন কোন আলেমের মতে, কেউ ইতিকাফের ইচ্ছা করলে সে যেন ফজরের নামায আদায়ের পর ইতিকাফের স্থানে প্রবেশ করে। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক ইবনে ইবরাহীমের এই মত। অপর একদল আলেম বলেছেন, কোন ব্যক্তি যে দিন থেকে ইতিকাফ আরম্ভ করতে ইচ্ছুক তার আগের রাতের সন্ধ্যার সূর্য ডোবার আগে সে যেন ইতিকাফে বসে। সুফিয়ান সাওরী [ইমাম আবু হানীফা] ও মালেক ইবনে আনাস (র)-এর এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২

লাইলাতুল কদর (কদরের রাত)।

٧٤٠. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُوْلُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

৭৪০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন মসজিদে অবস্থান করতেন (ইতিকাফ করতেন)। তিনি বলতেনঃ তোমরা রমযানের শেষ দশ দিন কদরের রাত অনুসন্ধান কর-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে উমার, উবাই ইবনে কাব, জাবির ইবনে সামুরা, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে উমার, ফালাতান ইবনে আসিম, আনাস, আবু সাঈদ, আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স, আবু বাক্‌রা, ইবনে আব্বাস, বিলাল ও উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 'ইউজাবিরু' শব্দের অর্থ 'তিনি ইতিকাফ করতেন'। এই ক্ষেত্রে অধিকাংশ হাদীসের শব্দ হলঃ তোমরা শেষ দশ দিনের প্রত্যেক বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদর খোঁজ কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তা হল একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ, উনত্রিশ বা রমযানের শেষ রাত।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, আমার মতে এর অর্থ হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেভাবেই উত্তর দিতেন যেভাবে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করা হত। কেউ তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করেছে, আমরা কি অমুক রাতে তা অন্বেষণ করব? তিনি উত্তরে বলেছেন, তা অমুক রাতে তোমরা তালাশ কর। আল্লাহই অধিক অবগত। ইমাম শাফিঈ (র) আরও বলেন, এই বিষয়ে আমার কাছে সবচাইতে শক্তিশালী হল একুশ তারিখ সম্পর্কিত রিওয়ায়াতটি। আবু ঈসা বলেন, উবাই ইবনে কাব (রা) শপথ করে বলতেনঃ তা হল সাতাশ তারিখের রাত। তিনি আরও বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এর আলামত সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং তা আমরা হিসাব করে রেখেছি এবং স্মরণ রেখেছি।

আবু কিলাবা (রা) বলেন, শেষ দশকের মাঝে লাইলাতুল কদর আবর্তিত হতে থাকে। এই বক্তব্যটি আবদুর রাযযাক–মা'মার–আইউব–আবু কিলাবা (রা) থেকে আব্‌দ ইবনে হুমায়দ বর্ণনা করেছেন।

٧٤١. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْـدِ الْاَعْلَى الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ قُلْتُ لِاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنّٰى عَلِمْتَ اَبَا الْمُنْذِرِ اَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ قَالَ بَلٰى اَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا لَيْلَةٌ صَبِيْحَتُهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّهَا فِيْ رَمَضَانَ وَاَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ وَلٰكِنْ كَرِهَ اَنْ يُّخْبِرَكُمْ فَتَتَّكِلُوْا .

৭৪১। যির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনে কাব (রা)–কে বললাম, হে আবুল মুনযির! এই যে সাতাশের রাত লাইলাতুল কদর তা আপনি কিভাবে জানলেন? তিনি বলেন, হাঁ অবশ্যই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমা–দেরকে বলেছেন যে, এই রাতের পরবর্তী সকালে সূর্য আলোকরশ্মিহীন অবস্থায় উদিত হয়। তা আমরা গুনে এবং স্মরণ করে রেখেছি। আল্লাহ্‌র শপথ! ইবনে মাসঊদ (রা)–ও জানেন যে, তা হল রমযানের রাত এবং সাতাশেরই রাত। কিন্তু তিনি তোমাদের তা অবহিত করতে পছন্দ করেননি, পাছে তোমরা এর উপর ভরসা করে বসে থাক–(মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٧٤٢. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ ذُكِرَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ اَبِيْ بَكْرَةَ فَقَالَ

مَا اَنَا بِمُلْتَمِسِهَا لِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ الْتَمِسُوْهَا فِىْ تِسْعٍ يَّبْقَيْنَ اَوْ فِىْ خَمْسٍ يَبْقَيْنَ اَوْ فِىْ ثَلاَثِ اَوَاخِرِ لَيْلَةٍ قَالَ وَكَانَ اَبُوْبَكْرَةَ يُصَلِّىْ فِى الْعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ كَصَلاَتِهِ فِىْ سَائِرِ السَّنَةِ فَاِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ ·

৭৪২। আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকরা (রা)–র কাছে একবার লাইলাতুল কদর সম্পর্কে আলোচনা হল। তিনি বলেন, আমি লাইলাতুল কদর রমযান মাসের শেষ দশ দিন ছাড়া অন্য কোন রাতে অনুসন্ধান করি না–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণী শোনার কারণে। আমি তাঁকে বলতে শুনেছিঃ রমযানের নয় দিন বাকী থাকতে বা সাত দিন বাকী থাকতে বা পাঁচ দিন বাকী থাকতে বা তিন দিন বাকী থাকতে বা এর শেষ রাতে তোমরা কদরের রাত অণ্বেষণ কর। রাবী বলেন, আবু বাক্‌রা (রা) রমযানের বিশ দিন পর্যন্ত সারা বছরের নিয়মেই নামায পড়তেন, কিন্তু শেষ দশ দিনের সূচনা হলে তিনি যথাসাধ্য সাধনা করতেন।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٧٤٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيْمَ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْقِظُ اَهْلَهُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ·

৭৪৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে তাঁর পরিবারের লোকদেরকে (ইবাদতে মশগুল হওয়ার জন্য) ঘুম থেকে জাগাতেন।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٧٤٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مَالاَ يَجْتَهِدُ فِىْ غَيْرِهَا ·

৭৪৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন (ইবাদতে) এত অধিক সাধনা করতেন যে, অন্যান্য সময়ে সেরূপ সাধনা করতেন না–(মু,আ)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি গরীব, হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩

শীতকালের রোযা।

٧٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ نُمَيْرِ بْنِ عَرِيْبٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغَنِيْمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِى الشِّتَاءِ .

৭৪৫। আমের ইবনে মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শীতকালের রোযা বিনা পরিশ্রমে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মত।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি মুরসাল। কারণ আমের ইবনে মাসউদ (র) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করতে পারেননি। তিনি হলেন ইবরাহীম ইবনে আমের আল-কুরাশীর পিতা, যার সূত্রে শোবা ও সাওরী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪

"যারা রোযা রাখতে সমর্থ হয়েও...।"

٧٤٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلٰى سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ كَانَ مَنْ اَرَادَ مِنَّا اَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِىَ حَتّٰى نَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا .

৭৪৬। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলঃ "যারা রোযা রাখতে সক্ষম হয়েও (না রাখবে) তারা যেন একজন মিসকীনের আহার দেয়" তখন আমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা রোযা না রেখে তার পরিবর্তে ফিদ্‌য়া দিয়ে দিত। অতঃপর এর পরবর্তী আয়াত "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রমযান মাস পায় সে যেন রোযা রাখে" নাযিল হলে উপরোক্ত আয়াতের (সূরা বাকারাঃ ১৮৪) বিধান রহিত হয়ে যায়-(বু,মু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫
কেউ আহার করার পর সফরের উদ্দেশ্যে বের হলে।

٧٤٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ اَنَّهُ قَالَ اَتَيْتُ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ فِيْ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيْدُ سَفَرًا وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَاَكَلَ فَقُلْتُ لَهُ سُنَّةٌ قَالَ سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ ·

৭৪৭। মুহাম্মাদ ইবনে কাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রমযান মাসে আনাস (রা)–র কাছে এলাম। তিনি তখন সফরে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তার সফরের উট্‌টিতে হাওদা বেঁধে দেয়া হল। তিনি সফরের পোশাক পরলেন এবং খাবার নিয়ে ডাকলেন, অতঃপর তিনি তা আহার করলেন। আমি বললাম, এ কি সুন্নাত? তিনি বললেন, সুন্নাত। অতঃপর তিনি জন্তুযানে আরোহণ করলেন।

٧٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُبْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ اَتَيْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِيْ رَمَضَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ·

৭৪৮। মুহাম্মাদ ইবনে কাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রমযান মাসে আনাস (রা)–এর কাছে এলাম। ....পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। মুহাম্মাদ ইবনে জাফর হলেন ইবনে আবু কাসীর মাদীনী, তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি ইসমাঈল ইবনে জাফরের ভাই। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর হলেন ইবনে নাজীহ; তিনি আলী ইবনুল মাদীনীর পিতা। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন তাঁকে দুর্বল রাবী বলেছেন। কোন কোন আলেম এই হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, মুসাফির ব্যক্তি সফরের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হওয়ার পূর্বে রোযা ভংগ করে পানাহার করে নিতে পারবে, কিন্তু তার গ্রাম বা নগর প্রাচীর অতিক্রম না করা পর্যন্ত নামায কসর করতে পারবে না। ইসহাক ইবনে ইব্‌রাহীম হানযালী এই মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬
রোযাদারের জন্য উপহার।

٧٤٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ سَعْدِ ابْنِ طَرِيْفٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مَأْمُوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحْفَةُ الصَّائِمِ الدُّهْنُ وَالْمِجْمَرُ ·

৭৪৯। হাসান ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রোযাদারের জন্য উপহার হল তৈল ও লোবান জাতীয় সুগন্ধি।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি গরীব, এর সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। সাদ ইবনে তরীফ ছাড়া আর কোন সূত্রে এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। সাদকে দুর্বল রাবী বলা হয়েছে। উমায়র ইবনে মামূনকে উমায়র ইবনে মামূমও বলা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা কখন হয়।

٧٥٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْاَضْحٰى يَوْمَ يُضَحِّى النَّاسُ ·

৭৫০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঈদুল ফিতর হল যে দিন লোকেরা রোযা ভঙ্গ করে এবং ঈদুল আযহা হল যেদিন লোকেরা কোরবানী করে।

আবু ঈসা বলেন, আমি মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির কি আইশা (রা)-র কাছে হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি তার হাদীসে বলেন, আমি আইশা (রা)-র কাছে শুনেছি। আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি এই সূত্রে হাসান, গরীব ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮

ইতিকাফ শুরু করার পর বেরিয়ে আসা।

٧٥١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ قَالَ اَنْبَاَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِى الْعَامِ الْمُقْبِلِ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ·

৭৫১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন। কিন্তু এক বছর তিনি ইতিকাফ করতে পারেননি। তাই পরবর্তী বছর তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেন-(দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান, গরবী ও সহীহ। সংকল্প করার পর পূর্ণ করার পূর্বেই ইতিকাফ ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এক দল আলেম বলেন, তার কাযা করা ওয়াজিব। তারা নিম্নের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেনঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ ছেড়ে বের হয়ে এলেন, পরে শাওয়াল মাসের দশ দিন ইতিকাফ করেন।" ইমাম মালেক (র)–এর এই মত (ইমাম আবু হানীফাও এমত পোষণ করেন)। অপর একদল আলেম বলেন, যদি মানত বা নিজেদের জন্য অবশ্য পালনীয় ইতিকাফ না হয়ে থাকে এবং নফল ইতিকাফ হয়ে থাকে তবে এমতাবস্থায় ইতিকাফ ত্যাগ করে বের হয়ে গেলে তার কাযা করা ওয়াজিব নয়। যদি কেউ স্বেচ্ছায় কাযা করে তবে তা করতে পারে কিন্তু তা তার উপর ওয়াজিব নয়।ইমাম শাফিঈ (র) এই মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, যে আমল ছেড়ে দেয়া তোমার জন্য জায়েয এমন কোন আমল যদি তুমি করতে শুরু কর এবং পূর্ণ না করে তা ছেড়ে দাও তাহলে হজ্জ ও উমরা ছাড়া এরূপ কোন আমল কাযা করা তোমার উপর ওয়াজিব নয়। এই অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯

ইতিকাফকারী প্রয়োজনবোধে বের হতে পারে কি না?

٧٥٢. حَدَّثَنَا اَبُوْمُصْعَبِ الْمَدَنِىُّ قِرَاءَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اعْتَكَفَ اَدْنٰى اِلَىَّ رَأْسَهُ فَاُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَيَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلاَّ لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ .

৭৫২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইতিকাফ করতেন, তাঁর মাথা আমার দিকে এগিয়ে দিতেন এবং আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম। তিনি মানবীয় প্রয়োজন (পেশাব–পায়খানা) ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতেন না–(বু,মু,দা,না,ই)।[১৭]

---

১৭. হানাফী মাযহাবমতে রমযান মাসের শেষ দশকে ইতেকাফ করা সুন্নাত। ২০ রমযান সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করতে হবে। যে মসজিদে জামাআতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায হয় না তাতে ইতেকাফে বসা জায়েয নয়। কেননা ইতেকাফের চেয়ে জামাআতের গুরুত্ব অধিক। নির্দিষ্ট মসজিদের আওতাভুক্ত এলাকার লোকদের মধ্যে একজন ইতেকাফ করলে সবার পক্ষ থেকে সুন্নাতের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। কেউ ইতেকাফ না করলে সবাই গুনাহগার হবে। ইতেকাফ শুরু করে তা ভঙ্গ করলে নফল রোযাসহ পরে তা কাযা করতে হবে। ইতেকাফে বসার পর কোন প্রয়োজনে মসজিদের সংলগ্ন স্থানে বের হওয়া যায়। সামান্য সময়ের জন্যও ইতেকাফ করা যেতে পারে। মহিলারা ঘরের কোন একটি স্থান যিরে নিয়ে তাতে ইতেকাফ করতে পারেন–(অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হাদীসটি একাধিক রাবী আইশা (রা)-র সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে উরওয়া ও আমরা (র) আইশা (রা)-র সনদটি সহীহ। লায়স ইবনে সাদও হাদীসটি ইবনে শিহাব-উরওয়া ও আমরা-আইশা (রা)-র সনদে বর্ণনা করেছেন।

আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে বলেছেন, ইতিকাফকারী মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া ইতিকাফস্থল থেকে বাইরে বের হতে পারবে না। এই বিষয়ে তারা সকলেই একমত যে, পেশাব-পায়খানার প্রয়োজনে সে অবশ্যই বের হতে পারবে। তবে রোগী দেখা, জুমুআ ও জানাযার নামাযে ইতিকাফকারী যেতে পারবে কি না এই বিষয়ে তাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন সাহাবী ও তাবিঈর মতে যদি সে ইতিকাফে বসার সময় এসব প্রয়োজনে বের হওয়ার শর্ত করে থাকে তবে সে রোগী দেখতে, জানাযায় অংশগ্রহণ করতে এবং জুমুআর নামাযে হাযির হতে পারবে। সুফিয়ান সাওরী ও ইবনুল মুবারক এই মত ব্যক্ত করেছেন। কোন কোন আলেম বলেন, উল্লিখিত উদ্দেশ্যে সে বাইরে যেতে পারবে না। তাদের মতে শহরে বাসকরী জামে মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ইতিকাফ করবে না। তারা ইতিকাফ স্থল ছেড়ে জুমুআর জন্য বের হওয়াও মাকরূহ বলেন, আবার জুমুআ ত্যাগ করাও জায়েয মনে করেন না। সুতরাং তারা বলেন, কেবল জামে মসজিদেই ইতিকাফ করবে যাতে মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া ইতিকাফস্থল থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন না হয়। মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া বের হলে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম মালেক ও শাফিঈ এই মত পোষণ করেন।

ইমাম আহ্‌মাদ বলেন, আইশা (রা)-র হাদীসের আলোকে সে রোগী দেখতে ও জানাযায় শরীক হতে বের হতে পারবে না। ইমাম ইসহাক বলেন, যদি সে পূর্বেই এই বিষয়ে নিজে নিজে শর্ত করে নেয় তবে জানাযায় শরীক হতে ও রোগী দেখতে বাইরে যেতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০

রমযান মাসের কিয়াম (রাতের ইবাদত)।

٧٥٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتّٰى بَقِىَ سَبْعٌ مِّنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَاحَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَافِى السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَافِى الْخَامِسَةِ حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا

بَقِيَةَ لَيْلَتِنَا هٰذِهِ فَقَالَ اِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتّٰى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِّنَ الشَّهْرِ وَصَلّٰى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَدَعَا اَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ قُلْتُ لَهُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُوْرُ ٠

৭৫৩। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রোযা রেখেছি। তিনি রমযান মাসে আমাদের নিয়ে কোন (নফল) নামায পড়েননি। অবশেষে রমযানের সাত দিন বাকী থাকতে তিনি আমাদের নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। এতে রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। ষষ্ঠ রাতে তিনি আমাদের নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন না। তিনি পঞ্চম রাতে আবার আমাদের নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। এতে অর্ধেক রাত অতিবাহিত হয়ে গেল। আমরা তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের অবশিষ্ট রাতটিও যদি নামায আদায় করে অতিবাহিত করে দিতেন। তিনি বলেনঃ কেউ যদি ইমামের সঙ্গে (ফরয) নামাযে অংশগ্রহণ করে এবং ইমামের সাথে নামায শেষ করে তবে তার জন্য সারা রাত (নফল) নামায আদায়ের সওয়াব লেখা হয়। এরপর তিনি মাসের তিন রাত অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আমাদের নিয়ে আর নামায পড়েননি। তৃতীয় (২৭শে) রাত থাকতে আবার তিনি আমাদের নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। এই রাতে তিনি তাঁর পরিজন ও স্ত্রীগণকেও ডেকে উঠালেন। তিনি এত (দীর্ঘ)-ক্ষণ নামায আদায় করলেন যে, আমাদের মনে সাহ্‌রীর সময় চলে যাওয়ার আশংকা হল। রাবী জুবায়র ইবনে নুফায়ের বলেন, আমি আবু বাক্‌র (রা)-কে বললামঃ "ফালাহ্" কি? তিনি বললেন, সাহ্‌রী খাওয়া-(দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। রমযান মাসের রাতসমূহে (নফল ইবাদত ও তারাবীহ নামাযের জন্য) দণ্ডায়মান হওয়া সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন কোন আলেম বলেন, বিতরসহ এর রাকআত সংখ্যা একচল্লিশ। এ হল মদীনাবাসীদের অভিমত এবং এখানকার লোকেরা এইরূপ আমল করেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের অভিমত আলী ও উমার (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত অনুযায়ী অর্থাৎ (তারাবীহ্‌র) রাকআত সংখ্যা বিশ। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক ও শাফিঈ (র)-এর এই অভিমত (ইমাম আবু হানীফাও এই অভিমত পোষণ করেন)। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, আমাদের নগর মক্কায়ও লোকদের বিশ রাকআত পড়তে দেখেছি। আহমাদ (র) বলেন, এই বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। তিনি এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেননি। ইসহাক বলেন, উবাই ইবনে কাব (রা)-র বর্ণনা অনুযায়ী আমরা একচল্লিশ রাকআত পড়াই পছন্দ করি।

ইবনুল মুবারক, আহমাদ, (আবু হানীফা) ও ইসহাক (র) রমযান মাসে ইমামের সঙ্গে তারাবীহর নামায আদায় করা পছন্দ করেছেন। ইমাম শাফিঈ বলেন, কুরআনের হাফেজ ব্যক্তির জন্য একাকী (তারাবীহর) নামায পড়া উত্তম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১

রোযাদারকে ইফতার করানোর ফযীলাত।

٧٥٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا .

৭৫৪। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায় তার জন্যও রোযাদারের সম-পরিমাণ সওয়াব রয়েছে। কিন্তু এতে রোযাদারের সওয়াবে কোন ঘাটতি হবে না-(না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২

রমযান মাসে (রাতের ইবাদতে) দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা এবং তার ফযীলাত।

٧٥٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةٍ وَيَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ فِىْ خِلاَفَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ عَلٰى ذٰلِكَ .

৭৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের (রাত জেগে) ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতে উৎসাহিত

করতেন, তবে তা বাধ্যতামূলক বলে নির্দেশ দেননি। তিনি বলতেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে এবং সওয়াবের আশায় রমযান মাসে (রাতে ইবাদতে) দণ্ডায়মান হবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল পর্যন্ত এ নিয়মই চলতে থাকে। আবু বাক্‌র (রা)-র খিলাফত এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র খিলাফতের প্রথম দিকেও বিষয়টি তদ্রূপই ছিল-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এই হাদীসটি যুহরী-উরওয়া-আইশা (রা)-র সূত্রেও বর্ণিত আছে।[১৮]

---

১৮. উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, মালিকী মাযহাব অনুসারীগণ চল্লিশ রাকআত এবং হানাফী ও শাফিঈ মাযহাব অনুসারীগণ বিশ রাকআত তারাবীহ্ নামায পড়েন। হাম্বলী মাযহাবও বিশ রাকআতকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আট রাকআত সমর্থনাকারীগণ ইমাম মালেক (র)-এর মুওয়াত্তায় সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বর্ণিত হাদীস (সালাত অধ্যায়, বাবঃ রমযান মাসে নামায পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান) উল্লেখ করে বলেন, উমার (রা)-ও আট রাকআত তারাবীর প্রচলন করেন। অথচ ইয়াযীদ ইবনে রূমান (রা) বর্ণিত হাদীসে তাঁর বিশ রাকআত প্রচলন করার উল্লেখ রয়েছে (ঐ বরাত)। ইবনে আবু শায়বা (র) ইবনে আব্বাস (রা)-র সনদে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) জামাআত সহকারে বিশ রাকআত তারাবীহ্ পড়েছেন, যদিও তাঁর সাথে সম্পৃক্ত আট রাকআতের হাদীসই অধিকতর সহীহ। উক্ত সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকেই বায়হাকী তাঁর সুনান গ্রন্থে সহীহ সনদে বেতেরসহ তেইশ রাকআত নামাযের উল্লেখ করেছেন। মনে হয় উমার (রা) প্রথমে বেতেরসহ এগার রাকআত এবং অতঃপর তেইশ রাকআত পড়ার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর পরের খলীফা এই ব্যবস্থা বহাল রাখেন।

হাম্বলী মাযহাবের ফিক্‌হ গ্রন্থ আল-মুগনীতে লেখা আছে যে, উমার (রা) বিচ্ছিন্নভাবে তাবারীহ পড়ুয়াদেরকে উবাই ইবনে কাব (রা)-র ইমামতিতে একত্র করেন। তিনি বিশ রাকআত তারাবীহ পড়ান। হযরত আলী (রা)-ও এক ব্যক্তিকে রমযান মাসে বিশ রাকআত তারাবীহ্ পড়ানোর জন্য ইমাম নিয়োগ করেন। সুতরাং এই বিশ রাকআতের অনুসরণ করাই উত্তম-(আল-মুগনী, ১ম খণ্ড)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী যেমন তাঁর সুন্নাত অনুসরণ করতে আমরা বাধ্য, তেমনি খুলাফায়ে রাশেদূনের সুন্নাতের অনুসরণ করতেও বাধ্য (আলাইকুম বিসুন্নাতী ওয়া সুন্নাতিল খুলাফাইর রাশিদীন আল-মাহদিয়্যীন)। অতএব কেউ বিশ রাকআতের সুন্নাতকে যদি বিদআত বলতে চান তবে জীবনে তিন বারের অধিক তারাবীহ নামায পড়াও তার জন্য বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ আট রাকআতের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা) জীবনে তিন দিনই এই নামায পড়েছেন। অথচ রোযা ফরয হওয়ার পরও তিনি নয় বছর জীবিত ছিলেন এবং প্রতি রমযানেই ইতেকাফ করেছেন, এমনকি তাঁর জীবনের শেষ রমযানে বিশ দিন ইতেকাফ করেছেন মসজিদে নববীতে। কিন্তু তাঁর ইতেকাফ সম্পর্কিত হাদীসগুলোতে তাঁর তারাবীহ্ নামায পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আট রাকআত সম্পর্কিত হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা) সাহাবাদেরকে নিয়ে দীর্ঘ রাত ধরে এই নামায পড়েছেন। এখন যিনি আট রাকআত পড়তে চান তাকে সুন্নাতের অনুসরণপূর্বক দীর্ঘ রাত পর্যন্ত নামায পড়তে হবে। অন্যথায় তিনি সুন্নাতের খেলাফ কাজ করছেন বলে সাব্যস্ত হবে-(অনু.)।

নবম অধ্যায়

اَبْوَابُ الْحَجِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(হজ্জ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

মক্কা মুকাররমার মর্যাদা প্রসঙ্গে।

٧٥٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْعَدَوِىِّ اَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ اِلٰى مَكَّةَ ائْذَنْ لِىْ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ اُحَدِّثُكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ وَاَبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ اَنَّهُ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللّٰهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا اَوْ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَاِنْ اَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا فَقُوْلُوْا لَهُ اِنَّ اللّٰهَ اَذِنَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكَ وَاِنَّمَا اَذِنَ لِىْ فِيْهَا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْاَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيْلَ لاَبِىْ شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ مِنْكَ بِذٰلِكَ يَا اَبَا شُرَيْحٍ اِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيْذُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ . قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَيُرْوٰى وَلاَ فَارًّا بِخَزْيَةٍ .

৭৫৬। আবু শুরায়হ্ আল–আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার গভর্নর আমর ইবনে সাঈদ যখন (আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়রের বিরুদ্ধে) মক্কায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করছিল তখন তিনি (আবু শুরায়হ্) তাকে বললেনঃ হে আমীর ! আপনি আমাকে একটি হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই

হাদীসটি মক্কা বিজয়ের পরদিন বলেছিলেন। তখন তা আমার কর্ণদ্বয় শুনেছিল, আমার হৃদয় তা সংরক্ষণ করেছিল এবং আমার চক্ষুদ্বয় তা প্রত্যক্ষ করেছিল। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করলেন, অতঃপর বললেনঃ আল্লাহ্ তাআলা মক্কাকে "হারাম" ঘোষণা করেছেন, কোন মানুষ তাকে "হারাম" করেনি। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে তার জন্য এখানে রক্তপাত করা বা এখানকার কোন বৃক্ষ কর্তন করা হালাল নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এখানে (মক্কা বিজয়কালে) যুদ্ধ করার অজুহাত তুলে কেউ যদি এখানে কোনরূপ যুদ্ধাভিযান চালানোর সুযোগ খোঁজে তবে তাকে তোমরা বলে দিবে, আল্লাহ্ তাআলা কেবল তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই বিশেষ করে অনুমতি দিয়েছেন, তোমাকে এর অনুমতি দেননি। তিনি আমাকেও কেবল দিনের কিছুক্ষণের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। গতকাল যেমন তা হারাম ছিল আজ তেমনিভাবে তা হারাম। তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি যেন (একথা) অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়। আবু শুরায়হ্ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আম্র ইবনে সাঈদ তখন কি বলেছিল ? তিনি বললেন, সে বলেছিল, হে আবু শুরায়হ! এই হাদীস সম্পর্কে আমি আপনার চেয়ে অধিক অবগত। হেরেম শরীফ কোন পাপী, পলাতক খুনী ও পলাতক অপরাধীকে আশ্রয় দেয় না-(বু,মু)।[১]

আবু ঈসা বলেন, 'বিখারবাতিন'-এর স্থল 'বিখিয়্যাতিন'-ও বর্ণিত আছে। এই অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আবু শুরায়হ্ আল-খুযাঈর মূল নাম খুওয়াইলিদ ইবনে আমর আল-আদাবী আল-কাবী। 'বিখারবাতিন'-এর অর্থ 'অপরাধী'। বাক্যটির অর্থ হল, কোন ব্যক্তি কোন ফৌজদারী অপরাধ করে বা খুন করে হারাম শরীফে আশ্রয় নিলে তার উপর হদ্দ (নির্ধারিত শাস্তি) কার্যকর হবে।

---

১. কাবা ঘরের চতুঃসীমাকে 'হেরেম' বলে। এই সীমারেখার মধ্যে কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহ, খুন-খারাবি, গাছপালা কর্তন, এমনকি মশা-মাছি মারা পর্যন্ত নিষেধ। হেরেমের চতুঃসীমাকে আল্লাহ পূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তির স্থান ঘোষণা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) আবু বাক্র (রা)-র দৌহিত্র, আসমা (রা)-র পুত্র, আইশা (রা)-র বোনপুত্র এবং হিজরতের পর মদীনায় জন্ম-গ্রহণকারী ইসলামের প্রথম সন্তান। তিনি ইয়াযীদের বশ্যতা স্বীকার করেননি। কারবালার মর্মান্তিক ও বিষাদময় ঘটনার পর তিনি নিজেকে মুসলিম জাহানের খলীফা বলে ঘোষণা করেন। মক্কা, মদীনা, ইরাক, ইয়ামন প্রভৃতি প্রদেশে তাঁর দাবি স্বীকৃতি লাভ করে। ইয়াযীদ আমর ইবনে সাঈদকে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়। আমরের বাহিনী মক্কা অবরোধ করে এবং যুবাইর (রা)-কে হেরেম শরীফের মধ্যে হত্যা করে। এই পাপাত্মারা কাবা ঘরে অগ্নি সংযোগ করে এবং আল্লাহর ঘরের উপর পাথর বর্ষণ করে এর যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। অতএব আমরের কথা (হেরেম শরীফ কোন পাপী... আশ্রয় দেয় না) সত্য হলেও তার উদ্দেশ্য মোটেই সৎ ছিল না। কারণ আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) অপরাধী ছিলেন না। উমাইয়্যা বংশের রাজত্বকালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক সাহাবী রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হন-(অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

হজ্জ ও উমরার সওয়াব প্রসংগে।

٧٥٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ اِلاَّ الْجَنَّةَ .

৭৫৭। আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা পরপর একত্রে হজ্জ ও উমরা কর। কেননা এ হজ্জ ও উমরা দারিদ্র্য ও গুনাহ্ দূর করে দেয়, যেমন হাপরের আগুনে লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা দূর হয়। একটি কবূল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই অনুচ্ছেদে উমার, আমির ইব্নে রবীআ, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ্ ইব্নে হুবশী, উম্মু সালামা ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গরীব।

٧٥٨. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৭৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি কেউ হজ্জ করে এবং তাতে কোনরূপ অশ্লীল ও অন্যায় আচরণ না করে তবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আবু হাযিম আল-কূফীই হলেন আল-আশজাঈ, তাঁর নাম সালমান। তিনি আয্যা আল-আশজাঈয়ার আযাদকৃত দাস ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

হজ্জ পরিত্যাগ করা সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি।

٧٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ

حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى رَبِيْعَةَ بْنِ عَمْرِوبْنِ مُسْلِمِ الْبَاهِلِيِّ حَدَّثَنَا أَبُوْاِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَّرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ اَنْ يَّمُوْتَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا وَذٰلِكَ اَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ فِيْ كِتَابِهِ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً .

৭৫৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন বক্তি আল্লাহ্র ঘর পর্যন্ত পৌছার মত পাথেয় ও বাহনের মালিক হওয়া সত্ত্বেয় যদি হজ্জ না করে তবে সে ইহূদী হয়ে মরুক বা নাসারা হয়ে মরুক তাতে (আল্লাহ্র) কোন পরওয়া নেই। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বলেনঃ "মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাবার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য"–(সূরা আল ইমরান ঃ ৯৭)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গরীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। এটির সনদ সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে। হিলাল ইবনে আবদুল্লাহ্ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি এবং হারিসকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

পাথেয় ও বাহন থাকলে হজ্জ ফরয হয়।

٧٦٠. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَايُوْجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ .

৭৬০। ইব্নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! কিসে হজ্জ ওয়াজিব হয় ? তিনি বললেনঃ পাথেয় ও বাহন (থাকলে)।[২]

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান। আলেমগণ এই হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, কোন

---

২. এখানে ওয়াজিব শব্দটি ফরজ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হজ্জ ফরজ সেই বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ একমত। হজ্জের যাবতীয় খরচ এবং হজ্জের সফরে থাকাকালে পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করার মত আর্থিক সামর্থ্য থাকলে এবং বাইতুল্লাহ পর্যন্ত যাতায়াতের সুব্যবস্থা থাকলেই কোন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরজ হয়–(অনু.)।

ব্যক্তি পাথেয় ও বাহন যোগাড়ে সক্ষম হলেই তার উপর হজ্জ ফরয হয়। ইব্‌রাহীম ইব্‌নে ইয়াযীদ আল-খাওযী আল-মক্কীর স্মরণশক্তি সমালোচিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

কতবার হজ্জ করা ফরয?

٧٦١. حَدَّثَنَا اَبُوْسَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفِىْ كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفِىْ كُلِّ عَامٍ قَالَ لاَ وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْاَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.

৭৬১। আলী ইব্‌নে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলঃ "মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য," তখন সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! প্রতি বছরই কি? তিনি চুপ করে রইলেন। তারা আবার বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! প্রতি বছরই কি? তিনি বললেনঃ না। আমি যদি বলতাম হাঁ, তবে তোমাদের উপর তা (প্রতি বছর) ফরয হয়ে যেত। অতঃপর আল্লাহ্ নাযিল করেন ঃ "হে মুমিনগণ ! তোমরা এমন বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর না যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে"-(সূরা মাইদা ঃ ১০১)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব।আবুল বাখ্‌তারীর নাম সাঈদ ইব্‌নে আবু ইমরান। ইনি হলেন সাঈদ ইব্‌নে ফীরোয।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়বার হজ্জ করেছেন ?

٧٦٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ ثَلاَثَ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّهَاجِرَ وَحَجَّةً بَعْدَ مَاهَاجَرَ

وَ مَعَهَا عُمْرَةٌ فَسَاقَ ثَلاثَةً وَّسِتِّيْنَ بَدَنَةً وَجَاءَ عَلِيٌّ مِّنَ الْيَمَنِ بِبَقِيَّتِهَا فِيْهَا جَمَلٌ لِأَبِيْ جَهْلٍ فِيْ أَنْفِهِ بُرَةٌ مِّنْ فِضَّةٍ فَنَحَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَطُبِخَتْ فَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا ·

৭৬২। জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার হজ্জ করেছেনঃ হিজরতের পূর্বে দুই বার এবং হিজরতের পরে এক বার। এই (শেষোক্ত) হজ্জের সঙ্গে তিনি উমরাও করেছেন। তিনি তেষট্টিটি কোরবানীর উট নিয়ে এসেছিলেন এবং আলী (রা) ইয়ামন থেকে অবশিষ্ট (৩৭টি) উটগুলি নিয়ে এসেছিলেন। এই উটগুলির মধ্যে আবু জাহলের একটি উটও ছিল। এর নাসারন্ধ্রে একটি রৌপ্যের শিকল পরানো ছিল। এটিও তিনি যবেহ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি কোরবানীর উট থেকে এক টুক্‌রা গোশ্‌ত নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। এগুলো পাকানো হলে তিনি এর শুরুয়া পান করেন।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গরীব। মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে আমি এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু তিনি উপরোক্ত সনদে এই হাদীস বর্ণিত আছে বলে জানতে পারেননি। আমি দেখেছি তিনি হাদীসটিকে সংরক্ষিত বলে গণ্য করতেন না। তিনি বলেন, সাওরী-আবু ইসহাক-মুজাহিদের সনদে এটি মুরসাল হিসাবে বর্ণিত আছে।

٧٦٣. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَمْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةً فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةً مَّعَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَةَ الْجِعْرَانَةِ اِذْ قَسَّمَ غَنِيْمَةَ حُنَيْنٍ ·

৭৬৩। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস ইব্‌নে মালিক (রা)-কে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়বার হজ্জ করেছেন ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হজ্জ এবং চারবার উমরা করেছেন। যিলকাদ মাসে একটি উমরা, হুদায়বিয়ার উমরা, হজ্জের সঙ্গে একটি এবং হুনায়ন যুদ্ধের গনীমাত বন্টনকালে জি'ইর্‌রানা থেকে একটি উমরা-(বু,মু)।৩

৩. জিরানা-মক্কা থেকে নয়/দশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি জায়গার নাম (বিকল্প উচ্চারণ জিইররানা)। হোনাইনের যুদ্ধের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে পনর/ষোল দিন অবস্থান করেন এবং এরই ফাঁকে এক রাতে তিনি উমরা পালন করেন-(অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। হাব্বান ইব্‌নে হিলাল (আবু হাবীব আল-বাসরী) একজন মর্যাদাসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য রাবী। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে সাঈদ আল-কাত্তান তাঁকে নির্ভরযোগ্য রাবী বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার উমরা করেছেন ?

٧٦٤ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ اَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةَ الثَّانِيَةِ مِنْ قَابِلٍ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةَ الثَّالِثَةِ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِيْ مَعَ حَجَّتِهِ .

৭৬৪। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার উমরা করেছেনঃ হুদায়বিয়ার উমরা, এর পরবর্তী বছর দ্বিতীয় উমরা, এটি ছিল যিলকাদ মাসে কাযা উমরা হিসাবে, তৃতীয় উমরা হল জিইর্‌রানা নামক স্থান থেকে এবং চতুর্থ উমরা তাঁর হজ্জের সঙ্গে আদায় করেন-(দা,ই)।

এই অনুচ্ছেদে আনাস, আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আম্‌র ও ইব্‌নে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইব্‌নে উআইনা এই হাদীসটি আম্‌র ইব্‌নে দীনার-ইকরিমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার উমরা করেছেন। এই সনদে তিনি ইব্‌নে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ জায়গা থেকে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন ?

٧٦٥. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا اَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ اَذَّنَ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوْا فَلَمَّا اَتَى الْبَيْدَاءَ اَحْرَمَ .

৭৬৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজ্জ করার ইচ্ছা করলেন তখন লোকদের মাঝে ঘোষণা দিলেন। তারা একত্র হল। তিনি বায়দা নামক স্থানে পৌছে ইহ্‌রাম বাঁধেন-(বু)।[৪]

৪. বাইদাঃ মক্কা ও মদীনার মাঝে একটি স্থানের নাম-(অনু.)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে উমার, আনাস ও মিসওয়ার ইব্‌নে মাখরামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٧٦٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْبَيْدَاءُ الَّتِىْ تُكَذِّبُوْنَ فِيْهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَاللّٰهِ مَا اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ .

৭৬৬। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়দা নামক স্থানকে কেন্দ্র করে তোমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে (ইহ্‌রাম সম্পর্কে) অসত্য আরোপ করছ। আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কাছেই একটি গাছের পাশে ইহ্‌রামের তাকবীর ধ্বনি করেছিলেন-(বু,মু)।[৫]

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখন ইহ্‌রাম বাঁধেন ?

٧٦٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَهَلَّ فِىْ دُبُرِ الصَّلاَةِ .

৭৬৭। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর ইহ্‌রামের তাকবীর উচ্চারণ করেন-(না)।

---

৫. বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ স্থানে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন (হজ্জ করার জন্য বিশেষ ধরনের পোশাক পরেছেন) সেই বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইবনে আব্বাস (রা)-র হাদীসে এর একটি মীমাংসা পাওয়া যায়। তিনি হজ্জের নিয়াত করে মদীনা থেকে রওনা হন। যুল-হুলাইফার মসজিদে দুই রাকআত নামায পড়ার পর তিনি এখানেই ইহ্‌রাম বাঁধেন। কতিপয় লোক তা শুনেছেন এবং আমি তা স্মরণ রেখেছি। তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করার পর তা তাঁকে নিয়ে দাঁড়ালে তিনি সশব্দে "লাব্বাইকা" পাঠ করেন। কিছু সংখ্যক লোক এটাই শুনতে পেয়ে তারা মনে করেন যে, এইমাত্র মহানবী (সা) ইহ্‌রাম বেঁধেছেন। লোকেরা বহু দলে বিভক্ত হয়ে পথ অতিক্রম করছিল। অতঃপর তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে বাইদা নামক স্থানে পৌঁছে সশব্দে লাব্বাইক বললে একদল লোক তা শুনে মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এখানেই ইহ্‌রাম বেঁধেছেন। আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ (সা) মূলতঃ যেখানে প্রথম নামায পড়েছিলেন সেখানেই ইহ্‌রাম বেঁধেছেন এবং সশব্দে লাব্বাইক উচ্চারণ করেছেন। অতঃপর তাঁর উট তাঁকে নিয়ে রওনা হলে তিনি পুনরায় সশব্দে লাব্বাইক বলেন। অতঃপর তিনি বাইদার উচ্চভূমিতে পৌঁছে পুনরায় সশব্দে লাব্বাইক বলেন (আবূ দাউদ, কিতাবুল হজ্জ, বাব ওয়াকতিল ইহ্‌রাম)-(অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গরীব। আবদুস্ সালাম ইবনে হার্‌ব ছাড়া আর কেউ এটি বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না। (ইহ্‌রামের) নামাযের পর ইহ্‌রাম বাঁধা আলেমগণ মুস্তাহাব বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

ইফরাদ হজ্জ।

٧٦٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ قِرَاءَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْرَدَ الْحَجَّ .

৭৬৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফরাদ হজ্জ করেছেন-(মু,দা,না,ই)।[৬]

এই অনুচ্ছেদে জাবির ও ইব্‌নে উমার (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

একদল আলেম এই হাদীস মোতাবেক আমল করার কথা বলেন।ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছেঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফরাদ হজ্জ করেছেন এবং আবু বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা)-ও ইফরাদ হজ্জ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, যদি ইফরাদ হজ্জ কর তবে তাও উত্তম, কিরান হজ্জ কর তাও উত্তম আর তামাত্তু হজ্জ কর তবে তাও উত্তম। ইমাম শাফিঈও অনুরূপ কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, আমাদের নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় হল ইফরাদ হজ্জ, অতঃপর তামাত্তু, অতঃপর কিরান।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

হজ্জ ও উমরা উভয়টি একত্রে আদায় করা।

٧٦٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ .

৭৬৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উমরা ও হজ্জ উভয়ের একত্রে ইহ্‌রাম বেঁধে লাব্বায়েক বলতে শুনেছি।

---

৬. হজ্জ তিন প্রকারঃ ইফরাদ, তামাত্তু ও কিরান। শুধু হজ্জের নিয়াতে ইহরাম বাঁধলে ইফরাদ হজ্জ হয়। এ ক্ষেত্রে হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ করার পর পুনরায় নতুনভাবে নিয়াত করে ও ইহ্‌রাম বেঁধে উমরা করতে হয়। হজ্জের মাসে প্রথমে উমরার নিয়াত করে হজ্জের নিয়াতে ইহরাম বাঁধলে এটা তামাত্তু হজ্জ হবে। একই সংগে হজ্জ ও উমরার নিয়াত করে ইহরাম বাঁধলে তাকে কিরান হজ্জ বলে। হানাফী মতে ইফরাদ ও তামাত্তু হজ্জ অপেক্ষা কিরান হজ্জই উত্তম এবং ইফরাদ হজ্জের তুলনায় তামাত্তু হজ্জ উত্তম-(অনু.)।

এই অনুচ্ছেদে উমার ও ইমরান ইব্‌নে হুসায়ন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। কতিপয় আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। কূফাবাসী ফকীহ্গণ (হানাফীগণ) ও অপরাপর আলেম এই মত পছন্দ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

তামাত্তু হজ্জ।

٧٧٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَ اَوَّلُ مَنْ نَهٰى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ .

৭৭০। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা) তামাত্তু হজ্জ করেছেন। মুআবিয়া (রা)-ই সর্বপ্রথম তা করতে নিষেধ করেন-(আ)।

٧٧١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ لاَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ اِلاَّ مَنْ جَهِلَ اَمْرَ اللّٰهِ فَقَالَ سَعْدٌ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ اَخِىْ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ فَاِنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ صَنَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ .

৭৭১। মুহাম্মাদ ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে হারিস ইব্‌নে নাওফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি হজ্জের সঙ্গে উমরা একত্র করে তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে সাদ ইব্‌নে আবু ওয়াক্কাস ও দাহ্হাক ইব্‌নে কায়স (রা)-কে আলোচনা করতে শুনেছেন। দাহ্হাক ইব্‌নে কায়স (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত কেউ এটা করতে পারে না। সাদ (রা) বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র ! তুমি বড় আপত্তিকর কথা বললে। দাহ্হাক বললেন, উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) তো এটা করতে নিষেধ করেছেন। সাদ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেছেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে তা করেছি-(মা)।

এই হাদীসটি সহীহ্।

৭৭২. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِيْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْاَلُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ هِيَ حَلاَلٌ فَقَالَ الشَّامِيُّ اِنَّ اَبَاكَ قَدْ نَهٰى عَنْهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ اَبِيْ نَهٰى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَاَمْرَ اَبِيْ نَتَّبِعُ اَمْ اَمْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ اَمْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৭৭২। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। সালেম ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (র) তাঁকে বলেছেন। তিনি জনৈক সিরিয়াবাসীকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমার (রা)–র কাছে তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমার (রা) বললেন, তা করা বৈধ। সিরিয়াবাসী বলল, আপনার পিতা তো তা করতে নিষেধ করেন। আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমার (রা) বললেন, তুমি কি মনে কর, যদি আমার পিতা তা করতে নিষেধ করেন আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করে থাকেন, তবে সেক্ষেত্রে কি আমার পিতার কার্যক্রম অনুসরণ করব না রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যক্রম? লোকটি বলল, বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যক্রমই অনুসরণ করতে হবে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তা (তামাত্তু) করেছেন।

এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এই অনুচ্ছেদে আলী, উসমান, জাবির, সাদ, আসমা বিন্‌তে আবু বাক্‌র ও ইব্‌নে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলেম তামাত্তু হজ্জই অধিক পছন্দ করেছেন। তামাত্তু হল একজন (মীকাত থেকে) হজ্জের মাসসমূহে উমরার (ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কায়) দাখিল হবে এবং তা সমাধা করে হজ্জ করা পর্যন্ত ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকবে। এই ব্যক্তি হবে তামাত্তু হজ্জ পালনকারী। তার জন্য যে প্রকারের কোরবানীর

পশু সহজলভ্য হয় তা কোরবানী করবে। যদি কেউ তাতে সক্ষম না হয় তবে সে হজ্জের সময় তিন দিন এবং বাড়ি প্রত্যাবর্তন করে সাত দিন রোযা রাখবে। তামাত্তু হজ্জকারী হজ্জের সময় তিন দিন রোযা রাখলে তার জন্য উত্তম এই যে, আরাফার দিন যেন তার রোযার শেষ দিন হয়। যদি সে যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের মধ্যে রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তবে একদল সাহাবীর মতে সে আইয়্যামে তাশরীকে (যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ) রোযা রাখবে। ইব্‌নে উমার ও আইশা (রা)-র এই মত। ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র)-ও এই মত ব্যক্ত করেছেন। একদল আলেম বলেন, আইয়্যামে তাশরীকে রোযা রাখবে না। কূফাবাসী আলেমগণ (ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারীগণ) এই মত ব্যক্ত করেছেন। আবু ঈসা বলেন, মুহাদ্দিসগণ তামাত্তু হজ্জই পছন্দ করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মদ ও ইসহাকের এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

তালবিয়া পাঠ করা।

৭৭৩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ تَلْبِيَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ .

৭৭৩। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নরূপ তালবিয়া পাঠ করতেন ঃ "আমি হাযির, হে আল্লাহ্! আমি হাযির ; তোমার কোন শরীক নাই, আমি হাযির ; সব প্রশংসা ও সব নিয়ামত তোমারই, সারা জাহানের রাজত্ব তোমারই ; তোমার কোন শরীক নাই।"

আবু ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে মাসউদ, জাবির, আইশা, ইব্‌নে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। উপরোক্ত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও অপরাপর আলেম এই হাদীস অনুযায়ী আমল করার কথা বলেছেন। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র)-এর এই অভিমত। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, আল্লাহ্ তাআলার মহত্ব ব্যঞ্জক কোন শব্দ যদি কেউ নিজের পক্ষ থেকে তালবিয়াতে বৃদ্ধি করে তবে ইনশাআল্লাহ্ এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঠিত তালবিয়াতে সন্তুষ্ট থাকাই আমার নিকট অধিক প্রিয়।

ইমাম শাফিঈ বলেন, "আল্লাহ্‌র মহত্ব ব্যঞ্জক কোন শব্দ তালবিয়াতে যোগ করায় কোন দোষ নাই" আমার এই কথার দলীল হল ইব্‌নে উমার (রা)-র এই রিওয়ায়াতটি।

তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তালবিয়ার শব্দ সংরক্ষণ করেছেন। এরপরও তিনি নিজের তরফ থেকে এতে বৃদ্ধি করেছেন (নিম্নের হাদীস দ্র.)।

٧٧٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَهَلَّ فَانْطَلَقَ يُهِلُّ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ قَالَ وكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ هٰذِه تَلْبِيَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكَانَ يَزِيْدُ مِنْ عِنْدِه فِيْ اَثَرِ تَلْبِيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

৭৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন ইহ্‌রাম বাঁধতেন তখন উচ্চস্বরে বলতেন ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ .

রাবী বলেন, আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমার (রা) বলতেন, এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়া। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়ার সাথে নিজের থেকে এটুকু বাড়িয়ে পড়তেন ঃ

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

"আমি হাযির, আমি হাযির, আমি ভাগ্যবান, সকল কল্যাণ তোমারই হাতে, আমি হাযির, সব আশা–আকাঙক্ষা তোমার প্রতিই, আমলও তোমার (সন্তুষ্টির) জন্যই" –(বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

তালবিয়া ও কোরবানীর ফযীলাত।

٧٧٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

الْمُنْكَدِرِعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَرْبُوْعٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍالصِّدِّيْقِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَىُّ الْحَجِّ اَفْضَلُ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ .

৭৭৫। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন্ ধরনের হজ্জ সবচেয়ে উত্তম ? তিনি বলেনঃ চিৎকার করা (উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ) ও রক্ত প্রবাহিত করা (কোরবানী দেওয়া)।

٧٧٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّىْ اِلاَّ لَبّٰى عَنْ يَمِيْنِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ اَوْ شَجَرٍ اَوْ مَدَرٍ حَتّٰى تَنْقَطِعَ الْاَرْضُ مِنْ هٰهُنَا وَهٰهُنَا .

৭৭৬। সাহল ইব্‌নে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মুসলিম যখন তালবিয়া পাঠ করে তখন তার ডানে ও বাঁয়ের পাথর, বৃক্ষরাজি, মাটি সবকিছুই তার সাথে তালবিয়া পাঠ করে। এমনকি পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত (তালবিয়া পাঠকারীদের দ্বারা) পূর্ণ হয়ে যায়।

সাহল ইব্‌নে সাদ (রা)-র সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে উমার ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আবু বাক্‌রের হাদীসটি গরীব। ইব্‌নে আবু ফুদায়ক-দাহ্‌হাক ইব্‌নে উসমানের সূত্র ছাড়া এটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। আর আবদুর রহমান ইব্‌নে ইয়ারবূর নিকট থেকে মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুনকাদির কোন হাদীস শুনেননি। বরং তিনি অন্য একটি হাদীস সাঈদ ইব্‌নে আবদুর রহমান ইব্‌নে ইয়ারবূর মাধ্যমে তাঁর পিতার সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আবু নুআয়ম আত-তাহ্‌হান-দিরার ইব্‌নে সুরাদ এই হাদীসটিকে ইব্‌নে আবু ফুদায়ক-দাহ্‌হাক ইব্‌নে উসমান-মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুনকাদির-সাঈদ ইব্‌নে আবদুর রহমান ইব্‌নে ইয়ারবূ-তার পিতার সূত্রে-আবু বাক্‌র (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দিরার তাঁর বর্ণনায় ভুল করেছেন।[৭]

আহ্‌মাদ ইব্‌নে হাম্বল (র) বলেছেন, রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির-ইব্‌নে আবদুর রহমান ইব্‌নে ইয়ারবূ-তার পিতা, এইভাবে যিনি হাদীসটির সূত্র উল্লেখ করেছেন

৭. তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির ও আবদুর রহমানের মধ্যে সাঈদের নাম উল্লেখ করেছেন-(অনু.)।

তিনি ভুল করেছেন। আবু ঈসা বলেন, আমি দিরার ইব্‌নে সুরাদ–ইব্‌নে আবু ফুদায়ক সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি মুহাম্মাদ আল–বুখারীর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, এটি ভুল। আমি বললাম, দিরার ছাড়াও অন্যান্য রাবী ইব্‌নে আবু ফুদায়ক থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এগুলো কিছু নয়। এরা ইব্‌নে আবূ ফুদায়ক থেকে বর্ণনা করেছেন অথচ এতে সাঈদ ইব্‌নে আবদুর রহমানের নাম উল্লেখ করেননি। ইমাম বুখারী দিরার ইব্‌নে সুরাদকে দুর্বল রাবী সাব্যস্ত করেছেন।

'আল–আজ্জ' অর্থ উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা এবং "আস–সাজ্জ" অর্থ পশু কোরবানী করা।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা।

٧٧٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ خَلاَّدِ ابْنِ السَّائِبِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰمُرَ اَصْحَابِىْ اَنْ يَّرْفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالْاِهْلاَلِ وَالتَّلْبِيَةِ ·

৭৭৭। খাল্লাদ ইবনুস সাইব (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার কাছে জিব্‌রাঈল (আ) এসে বলেন যে, আমি যেন আমার সাহাবীদেরকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের নির্দেশ দেই–(দা,না,ই,মা,বা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। কেউ কেউ এই হাদীসটিকে খাল্লাদ ইব্‌নুস সাইব–যায়েদ ইব্‌নে খালিদ (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি সহীহ্ নয়। এই অনুচ্ছেদে যায়েদ ইব্‌নে খালিদ, আবু হুরায়রা ও ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা।

٧٧٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَعْقُوْبَ الْمَدَنِىُّ عَنِ ابْنِ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِاِهْلاَلِهِ وَاغْتَسَلَ ·

৭৭৮। যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহ্‌রামের উদ্দেশ্যে (সেলাই করা) পোশাক খুলে ফেলতে ও গোসল করতে দেখেছেন-(কু, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব। একদল আলেম ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব বলেছেন। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফিঈর এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

বিভিন্ন এলাকার লোকদের ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান (মীকাত)।

٧٧٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ مِنْ اَيْنَ نُهِلُّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَاَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَاَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ وَاَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ·

৭৭৯। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কোথা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধব ? তিনি বলেনঃ মদীনাবাসীগণ যুল-হুলাইফা থেকে, সিরিয়াবাসীগণ জুহ্‌ফা থেকে, নাজদ্‌বাসীগণ কারন্ থেকে এবং ইয়ামানবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে।

এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে আব্বাস, জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আম্‌র (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করতে বলেছেন।

٧٨٠. حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ حَدَّثَنَاوَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَّتَ لاَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيْقَ·

৭৮০। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বাঞ্চলের লোকদের জন্য আকীক নামক স্থানকে মীকাত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।[৮]

---

৮. হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে যে স্থানে পৌঁছে কোন ব্যক্তিকে ইহরাম বাঁধতে হয় তাকে মীকাত বলে। ইহরাম না বেঁধে এই মীকাতের সীমা অতিক্রম করা জায়েয নয়। মদীনাবাসীদের মীকাত যুল-হুলাইফার বর্তমান নাম আবইয়ারু আলী। জুহফা-রাবাগ নামক স্থানের নিকটবর্তী একটা জনশূন্য গ্রামের নাম। কারনের বর্তমান নাম আস-সায়ল। 'ইয়ালামলাম' একটি পর্বতের নাম, সমুদ্র থেকে দেখা যায় না। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের সমুদ্র পথের হজ্জযাত্রীদেরও এটাই মীকাত । উল্লেখিত মীকাতসমূহের বাইরে অবস্থানকারী লোকেরাও নির্দিষ্ট মীকাতের কাছাকাছি এসে ইহরাম বাঁধবে। ইরাকবাসীদের মীকাত হল যাতু-ইরক। 'আকীক'-যাতু ইরকের কাছাকাছি একটি স্থানের নাম-(অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

ইহ্রামধারী ব্যক্তির জন্য যে ধরনের পোশাক পরিধান করা জায়েয নয়।

٧٨١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا اَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِى الْحَرَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَ تَلْبَسِ الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ اَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا شَيْئًا مِّنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ وَلاَ تَتَنَقَّبُ الْمَرْاَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ.

৭৮১। ইব্নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আমাদেরকে ইহ্রাম অবস্থায় কি ধরনের পোশাক পরিধান করার নির্দেশ দেন ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জামা, পাজামা, টুপী, পাগড়ী ও মোজা পরিধান করবে না। তবে কারো জুতা না থাকলে সে চামড়ার মোজা পরিধান করবে যা পায়ের গোছার নিচে থাকে। সে যাফরান ও ওয়ারাস রং-এ রঞ্জিত কোন পোশাক পরতে পারবে না। ইহ্রামধারী মহিলারা মুখ ঢাকবে না এবং হাতে দস্তানা পরিধান করবে না-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করার কথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

ইহ্রামধারী ব্যক্তি লুঙ্গি ও জুতা জোগাড় করতে না পারলে পাজামা ও মোজা পরিধান করতে পারে।

٧٨٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِبْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ الْمُحْرِمُ اِذَا لَمْ يَجِدِ الْاِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَ اِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ.

৭৮২। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি যদি লুঙ্গি যোগাড় করতে না পারে তবে সে পাজামাই পরিধান করবে এবং জুতা জোগাড় করতে না পারলে মোজা পরিধান করবে-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে ইবনে উমার ও জাবির (র) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। একদল আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করার কথা বলেছেন। তাঁরা বলেন, ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি যদি (সেলাইবিহীন) লুঙ্গি জোগাড় করতে না পারে তবে পাজামাই পরিধান করবে এবং জুতা জোগাড় করতে না পারে তবে মোজা পরিধান করবে। এটা আহ্‌মাদ (র)-এর বক্তব্য। অপর একদল আলেম ইব্‌নে উমার (রা) বর্ণিত হাদীস অনুসারে বলেন, জুতা না পেলে সে মোজার উপরিভাগ পায়ের গোছার নিম্নভাগ বরাবর কেটে পরতে পারবে। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ ও মালেক (র)-এর এই মত (ইমাম আবু হানীফার মতও তদ্রূপ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির পরনে জামা বা জুব্‌বা থাকলে।

٧٨٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِك ابْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ رَاَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْرَابِيًّا قَدْ اَحْرَمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّنْزِعَهَا .

৭৮৩। ইয়ালা ইবনে উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বেদুঈনকে ইহ্‌রাম অবস্থায় জুব্বা পরিহিত দেখতে পেলেন। তিনি তাকে তা খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

অপর একটি সূত্রে ইয়ালা ইব্‌নে উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক বেদুঈনকে ইহ্‌রাম অবস্থায় জুব্বা পরিহিত দেখতে পেলেন। তিনি তাকে তা খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

ইয়ালা (রা)-র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বক্তব্য সম্বলিত হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই শেষোক্ত সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ্। এই হাদীসটির পটভূমিতে একটি ঘটনাও রয়েছে। কাতাদা-হাজ্জাজ ইব্‌নে আরতাত প্রমুখ আতা-ইয়ালা ইব্‌নে উমায়্যা (রা) সূত্রে এইরূপই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আম্‌র ইব্‌নে দীনার-ইব্‌নে জুরায়জ-আতা-সাফ্‌ওয়ান ইব্‌নে ইয়ালা-তৎপিতা ইয়ালা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রটিই সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১
ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি যে প্রাণী হত্যা করতে পারে ।

٧٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّاءَ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .

৭৮৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচটি অনিষ্টকারী প্রাণী হারাম শরীফের ভিতরেও হত্যা করা যায়ঃ ইঁদুর, বিছা, কাক, চিল ও হিংস্র কুকুর-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে মাসউদ, ইব্‌নে উমার, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ ও ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٧٨٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَدِيَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْفَارَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ .

৭৮৫। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি হিংস্র প্রাণী, হিংস্র কুকুর, ইঁদুর, বিছা, চিল ও কাক হত্যা করতে পারে।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি হিংস্র প্রাণী ও কুকুর হত্যা করতে পারে। সুফিয়ান সাওরী ও শাফিঈ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন (ইমাম আবু হানীফার অভিমতও তাই)। ইমাম শাফিঈ (র) আরও বলেন, যে কোন হিংস্র প্রাণী, যদি তা মানুষ বা তার পশুর উপর আক্রমণ করে তবে সেটিকে ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি হত্যা করতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২
ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির রক্তমোক্ষণ করানো ।

٧٨٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

৭৮৬। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্‌রাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে আনাস, আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে বুহায়না ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এক দল আলেম ইহ্‌রাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, এ অবস্থায় চুল কামানো যাবে না। ইমাম মালেক (র) বলেন, প্রয়োজন ছাড়া ইহ্‌রাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানো যাবে না। সুফিয়ান সাওরী ও শাফিঈ (র) বলেন, ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির জন্য রক্তমোক্ষণ করানোতে কোন দোষ নাই, তবে চুল কর্তন করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির বিবাহ করা মাকরূহ্।

٧٨٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ اَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ اَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ فَبَعَثَنِىْ اِلٰى اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَوْسِمِ بِمَكَّةَ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّ اَخَاكَ يُرِيْدُ اَنْ يُّنْكِحَ ابْنَهُ فَاَحَبَّ اَنْ يُّشْهِدَكَ ذٰلِكَ فَقَالَ لاَ اَرَاهُ اِلاَّ اَعْرَابِيًّا جَافِيًا اِنَّ الْمُحْرِمَ لاَيَنْكِحُ وَلاَ يُنْكِحُ اَوْ كَمَا قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ.

৭৮৭। নুবায়হ ইব্‌নে ওয়াহ্‌ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌নে মামার তাঁর (ইহ্‌রামধারী) পুত্রকে বিবাহ করানোর ইচ্ছা করলেন। তাই তিনি আমীরুল হজ্জ আবান ইব্‌নে উসমানের নিকট আমাকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, আপনার ভাই তাঁর পুত্রকে বিবাহ করাতে চান। এই বিষয়ে তিনি আপনাকে সাক্ষী রাখতে চান। তিনি বললেন, আমি দেখছি সে তো এক মূর্খ বেদুঈন! ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি না নিজে বিবাহ করতে পারে আর না অন্যকে বিবাহ করাতে পারে, অথবা অনুরূপ বলেছেন। নুবায়হ বলেন, এরপর তিনি উসমান (রা)-র বরাতে হাদীসটি মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন-(মু,দা,না,ই)।

এই অনুচ্ছেদে আবু রাফে ও মায়মূনা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন; উসমান (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী এই হাদীস অনুসারে আমল করার কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব, আলী ইব্‌নে আবু তালিব ও ইব্‌ন উমার (রা) অন্তর্ভূক্ত।

কতক তাবিঈ ফিক্হবিদের বক্তব্যও তাই। ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র)-এর মতও তাই অর্থাৎ কেউ ইহ্রাম অবস্থায় বিবাহ্ করতে পারে না। তাঁরা বলেন, কেউ ইহ্রাম অবস্থায় বিবাহ্ করলে তা বাতিল গণ্য হবে।

৭৮৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ حَلَالٌ . وَبَنٰى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ اَنَا الرَّسُوْلُ فِيْمَا بَيْنَهُمَا .

৭৮৮। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ইহ্রামমুক্ত অবস্থায় মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ্ করেন এবং ইহ্রামমুক্ত অবস্থায়ই তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন। আমি ছিলাম তাঁদের উভয়ের মধ্যকার দূত (ঘটক)-(আ)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। হাম্মাদ ইব্নে যায়েদ-মাতার আল-ওয়ার্রাক-রাবীআ (র) ছাড়া আর কেউ এটিকে মুরসাল হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নাই। মালেক ইব্নে আনাস (র)-রাবীআ সুলায়মান ইব্নে ইয়াসারের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়মূনা (রা)-কে হালাল (ইহ্রামমুক্ত) অবস্থায় বিবাহ্ করেছেন। মালেক এই রিওয়ায়াত 'মুরসাল' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এটিকে সুলায়মান ইব্নে বিলালও রাবীআ থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, ইয়াযীদ ইব্নে আসাম্ম-মায়মূনা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালাল অবস্থায় আমাকে বিবাহ্ করেন। কতক রাবী ইয়াযীদ ইব্নে আসাম্ম থেকে এই কথা বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা বলেন, ইয়াযীদ ইব্নে আসাম্ম (র) মায়মূনা (রা)-র বোনপুত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

ইহরাম অবস্থায় বিবাহের অনুমতি প্রসঙ্গে।

৭৮৯. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

৭৮৯। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ইহ্‌রাম অবস্থায় মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেন-(বু,মু,দা,না,ই)।

এই অনুচ্ছেদে আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌। একদল আলেম এই হাদীস অনুসারে আমলের (ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করা বৈধ হওয়ার) অভিমত গ্রহণ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলেমদের মতও তাই।

٧٩٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

৭৯০। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ইহ্‌রাম অবস্থায় মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেছেন-(মু)।

٧٩١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

৭৯১। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ইহ্‌রাম অবস্থায় মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেছেন-(মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ্‌। রাবী আবুশ্‌ শা'সা-এর নাম জাবির ইব্‌নে যায়েদ। মায়মূনা (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ইহ্‌রাম অবস্থায় না ইহ্‌রামমুক্ত অবস্থায় বিবাহ করেছেন, এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মধ্যে মতবিরোধের কারণ এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মক্কার পথে বিবাহ করেছিলেন। তাই কেউ কেউ বলেন, তিনি মায়মূনা (রা)-কে স্বীয় ইহ্‌রামমুক্ত অবস্থায়ই বিবাহ করেছেন। কিন্তু এই বিবাহের বিষয়টি তাঁর ইহ্‌রাম বাঁধার পর জানাজানি হয়। এরপর মক্কার পথে 'সারিফ' নামক স্থানে তিনি ইহ্‌রামমুক্ত অবস্থায় তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মায়মূনা (রা)-র যেখানে বাসর হয়েছিল পরবর্তীতে সেই 'সারিফ' নামক স্থানেই তিনি ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

٧٩٢. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنٰى بِهَا حَلَالاً وَمَتَتْ بِسَرِفَ وَدَفَنَّهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِيْ بَنٰى بِهَا فِيْهَا ٠

৭৯২। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যখন বিবাহ করেন তখন তিনি ইহ্রামমুক্ত ছিলেন এবং তিনি একই অবস্থায় তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন। পরবর্তী কালে মায়মূনা (রা) সারিফেই মারা যান এবং যে ঝুপড়িতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গে বাসর যাপন করেন সেখানেই তাঁকে আমরা দাফন করি–(মু,দ,আ)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গরীব। একাধিক রাবী ইয়াযীদ ইব্নে আসম্ম থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালাল অবস্থায় মায়মূনা (রা)–কে বিবাহ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

ইহ্রামধারী ব্যক্তির শিকারের গোশত খাওয়া সম্পর্কে।

٧٩٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ اَبِيْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ مَالَمْ تَصِيْدُوْهُ اَوْيُصَدُ لَكُمْ ٠

৭৯৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইহ্রাম অবস্থায়ও স্থলভাগের শিকারকৃত প্রাণীর গোশ্ত তোমাদের জন্য হালাল, যদি না তোমরা নিজেরা তা শিকার করে থাক বা তোমাদের উদ্দেশ্যে তা শিকার করা হয়।

এই অনুচ্ছেদে আবু কাতাদা ও তালহা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, জাবির (রা)–র এই হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাবী মুত্তালিব জাবির (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন কি না তা আমাদের জানা নেই। একদল আলেমের মতে যদি মুহরিম ব্যক্তি নিজে শিকার না করে বা তার উদ্দেশ্যে শিকার না করা হয় তবে তার জন্য এর গোশ্ত আহারে কোন দোষ নাই। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, এই অনুচ্ছেদে যতগুলি হাদীস বর্ণিত আছে তন্মধ্যে এটি সবচেয়ে উত্তম এবং অধিকতর যুক্তিসম্মত। এ হাদীস অনুসারে আমল করতে হবে। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (র)–এরও এই মত।

٧٩٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلٰى اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى

اذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ اَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُمُحْرِمٍ فَرَاٰى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوٰى عَلٰى فَرَسِهِ فَسَاَلَ اَصْحَابَهُ اَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَاَبَوْا فَسَاَلَهُمْ رُمْحَهُ فَاَبَوْا عَلَيْهِ فَاَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَاَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبٰى بَعْضُهُمْ فَاَدْرَكُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ اَطْعَمَكُمُوْهَا اللّٰهُ .

৭৯৪। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে (সফরে) ছিলেন। এক পর্যায়ে মক্কার কোন এক পথে তিনি তার কিছু সাথীসহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে পড়ে গেলেন। তার সাথীরা ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে মুহ্রিম ছিলেন না। তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তার ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে বসলেন এবং সাথীদেরকে তার চাবুকটি দিতে বললেন। কিন্তু তারা তা দিতে অস্বীকার করলেন। তিনি তার বর্শাটি দিতে বললে তারা তাও দিতে অস্বীকৃতি জানান। অতঃপর তিনি নিজেই তা তুলে নেন এবং গাধাটিকে আক্রমণ করে সেটিকে হত্যা করেন। কতিপয় সাহাবী তার গোশ্ত আহার করলেন এবং কেউ কেউ তা আহার করতে অস্বীকার করলেন। ইতিমধ্যে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হয়ে এই সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ এটি এমন খাবার যা আল্লাহ্ তোমাদের খেতে দিয়েছেন।

٧٩٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ فِيْ حِمَارِ الْوَحْشِ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِى النَّضْرِ غَيْرَ اَنَّ فِيْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ .

৭৯৫। আবু কাতাদা (রা)-র সূত্রে আবুন নাদরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এই রিওয়ায়াতে আরো আছেঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সেটির গোশ্ত তোমাদের কাছে অবশিষ্ট আছে কি ?

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

মুহ্‌রিমের জন্য শিকারের গোশ্‌ত খাওয়া মাকরূহ।

৭৯৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ بِالْاَبْوَاءِ اَوْبِوَدَّانَ فَاَهْدٰى لَهُ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَافِيْ وَجْهِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ بِنَارَدٌّ عَلَيْكَ وَ اِنَّا حُرُمٌ ·

৭৯৬। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। ইব্‌নে আব্বাস (রা) তাকে অবহিত করেছেন এবং সাব ইব্‌নে জাসসামা (রা) ইবনে আব্বাস (রা)-কে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবওয়া বা ওয়াদ্‌দান নামক স্থানে তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটা বন্য গাধা উপহার দিলেন। কিন্তু তিনি তা তাকে ফেরত দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চেহারায় মালিন্যের ভাব লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমার এই উপহার আমি ফেরত দিতাম না। কিন্তু বর্তমানে আমরা যে ইহ্‌রাম অবস্থায় আছি।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী এবং অপরাপর আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে মুহ্‌রিমের জন্য শিকারের গোশ্‌ত আহার করা মাকরূহ্ বলেছেন। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ফেরতদানের তাৎপর্য এই যে, তিনি ধারণা করেছিলেন যে, এটিকে তাঁর উদ্দেশ্যেই হয়ত শিকার করা হয়েছে। তাই এটি থেকে বেঁচে থাকতে গিয়ে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ইমাম যুহ্‌রী (র)-এর কতক শাগরিদ তার থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বন্য গাধার গোশ্‌ত উপঢৌকন প্রদান করা হয়। কিন্তু এই রিওয়ায়াতটি সংরক্ষিত নয়।

এই অনুচ্ছেদে আলী ও যায়েদ ইব্‌নে আরকাম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

মুহ্‌রিমের জন্য সুমদ্রের শিকার বৈধ।

৭৯৭. حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ حَدَّثَنَاوَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِبْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَزِّمِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجٍّ اَوْ

عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ مِّنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُ بِسِيَاطِنَا وَ عِصِيِّنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوْهُ فَاِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ ·

৭৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ কিংবা উমরাহ্ করতে বের হলাম। আমাদের সামনে এক ঝাঁক পঙ্গপাল এসে পড়ল। আমরা আমাদের চাবুক ও ছাড়ি দিয়ে এগুলো মারতে লাগলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এটা তোমরা খেতে পার। কারণ এটা জলজ শিকারের অন্তর্ভুক্ত।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গরীব। আবুল মুহায্যিম ছাড়া এটিকে আবু হুরায়রা (রা) থেকে আর কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নাই। আবুল মুহায্যিমের নাম ইয়াযীদ ইব্‌নে সুফিয়ান। শোবা তার সমালোচনা করেছেন। একদল আলেম মুহ্‌রিমের জন্য পঙ্গপাল শিকার করা এবং তা আহার করার অনুমতি দিয়েছেন। অপর একদল আলেম বলেন, তা শিকার করলে বা আহার করলে মুহ্‌রিমের উপর সাদাকা ধার্য হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

মুহ্‌রিমের জন্য দাবু শিকার করা।

٧٩٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ الضَّبُعُ اَصَيْدٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ اٰكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ اَقَالَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ ·

৭৯৮। ইব্‌নে আবু আম্মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বললাম, দাবু কি শিকার (করার মত প্রাণী) ? তিনি বলেন, হাঁ। আমি বললাম, তা খেতে পারি ? তিনি বলেন, হাঁ। আমি বললাম, এ কথা কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ? তিনি বলেন, হাঁ।[৯]

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে সাঈদ বলেন, জারীর ইব্‌নে হাযিম (র) এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি জাবির-উমার (রা) সনদ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইব্‌নে জুরাইজ (র)-এর বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ্।

৯. দাবুকে কেউ বলেছেন সজারু জাতীয় প্রাণী, কিন্তু আরবী অভিধানে হায়েনা লেখা আছে, যা একটি হিংস্র প্রাণী। এটা হালাল হওয়ার পক্ষে-বিপক্ষে হাদীস রয়েছে। ইমাম শাফিঈ ও আহমাদের মতে এটা হালাল জন্তু। অতএব ইহ্‌রাম অবস্থায় এটা শিকার করলে কাফফারা (দম) দিতে হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে, এর গোশত খাওয়া মাকরূহ।কেননা এটা হিংস্র বন্য জন্তু। তাই মুহরিম ব্যক্তি এটা হত্যা করলে কাফফারা দিতে হবে না-(অনু.)।

ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র)–এর এই মত। মুহ্‌রিমের বেলায় একদল আলেম বলেন, যদি সে দাবু শিকার করে তবে তাকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

মক্কায় প্রবেশের জন্য গোসল করা।

٧٩٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا هُرُوْنُ بْنُ صَالِحٍ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِدُخُوْلِ مَكَّةَ بِفَخٍّ.

৭৯৯। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফে প্রবেশের উদ্দেশ্যে ফাখ[১০] নামক স্থানে গোসল করে।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সংরক্ষিত নয়। মক্কা মুকাররমায় প্রবেশের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করতেন মর্মে বর্ণিত ইব্‌নে উমার (রা) থেকে নাফে–এর হাদীসটি অধিকতর সহীহ্। ইমাম শাফিঈ (র) মক্কায় প্রবেশের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব বলেছেন। রাবী আবদুর রহমান ইব্‌নে যায়েদ ইব্‌নে আসলাম হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। আহ্‌মাদ ইব্‌নে হাম্বল, আলী ইব্‌নুল মাদীনী প্রমুখ তাকে যঈফ বলেছেন। তার সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এই হাদীসটি মরফূরূপে বর্ণিত হয়েছে কি না তা আমাদের জানা নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় উচ্চভূমি দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং নিম্নভূমি দিয়ে বেরিয়ে আসেন।

٨٠٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ اَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ اَسْفَلِهَا .

৮০০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আসলেন তখন এর উচ্চভূমি দিয়ে প্রবেশ করলেন এবং নিম্নভূমি দিয়ে বের হলেন–(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা)–র হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

---

১০. মক্কা ও মিনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি উপত্যকা–(অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করেন।

٨٠١. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِىُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا ·

৮০১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের বেলা মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

বায়তুল্লাহ্ শরীফ দেখে হাত তোলা মাকরূহ্।

٨٠٢. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ قَزَعَةَ الْبَاهِلِىِّ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّىِّ قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَيَرْفَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ اِذَا رَاَى الْبَيْتَ فَقَالَ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نَفْعَلُهُ ·

৮০২। মুহাজির আল-মাক্কী (র) থেকে বর্ণিত। জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলঃ কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফ দেখে তার উভয় হাত উঠাবে কি না। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করেছি, কিন্তু তখন কি আমরা তা করেছি ?[১১]

আবু ঈসা বলেন, বায়তুল্লাহ্ দর্শনে হাত তোলা সম্পর্কিত এই হাদীসটি শোবা-আবু কাযাআর সূত্রেই আমরা জানতে পেরেছি। আবু কাযাআর নাম সুওয়ায়দ ইব্‌নে হুজায়র।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

তাওয়াফ করার নিয়ম-কানুন।

٨٠٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ صَلَّى

১১. ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও শাফিঈর মতে, কেউ কাবা ঘর দেখে হাত তুলবে না। ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও আহমাদের মতে, কাবা ঘর দৃষ্টিগোচর হলে হাত তুলে দোয়া করবে। আবু দাউদের ভাষা হলঃ "ফালাম নাকুন নাফআলুহু" (আমরা এটা কখনও করিনি, হাত তুলিনি)। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, কাবা ঘর দৃষ্টিগোচর হলে হাত তুলে দোয়া করার হাদীস অধিক সহীহ। মোল্লা আলী কারী বলেছেন, প্রথম বার দেখে হাত তুলে দোয়া করলে অতঃপর আর কখনও না করলে উভয় রকমের হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়-(অনু.)।

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَضٰى عَلٰى يَمِيْنِهٖ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَّمَشٰى اَرْبَعًا ثُمَّ اَتَى الْمَقَامَ فَقَالَ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلّٰى فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثُمَّ اَتَى الْحَجَرَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَهٗ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّفَا اَظُنُّهٗ قَالَ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ .

৮০৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় পৌছে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন এবং হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন, অতঃপর ডান দিকে অগ্রসর হলেন এবং দ্রুত পদক্ষেপে তিন বার তাওয়াফ করলেন, আর চার বার স্বাভাবিক গতিতে তাওয়াফ করলেন। এরপর মাকামে ইব্রাহীমে আসলেন এবং পাঠ করলেন ঃ "তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর"-(সূরা বাকারা ঃ ১২৫)। এখানে তিনি মাকামে ইব্রাহীমকে তাঁর ও বায়তুল্লাহ্র মাঝে রেখে দুই রাকআত নামায পড়েন, এরপর হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে তা চুম্বন করলেন। এরপর তিনি সাফা পর্বতের দিকে (সাঈর উদ্দেশ্যে) বের হয়ে গেলেন। (রাবী বলেন), আমার মনে হয় তখন তিনি পাঠ করলেন ঃ "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়) আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত"-(সূরা বাকারা ঃ ১৫৮)-(মু)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্নে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

হাজরে আসওয়াদ থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত দ্রুত প্রদক্ষিণ করা।

٨٠٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ اَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ ثَلاَثًا وَمَشٰى اَرْبَعًا .

৮০৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপে তিন বার তাওয়াফ করেন এবং ধীর পদক্ষেপে চারবার তাওয়াফ করেন-(মু)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্নে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ বলেন, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে দ্রুত পদে তাওয়াফ (রামল) পরিত্যাগ করলে তার এই কাজটি মন্দ বলে বিবেচিত হবে, কিন্তু

এইজন্য তার উপর কিছু ধার্য হবে না। প্রথম তিন চক্করে রমল না করলে বাকী চক্করসমূহে আর তা করবে না। একদল আলেম বলেছেন, মক্কাবাসী এবং যারা মক্কা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধেন তাদের জন্য রমল (দ্রুত পদে তাওয়াফ) নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

শুধু হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী চুম্বন করা।

٨٠٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُبْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَمَعْمَرُ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةُ لاَ يَمُرُّ بِرُكْنٍ اِلاَّ اسْتَلَمَهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ اِلاَّ الْحَجَرَ الْاَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِىَّ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ شَىْءٌ مِّنَ الْبَيْتِ مَهْجُوْرًا ٠

৮০৫। আবুত্ তুফায়ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইব্‌নে আব্বাস (রা)-র সঙ্গে ছিলাম। মুআবিয়া (রা) তাওয়াফের সময় যে রুকনের পাশ দিয়েই যেতেন সেটিই চুম্বন করতেন। ইব্‌নে আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদই চুম্বন করতেন। মুআবিয়া (রা) বলেন, বায়তুল্লাহ্‌র কিছুই উপেক্ষণীয় নয়-(মু,আ,হা)।[১২]

এই অনুচ্ছেদে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। অধিকাংশ আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করার কথা বলেছেন অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কিছু চুম্বন করবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইদতিবা অবস্থায় তাওয়াফ করেছেন।

٨٠٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنِ ابْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ ٠

---

১২. ইমাম আহ্‌মাদ (র)-এর মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে, মুআবিআ (রা)-র কথার জবাবে ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তখন মুআবিয়া (রা) বলেন, তুমিই সত্য কথাই বলেছ। কাবা ঘরের যে কোণে হাজরে আসওয়াদ রয়েছে তাকে 'রুকন' বলে। এর বাম দিকের কোণ যা ইয়ামন দেশের দিকে (দক্ষিণ দিকে) রয়েছে তা 'রুকনে ইয়ামানী' -(অনু.)।

৮০৬। ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চাদরের মধ্যেখান ডান বগলের নীচে দিয়ে এবং তার দুই প্রান্ত বাম কাঁধের উপর দিয়ে জড়ানো (ইফতিবা) অবস্থায় (বাহু খোলা রেখে) বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করেছেন-(দা,ই,দার,আ)।

আবু ঈসা বলেন, এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এ হাদীস আমাদের জানা নেই। এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আবদুল হামীদ হলেন ইব্‌নে জুবায়রা ইব্‌নে শায়বা এবং ইয়ালা (রা) হলেন ইয়ালা ইব্‌নে উমায়্যা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দেওয়া।

٨٠٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ إِنِّيْ أُقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ لَمْ أُقَبِّلْكَ .

৮০৭। আবেস ইব্‌নে রবীআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-কে হাজরে আসওয়াদে চুমা দিতে দেখেছি এবং তখন তিনি বলছিলেনঃ আমি তোমাকে চুমু দিচ্ছি অথচ আমি জানি তুমি একটি পাথর মাত্র।[১৩] আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমায় চুমা দিতে না দেখতাম তবে তোমাকে আমিও চুমা দিতাম না-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে আবু বাক্‌র ও ইব্‌নে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, উমার (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আলেমগণ এই হাদীস অনুযায়ী আমল করার কথা বলেছেন। তাঁরা হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা মুস্তাহাব বলেছেন। তবে এর কাছে পৌছা সম্ভব না হলে হাত দিয়ে স্পর্শ করে তাতে চুম্বন করবে। এতটুকু কাছে পৌছাও সম্ভব না হলে এর বরাবর পৌছে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলবে। এটি ইমাম শাফিঈর অভিমত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

মারওয়ার আগে সাফা থেকে সাঈ শুরু করতে হবে।

٨٠٨. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ

১৩. বুখারী ও মুসলিমের ভাষায় আরো আছে "মা তানফাউ অলা তাদুররু" অর্থাৎ কারো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা তোমার নেই-(অনু.)।

بِالْبَيْتِ سَبْعًا فَقَرَأَ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ اَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا وَقَرَأَ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ‧

৮০৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় এসে বায়তুল্লাহ্ শরীফ সাত (শাওতে) তাওয়াফ করলেন। অতঃপর মাকামে ইব্‌রাহীমে এসে পাঠ করলেনঃ "তোমরা ইব্‌রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর" -(সূরা বাকারা ঃ ১২৫)। অতঃপর তিনি মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে দুই রাকআত নামায পড়লেন, অতঃপর হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তা চুম্বন করলেন, তারপর বললেন ঃ আল্লাহ্ যেখান থেকে শুরু করেছেন আমরাও সেখান থেকে (দৌড়ানো) শুরু করব। তিনি সাফা পর্বত থেকে সাঈ শুরু করলেন এবং পাঠ করলেন ঃ "সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত"-(সূরা বাকারা ঃ ১৫৮)-(মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আলেমগণের মতে এই হাদীস অনুসারে আমল করতে হবে। মারওয়ার আগে সাফা থেকেই সাঈ শুরু করতে হবে। সাফার আগে মারওয়া থেকে সাঈ শুরু করলে তা ঠিক হবে না, বরং সাফা থেকেই শুরু করতে হবে। কেউ সাফা ও মারওয়ার সাঈ না করে কেবল বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করে চলে আসলে এ সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কিছু সংখ্যক আলেম বলেন, সাফা ও মারওয়ার সাঈ না করে কেউ যদি মক্কা থেকে বের হয়ে যায় এবং মক্কার কাছাকাছি থাকা অবস্থায় সেকথা তার মনে পড়ে তবে সে ফিরে আসবে এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ সম্পন্ন করবে। আর যদি দেশে ফিরে আসার পর তা মনে পড়ে তবে তার হজ্জ হয়ে যাবে কিন্তু তাকে একটি দম (কোরবানী) দিতে হবে। এটা ইমাম [আবু হানীফা] ও সুফিয়ান সাওরীর অভিমত।

কোন কোন আলেম বলেছেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ না করে কেউ দেশে ফিরে এলে তার হজ্জ হবে না। এটা ইমাম শাফিঈর অভিমত। তিনি বলেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা ওয়াজিব, তা ছাড়া হজ্জ হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করা।

٨٠٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا سَعٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُ ‧

৮০৯। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের তাঁর শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করেছেন (দৌড়িয়েছেন)-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে আইশা, ইব্‌নে উমার ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আলেমগণ সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা (দৌড়ে চলা) মুস্তাহাব বলেছেন। কেউ যদি সাঈ না করে সাফা ও মারওয়ার মাঝে হেঁটে যায় তবে তাও জায়েয।

٨١٠. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِيْ فِي الْمَسْعٰى فَقُلْتُ لَهُ اَتَمْشِيْ فِي الْمَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَئِنْ سَعَيْتُ فَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعٰى وَلَئِنْ مَشَيْتُ فَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِيْ وَاَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ .

৮১০। কাসীর ইব্‌নে জুমহান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌নে উমার (রা)-কে সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়ে চলার স্থানে আস্তে চলতে দেখে বললাম, আপনি সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়ে চলার স্থানে আস্তে চলছেন যে? তিনি বলেন, আমি যদি দ্রুত চলি তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও দ্রুত চলতে দেখেছি। আর যদি আস্তে চলি তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আস্তে চলতেও দেখেছি, আর এখন তো আমি একজন বৃদ্ধ লোক-(দা,না,ই)।[১৪]

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। সাঈদ ইব্‌নে জুবায়র (র)-ও ইব্‌নে উমার (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

আরোহী অবস্থায় তাওয়াফ করা।

٨١١. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

১৪. অর্থাৎ আমি বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণেই সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ানোর পরিবর্তে হেঁটে চলছি। অন্যথায় প্রতিটি কাজে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই অনুসরণ করি-(অনু.)।

قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ فَاِذَا انْتَهٰى اِلَى الرُّكْنِ اَشَارَ اِلَيْهِ .

৮১১। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বাহনে সওয়াব হয়ে (বাইতুল্লাহ্) তাওয়াফ করেছেন।[১৫] হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছে তিনি এর প্রতি ইশারা (করে চুম্বন) করেছেন–(বু,মু)।

এ অনুচ্ছেদে জাবির, আবুত্ তুফায়েল ও উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। একদল আলেম ওযর ব্যতীত আরোহী অবস্থায় বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ ও সাফা–মারওয়ার মাঝে সাঈ করা মাকরূহ্ বলেছেন। ইমাম শাফিঈর এই অভিমত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

তাওয়াফের ফযীলাত।

٨١٢. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِيْنَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

৮১২। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পঞ্চাশ বার বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে সে তার মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যাবে।

এই অনুচ্ছেদে আনাস ও ইব্‌নে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি গরীব। আমি মুহাম্মাদ (বুখারী)–কে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এটি ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে তাঁর উক্তি হিসাবে বর্ণিত হয়ে থাকে।

٨١٣. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ قَالَ كَانُوْا يَعُدُّوْنَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَفْضَلَ مِنْ اَبِيْهِ وَلِعَبْدِ اللّٰهِ اَخٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَدْ رَوٰى عَنْهُ اَيْضًا .

---

১৫. ইমাম আবু হানীফা ও মালেকের মতে, ওজর বশতঃ আরোহী অবস্থায় তাওয়াফ করলে তা যথেষ্ট হবে; কোনরূপ কাফফারা দিতে হবে না। বিনা ওজরে এরূপ করলে পশু কোরবানী দিতে হবে। আবু হানীফা বলেন, যদি সে মক্কায় অবস্থান করে থাকে তবে তাকে পুনর্বার তাওয়াফ করতে হবে। তাদের মতে লোকের অত্যধিক সমাগম হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা) সওয়ারীতে চড়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। লোকদেরকে হজ্জের কার্যক্রম শিখানোর উদ্দেশ্যেই তিনি এরূপ করেছেন–(অনু.)।

৮১৩। আইউব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাদ্দিসগণ আবদুল্লাহ্ ইব্নে সাঈদ ইব্নে জুবায়রকে তার পিতা সাঈদ ইব্নে জুবায়র থেকেও উত্তম গণ্য করতেন। তার এক ভাই ছিল, যার নাম আব্দুল মালিক ইব্নে সাঈদ ইব্নে জুবায়র। তার থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

তাওয়াফের ক্ষেত্রে আসর ও ফজরের পরেও তাওয়াফের নামায আছে।

٨١٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَتَمْنَعُوْا اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلّٰى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ .

৮১৪। জুবাইর ইব্নে মুত্ইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে আব্দ মানাফের বংশধরগণ! রাত ও দিনের যে কোন সময় ইচ্ছা বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে এবং নামায পড়তে কাউকে তোমরা বাধা দিও না-(দা,না,ই)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্নে আব্বাস ও আবু যার্ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আবদুল্লাহ ইব্নে আবু নাজীহ্ এই হাদীস আবদুল্লাহ্ ইব্নে বাবা থেকে বর্ণনা করেছেন। মক্কা শরীফে আসর ও ফজরের নামাযের পর অন্য নামায পড়ার বৈধতা সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিছু সংখ্যক আলেম বলেন, আসর ও ফজরের পরে নামায ও তাওয়াফে কোন দোষ নাই। ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকের এই অভিমত। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। আরেক দল আলেম বলেন, যদি কেউ আসরের পর তাওয়াফ করে তবে সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত সে তাওয়াফের নামায পড়বে না। এমনিভাবে যদি কেউ ফজরের পর তাওয়াফ করে তবে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত সে তাওয়াফের নামায পড়বে না। তারা উমার (রা)-এর হাদীস নিজেদের মতের অনুকূলে পেশ করেছেন। তিনি ফজরের নামাযের পড় তাওয়াফ করলেন, কিন্তু (তাওয়াফের) নামায পড়লেন না। তিনি যীতুয়া নামক স্থানে পৌঁছে সূর্যোদয়ের পর ঐ নামায পড়েন। সুফিয়ান সাওরী ও মালেকের এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

তাওয়াফের দুই রাকআত নামাযের কিরাআত।

٨١٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدَنِىُّ قِرَاءَةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ قَرَاَ فِىْ رَكْـــعَتَىِ الطَّوَافِ بِسُوْرَتَىِ الْاِخْـــلَاصِ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

৮১৫। জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফের দুই রাকআত নামাযে ইখ্‌লাসের দুইটি সূরা তিলাওয়াত করেনঃ সূরা কাফিরূন এবং সূরা ইখলাস।

٨١٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يَقْرَاَ فِىْ رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ بِقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

৮১৬। জাফর ইব্‌নে মুহাম্মাদ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি (মুহাম্মাদ আল-বাকের) তাওয়াফের দুই রাকআত নামাযে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতে পছন্দ করতেন।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ্। রাবী আবদুল আযীয ইব্‌নে ইমরান হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ।

٨١٧. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اُثَيْعٍ قَالَ سَاَلْتُ عَلِيًّا بِاَىِّ شَىْءٍ بُعِثْتَ قَالَ بِاَرْبَعٍ لَاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَجْـــتَمِعُ الْـمُسْلِمُوْنَ وَالْـمُشْـرِكُوْنَ بَعْـدَ عَامِهِمْ هٰذَا وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ اِلٰى مُدَّتِهِ وَمَنْ لَا مُدَّةَ لَهُ فَاَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ .

৮১৭। যায়েদ ইব্‌নে উসায় (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে কি বিষয়সহ (নবম হিজরীতে মক্কায়) প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি বলেন, চারটি বিষয় (ঘোষণা করার জন্য)। মুসলিম ছাড়া আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না ; উলঙ্গ অবস্থায় কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে পারবে না ; এই বছরের পর মুসলিম ও মুশরিকগণ এইখানে (কাবা শরীফে) একত্র হতে পারবে না এবং যাদের সঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তি আছে

তাদের চুক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, কিন্তু যাদের চুক্তিতে কোন মেয়াদের উল্লেখ নাই তাদের চুক্তির মেয়াদ (আজ থেকে) চার মাস পর্যন্ত-(না)।

এই অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আলী (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। ইবনে আবু উমার ও নাসর ইব্নে আলী-সুফিয়ান-আবু ইসহাক-এর বরাতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তারা উভয়ে যায়দ ইবনে উসায়-এর স্থলে বুসায় উল্লেখ করেছেন, এটাই অধিকতর সহীহ্। আবু ঈসা বলেন, এই ক্ষেত্রে শোবার ভুল হয়েছে। তিনি যায়েদ ইব্নে উসায়েল রূপে নামটি উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫
কাবা শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা।

٨١٨. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِىْ وَهُوَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ فَرَجَعَ اِلَىَّ وَهُوَ حَزِيْنٌ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ اِنِّىْ دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ اَنِّىْ لَمْ اَكُنْ فَعَلْتُ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ اَكُوْنَ اَتْعَبْتُ اُمَّتِىْ مِنْ بَعْدِىْ .

৮১৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট থেকে প্রশান্ত নয়নে ও আনন্দিত চিত্তে বের হয়ে গেলেন কিন্তু (কিছুক্ষণ পর) ফিরে এলেন চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায়। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি কাবার অভ্যর্ন্তরে প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু আমার মন বলছিল আমি যদি এরূপ না করতাম (তবে সেটাই ভাল ছিল)। আমার আশংকা হচ্ছে আমার পরে আমার উম্মাতদরকে কষ্টে ফেলে দিলাম কি না-(দা,ই)?[১৬]

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬
কাবার অভ্যন্তরে নামায পড়া।

٨١٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ بِلَالٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِىْ جَوْفِ الْكَعْبَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يُصَلِّ وَلٰكِنَّهُ كَبَّرَ .

---

১৬. সকলেই আমার অনুকরণে কাবার অভ্যন্তরভাগে প্রবেশের আকাংখা করবে কিন্তু তা সম্ভব হবে না। তাই তা তাদের মনঃকষ্টের কারণ হবে-(অনু.)।

৮১৯। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার অভ্যন্তরে নামায পড়েছেন। ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, তিনি নামায পড়েননি, বরং তাক্‌বীর ধ্বনি করেছেন।

এই অনুচ্ছেদে উসামা ইব্‌নে যায়দ, ফাদল ইব্‌নে আব্বাস, উসমান ইব্‌নে তালহা ও শায়বা ইব্‌নে উসমান (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, বিলাল (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। অধিকাংশ আলেম এই হাদীস অনুসারে মত ব্যক্ত করেছেন। তারা কাবার অভ্যন্তরে নামায পড়ায় কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। ইমাম মালেক বলেন, কাবার অভ্যন্তরে নফল নামায পড়ায় কোন দোষ নাই ; তবে ফরয নামায পড়া মাকরূহ্। ইমাম শাফিঈ বলেন, ফরয হোক বা নফল যে কোন নামায কাবার অভ্যন্তরে আদায় করায় দোষ নাই। কেননা কিবলামুখী হওয়া, পবিত্রতা অর্জন করা ইত্যাদি সম্পর্কে ফরয ও নফলের বিধান একই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭
(নির্মাণকল্পে) কাবা ঘর ভাঙ্গা সম্পর্কে।

٨٢٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِبْنِ يَزِيْدَ اَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ لَهُ حَدِّثْنِىْ بِمَا كَانَتْ تُفْضِىْ اِلَيْكَ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ يَعْنِىْ عَائِشَةَ فَقَالَ حَدَّثَتْنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا لَوْلاَ اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ قَالَ فَلَمَّا مَلَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ هَدَمَهَا وَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ .

৮২০। আসওয়াদ ইব্‌নে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। ইব্‌নে যুবায়র (রা) তাকে বললেন, উম্মুল মুমিনীন আইশা (রা) তোমাকে যে হাদীস বলেছেন, আমার কাছে তা বর্ণনা কর। আসওয়াদ বলেন, তিনি আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেনঃ তোমার সম্প্রদায় যদি জাহিলী যুগের এত কাছাকাছি এবং ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে নবদীক্ষিত না হত তবে আমি কাবা ঘরকে ভেঙ্গে (পুনঃনির্মাণ করে) এর দুইটি দরজা বানাতাম। রাবী বলেন, পরে ইব্‌নুয যুবায়ের (রা) যখন ক্ষমতাধিকারী হন তখন এটিকে ভেঙ্গে (পুনঃনির্মাণ করেন এবং) এর দুইটি দরজা করেন।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

হাতীমে নামায পড়া।

٨٢١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ اَبِيْ عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُحِبُّ اَنْ اَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيْهِ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِيْ فَاَدْخَلَنِي الْحِجْرَ فَقَالَ صَلِّيْ فِي الْحِجْرِ اِنْ اَرَدْتِ دُخُوْلَ الْبَيْتِ فَاِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِّنَ الْبَيْتِ وَلٰكِنْ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوْهُ حِيْنَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ فَاَخْرَجُوْهُ مِنَ الْبَيْتِ .

৮২১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাবা ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেখানে নামায পড়ার আকাংখা করতাম। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে হিজর (হাতীম)-এ প্রবেশ করিয়ে আমাকে বললেনঃ তুমি যদি বায়তুল্লায় প্রবেশ করতে চাও তবে এই হিজরেই নামায পড়ে নাও। কেননা এও বায়তুল্লাহ্র অংশ। কিন্তু তোমার সম্প্রদায় কাবাঘর ছোট করে নির্মাণ করে এবং (অর্থাভাবে) এই স্থানটিকে কাবার বাইরে রেখে দেয়-(দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। রাবী আলকামার পিতার নাম বিলাল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

হাজরে আসওয়াদ, রুকন ও মাকামে ইব্রাহীমের ফযীলাত।

٨٢٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْحَجَرُ الْاَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِيْ اٰدَمَ .

৮২২। ইব্নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হাজরে আসওয়াদ বেহেশত থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল দুধ থেকেও অধিক শুভ্র অবস্থায়। কিন্তু মানুষের গুনাহ্ এটিকে এমন কালো করে দিয়েছে-(হা,না)।

এই অনুচ্ছেদে আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আম্র ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٨٢٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَجَاءٍ اَبِىْ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ مُسَافِعًا الْحَاجِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوْتَتَانِ مِنْ يَاقُوْتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللّٰهُ نُوْرَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُوْرَهُمَا لَاَضَاءَتَا مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ·

৮২৩। আবদুল্লাহ্ ইব্নে আম্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহীম জান্নাতের ইয়াকূত (দীপ্তিশীল মূল্যবান মণি) থেকে দুটো ইয়াকূত। এই দুইটির আলোকপ্রভা আল্লাহ্ তাআলা নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। তিনি যদি এ দু'টির প্রভা নিস্তেজ করে না দিতেন তবে তা পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে যা কিছু আছে সব আলোকিত করে দিত-(হা,বা)।

আবু ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্নে আম্র (রা)-র এই বক্তব্য মওকূফ হিসাবে বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে, তবে তা গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

মিনায় গমন এবং সেখানে অবস্থান।

٨٢٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْاَجْلَحِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدٰى اِلٰى عَرَفَاتٍ ·

৮২৪। ইব্নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে মিনায় যুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায পড়লেন, অতঃপর ভোরে আরাফাতের দিকে যাত্রা করেন।

আবু ঈসা বলেন, হাদীস বিশারদগণ রাবী ইসমাঈল ইব্নে মুসলিমের স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

٨٢٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْاَجْلَحِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدٰى اِلٰى عَرَفَاتٍ ·

৮২৫। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় যুহর ও ফজরের নামায (অর্থাৎ যুহর থেকে পরবর্তী ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্তের নামায) পড়লেন অতঃপর ভোরেই আরাফাতের দিকে যাত্রা করেন।

এই অনুচ্ছেদে আব্‌দুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়ের ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, মিকসাম-ইব্‌নে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আলী ইব্‌নুল মাদীনী ইয়াহ্‌ইয়ার সনদে শোবা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মিকসাম থেকে হাকাম মাত্র পাঁচটি হাদীস শুনেছেন। এরপর তিনি এই পাঁচটি হাদীস বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এগুলোর মধ্যে উক্ত হাদীসটি ছিল না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

যে ব্যক্তি মিনার যে স্থানে আগে পৌছবে সেটিই হবে তার অবস্থানস্থল।

٨٢٦. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبَانٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ اُمِّهِ مُسَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَبْنِىْ لَكَ بِنَاءً يُظِلُّكَ بِمِنًى قَالَ لاَ مِنًى مُنَاخٌ مَّنْ سَبَقَ ·

৮২৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা মিনায় আপনার জন্য কি একটা ডেরা বানিয়ে দিব যা আপনাকে ছায়া দিবে? তিনি বললেনঃ না। যে ব্যক্তি মিনায় যে স্থানে আগে পৌছবে সেটিই হবে তার অবস্থানস্থল-(ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

মিনায় নামায কসর করা।

٨٢٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوالْاَحْوَصِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى اٰمَنَ مَاكَانَ النَّاسُ وَاَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِّنْ اِمَارَتِهِ ·

৮২৭। হারিসা ইব্‌নে ওয়াহ্‌ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পূর্ণ নিরাপত্তা বজায় থাকা অবস্থায় সর্বাধিক সংখ্যক

লোকসহ মিনায় (চার রাকআত ফরযের স্থলে) দুই রাকআত নামায পড়েছি। ইব্‌নে মাসউদ (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মিনায় দুই রাকআত নামায পড়েছি এবং আবু বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা)-র খিলাফতের প্রথম দিকেও এখানে দুই রাকআত নামায পড়েছি-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে মাসউদ, ইব্‌নে উমার ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। মক্কাবাসীদের জন্য মিনায় নামায কসর করা সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল আলেম বলেন, যদি কোন ব্যক্তি মিনায় মুসাফির অবস্থায় থাকে তবে সে ছাড়া আর কোন মক্কাবাসী সেখানে নামায কসর করবে না। ইব্‌নে জুরাইজ, (আবু হানীফা), সুফিয়ান সাওরী, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে সাঈদ আল-কাত্তান, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র) এই মত ব্যক্ত করেছেন। কতিপয় আলেম বলেছেন, মক্কাবাসীর জন্য মিনায় নামায কসর করায় কোন দোষ নাই। আওযাঈ, মালেক, সুফিয়ান ইব্‌নে উআইনা ও আবদুর রহ্‌মান ইব্‌নুল মাহদী (র)-এর এই অভিমত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

আরাফাতে অবস্থান এবং সেখানে দোয়া করা।

٨٢٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ اَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الْاَنْصَارِيُّ وَ نَحْنُ وُقُوْفٌ بِالْمَوْقِفِ مَكَانًا يُبَاعِدُهُ عَمْرٌو فَقَالَ اِنِّيْ رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْكُمْ يَقُوْلُ كُوْنُوْا عَلٰى مَشَاعِرِكُمْ فَاِنَّكُمْ عَلٰى اِرْثٍ مِنْ اِرْثِ اِبْرَاهِيْمَ ·

৮২৮। ইয়াযীদ ইব্‌নে শায়বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে ইব্‌নে মিরবা আনসারী (রা) এলেন। আমরা আরাফাতের এমন জায়গায় অবস্থান করছিলাম যাকে আম্‌র (ইমামের স্থান থেকে) বহু দূর বলে মনে করছিলেন। ইব্‌নে মিরবা আনসারী (রা) বললেন, আমি তোমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত হিসাবে এসেছি। তিনি বলেছেনঃ তোমরা হজ্জের নির্দ্ধারিত স্থানসমূহে অবস্থান কর।[১৭] কারণ তোমরা ইব্‌রাহীম (আ)-এর ওয়ারিসী প্রাপ্ত হয়েছ-(দা,না,ই)।

---

১৭. জাহিলী যুগে আরবের প্রতিটি গোত্রের জন্য আরাফাতে স্থান নির্দিষ্ট ছিল। হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার জন্য তারা নিজেদের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করত। ইয়াযীদ ইবনে শাইবানের গোত্রের লোকদের জন্য নির্ধারিত স্থান ইমামের অবস্থান থেকে দূরে ছিল। মহানবী (সা) অনুমান করলেন, তারা হয়ত তাঁর কাছাকাছি আসার জন্য আবেদন জানাতে পারে। তাই তিনি লোক পাঠিয়ে তাদেরকে নিজেদের স্থানে অবস্থান করতে বলেন। তিনি আরো বলেন, আরাফাতের সমগ্র এলাকাই অবস্থানের স্থান। ইমামের কাছে অথবা দূরে অবস্থানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই-(অনু.)।

এই অনুচ্ছেদে আলী, আইশা, জুবায়ের ইব্‌নে মুতইম ও শারীদ ইব্‌নে সুওয়ায়েদ সাকাফী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। ইব্‌নে উআয়না-আমর ইব্‌নে দীনারের সূত্রেই কেবল হাদীসটি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। ইব্‌নে মিরবার নাম ইয়াযীদ আনসারী। তার সূত্রে এই একটি হাদীসই বর্ণিত আছে বলে জানা যায়।

٨٢٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلٰى الصَّنْعَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِهَا وَهُمُ الْحُمْسُ يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ قَطِيْنُ اللّٰهِ وَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ يَقِفُوْنَ بِعَرَفَةَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ .

৮২৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শ এবং যারা তাদের ধর্মের অনুসারী ছিল তাদের বলা হত হুম্‌স। তারা মুযদালিফায় অবস্থান করত এবং বলত, আমরা আল্লাহ্‌র ঘরের অধিবাসী। তারা ছাড়া অন্য লোকেরা আরাফাতে অবস্থান করত। এই বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলা নাযিল করেন ঃ "অতঃপর লোকেরা যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন কর"-(সূরা বাকারা ঃ ১৯৯)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, মক্কাবাসীরা (হজ্জের সময়) হারাম শরীফের বাইরে বের হত না। আরাফাতের ময়দান হারাম শরীফের বাইরে অবস্থিত। তাই তারা মুযদালিফায় অবস্থান করত এবং নিজদেরকে আল্লাহ্‌র ঘরের অধিবাসী বলে (গর্ববোধের) পরিচয় দিত। তারা ছাড়া অন্যান্য লোক আরাফাতে অবস্থান করত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা নাযিল করেন ঃ "অতঃপর লোকেরা যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন কর"। "হুম্‌স" হল হারামবাসী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪
গোটা আরাফাতই অবস্থান স্থল।

٨٣٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ اَبِيْ رَبِيْعَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ هٰذِهِ عَرَفَةُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ اَفَاضَ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَاَرْدَفَ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَجَعَلَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ عَلٰى هِيْنَتِهِ (هَيْئَتِهِ) وَالنَّاسُ يَضْرِبُوْنَ يَمِيْنًا وَشِمَالاً يَلْتَفِتُ اِلَيْهِمْ وَيَقُوْلُ يَااَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ ثُمَّ اَتٰى جَمْعًا فَصَلّٰى بِهِمُ الصَّلاَتَيْنِ جَمِيْعًا فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتٰى قُزَحَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ هٰذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ اَفَاضَ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى وَادِىْ مُحَسِّرٍ فَقَرَعَ نَاقَتَهُ فَخَبَّتْ حَتّٰى جَاوَزَ الْوَادِىْ فَوَقَفَ وَاَرْدَفَ الْفَضْلَ ثُمَّ اَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ اَتَى الْمَنْحَرَ فَقَالَ هٰذَا الْمَنْحَرُ وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَاسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَتْ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ قَدْ اَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللّٰهِ فِى الْحَجِّ اَفَيُجْزِئُ اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ قَالَ حُجِّىْ عَنْ اَبِيْكِ قَالَ وَلَوّٰى عُنُقَ الْفَضْلِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ لَوَّيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ رَاَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ اٰمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَفَضْتُ قَبْلَ اَنْ اَحْلِقَ قَالَ احْلِقْ اَوْ قَصِّرْ وَلاَ حَرَجَ قَالَ وَجَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ ثُمَّ اَتَى الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ اَتٰى زَمْزَمَ فَقَالَ يَابَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَوْلاَ اَنْ يَّغْلِبَكُمْ عَلَيْهِ النَّاسُ عَنْهُ لَنَزَعْتُ .

৮৩০। আলী ইব্‌নে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে অবস্থান গ্রহণ করলেন, অতঃপর বললেনঃ এটাই আরাফাতের ময়দান, এটাই অবস্থান স্থল। আর গোটা আরাফাতই অবস্থান স্থল। এরপর সূর্য ডুবে গেলে তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং উসামা ইব্‌নে যায়দকে তাঁর বাহনের পিছনে বসালেন। তিনি স্বীয় অবস্থান থেকে হাত দিয়ে ইশারা করছিলেন। লোকজন ডানে বামে তাদের উটগুলো হাঁকাচ্ছিল। তিনি তাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেনঃ হে লোক সকল ! তোমরা শান্তভাবে পথ চল। তিনি মুযদালিফায় পৌঁছে লোকদেরকে নিয়ে দুই ওয়াক্তের (মাগরিব ও এশা) নামায একসঙ্গে

আদায় করলেন। ভোরে তিনি 'কাযাহ্'[১৮] নামক স্থানে এসে অবস্থান করলেন এবং বললেনঃ এটা হলো কাযাহ্ ; এটাও অবস্থান স্থল, আর গোটা মুযদালিফাই অবস্থানের জায়গা। এরপর তিনি ওয়াদী মুহাস্সারে এলেন।[১৮] তিনি তাঁর উটটিকে বেত মারলেন, ফলে তা দ্রুত উপত্যকাটি অতিক্রম করল। অতঃপর তিনি থামলেন এবং তাঁর পিছনে ফাদ্লকে বসালেন। এরপর তিনি জামরায় আসলেন এবং এখানে কংকর নিক্ষেপ করলেন। কোরবানীর জায়গায় পৌঁছে তিনি বললেনঃ এটা কোরবানী করার স্থান। আর গোটা মিনাই কোরবানী করার স্থান। এই সময় খাসআম গোত্রের এক যুবতী তাঁকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করল, আমার পিতা অতি বৃদ্ধ। তার উপর আল্লাহ্র নির্ধারিত হজ্জ ফরয হয়েছে। আমি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করলে তা কি তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে ? তিনি বললেনঃ তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ কর। আলী (রা) বলেন, এই সময় তিনি ফাদলের ঘাড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার চাচাতো ভাইর ঘাড় কেন ঘুরিয়ে দিলেন ? তিনি বললেনঃ আমি লক্ষ্য করলাম এরা দুইজন যুবক-যুবতী। সুতরাং আমি তাদেরকে শয়তান থেকে নিরাপদ মনে করিনি। এরপর এক লোক এসে তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি যে মাথা মুণ্ডনের পূর্বেই তাওয়াফ (ইফাদা) করে ফেলেছি। তিনি বললেনঃ মাথা মুণ্ডন করে নাও, কোন অসুবিধা নেই, অথবা বললেন, চুল ছেটে নাও, কোন অসুবিধা নেই। রাবী বলেন, আরেক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কংকর মারার আগেই আমি কোরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেনঃ কংকর মেরে নাও, কোন অসুবিধা নেই। আলী (রা) বলেন, অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহ্ পৌঁছে তা তাওয়াফ করলেন, অতঃপর যমযম কূপের কাছে এসে বললেনঃ হে আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকেরা ! তোমাদের উপর জনতা প্রবল হয়ে উঠবে এই আশংকা যদি না হত তবে আমি অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে পানি টেনে তুলতাম-(দা)।

এই অনুচ্ছেদে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আবদুর রহমান ইব্নুল হারিস ইব্নে আইয়্যাশের সূত্র ছাড়া আলী (রা)-র এই হাদীসটি অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। একাধিক রাবী সাওরী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে আরাফাতে যুহরের ওয়াক্তে যুহর ও আসর একসঙ্গে আদায় করতে বলেছেন। কতিপয় আলেম বলেন, কোন ব্যক্তি নিজের অবস্থান স্থলেই নামায পড়লে এবং ইমামের সঙ্গে নামাযে হাযির না হয়ে নিজ অবস্থান স্থলে নামায পড়লে সে ইচ্ছা করলে ইমামের মত

---

১৮. 'কাযাহ্'-মুযদালিফার একটি পাহাড়ের নাম। ইমাম এর পাদদেশ অবস্থান করেন। 'ওয়াদী মুহাসসার' মুযদালিফা ও মিনার মাঝখানে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এই স্থানে আবরাহার হস্তী বাহিনীর উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হয়। তজ্জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) খুব দ্রুত এই স্থান ত্যাগ করেন-(অনু.)।

দুই নামায একসঙ্গে পড়তে পারে। রাবী যায়েদ ইব্‌নে আলী হলেন ইমাম হুসায়েন (রা)–র পৌত্র।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

আরাফাতের ময়দান থেকে প্রত্যাবর্তন।

٨٣١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَبِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْضَعَ فِيْ وَادِيْ مُحَسِّرٍ وَزَادَ فِيْهِ بِشْرٌ وَاَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَاَمَرَهُم بِالسَّكِيْنَةِ وَزَادَ فِيْهِ اَبُوْ نُعَيْمٍ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَرْمُوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَقَالَ لَعَلِّيْ لاَ اَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا .

৮৩১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদী মুহাস্‌সারে তাঁর জন্তুযান দ্রুত হাঁকিয়ে যান। বিশ্‌র এই হাদীসে আরো উল্লেখ করেন যে, তিনি মুযদালিফা থেকে শান্তভাবে প্রত্যাবর্তন করেন এবং লোকদেরকেও শান্তভাব অবলম্বনের নির্দেশ দেন। আবু নুআয়ম আরো বর্ণনা করেনঃ তিনি নুড়ি পাথর (জামরায়) নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন এবং বলেনঃ হয়ত এই বছরের পর আর আমি তোমাদের দেখা পাব না–(বু,মু,দা,না,ই)।

উসামা ইব্‌নে যায়েদ (রা) থেকেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করা।

٨٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِاِقَامَةٍ وَقَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ هٰذَا فِيْ هٰذَا الْمَكَانِ .

৮৩২। আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌নে মালিক (র) থেকে বর্ণিত। ইব্‌নে উমার (রা) মুযদালিফায় নামায পড়লেন। তিনি সেখানে এক ইকামতে দুই নামায (মাগরিব ও এশা) একত্রে পড়লেন এবং বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই স্থানে এরূপই করতে দেখেছি–(বু,মু)।

উপরোক্ত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। অপর এক সনদেও ইব্‌নে উমার (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা আছে। মুহাম্মাদ ইব্‌নে বাশ্‌শার বলেন, ইয়াহ্ইয়া বলেন, সুফিয়ানের বর্ণনাটি সঠিক। এই অনুচ্ছেদে আলী, আবু আয়্যূব, আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ, জাবির ও উসামা ইব্‌নে যায়েদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে উমার (রা)-র হাদীস ইসমাঈল ইব্‌নে আবু খালিদের রিওয়ায়াত অপেক্ষা সুফিয়ানের রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ্। সুফিয়ানের রিওয়ায়াতটি হাসান ও সহীহ্। ইসমাঈল এই হাদীসটিকে আবু ইসহাক-মালেক পুত্রদ্বয় আবদুল্লাহ্ ও খালিদ সূত্রে-ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে সাঈদ ইব্‌নে জুবাইর (র) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। সালামা ইব্‌নে কুহায়লও এটিকে সাঈদ ইব্‌নে জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু ইসহাক এটিকে মালেকের পুত্রদ্বয় আবদুল্লাহ্ ও খালিদ-ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে বলেন, মুযদালিফার বাইরে মাগরিবের নামায পড়া যাবে না। মুযদালিফায় পৌঁছে এক ইকামতে দুই নামায (মাগরিব-এশা) একত্রে আদায় করবে, এর মাঝে নফল নামায পড়বে না। কোন কোন আলেম এই মত গ্রহণ করেছেন। সুফিয়ান সাওরীর এই অভিমত। তিনি বলেন, ইচ্ছা করলে মাগরিব আদায় করে রাতের খাবার খেয়ে, কাপড়-চোপড় ছেড়ে অতঃপর ইকামত দিয়ে এশার নামায পড়া যায়। আবার কতিপয় আলেম বলেন, মুযদালিফায় এক আযান ও দুই ইকামতে মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করবে। মাগরিবের আযান দিয়ে ইকামত দিবে এবং মাগরিবের নামায পড়বে, পুনরায় ইকামত দিয়ে এশার নামায পড়বে। ইমাম শাফিঈর এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭

যে ব্যক্তি মুযদালিফায় ইমামকে পাবে সে হজ্জ পেয়ে গেল।

٨٣٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمُرَ اَنَّ نَاسًا مِّنْ اَهْلِ نَجْدٍ اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَسَأَلُوْهُ فَاَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادٰى اَلْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ اَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَزَادَ يَحْيٰى وَاَرْدَفَ رَجُلاً فَنَادٰى بِهَا ·

৮৩৩। আবদুর রহমান ইব্‌নে ইয়ামুর (রা) থেকে বর্ণিত। নজদবাসী কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এল। তখন তিনি আরাফাতে ছিলেন। তারা হজ্জ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে। তিনি এক ঘোষণাকারীকে এই মর্মে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিলেনঃ হজ্জ হল আরাফাতে অবস্থান।[১৯] কেউ মুযদালিফার রাতে ফজর উদয় হওয়ার পূর্বেই এখানে পৌঁছতে পারলে সে হজ্জ পেল। মিনা অবস্থানের দিন হল তিনটি। কেউ দুই দিন অবস্থান করে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে চাইলে তাতে কোন দোষ নাই। আর কেউ তিন দিন অবস্থান বিলম্বিত করলে তাতেও কোন দোষ নাই। মুহাম্মাদ আল-বুখারী বলেন, ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনায় আরো আছেঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাঁর পিছনে আরোহণ করালেন। সে তা ঘোষণা দিতে থাকল।

অপর এক সনদসূত্রে ইবনে আবী উমার-আব্‌দুর রহমান ইব্‌নে ইয়ামুর (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। সুফিয়ান ইব্‌নে উআয়না বলেন, এটি একটি উত্তম হাদীস যা সুফিয়ান সাওরী বর্ণনা করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য আলেম আব্‌দুর রহমান ইব্‌নে ইয়ামুরের হাদীস অনুসারে আমল করেন। তাঁরা বলেন, (৯ যিলহজ্জ) ফজর উদয়ের পূর্বে যদি কেউ আরাফাতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয় তবে তার হজ্জ ছুটে গেল। ফজর উদয়ের পর উপস্থিত হলে তা ধর্তব্য হবে না। সে উমরা করবে এবং পরের বছর হজ্জ করবে। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক এই মত ব্যক্ত করেছেন। ওয়াকী এই হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, এই হাদীসটি হল হজ্জ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মূল।

٨٣٤. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ وَاِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ وَزَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ اَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لاَمٍ الطَّائِىِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِيْنَ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ جِئْتُ مِنْ جَبَلَىْ طَىِّءٍ اَكْلَلْتُ رَاحِلَتِىْ وَاَتْعَبْتُ نَفْسِىْ وَاللّٰهِ مَاتَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ اِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِىْ مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هٰذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتّٰى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذٰلِكَ لَيْلاً اَوْ نَهَارًا فَقَدْ اَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضٰى تَفَثَهُ .

১৯. যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখে আরাফাতে অবস্থান করাই হজ্জের সর্বপ্রধান রুকন-(অনু.)।

৮৩৪। উরওয়া ইব্নে মুদার্‌রিস ইবনে আওস ইব্নে হারিসা ইব্নে লাম আত–তাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুযদালিফায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম, তিনি তখন নামাযের জন্য বের হয়েছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তাই–এর দুই পাহাড় (অঞ্চল) থেকে এসেছি। আমি আমার বাহনকেও শ্রান্ত–ক্লান্ত করে ফেলেছি এবং নিজেকেও খুবই পরিশ্রান্ত করেছি। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি এমন কোন পাহাড় ত্যাগ করিনি যেখানে আমি অবস্থান করিনি। আমার হজ্জ হবে কি ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের এই নামাযে শরীক হয়েছে, প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে অবস্থান করেছে এবং এর পূর্বের রাতে বা দিনে আরাফাতে অবস্থান করেছে তার হজ্জ পূর্ণ হয়েছে এবং সে তার অপরিচ্ছন্নতা দূর করে নিবে (ইহ্‌রামমুক্ত হবে)–(দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

দুর্বল লোকদের মুযদালিফা থেকে রাতেই (মিনায়) পাঠানো।

٨٣٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ثَقَلٍ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ .

৮৩৫। ইব্নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মাল–সামানবাহী দলের সাথে রাতেই মুযদালিফা থেকে (মিনায়) পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এই অনুচ্ছেদে আইশা, উম্মু হাবীবা, আসমা ও ফাদল (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٨٣٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ ضَعَفَةَ اَهْلِهِ وَقَالَ لاَ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

৮৩৬। ইব্নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের দুর্বলদের (মুযদালিফা থেকে মিনায়) আগেই পাঠিয়ে দেন। তিনি বলে দেনঃ সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত তোমরা (জামরায়) কংকর নিক্ষেপ করবে না।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। একদল আলেম এই হাদীস অনুসারে বলেন, দুর্বলদেরকে আগেই মুযদালিফা থেকে মিনায় রাতে পাঠিয়ে দেয়ায় কোন দোষ নাই। অধিকাংশ আলেম এই হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কঙ্কর নিক্ষেপ করবে না। তবে কিছু সংখ্যক আলেম রাতেও কংকর নিক্ষেপের অবকাশ দিয়েছেন। সুফিয়ান সাওরী ও শাফিঈর এই অভিমত। আবু ঈসা বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রাতেই মাল-পত্রবাহীদের সাথে মুযদালিফা থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন" মর্মে ইব্‌নে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্। তাঁর বরাতে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

وَرَوٰى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مُشَاشٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ ضَعَفَةَ اَهْلِه مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ ٠

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের দুর্বলদেরকে আগেই মুযদালিফা থেকে রাতে (মিনায়) পাঠিয়ে দেন।"

তবে এই হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে রাবী মুশাশ ভুল করেছেন। তিনি এর সনদে ফাদল ইব্‌নে আব্বাস (রা)-র নাম ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অথচ ইব্‌নে জুরাইয প্রমুখ এই হাদীসটি আতা-ইব্‌নে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা ফাদল ইব্‌নে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

কোরবানীর দিন পূর্বাহ্নেই কংকর নিক্ষেপ করা।

٨٣٧. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِىْ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَاَمَّا بَعْدَ ذٰلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ٠

৮৩৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর দিন (১০ই যিলহজ্জ) পূর্বাহ্নে কংকর নিক্ষেপ করেছেন এবং এর পরবর্তী দিনগুলোতে মধ্যাহ্নের পর কংকর নিক্ষেপ করেছেন-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তারা কোরবানীর দিনের পরবর্তী দিনসমূহে অপরাহ্নে কংকর নিক্ষেপের কথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০
মুযদালিফা থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বেই (মিনার উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হওয়া।

٨٣٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَاضَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ ·

৮৩৮। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যোদয়ের পূর্বেই (মুযদালিফা থেকে) যাত্রা করেন।

এই অনুচ্ছেদে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। জাহিলী যুগের লোকেরা সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করত, অতঃপর রওয়ানা হত।

٨٣٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْدَاؤُدَ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ يُحَدِّثُ يَقُوْلُ كُنَّا وُقُوْفًا بِجَمْعٍ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا لاَ يُفِيْضُوْنَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَشْرِقْ ثَبِيْرُ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ فَاَفَاضَ عُمَرُ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ ·

৮৩৯। আম্‌র ইব্‌নে মায়মূন (র) বলেন, আমরা মুযদালিফায় অবস্থানরত ছিলাম। তখন উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) বললেনঃ মুশরিকরা সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে রওয়ানা হত না। তারা বলতঃ হে সাবির ! আলোকিত হও। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিপরীত নীতি অনুসরণ করেন। উমার (রা)-ও সূর্য উঠার পূর্বেই রওয়ানা হন।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১
ছোট নুড়ি পাথর নিক্ষেপ (রমী) করতে হবে।

٨٤٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِى الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ·

৮৪০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছোট্ট কঙ্কর দিয়ে রমী করতে দেখেছি-(মু)।

এই অনুচ্ছেদে সুলায়মান ইব্‌নে আম্‌র ইব্‌নে আহ্‌ওয়াস তার মাতা উম্মু জুনদুব আল-আযদিয়া থেকে এবং ইব্‌নে আব্বাস, ফাদল ইব্‌নে আব্বাস, আবদুর রহ্‌মান ইব্‌নে উসমান আত-তায়মী ও আবদুর রহ্‌মান ইব্‌নে মুআয (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে বলেন, রমী করার পাথর হবে ক্ষুদ্র আকৃতির।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

সূর্য ঢলে পড়ার পর রমী (কংকর নিক্ষেপ) করা।

٨٤١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِى الْجِمَارَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ .

৮৪১। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়ার পর কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন-(আ,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩

আরোহী বা হাঁটা অবস্থায় রমী করা।

٨٤٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ اَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا .

৮৪২। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর দিন আরোহী অবস্থায় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেছেন-(ই)।

এই অনুচ্ছেদে জাবির, কুদামা ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ ও উম্মু সুলায়মান ইব্‌নে আমর ইব্‌নুল আহ্‌ওয়াস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। একদল আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। অপর একদল আলেম হেঁটে রমী করা পছন্দনীয় বলেছেন। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে

বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কংকর নিক্ষেপ করতে হেঁটে গিয়েছেন। আমাদের মতে এই হাদীসের তাৎপর্য হলঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যক্রম অনুসরণের সুযোগ প্রদানের জন্য তিনি কোন কোন সময় আরোহী অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করেছেন। উভয় ধরনের হাদীসই আলেমগণের নিকট গ্রহণযোগ্য।

٨٤٣. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَمَى الْجِمَارَ مَشٰى اِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا .

৮৪৩। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায় কংকর নিক্ষেপের জন্য পদব্রজে যেতেন এবং পদব্রজে ফিরতেন।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। কেউ কেউ হাদীসটিকে মরফূ না করে উবায়দুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। কেউ কেউ বলেন, কোরবানীর দিন সওয়ার হয়ে এবং তৎপরবর্তী দিনগুলোতে হেঁটে কংকর নিক্ষেপ করবে। আবু ঈসা বলেন, যারা এই কথা বলেছেন তারা মূলতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের হুবহু অনুসরণার্থে তা বলেছেন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর দিন কংকর নিক্ষেপ করতে জামরায় সওয়ারী অবস্থায় গিয়েছেন। আর কোরবানীর দিন জামরা আকাবাতেই কংকর নিক্ষেপ করা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪
কিভাবে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।

٨٤٤. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ اَبِىْ صَخْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ لَمَّا اَتٰى عَبْدُ اللّٰهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِىَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَ يَرْمِى الْجَمْرَةَ عَلٰى حَاجِبِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ رَمٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ مِنْ هٰهُنَا رَمَى الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ .

৮৪৪। আবদুর রহমান ইব্‌নে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ (রা) যখন জামরা আকাবায় এলেন তখন উপত্যকার মধ্যস্থলে দাঁড়ালেন, কিব্‌লামুখী হলেন এবং ডান ভ্রু বরাবর উঁচু করে কংকর নিক্ষেপ শুরু করেন। তিনি

সাতটি কঙ্কর মারলেন এবং প্রতিটি কঙ্কর মারার সময় আল্লাহু আকবার বলেন। এরপর তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, যেই সত্তার উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে তিনি এখান থেকেই কংকর নিক্ষেপ করেছেন-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে ফাদল ইব্‌নে আব্বাস, ইব্‌নে উমার ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাদের মতে উপত্যকার মাঝ থেকে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করা এবং প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলা পছন্দনীয়। কতিপয় আলেম এই অবকাশ রেখেছেন যে, উপত্যকার মাঝ থেকে যদি কংকর নিক্ষেপ করা সম্ভব না হয় তবে যেখান থেকে সম্ভব সেখান থেকেই তা নিক্ষেপ করা যাবে।

٨٤٥. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِاِقَامَةِ ذِكْرِ اللّٰهِ .

৮৪৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ্‌র যিকির প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই জামরায় কংকর নিক্ষেপ এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার বিধান রাখা হয়েছে-(দার)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫

জামরায় কংকর নিক্ষেপের সময় লোকদের হাঁকিয়ে সরিয়ে দেয়া নিষেধ।

٨٤٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجِمَارَ عَلٰى نَاقَةٍ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلاَ طَرْدٌ وَلاَ اِلَيْكَ اِلَيْكَ .

৮৪৬। কুদামা ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর উষ্ট্রীতে সওয়ার হয়ে জামরা কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। সেখানে কোন মারপিট, কোনরূপ ধাক্কাধাক্কি এবং সরে যাও সরে যাও ইত্যাদি কিছু ছিল না-(না,ই,দার)।

এই অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে হানযালা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এই সূত্রেই হাদীসটি পরিচিত। আয়মান ইব্‌নে নাবিল হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে নির্ভরযোগ্য রাবী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬

উট ও গরু কোরবানীতে শরীক হওয়া সম্পর্কে।

٨٤٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .

৮৪৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুদায়বিয়ার (সন্ধির) বছর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একটি গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং একটি উটও সাতজনের পক্ষ থেকে কোরবানী করেছি–(মু)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে উমার, আবু হুরায়রা, আইশা ও ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তারা একটি উট সাতজনের পক্ষ থেকে এবং একটি গরুও সাতজনের পক্ষ থেকে কোরবানী করা জায়েয মনে করেন। (ইমাম আবু হানীফা), সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ ও আহ্‌মাদ (র)–এর এই অভিমত। ইব্‌নে আব্বাস (রা)–র বরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, একটি গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং একটি উট দশজনের পক্ষ থেকে কোরবানী করা যায়। ইসহাক (র)–এর এই অভিমত। ইব্‌নে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি কেবল এক সূত্রেই আমরা জানতে পেরেছি।

٨٤٨. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ اَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَحَضَرَ الْاَضْحٰى فَاشْتَرَكْنَا فِى الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِى الْجَزُوْرِ عَشَرَةً .

৮৪৮। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। এমতাবস্থায় কোরবানীর ঈদ উপস্থিত হলে আমরা একটি গরুতে সাতজন এবং একটি উটে দশজন করে শরীক হই।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব। এটি হুসায়েন ইব্‌নে ওয়াকিদ (র) বর্ণিত হাদীস।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭

হেরেম শরীফ এলাকায় কোরবানীর জন্য পাঠানো উটে চিহ্ন লাগানো।[২০]

৮৪৯. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّدَ نَعْلَيْنِ وَاَشْعَرَ الْهَدْىَ فِى الشِّقِّ الْاَيْمَنِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَاَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ ·

৮৪৯। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে কোরবানীর পশুর গলায় একজোড়া জুতা ঝুলিয়ে দিলেন এবং এর কুঁজের ডানপার্শ্ব চিরে রক্ত প্রবাহিত করলেন-(মু)।

এই অনুচ্ছেদে মিসওয়ার ইব্‌নে মাখরামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আবু হাস্‌সান আল-আরাজের নাম মুসলিম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও অপরাপর আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাদের মতে কোরবানীর উট বা গরুর কুঁজের ডান বা বাম পার্শ্ব দিয়ে চিরে দেয়া সুন্নাত। সাওরী, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইস্‌হাক (র)-এর এই অভিমত।

ইউসুফ ইব্‌নে ঈসা বলেন, ওয়াকীকে এই হাদীস বর্ণনাকালে আমি বলতে শুনেছি, এই বিষয়ে আহ্‌লুর রায়ের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। কারণ কুঁজ চিরা হলো সুন্নাত এবং আহ্‌লুর রায়ের কথা হলো বিদআত। আমি আবুস সাইবকে বলতে শুনেছি, আমি ওয়াকীর কাছে বসা ছিলাম। একজন আহ্‌লুর রায়কে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর পশুর কুঁজ চিরেছেন। আর আবু হানীফা বলেন যে, তা মুসলা বা অঙ্গ বিকৃতকরণ। ঐ ব্যক্তি বলল, ইব্‌রাহীম নাখঈ বলেছেন, এটা হলো মুসলা। আবুস সাইব বলেন, আমি দেখলাম ওয়াকী ভীষণভাবে ক্রোধান্বিত হলেন এবং বললেন, আমি বলছি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আর তুমি বলছ ইব্‌রাহীম বলছেন ! তোমাকে কারারুদ্ধ করা উচিত। যতক্ষণ না তুমি এই বক্তব্য প্রত্যাহার করছ ততক্ষণ তোমাকে কারামুক্ত করা অনুচিৎ।[২১]

---

২০. মক্কার হেরেম এলাকায় কোরবানীর জন্য পাঠানো পশুকে 'হাদয়ি' বলে-(অনু.)।

২১. ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর সহচরগণকে প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক আহ্‌লুর রায় বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে যে পদ্ধতিতে সামান্য জখম করা হত ইমাম আবু হানীফা (র) তার বিরোধী ছিলেন না। বরং পরবর্তী কালে কুঁজ চিরার নামে যে মারাত্মক জখম করা হত তাকে তিনি বিদআত মনে করতেন। তাঁর বক্তব্যের সঠিক মূল্যায়নে ব্যর্থতার দরুনই অন্যরা তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন-(অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮

٨٥٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَ اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرٰى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ .

৮৫০। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুদায়দ নামক স্থান থেকে তাঁর হাদী (কোরবানীর পশু) ক্রয় করেন।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গরীব। ইয়াহ্ইয়া ইবনুল ইয়ামানের সূত্রেই কেবল উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। নাফে (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইব্‌নে উমার (রা) কুদায়দ থেকে তা ক্রয় করেন। আবু ঈসা বলেন, এই বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯

মুকীমের জন্য কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরানো।

٨٥١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِّنَ الثِّيَابِ .

৮৫১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদ্‌য়ির (কোরবানীর পশুর) গলায় মালা পরানোর রশি পাঁকিয়ে দিয়েছি। এরপরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্‌রামও বাঁধেননি এবং সাধারণ পরিধেয়ও পরিবর্তন করেননি–(বু,মু,)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। একদল আলেম বলেন, হজ্জের ইচ্ছা করে কোন ব্যক্তি যদি কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরিয়ে দেয় এবং ইহ্‌রাম না বাঁধে তবে তার জন্য যে কোন পোশাক পরিধান ও সুগন্ধি ব্যবহার হারাম হবে না। অপর কতিপয় আলেম বলেন, কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরিয়ে দেয়ার কারণেই ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিনিষেধ তার প্রতিও প্রযোজ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০

কোরবানীর মেষ—বকরীর গলায় মালা পরানো।

٨٥٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا غَنَمًا ثُمَّ لاَ يُحْرِمُ .

৮৫২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরানোর রশি পাঁকিয়ে দিতাম। এই সবগুলোই ছিল মেষ-বকরী। এরপরও তিনি ইহ্রাম বাঁধেননি।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন এবং কোরবানীর মেষ-বকরী ইত্যাদির গলায় মালা পরানো বৈধ বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১

কোরবানীর পশু পথ চলতে অক্ষম হয়ে পড়লে যা করতে হবে।

٨٥٣. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ صَاحِبِ بُدْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ قَالَ انْحَرْهَا ثُمَّ اَغْمِسْ نَعْلَهَا فِيْ دَمِهَا ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَاْكُلُوْهَا .

৮৫৩। নাজিয়া আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার কোরবানীর পশু পথ চলতে অক্ষম হয়ে পড়লে এবং এর মৃত্যুর আশংকা দেখা দিলে আমি কি করব ? তিনি বলেনঃ এটিকে যবেহ্ কর, এর (গলায় বাঁধা) জুতা তার রক্তে ডুবিয়ে দাও, এরপর তা মানুষের জন্য রেখে দাও যেন তা তারা খেতে পারে-(বু,মু,দা,ই)।

এই অনুচ্ছেদে যুওয়ায়ব আবু কাবীসা আল-খুযাঈ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করার অভিমত দিয়েছেন। তারা বলেন, নফল কোরবানী হলে এবং পশুটি চলতে অক্ষম হয়ে গেলে (যবেহ্ করার পর) তার গোশত সে নিজে বা তার সঙ্গীরা খেতে পারবে না, বরং লোকদের জন্য তা ফেলে রাখবে যাতে তারা খেতে পারে। আর কোরবানী হিসাবে এটি তার জন্য যথেষ্ট হবে। ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকের এই অভিমত। তারা বলেন, মালিক যদি তা থেকে কিছু আহার করে থাকে তবে যতটুকু আহার করেছে সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অপর একদল আলেম বলেন, যদি সে নফল কোরবানীর পশু থেকে কিছু আহার করে তবে তার বিনিময়ে আরেকটি কোরবানী দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২

কোরবানীর উটে আরোহণ করা।

٨٥٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ ارْكَبْهَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ لَهُ فِى الثَّالِثَةِ اَوْ فِى الرَّابِعَةِ ارْكَبْهَا وَيْحَكَ اَوْ وَيْلَكَ .

৮৫৪। আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তার কোরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বলেনঃ তুমি এর পিঠে আরোহণ কর। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এটা তো কোরবানীর উট। তিনি তৃতীয় বা চতুর্থ বারে তাকে বলেনঃ আরে দুর্ভাগা! এতে আরোহণ কর–(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে আলী, আবু হুরায়রা ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও অপরাপর আলেম প্রয়োজনে কোরবানীর উটের উপর আরোহণ করার অনুমতি ব্যক্ত করেছেন। ইমাম [আবু হানীফা], শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকের এই অভিমত। কোন কোন আলেম বলেন, একান্ত বাধ্য না হলে কোরবানীর উটে আরোহণ করা উচিৎ নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩

মাথার কোন্ পাশ দিয়ে চুল মুড়ানো শুরু করবে।

٨٥٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ نَحَرَ نُسُكَهُ ثُمَّ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْاَيْمَنَ فَحَلَقَهُ فَاَعْطَاهُ اَبَا طَلْحَةَ ثُمَّ نَاوَلَهُ شِقَّهُ الْاَيْسَرَ فَحَلَقَهُ فَقَالَ اَقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ .

৮৫৫। আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর পশু কোরবানী করলেন, এরপর নাপিতের দিকে তাঁর মাথার ডান পার্শ্ব বাড়িয়ে দিলেন এবং সে তা মুণ্ডন করল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ চুলগুলো আবু তালহা (রা)–কে দিলেন। এরপর তিনি বাম পার্শ্ব বাড়িয়ে দিলে সে তা মুণ্ডন করল। তিনি (আবু তালহাকে) বলেনঃ এগুলো লোকজনের মধ্যে বন্টন করে দাও–(বু,মু)।

ইব্‌নে আবী উমার (র).....হিশাম (র) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪

চুল কেটে ফেলা অথবা ছেঁটে ফেলা।

٨٥٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ .

৮৫৬। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের একদল মাথা মুণ্ডন করলেন এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী চুল খাট করলেন। ইব্‌নে উমার (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাআলা মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর অনুগ্রহ করুন। এ কথাটি তিনি একবার কি দুইবার বললেন, অতঃপর বললেনঃ চুল ছোট করে কর্তনকারীদের উপরও-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে আব্বাস, ইব্‌নে উম্মুল হুসায়ন, মারিব, আবু সাঈদ, আবু মারয়াম, হুবশী ইব্‌নে জুনাদা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।এই হাদীস অনুসারে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ আমল করেন। পুরুষদের মাথা মুণ্ডন করা উত্তম বলে তারা মত ব্যক্ত করেছেন, তবে চুল ছোট করে ছাঁটলেও তা যথেষ্ট হবে। ইমাম সাওরী, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকের এই অভিমত (এবং ইমাম আবু হানীফারও)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫

মহিলাদের মাথা মুণ্ডন করা নিষিদ্ধ।

٨٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْجُرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَحْلِقَ الْمَرْاَةُ رَاْسَهَا .

৮৫৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে তাদের মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌নে বাশশার খিলাস থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এই সূত্রে আলী (রা)-র নাম উল্লেখ নাই। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটিতে গড়মিল রয়েছে।

وَرُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ تَحْلِقَ الْمَرْاَةُ رَاْسَهَا ٠

আইশা (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে তাদের মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।

বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে মহিলাদের মাথা মুণ্ডনের অনুমতি দেন না, তবে (ইহ্‌রামমুক্ত হওয়ার জন্য) কিছু চুল ছাঁটার অনুমতি দেন।[২২]

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬

কোরবানীর পূর্বে মাথা মুণ্ডন বা কঙ্কর মারার পূর্বে কোরবানী করে ফেললে।[২৩]

৮৫৮. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِىُّ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ فَقَالَ اِذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ وَسَاَلَهُ اٰخَرُ فَقَالَ نَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ اِرْمِ وَلاَ حَرَجَ ٠

৮৫৮। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, আমি যবেহ (কোরবানী) করার আগে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি। তিনি বলেনঃ যবেহ কর, এতে কোন দোষ নাই। অন্য একজন জিজ্ঞাসা করল, কঙ্কর মারার আগে আমি কোরবানী করেছি। তিনি বলেনঃ কঙ্কর মেরে নাও, এতে কোন দোষ নাই-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে আলী, জাবির, ইব্‌নে উমার ও উসামা ইব্‌নে শরীক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আম্‌র (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেমের মতও তাই। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক

---

২২. হজ্জ এবং উমরার সময় মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছেঁটে খাট করা পুরুষদের জন্য অপরিহার্য। উমরাকারীকে সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পর এবং হজ্জ পালনকারীকে কোরবানীর পর মিনায় এ কর্তব্য পালন করতে হয়। স্ত্রীলোকেরা মাথার চুল সামান্য খাট করবে। হজ্জ বা উমরা ছাড়া অন্য কোন সময়ে মহিলাদের মাথার চুল কাটা বা ছেঁটে ফেলা জায়েয নয়-(অনু.)।

২৩. হজ্জের ফরজগুলোর মধ্যে ক্রমধারা বজায় রাখা ফরজ। এর মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ করলে হজ্জ হবে না। ইহ্‌রাম বাঁধা, আরাফাতে অবস্থান ও তাওয়াফে ইযাফা-এগুলো হচ্ছে হজ্জের ফরজ। ওয়াজিব কাজ যথা কাঁকর নিক্ষেপ করা, কোরবানী করা, মাথা মুড়ানো ইত্যাদির মধ্যে ক্রমধারা রক্ষা করা ওয়াজিব। এই ক্রমধারা ভংগ করলে একটি মেষ বা ছাগল কোরবানী (দম) দিতে হবে-(অনু.)।

অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। কিছু সংখ্যক আলেম বলেন, হজ্জের অনুষ্ঠানসমূহের ক্রমিক ধারা ভংগ করলে দম (পশু কোরবানী) দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭

তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে ইহরামমুক্ত হওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার।

٨٥٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ يَعْنِى ابْنَ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ يُّحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ اَنْ يَّطُوْفَ بِالْبَيْتِ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ ‏.‏

৮৫৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে এবং কোরবানীর দিন বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফের পূর্বে কস্তুরী মিশ্রিত সুগন্ধি লাগিয়েছি।

এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে ইহ্রামধারী ব্যক্তি যখন কোরবানীর দিন জামরা আকাবায় কঙ্কর মারবে, কোরবানী করবে এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছেঁটে নিবে তখন থেকেই তার জন্য যা (ইহরামের কারণে) হারাম ছিল তা হালাল হয়ে যাবে, তবে স্ত্রীসহবাস হালাল হবে না। ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকের এই অভিমত (ইমাম আবু হানীফারও)। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, তার জন্য স্ত্রীসম্ভোগ ও সুগন্ধি ছাড়া আর সবকিছু হালাল হয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক সাহাবী ও অপরাপর আলেম এই মত গ্রহণ করেছেন। কূফাবাসী আলেমদেরও এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮

হজ্জে কখন থেকে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করা হবে।

٨٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَرْدَفَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ اِلٰى مِنًى فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّىْ حَتّٰى رَمَى الْجَمْرَةَ ‏.‏

৮৬০। ফাদল ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত আমাকে তাঁর বাহনের পিছনে

বসিয়ে এনেছেন। তিনি জামরা আকাবায় কঙ্কর মারা পর্যন্ত অনবরত তালবিয়া পাঠ করেন।

এই অনুচ্ছেদে আলী, ইব্‌নে মাসঊদ ও ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেমের মতে, জামরা আকাবায় কঙ্কর মারা সমাপ্ত না করা পর্যন্ত হজ্জ পালনকারী তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে না। ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকের এই অভিমত (ইমাম আবু হানীফারও এই মত)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯

উমরার ক্ষেত্রে তালবিয়া পাঠ কখন বন্ধ করতে হবে।

٨٦١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ اَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِى الْعُمْرَةِ اِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ .

৮৬১। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরার ক্ষেত্রে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা মাত্র তালবিয়া পাঠ বন্ধ করতেন–(দা)। এই অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্। অধিকাংশ আলেম এই হাদীস অনুসারে বলেন, উমরা পালনকারী হাজরে আসওয়াদে চুমা না দেওয়া পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে না। কোন কোন আলেম বলেন, মক্কার জনবসতির সীমায় পৌছেই তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিবে। (তিরমিযী বলেন) তবে উক্ত হাদীস অনুসারেই আমল করেত হবে। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকের এই অভিমত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০

রাতের বেলা তাওয়াফে যিয়ারত করা।

٨٦٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ اِلَى اللَّيْلِ .

৮৬২। ইব্‌নে আব্বাস ও আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত পর্যন্ত বিলম্ব করে তাওয়াফে যিয়ারত করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম রাত পর্যন্ত বিলম্ব করে তাওয়াফে যিয়ারত করার অনুমতি দিয়েছেন। আরেক দল আলেম কোরবানীর দিন তা করা মুস্তাহাব বলেছেন। অপর একদল আলেম মিনায় অবস্থানের শেষ দিন পর্যন্ত তা বিলম্ব করার অনুমতি ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১

আবতাহ নামক স্থানে অবতরণ করা।[২৪]

٨٦٣. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَنْزِلُوْنَ الْاَبْطَحَ .

৮৬৩। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা) আবতাহ নামক স্থানে অবতরণ করতেন-(মু)।

এই অনুচ্ছেদে আইশা, আবু রাফে ও ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে উমার (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গরীব। আবদুর রায্‌যাক-উবায়দুল্লাহ-ইব্‌নে উমার (রা) সূত্রেই কেবল এই হাদীসটি আমরা জানতে পেরেছি। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম আবতাহ-এ অবতরণ করা মুস্তাহাব বলেছেন, তবে ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, আবতাহে অবতরণ করা হজ্জের অনুষ্ঠানের কোন অঙ্গ নয়। এটি ছিল একটি মনযিল যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণ করেছিলেন।

٨٦٤. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيْبُ بِشَىْءٍ اِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৮৬৪। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাসসার নামক স্থানে অবতরণ কোন (জরুরী) বিষয় নয়। এতো একটি মনযিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে অবতরণ করেছিলেন-(বু,মু)।

---

২৪. 'আবতাহ' মক্কা ও মিনার মাঝে অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম। এটাকে বুতহা, খাইফে বনী কিনানা এবং মুহাসসারও বলা হয়। কুরাইশরা মুসলমানদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করলে সেই কঠিন দুঃসময়ের তিনটি বছর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সহচরবৃন্দ এই স্থানে অন্তরীণ জীবন অতিবাহিত করেন। বিপদ ও মুসীবতের সেই কঠিন মুহূর্তগুলোর স্মরণে মহানবী (সা) কখনও মক্কায় আসলে এখানে অবশ্যই হাযিরা দিতেন-(অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, "তাহসীব" অর্থ আবতাহে অবতরণ করা (দু'টি একই স্থান)। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২

٨٦٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَبْطَحَ لِاَنَّهُ كَانَ اَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ ·

৮৬৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবতাহে এজন্য অবতরণ করেন যে, সেখান থেকে (মদীনার উদ্দেশ্যে) বের হয়ে যাওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল–(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। ইব্‌নে আবী উমার–হিশাম ইব্‌নে উরওয়া (র) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩

শিশুদের হজ্জ।

٨٦٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَفَعَتْ اِمْرَاَةٌ صَبِيًّا لَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ ·

৮৬৬। জাবির ইব্‌নে আবদিল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার এক শিশু সন্তানকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উঁচিয়ে ধরে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর জন্য কি হজ্জ আছে ? তিনি বলেনঃ হাঁ, আর এর প্রতিদান তোমার।

এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসটি গরীব। উল্লেখিত হাদীসটি আরও কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি সূত্রে এটি মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণিত হয়েছে।

বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, নাবালেগ শিশু যদি হজ্জ করে তবে বালেগ হওয়ার পর (হজ্জ ফরয হলে) পুনরায় তাকে হজ্জ করতে হবে। শিশুকালের হজ্জ ফরয হজ্জের জন্য যথেষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে কোন দাস যদি হজ্জ করার পর আযাদ হয় তবে হজ্জের সামর্থ্য হলে পুনরায় তাকে হজ্জ করতে হবে। দাস অবস্থার

হজ্জ তার ফরয হজ্জের জন্য যথেষ্ট হবে না। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহারেক এই মত।

٨٦٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَجَّ بِىْ اَبِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَاَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ ٠

৮৬৭। সাইব ইব্‌নে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে আমার পিতা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করেছেন। আমি তখন সাত বছর বয়সের বালক ছিলাম-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٨٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ الْوَاسِطِىُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ نُمَيْرٍ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا اِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نُلَبِّىْ عَنِ النِّسَاءِ وَنَرْمِىْ عَنِ الصِّبْيَانِ ٠

৮৬৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যখন হজ্জ করতাম তখন মহিলাদের পক্ষ থেকে তালবিয়া পাঠ করতাম এবং বালকদের পক্ষ থেকে রমী (কঙ্কর নিক্ষেপ) করতাম।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গরীব। কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এটি সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি। এই বিষয়ে আলেমগণ একমত যে, মহিলারা নিজেদের তালবিয়া পাঠ করবে। তাদের পক্ষ থেকে অন্য কেউ তালবিয়া পাঠ করলে তা হবে না। তবে তাদের উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা মাকরূহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪

অতি বৃদ্ধ ও মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা।

٨٦٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَةً مِّنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ اَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللّٰهِ فِى الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّسْتَوِىَ عَلٰى ظَهْرِ الْبَعِيْرِ قَالَ حُجِّىْ عَنْهُ ٠

৮৬৯। ফাদল ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। খাসআম গোত্রের এক মহিলা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতার উপর আল্লাহ্ নির্দ্ধারিত হজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি অত্যধিক বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। উটের পিঠে বসে থাকার সামর্থ্যও তার নেই। তিনি বলেনঃ তার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ কর।

এই অনুচ্ছেদে আলী, বুরায়দা, হুসায়ন ইব্‌নে আওফ, আবু রাযীন আল–উকায়লী, সাওদা বিনতে যামআ ও ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে হুসায়ন ইব্‌নে আওফ আল–মুযানী (র) এই সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই বিষয়ে হাদীস বর্ণিত আছে। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে সিনান ইব্‌নে আবদিল্লাহ্ আল–জুহানী–তার ফুফুর সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই বিষয়ে হাদীস বর্ণিত আছে। আমি মুহাম্মাদ আল–বুখারীকে এই রিওয়ায়াতগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহীহ্ হল ইব্‌নে আব্বাস কর্তৃক ফাদল ইব্‌নে আব্বাস সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি। মুহাম্মাদ আল–বুখারী আরো বলেন, হয়ত ইবনে আব্বাস (রা) হাদীসটি ফাদল ইব্‌নে আব্বাস এবং অন্যদের সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, পরে তা মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং যার থেকে শুনেছেন তার নাম উল্লেখ করেননি। আবু ঈসা বলেন, এই বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক সহীহ্ হাদীস বর্ণিত আছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও অপরাপর আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইব্‌নুল মুবারক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক এই মত পোষণ করেন (ইমাম আবু হানীফার মতও তাই)। তারা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ জায়েয মনে করেন। ইমাম মালেক বলেন, যদি মৃত ব্যক্তি ওসিয়াত করে যায় তবে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা যাবে। একদল আলেমের মতে, জীবিত ব্যক্তি যদি বৃদ্ধ হয় এবং হজ্জ করার (দৈহিক) সামর্থ্য না থাকে তবে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা যাবে। ইব্‌নুল মুবারক ও শাফিঈর এই মত (আবু হানীফাও এই মত পোষণ করেন)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫

একই বিষয়।

٨٧٠. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيِّ اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْــرٌ لاَ يَسْــتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ ٠

৮৭০। আবু রযীন আল-উকায়লী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা খুবই বৃদ্ধ। হজ্জ, উমরা, এমনকি সফর করতেও তিনি সক্ষম নন। তিনি বলেনঃ তোমরা পিতার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ ও উমরা আদায় কর-(দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এই হাদীস থেকেই জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যজনের পক্ষ থেকে উমরা করার অনুমতি প্রদান করেছেন। আবু রযীন আল-উকায়লী (রা)-র নাম লাকীত, পিতা আমের।

٨٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَاَةٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَلَمْ تَحُــجَّ اَفَاَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّىْ عَنْهَا ٠

৮৭১। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আমার মা মারা গেছেন, কিন্তু তিনি হজ্জ করেননি। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করব ? তিনি বলেনঃ হাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ কর-(মু,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬

উমরা ওয়াজিব কি না।[২৫]

٨٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ اَوَاجِبَةٌ هِىَ قَالَ لاَ وَاَنْ تَعْتَمِرُوْا هُوَ اَفْضَلُ ٠

---

২৫. ইমাম মালেকের মতে উমরা করা ফরজ। কেননা কুরআনে হজ্জ ও উমরাকে একই পর্যায়ে একত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে উমরা করা সুন্নাত। তাঁর মতে উমরা শুরু করার পর তা পূর্ণ করাকেই কুরআনে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে-(অনু.)।

৮৭২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, উমরা করা কি ওয়াজিব ? তিনি বলেনঃ না, তবে তোমরা উমরা করলে তা উত্তম।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। কোন কোন আলেমের মতে উমরা ওয়াজিব নয়। এ কথাও বলা হত যে, হজ্জ হলো দু'টি। কোরবানীর দিন হলো বড় হজ্জ এবং উমরা হলো ছোট হজ্জ। ইমাম শাফিঈ বলেন, উমরা হলো সুন্নাত (প্রতিষ্ঠিত ইবাদত)। আমার জানামতে তা পরিত্যাগের কেউ অবকাশ দেননি। এটি নফল হওয়া সম্পর্কেও কোন প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটি নফল বলে যে হাদীস বর্ণিত আছে তা যঈফ, তা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা জ্ঞাত হয়েছি যে, ইব্‌নে আব্বাস (রা) উমরা করা ওয়াজিব মনে করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৭

একই বিষয়।

٨٧٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

৮৭৩। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ **কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের মধ্যে উমরাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।**

এই অনুচ্ছেদে সুরাকা ইব্‌নে মালিক ইব্‌নে জু'শুম ও জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। এই হাদীসের তাৎপর্য হল, হজ্জের মাসসমূহে উমরা করায় কোন দোষ নাই। ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন। এই হাদীসের তাৎপর্য হল, জাহিলী যুগের লোকেরা হজ্জের মাসসমূহে উমরা করত না। ইসলামের আবির্ভাবের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়ে অনুমতি দেন এবং বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের মধ্যে উমরাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ হজ্জের মাসসমূহে উমরা করায় কোন দোষ নাই। হজ্জের মাস হলঃ শাওয়াল, যুলকাদা ও যুলহিজ্জার প্রথম দশ দিন। হজ্জের মাসগুলি ছাড়া অন্য মাসে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা ঠিক নয়। আর হারাম মাসগুলো হলোঃ রজব, যুলকাদা, যুলহিজ্জা ও মুহাররাম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবী ও অপরাপর আলেমের অনুরূপ মত বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৮

উমরার ফযীলাত।

٨٧٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ .

৮৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক উমরা অপর উমরা পর্যন্ত সংঘটিত গুনাহসমূহের কাফ্ফারা স্বরূপ। কবূল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়-(বু,মু,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৯

তানঈম থেকে উমরা করা।[২৬]

٨٧٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ اَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيْمِ .

৮৭৫। আবদুর রহমান ইব্‌নে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আইশা (রা)-কে তানঈম থেকে (ইহ্‌রাম করে) উমরা করান-(বু,মু,আ,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯০

জিরানা থেকে উমরা করা।[২৭]

٨٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ اَبِىْ مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلاً مُعْتَمِرًا فَدَخَلَ

---

২৬. 'তানঈম' মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম।

২৭. জি'রানা-৩নং টীকা দ্রষ্টব্য।

مَكَّةَ لَيْلاً فَقَضٰى عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَنْ لَيْلَتِهِ فَاَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَائِتٍ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْغَدِ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ سَرِفَ حَتّٰى جَاءَ مَعَ الطَّرِيْقِ طَرِيْقِ جَمْعٍ بِبَطْنِ سَرِفَ فَمِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ خَفِيَتْ عُمْرَتُهُ عَلَى النَّاسِ ٠

৮৭৬। মুহার্‌রিশ আল–কাবী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিরানা থেকে রাতে (ইহ্‌রাম বেঁধে) উমরার উদ্দেশ্যে বের হন এবং রাতেই মক্কায় প্রবেশ করেন। তিনি উমরা পালন করে ঐ রাতেই ফিরে আসেন। জিরানাতেই তাঁর ভোর হয়। মনে হল তিনি যেন এখানেই রাত যাপন করেছেন। পরবর্তী দিন সূর্য ঢলে পড়লে তিনি বাতনে সারিফের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং মুযদালিফার পথে তথায় পৌছে যান। এই কারণে মানুষের কাছে তাঁর এই উমরার খবর অজ্ঞাত থেকে যায়-(না)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব। মুহার্‌রিশ আল–কাবী (রা)–র সূত্রে এই হাদীস ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর কোন হাদীস বর্ণিত আছে কি না তা আমাদের জানা নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯১

রজব মাসের উমরা।

٨٧٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ فِىْ اَىِّ شَهْرٍ اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِىْ رَجَبٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ وَهُوَ مَعَهُ تَعْنِى ابْنَ عُمَرَ وَمَا اعْتَمَرَ فِىْ شَهْرِ رَجَبٍ قَطُّ ٠

৮৭৭। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌নে উমার (রা)–কে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ মাসে উমরা করেছেন? তিনি বলেন, রজব মাসে। উরওয়া বলেন, তখন আইশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোন উমরা করেননি যাতে তিনি অর্থাৎ ইব্‌নে উমার (রা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো কখনও রজব মাসে উমরা করেননি।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গরীব। আমি মুহাম্মাদ আল–বুখারীকে বলতে শুনেছি, হাবীব ইব্‌নে আবী সাবিত কখনও উরওয়া ইব্‌নুয যুবায়ের (র) থেকে কিছু শুনেননি।

٨٧٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِعْتَمَرَ اَرْبَعًا اِحْدَاهُنَّ فِىْ رَجَبٍ ·

৮৭৮। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বমোট চারবার উমরা করেছেন, এর মধ্যে একটি করেছেন রজব মাসে।[২৮]

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯২

যুলকাদা মাসের উমরা।

٨٧٩. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِىُّ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ السَّلُوْلِىُّ الْكُوْفِىُّ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِعْتَمَرَ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ ·

৮৭৯। বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলকাদা মাসে উমরা করেছেন-(বু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৩

রমযান মাসের উমরা।

٨٨٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ اُمِّ مَعْقِلٍ عَنْ اُمِّ مَعْقِلٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرَةٌ فِىْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ·

৮৮০। উম্মু মাকিল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ রমযান মাসের উমরা হজ্জের সমতুল্য-(দা,না)।

---

২৮. বুখারী ও মুসলিমে আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছেঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) মোট চারটি উমরা করেছেন, এর প্রতিটিই যিলকাদ মাসে করেছেন। (১) হুদাইবিয়া থেকে যিলকাদ মাসে, (২) পরবর্তী বছর যিলকাদ মাসে, (৩) হুনাইনের যুদ্ধের পর গনীমত বণ্টনের সময় জি'রানা থেকে যিলকাদ মাসে এবং (৪) (দশম হিজরীতে) বিদায় হজ্জের সাথে।" সর্বশেষ উমরা যিলকাদ মাসের মধ্যে গণ্য করার কারণ এই যে, তিনি উক্ত মাসের ২৪ অথবা ২৫ তারিখে মদীনা থেকে মক্কায় রওনা হয়েছিলেন। আইশা (রা) ইবনে উমারের রজব মাসের বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, তিনি ভুল করে রজব মাসের কথা বলেছেন-(অনু.)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে আব্বাস, জাবির, আবু হুরায়রা, আনাস ও ওয়াহ্‌ব ইব্‌নে খানবাশ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উপরোক্ত হাদীসটি হাসান ও গরীব। আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যথার্থভাবে বর্ণিত আছে যে, রমযান মাসের উমরা হজ্জের সমতুল্য। ইসহাক বলেন, এ হাদীসের তাৎপর্য সূরা ইখলাস সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসটির তাৎপর্যের অনুরূপ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ সূরা তিলাওয়াত করল সে যেন কুরআন মজীদের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৪

হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর কোন ব্যক্তির শরীরের কোন অঙ্গ ভেঙ্গে গেলে বা সে খোঁড়া হয়ে গেলে।

٨٨١. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُسِرَ اَوْعُرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ اُخْرٰى فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالاَ صَدَقَ .

৮৮১। হাজ্জাজ ইব্‌নে আম্‌র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কারো দেহের কোন অঙ্গ ভেঙ্গে গেলে বা সে খোঁড়া হয়ে গেলে হালাল (ইহ্‌রামমুক্ত) হয়ে যাবে এবং তাকে আরেকবার হজ্জ করতে হবে। ইকরামা বলেন, আমি আবু হুরায়রা ও ইব্‌নে আব্বাস (রা)-কে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা উভয়ে বলেন, হাজ্জাজ সত্য বলেছেন-(দা)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। একাধিক রাবী হাজ্জাজ আস-সাওওয়াফ থেকেও এই হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। মামার ও মুআবিয়া ইব্‌নে সাল্লাম এই হাদীস ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে আবী কাসীর-ইকরামা-আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে রাফে-হাজ্জাজ ইব্‌নে আম্‌র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাজ্জাজ আস্-সাওওয়াফ তার সনদে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে রাফে-এর উল্লেখ করেননি। হাজ্জাজ হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে একজন (হাদীসের) হাফিজ ও বিশ্বস্ত রাবী। আমি মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে বলতে শুনেছি, এই হাদীসের ক্ষেত্রে মামার ও মুআবিয়া ইব্‌নে সাল্লামের রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ্। অপর একটি সূত্রেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৫

হজ্জের মধ্যে শর্ত আরোপ করা।

٨٨٢. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ اَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ اَفَاَشْتَرِطُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ كَيْفَ اَقُوْلُ قَالَ قُوْلِىْ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ مَحِلِّىْ مِنَ الْاَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِىْ .

৮৮২। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। দাবাআ বিনতুয যুবায়ের (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি হজ্জে যেতে ইচ্ছা করেছি। আমি কি কোন শর্ত আরোপ করতে পারি ? তিনি বলেনঃ হাঁ। দাবাআ বলেন, আমি কিভাবে বলব ? তিনি বলেনঃ তুমি বলবে, আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ আমি উপস্থিত। হে আল্লাহ ! তুমি যেখানে আমাকে বাধাগ্রস্ত করে দিবে সেখানেই আমি ইহ্‌রামমুক্ত হব–(মু,দা,না,মা)।

এই অনুচ্ছেদে জাবির, আসমা ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। একদল আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাদের মতে হজ্জের ক্ষেত্রে এইরূপ শর্তারোপ করা যায়। তারা বলেন, এইরূপ শর্ত করার পর যদি কোন ইহ্‌রামধারী বাঁধার সম্মুখীন হয় অথবা অপারগ হয়ে পড়ে তবে সে ইহরামমুক্ত হয়ে যেতে পারবে। ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক এই মত ব্যক্ত করেছেন। আরেক দল আলেমের মতে হজ্জের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা ঠিক নয়। তারা বলেন, কেউ শর্ত আরোপ করলেও ইহ্‌রামমুক্ত হতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে তাকে কোন শর্তারোপ না করা ব্যক্তির অনুরূপ গণ্য করা হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৬

একই বিষয়।

٨٨٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنِىْ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الْاِشْتِرَاطَ فِى الْحَجِّ وَيَقُوْلُ اَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ .

৮৮৩। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হজ্জে কোনরূপ শর্তারোপ করা প্রত্যাখ্যান করতেন এবং বলতেন, তোমাদের নবীর সুন্নাত কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়-(বু)?

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৭

তাওয়াফে যিয়ারত শেষে কোন মহিলার মাসিক ঋতু হলে।

٨٨٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ ذَكَرْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ فِىْ اَيَّامِ مِنًى فَقَالَ اَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوْا اِنَّهَا قَدْ اَفَاضَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ اِذًا ٠

৮৮৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করা হলো যে, সাফিয়্যা বিন্‌তে হুওয়াই (রা) মিনায় অবস্থানের দিনগুলিতে হায়েযগ্রস্তা হয়ে পড়েছেন। তিনি বলেনঃ সে আমাদের প্রতিবন্ধক হবে নাকি ? লোকেরা বলল, তিনি তাওয়াফে যিয়ারত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তা হলে কোন অসুবিধা নেই-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে উমার ও ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে মত ব্যক্ত করেছেন। কোন মহিলা তাওয়াফে যিয়ারত সমাধা করার পর হায়েযগ্রস্তা হলে সে (মিনা থেকে) চলে আসতে পারে। এতে তার উপর অন্য কিছু বর্তাবে না। সাওরী, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র)-এর এই অভিমত (আবু হানীফার মতও তাই)।

٨٨٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ اٰخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ اِلاَّ الْحُيَّضَ وَرَخَّصَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٠

৮৮৫। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করে তার শেষ কাজ যেন বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ হয়। তবে ঋতুবতী মহিলা এর

ব্যতিক্রম। কারণ তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (চলে আসার) অনুমতি দিয়েছেন-(না,হা)।[২৯]

আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে উমার (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৮

ঋতুবতী মহিলা হজ্জের কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান করবে ?

٨٨٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حِضْتُ فَاَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا اِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ .

৮৮৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হায়েযগ্রস্তা হয়ে পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের বাকী সব অনুষ্ঠান পালন করে যেতে নির্দেশ দিলেন।

আবু ঈসা বলেন, আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাদের মতে ঋতুবতী মহিলা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অবশিষ্ট সব অনুষ্ঠান পালন করবে। আইশা (রা) থেকে এই হাদীসটি আরও কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত আছে।

٨٨٧. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ الْجَزَرِيُّ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَ الْحَدِيْثَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَنْ لاَ تَطُوْفَ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرَ .

৮৮৭। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এই হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মরফূরূপে বর্ণনা করেছেন। হায়েযগ্রস্তা ও নিফাসগ্রস্তা মহিলারা

---

২৯. হজ্জের সময় কাবা ঘর তিন পর্যায়ে তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করতে হয়। প্রথমবার মক্কায় পৌছেই; এটাকে তাওয়াফে কুদূম বলে এবং এটা সুন্নাত। দ্বিতীয়বার দশ তারিখে মিনা থেকে ফিরে এসে; এটাকে তাওয়াফে যিয়ারত বা তাওয়াফে ইযাফা বলে এবং এটা ফরজ। তৃতীয়বার মক্কা থেকে বিদায়কালে; এটাকে তাওয়াফে সদর বা তাওয়াফে বিদা (বিদায়ী তাওয়াফ) বলে এবং এটা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (সা) ঋতুবতী মহিলাদের এই শেষোক্ত তাওয়াফ ত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছেন-(অনু.)।

গোসল করে ইহ্রাম বাঁধবে এবং হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করবে, কিন্তু পাক না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে না-(দা)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৯

হজ্জ বা উমরা পালনকারীর শেষ আমল যেন বায়তুল্লায় সংশ্লিষ্ট হয়।

৮৮৮. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ اٰخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ خَرَرْتَ مِنْ يَدَيْكَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تُخْبِرْنَا بِهِ .

৮৮৮। হারিস ইব্নে আবদুল্লাহ্ ইব্নে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ্জ বা উমরা করবে তার শেষ কাজ যেন বায়তুল্লায় সংশ্লিষ্ট হয়। উমার (রা) তখন তাকে (হারিস ইব্নে আবদুল্লাহ্কে) বলেন, তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তুমি এই বিষয়টি শুনেছ অথচ আজো আমাদেরকে তা অবহিত করনি-(দা,না)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্নে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গরীব। হাজ্জাজ ইব্নে আরতাত থেকেও একাধিক রাবী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই সনদের কোন কোন অংশে হাজ্জাজের বিপরীত বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০০

কিরান হজ্জকারী হজ্জ ও উমরার জন্য এক তাওয়াফই করবে।

৮৮৯. حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَّاحِدًا .

৮৮৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও উমরা একসাথে আদায় করেছেন (কিরান হজ্জ করেছেন) এবং উভয়টি একই তাওয়াফে সম্পাদন করেছেন-(মু,দা,না,ই)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্নে উমার ও ইব্নে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেন, কিরান হজ্জ পালনকারী একটি তাওয়াফই করবে। ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র)-এর এই অভিমত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম বলেন, কিরান হজ্জ পালনকারী দুটি তাওয়াফ ও দুটি সাঈ করবে (একটি হজ্জের জন্য ও একটি উমরার জন্য)। ইমাম (আবু হানীফা), সাওরী ও কূফাবাসী আলেমদের এই অভিমত।

٨٩٠. حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ اَسْلَمَ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اَجْزَاَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْىٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا .

৮৯০। ইব্নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরার একত্রে ইহ্রাম বাঁধবে তার জন্য এই দুইটির ক্ষেত্রে এক তাওয়াফ ও এক সাঈ যথেষ্ট হবে এবং সে উভয়টি থেকে একই সঙ্গে ইহরামমুক্ত হয়ে যাবে-(আ,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গরীব। উবায়দুল্লাহ্ ইব্নে উমার (র) থেকে একাধিক রাবী এটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা এটিকে মরফূরূপে বর্ণনা করেননি এবং এটাই অধিকতর সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০১

মিনা থেকে ফেরার পর মুহাজিরগণ মক্কায় তিন দিন অবস্থান করবেন।

٨٩١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ يَعْنِىْ مَرْفُوْعًا قَالَ يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ بِمَكَّةَ ثَلاَثًا .

৮৯১। আলা ইবনুল হাদরামী (রা) থেকে মরফূরূপে বর্ণিত। হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালনের পর মুহাজিরগণ মক্কায় তিন দিন অবস্থান করতে পারেন-(বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।এই সনদে অন্যভাবেও এটি মরফূরূপে বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০২

হজ্জ ও উমরাশেষে ফেরার সময় যা বলবে।

٨٩٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ اَوْ حَجٍّ اَوْعُمْرَةٍ فَعَلاَ فَدْفَدًا مِنَ الْاَرْضِ اَوْ شَرَفًا كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَائِحُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ .

৮৯২। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ, হজ্জ বা উমরা করার পর প্রত্যাবর্তন কালে যখনই কোন টিলা বা উঁচু স্থানে উঠতেন তখন তিনবার "আল্লাহু আক্‌বার" বলতেন, অতঃপর পাঠ করতেন ঃ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁর,সকল প্রশংসা তাঁর জন্য, তিনি সব বিষয়ের উপর শক্তিশালী। আমরা তাঁর কাছেই প্রত্যা-বর্তনকারী, তওবাকারী, তাঁরই ইবাদতকারী, তাঁর পথে ভ্রমণকারী, আমরা আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী। আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সম্মিলিত বাহিনীকে একাই পরাস্ত করেছেন"-(বু,মু,দা,না,ই)।

এই অনুচ্ছেদে বারাআ , আনাস ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে উমার (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৩

ইহ্‌রামরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে।

٨٩٣. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَرَاٰى رَجُلاً قَدْ سَقَطَ مِنْ بَعِيْرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَانَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهِلُّ اَوْ يُلَبِّيْ.

৮৯৩। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি দেখলেন এক ব্যক্তি স্বীয় উটের পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙ্গে মারা গেছে। সে ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তাকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও এবং তার (ইহ্‌রামের) দুই কাপড়েই তাকে কাফন পরাও, কিন্তু তার মাথা ঢেকে দিও না। তাকে কিয়ামতের দিন অবশ্যই তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক এই কথা বলেছেন। কিছু সংখ্যক আলেম (হানাফীগণ) বলেন, ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি মারা গেলে তার ইহ্‌রাম শেষ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় যার ইহ্‌রাম নেই তার ক্ষেত্রে যেই বিধান এই ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তদ্রূপ বিধান প্রযোজ্য হবে।

অনুচ্ছেদঃ ১০৪

ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির চক্ষু উঠলে তাতে ঘৃতকুমারীর রস দেয়া।

٨٩٤. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْمَرٍ اشْتَكٰى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَسَالَ اَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ فَقَالَ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ.

৮৯৪। নুবায়হ ইব্‌নে ওয়াহ্‌ব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইব্‌নে উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌নে মামার-এর চক্ষুরোগ হয়। তিনি ইহ্‌রামধারী ছিলেন। এই বিষয়ে তিনি আবান ইব্‌নে উসমানকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, চোখে ঘৃতকুমারীর রস দাও। কারণ আমি উসমান ইব্‌নে আফ্‌ফান (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ চোখে ঘৃতকুমারীর রস দাও-(মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেন, ঔষধে সুগন্ধি না থাকলে ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির তা ব্যবহারে কোন নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৫
ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডন করলে কী করতে হবে?

٨٩٥. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ وَحُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ وَعَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِه وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوْقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلٰى وَجْهِه فَقَالَ اَتُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ هٰذِه فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ احْلِقْ وَاَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ وَالْفَرَقُ ثَلاَثَةُ اٰصُعٍ اَوْصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوِ انْسُكْ نَسِيْكَةً قَالَ ابْنُ اَبِيْ نَجِيْحٍ اَوِ اذْبَحْ شَاةً .

৮৯৫। কাব ইব্‌নে উজ্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইহ্‌রাম অবস্থায় হুদায়বিয়ায় অবস্থানকালে এবং মক্কায় প্রবেশের পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় তিনি হাঁড়ির নীচে (চুলায়) আগুন জ্বালাচ্ছিলেন, আর তার চেহারায় উকুন গড়িয়ে পড়ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ তোমার এই পোকাগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে ? তিনি বলেন, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তাহলে মাথা মুণ্ডন কর এবং ছয়জন মিসকীনকে এক "ফারাক" খাদ্যদ্রব্য দান কর (তিন সা'-তে এক ফারাক) অথবা তিন দিন রোযা রাখ অথবা একটি পশু কোরবানী কর। ইব্‌নে আবী নাজীহ-এর বর্ণনায় আছেঃ অথবা একটি বকরী যবেহ্ কর-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। মুহ্‌রিম ব্যক্তি যদি মাথা মুণ্ডন করে বা ইহ্‌রামে যে ধরনের পোশাক পরিধান করা উচিত নয় সেই ধরনের পোশাক যদি কেউ পরে বা সুগন্ধি ব্যবহার করে তবে এই হাদীসে বর্ণিত নিয়মে তার উপর কাফ্‌ফারা প্রদান বাধ্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৬
রাখালদের জন্য একদিন কংকর নিক্ষেপ করে অপর দিনে তা পরিত্যাগের অবকাশ আছে।

٨٩٦. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ

عَدِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِلرُّعَاءِ أَنْ يَّرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوْا يَوْمًا ·

৮৯৬। আবুল বাদ্দাহ ইবনে আসিম ইবনে আদী (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাখালদের একদিন (জামরাতুল আকাবায়) কংকর নিক্ষেপ করতে এবং আরেক দিন তা বাদ দিতে অনুমতি দিয়েছেন-(মা)।

আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে উয়ায়না এইরূপই বর্ণনা করেছেন। আর মালেক ইব্‌নে আনাস (র) এটিকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আবী বাক্‌র-আসিম ইব্‌নে আদী (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মালেক (র)-এর এই বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ্। এই হাদীসের ভিত্তিতে একদল আলেম রাখালদের জন্য একদিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করার এবং অন্যদিন তা বাদ দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ (র)-এর এই মত।

٨٩٧. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرُعَاءِ الْإِبِلِ فِيْ الْبَيْتُوْتَةِ أَنْ يَرْمُوْا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَجْمَعُوْا رَمْىَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُوْنَهُ فِيْ أَحَدِهِمَا قَالَ مَالِكٌ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا ثُمَّ يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّفْرِ ·

৮৯৭। আসিম ইব্‌নে আদী (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের রাখালদের (মিনায়) রাত যাপন না করার এবং কোরবানীর দিন কংকর নিক্ষেপ করে পরবর্তী দুই দিনের কংকর কোন একদিন একত্রে নিক্ষেপ করার অনুমতি দিয়েছেন। মালেক বলেন, আমার মনে হয় আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আবী বাক্‌র তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, দুই দিনের কংকর প্রথম দিন একত্রে এবং মিনা থেকে যাত্রার শেষ দিন কংকর নিক্ষেপ করবে-(বু,মু,দা,না,ই,মা)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। ইব্‌নে উয়ায়না-আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আবী বাক্‌র সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অপেক্ষা এই হাদীস অধিকতর সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৭

٨٩٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ عَلَى

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَ اَهْلَلْتَ قَالَ اَهْلَلْتُ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلاَ اَنَّ مَعِىَ هَدْيًا لاَحْلَلْتُ ·

৮৯৮। আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলে তিনি তাকে বলেনঃ তুমি কিসের ইহ্‌রাম বেঁধেছ? আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নিয়াতে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন আমিও সেই ইহ্‌রাম বেঁধেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার সঙ্গে হাদী (কোরবানীর পশু) না থাকলে আমি (উমরা করে) হালাল (ইহ্‌রামমুক্ত) হয়ে যেতাম।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি উপরোক্ত সনদে হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৮

হজ্জের বড় (মহিমান্বিত) দিন সম্পর্কে।

৮৯৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ فَقَالَ يَوْمُ النَّحْرِ ·

৮৯৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ্জের বড় (মহান) দিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেনঃ তা হল কোরবানীর দিন।

৯০০. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ ·

৯০০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের বড় দিন হলো কোরবানীর দিন।[৩০]

---

৩০. 'হজ্জের বড় দিন' মূলে আছে 'ইয়াওমাল হাজ্জিল আকবার'। সূরা তাওবার তৃতীয় আয়াতেও এই বাক্যাংশ উল্লেখ আছে। সাধারণ্যে একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে, শুক্রবার হজ্জ হলে তাকে বড় হজ্জ বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামে বড় হজ্জ, ছোট হজ্জ বলতে কিছু নেই। ১০ যিলহজ্জকে হজ্জের বড় দিন বা হজ্জের মহান দিন বলা হয়, তা যে দিনই হোক না কেন। মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র) এই বাক্যাংশটুকুর অর্থ করেছেন 'মহান হজ্জের দিন', আর মাওলানা মওদূদী (র) অর্থ করেছেন 'হজ্জের মহান দিন'। তাদের উভয়ের অর্থের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই। জাহিলী যুগে আরবরা উমরাকে ছোট হজ্জ এবং হজ্জকে বড় হজ্জ বলত-(অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, আলী (রা) এটি মরফূরূপে বর্ণনা করেননি। এই হাদীসটি প্রথমোক্ত হাদীস অপেক্ষা অধিকতর সহীহ্। ইব্‌নে উয়ায়নার মওকূফরূপে বর্ণিত হাদীসটি মুহাম্মাদ ইব্‌নে ইসহাকের মরফূরূপে বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিকতর সহীহ্। আবু ঈসা বলেন, হাদীসের একাধিক হাফেজ রাবী এই হাদীসটিকে আবু ইসহাক-হারিস-আলী (রা) সূত্রে মওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৯

দুই রুকন (হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী) স্পর্শ করা।

٩٠١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ فَقُلْتُ يَااَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَارَاَيْتُ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ فَقَالَ اِنْ اَفْعَلْ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِّلْخَطَايَا وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ سُبُوْعًا فَاَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لاَيَضَعُ قَدَمًا وَلاَ يَرْفَعُ اُخْرٰى اِلاَّ حَطَّ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً .

৯০১। উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। ইব্‌নে উমার (রা) ভীড় ঠেলে হলেও হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামনীর কাছে যেতেন (তা স্পর্শ করার জন্য)। আমি বললাম, হে আবু আবদির রহমান ! আপনি এই দুই রুকনে ভীড় ঠেলে হলেও গিয়ে পৌছেন, কিন্তু আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য কোন সাহাবীকে তো ভীড় ঠেলে সেখানে যেতে দেখিনি। তিনি বলেন, আমি এরূপ কেন করব না ? আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ এই দুইটি রুকন স্পর্শ করলে গুনাহসমূহের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছিঃ কেউ যদি যথাযথভাবে বায়তুল্লাহ্ সাতবার তাওয়াফ করে তবে তার একটি ক্রীতদাস আযাদ করার সমান সওয়াব হয়। আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছিঃ তাওয়াফ করতে গিয়ে কোন ব্যক্তি যখনই এক পা রাখে এবং অপর পা তোলে তখন আল্লাহ তার একটি করে গুনাহ মাফ করে দেন এবং একটি করে নেকী লিখে দেন।

আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে উমার (রা) থেকে অপর এক সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু সেই সনদে উমায়র-এর উল্লেখ নাই। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১০
তাওয়াফকালে কথাবার্তা বলা।

٩٠٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ اِلاَّ اَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ اِلاَّ بِخَيْرٍ ·

৯০২। ইব্নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ বায়তুল্লাহ্র চারদিকে তাওয়াফ করা নামায পড়ার মতই। তবে তোমরা এতে (তাওয়াফকালে) কথা বলতে পার। সুতরাং যে ব্যক্তি তাওয়াফকালে কথা বলে সে যেন ভাল কথা বলে-(হা,কু)।

আবু ঈসা বলেন, ইব্নে তাউস প্রমুখ থেকে ইব্নে আব্বাস (রা)-র সূত্রে এই হাদীসটি মওকূফরূপেও বর্ণিত আছে। আতা ইব্নুস সাইব ছাড়া আর কোন সূত্রে এটি মরফূরূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। অধিকাংশ আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করার কথা বলেছেন। তারা বলেন, বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় কথা, আল্লাহ্র যিকির ও এলেম সম্পর্কিত আলোচনা ছাড়া তাওয়াফের সময় অন্য কোন কথা না বলা মুস্তাহাব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১১
হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে।

٩٠٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَجَرِ وَاللّٰهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلٰى مَنْ اِسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ ·

৯০৩। ইব্নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্র শপথ! কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এই পাথরকে এমন অবস্থায় উঠাবেন যে, এর দু'টি চোখ থাকবে যদ্বারা সে দেখবে এবং একটি মুখ থাকবে যদ্বারা সে কথা বলবে। সত্য হৃদয়ে যে ব্যক্তি একে স্পর্শ করবে তার সম্পর্কে সে আল্লাহ্র কাছে সাক্ষ্য দিবে-(ই,দার)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান।

٩٠٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ .

৯০৪। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্‌রাম অবস্থায় সুগন্ধিহীন তেল ব্যবহার করতেন-(আ,ই)।

আবু ঈসা বলেন, 'মুকাত্তাত' অর্থ সুগন্ধযুক্ত। এই হাদীসটি গরীব। ফারকাদ আস-সাবাখী-সাঈদ ইব্‌নে জুবায়ের-এর সূত্রেই কেবল আমরা এই হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে সাঈদ (র) ফারকাদ আস-সাবাখীর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তার বরাতে লোকেরা হাদীস বর্ণনা করেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১২

٩٠٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُهُ .

৯০৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সঙ্গে করে যমযমের পানি নিয়ে আসতেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বহন করে আনতেন -(বা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এই হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৩

٩٠٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيْرِ الْوَاسِطِىُّ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ قُلْتُ لاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدِّثْنِىْ بِشَىْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قَالَ قُلْتُ فَاَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْاَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ اِفْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ اُمَرَاؤُكَ .

৯০৬। আবদুল আযীয ইব্‌নে রুফাই (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াওমুত্-তারবিয়ায় (৮ই যিলহজ্জ) যোহ্‌রের নামায কোথায় পড়েছেন ? এই সম্পর্কে আপনি যা জানেন তা আমাকে বলুন। তিনি বলেন, মিনায়। আমি বললাম, ইয়াওমুন নাফর (১৩ই যিলহজ্জ) তিনি আসরের নামায কোথায় পড়েছেন ? তিনি বলেন, আবতাহ্ (বাতহা) নামক স্থানে। এরপর তিনি বলেন, তোমার আমীরগণ যা করবে তুমিও সেইভাবে কর (তারা যেখানে নামায পড়ে তুমিও সেখানে পড়)-(বু,মু)।[৩১]

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। কিন্তু সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে ইস্‌হাক ইবনে ইউসুফ আল-আযরাকের বর্ণনাটি গরীব।

৩১. ঐ দুই দিন উক্ত দুই ওয়াক্তের নামায উপরোক্ত দুই স্থানে (মিনা ও আবতাহ) পড়া হজ্জের অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত নয়-(অনু.)।

দশম অধ্যায়
أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(জানাযা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

রোগভোগের সওয়াব।

٩٠٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ.

৯০৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুমিন ব্যক্তির দেহে যদি কাঁটা বিদ্ধ হয় বা এর চেয়ে অধিক কিছুতে সে আক্রান্ত হয় তবে আল্লাহ্ তাকে এর বিনিময়ে তার মর্যাদা এক ধাপ বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি গুনাহ্ মাফ করে দেন– (বু, মু)।

এই অনুচ্ছেদে সাদ ইব্‌নে আবী ওয়াক্কাস, আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ, আবু হুরায়রা, আবু উমামা, আবু সাঈদ, আনাস, আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আমর, আসাদ ইব্‌নে কুরয, জাবির, আবদুর রহমান ইব্‌নে আযহার ও আবু মূসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٩٠٨. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا حَزَنٍ وَلَا وَصَبٍ حَتَّى الْهَمَّ يَهُمُّهُ إِلَّا يُكَفِّرُ اللّٰهُ بِهِ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ.

৯০৮। আবু সাঈদ আল–খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুমিন ব্যক্তির উপর যে দুঃখ–কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও রোগ, এমনকি মামুলি যে কোন চিন্তাই আসুক না কেন, আল্লাহ্ তাআলা এর বিনিময়ে তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন–(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। ওয়াকী বলেছেন, দুশ্চিন্তাও যে গুনাহর কাফ্ফারা হয় তা এই হাদীসটি ছাড়া আর কোন রিওয়ায়াতে তিনি শুনেননি। কেউ কেউ এই হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া।

৯০৯. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِيْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ .

৯০৯। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি তার কোন (রুগ্ন) মুসলিম ভাইকে দেখতে গেলে সে (যতক্ষণ সেখানে থাকে ততক্ষণ) যেন জান্নাতের খেজুর আহরণ করতে থাকে-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে আলী, আবু মূসা, বারাআ, আবু হুরায়রা, আনাস ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, সাওবান (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। আবু গিফার ও আসিম আল-আহ্ওয়াল (র) এই হাদীস আবু কিলাবা-আবুল আশআস-আবু আসমা-সাওবান সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি, এই হাদীস যারা আবুল আশআস-আবু আসমা সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাদের সনদসূত্র অধিকতর সহীহ্। আমি এই হাদীসটি আবুল আশআসের মাধ্যমে আবু আসমা থেকে লাভ করেছি।

৯১০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيْرِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ عَنْ اَبِيْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْهِ قِيْلَ مَاخُرْفَةُ الْجَنَّةِ قَالَ جَنَاهَا .

৯১০। সাওবান (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এই বর্ণনায় আরো আছেঃ জিজ্ঞাসা করা হল, **'খুরফাতুল জান্নাত' কি ? তিনি বলেনঃ তা হল জান্নাতের কুড়ানো ফল।**

আহ্মাদ ইব্নে আবদা আদ-দাব্বী (র)....সাওবান (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এই সনদে

আবুল-আশআসের উল্লেখ নাই। কেউ কেউ এই হাদীসকে হান্নাদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা মরফূরূপে বর্ণনা করেননি।

٩١١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ ثُوَيْرٍ هُوَابْنُ اَبِيْ فَاخِتَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِيْ قَالَ انْطَلِقْ بِنَا اِلَى الْحَسَنِ نَعُوْدُهُ فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ اَبَا مُوْسٰى فَقَالَ عَلِيٌّ اَعَائِدًا جِئْتَ يَا اَبَا مُوْسٰى اَمْ زَائِرًا فَقَالَ لاَ بَلْ عَائِدًا فَقَالَ عَلِيٌّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُمُسْلِمًا غُدْوَةً اِلاَّ صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِيَ وَاِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً اِلاَّ صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ .

৯১১। সুওয়াইর (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) আমার হাত ধরে বললেন, আমার সঙ্গে চল, অসুস্থ হুসাইনকে দেখে আসি। আমরা গিয়ে তার কাছে আবু মূসা (রা)-কে উপস্থিত পেলাম। আলী (রা) বললেন, হে আবু মূসা ! আপনি রোগী দেখতে এসেছন না এমনি বেড়াতে এসেছেন ? তিনি বললেন , না, রোগী দেখতে এসেছি। আলী (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ কোন মুসলিম অপর কোন মুসলিম রোগীকে সকাল বেলা দেখতে গেলে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দোয়া করতে থাকে। যদি সে সন্ধ্যা বেলা তাকে দেখতে যায় তবে তার জন্য ভোর পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা দোয়া করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান তৈরি হয়-(দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গরীব ও হাসান। আলী (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। কেউ কেউ এটিকে মরফূ না করে মওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। রাবী আবু ফাখিতার নাম সাঈদ, পিতার নাম ইলাকা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

মৃত্যু কামনা করা নিষেধ।

٩١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوٰى فِيْ بَطْنِهٖ فَقَالَ مَا اَعْلَمُ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ مِنَ

الْبَلاَءِ مَالَقِيْتُ لَقَدْ كُنْتُ وَمَا اَجِدُ دِرْهَمًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ نَاحِيَةٍ مِنْ بَيْتِىْ اَرْبَعُوْنَ اَلْفًا وَلَوْلاَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اَوْ نَهٰى اَنْ نَتَمَنَّى الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُ ·

৯১২। হারিসা ইব্‌নে মুদার্‌রিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি খাব্‌বাব (রা)-র নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি তার পেটে (গরম কিছু দিয়ে) সেক দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, জানি না, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবী এত বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন কি না যত বিপদের সম্মুখীন আমি হয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমার একটি দিরহামও ছিল না (কর্পদকহীন ছিলাম)। আর এখন আমার ঘরের কোণে চল্লিশ হাজার দিরহাম পড়ে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি মৃত্যু কামনা করতে আমাদেরকে নিষেধ না করতেন তবে আমি অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতাম-(আ)।

এই অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আনাস ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, খাব্‌বাব (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٩١٣. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لاَيَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ وَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَاكَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ ·

৯১৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন দুঃখ-কষ্ট আপতিত হওয়ার কারণে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। বরং সে যেন বলে, হে আল্লাহ্ ! জীবিত থাকা আমার জন্য যতক্ষণ কল্যাণকর হয় ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখ এবং মৃত্যু যখন আমার জন্য কল্যাণকর হয় তখন আমকে মৃত্যু দান কর-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে রোগীর জন্য (আল্লাহ্‌র) আশ্রয় প্রার্থনা করা ।

٩١٤. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الْبَصْرِىُّ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِبْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ جِبْرِيْلَ

اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ حَاسِدٍ بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ ٠

৯১৪। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। জিবরীল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ ! আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন ? তিনি বলেন, হাঁ। জিবরীল তখন পাঠ করলেন ঃ

"আল্লাহ্‌র নামে আমি আপনাকে ঝাড়ছি এমন সব কিছু থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং সকল অনিষ্টকর প্রাণী ও সকল হিংসুটে দৃষ্টি থেকে। আমি আল্লাহ্‌র নামে আপনাকে ঝাড়ছি, আল্লাহ্ আপনাকে আরোগ্য দান করুন"-(মু,না,ই)।

٩١٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَثَابِتٌ عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ ثَابِتٌ يَا اَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ فَقَالَ اَنَسٌ اَفَلاَ اَرْقِيْكَ بِرُقْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلٰى قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاْسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَشَافِىَ اِلاَّ اَنْتَ شِفَاءً لاَيُغَادِرُ سَقَمًا ٠

৯১৫। আবদুল আযীয ইব্‌নে সুহাইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও সাবিত আল-বুনানী আনাস (রা)-র কাছে গেলাম। সাবিত বললেন, হে আবু হামযা! আমি অসুস্থবোধ করছি। আনাস (রা) বলেন, আমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাড়ফুঁকের দোয়া পড়ে তোমাকে ঝাড়ব না ? তিনি বলেন, হাঁ। আনাস (রা) বলেন ঃ " হে আল্লাহ্,মানবজাতির প্রভু! কষ্ট-ক্লেশ বিতাড়নকারী, আপনি রোগমুক্তি দিন, আপনিই তো নিরাময়কারী, আপনি ছাড়া কোন নিরাময় দানকারী নাই। আপনি এমন নিরাময় দান করুন যেন আর কোন রোগ থাকতে না পারে"।

এই অনুচ্ছেদে আনাস ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আবু সাঈদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। তিনি বলেন, আমি আবু যুরআকে জিজ্ঞাসা করলামঃ আবদুল আযীয-আবু নাদরা-আবু সাঈদ (রা) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি অধিক সহীহ্ না আবদুল আযীয-আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি ? তিনি বলেন, উভয় হাদীসই সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

ওসিয়াত করার জন্য উৎসাহ প্রদান।

٩١٦. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاحَقُّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوْصِيْ فِيْهِ اِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ .

৯১৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন মুসলমানের নিকট ওসিয়াত করার মত সম্পদ থাকলে সে যেন নিজের কাছে ও সিয়াতনামা লিখে না রেখে দুই রাতও অতিবাহিত না করে-(বু,মু)।[১]

এই অনুচ্ছেদে ইবনে আবী আওফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইবনে উমার (রা)-র হাদীস হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ সম্পদে ওসিয়াত করা।

٩١٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَادَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا مَرِيْضٌ فَقَالَ اَوْصَيْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكَمْ قُلْتُ بِمَالِيْ كُلِّهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ قُلْتُ هُمْ اَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ قَالَ اَوْصِ بِالْعُشْرِ فَمَازِلْتُ اُنَاقِصُهُ حَتّٰى قَالَ اَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ (كَبِيْرٌ) قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ اَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ (كَبِيْرٌ) .

---

১. এ হাদীস এবং সূরা বাকারার ১৮০ নং আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম যুহ্রী, আবু মিযলায ও দাউদ যাহিরী প্রমুখ মনীষীগণ ওসিয়াত করা ফরয মনে করেন। ইমাম আবু হানীফা ও অন্যান্য ইমামগণ ওসিয়াত করা মুস্তাহাব বলেন। যারা উত্তরাধিকার সূত্রে মীরাস পাবে তাদের জন্য সর্বসম্মতভাবে ওসিয়াত করা নিষিদ্ধ (কুরতুবী)। জমহুর উলামার মতে, মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশী ওসিয়াত করা জায়েয নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে, যার কোন ওয়ারিস নাই সে তার সমস্ত সম্পত্তির জন্য ওসিয়াত করতে পারে-(অনু.)।

৯১৭। সাদ ইব্‌নে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তিনি বললেনঃ তুমি কি ওসিয়াত করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ কতটুকু? আমি বললাম, আমার সব মাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিয়ে দিলাম। তিনি বললেনঃ তোমার সন্তানদের জন্য কি পরিমাণ রাখলে? তিনি বললেন, তারা বেশ ধনী। তিনি বললেনঃ এক-দশমাংশ ওসিয়াত কর। সাদ (রা) বলেন, আমি বরাবর "তা খুবই কম" বলতে লাগলাম। শেষে তিনি বললেনঃ এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত কর। আর এক-তৃতীয়াংশও বেশী হয়ে যাচ্ছে। আবু আবদুর রহমান বলেন, এক-তৃতীয়াংশের কম ওসিয়াত করা আমরা মুস্তাহাব মনে করি। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক-তৃতীয়াংশও অনেক বেশী-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। কোন কোন বর্ণনায় "কাবীর" শব্দ এবং কোন কোন বর্ণনায় "কাসীর" শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করার কথা বলেছেন। এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওসিয়াত করা তারা জায়েজ মনে করেন না, বরং এক-তৃতীয়াংশের কম পরিমাণ ওসিয়াত করা মুস্তাহাব মনে করেন। সুফিয়ান সাওরী বলেনঃ পূর্ববর্তী আলেমগণ এক-চতুর্থাংশের তুলনায় এক-পঞ্চমাংশ এবং এক-তৃতীয়াংশের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ ওসিয়াত করা মুস্তাহাব মনে করতেন। যে ব্যক্তি এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি ওসিয়াত করল সে তো আর কিছু রাখল না। এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওসিয়াত করা তার জন্য জায়েয নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তালকীন[২] দেয়া এবং তার জন্য দোয়া করা।

٩١٨. حَدَّثَنَا اَبُوْسَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَف حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৯১৮। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদের তোমরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়ে শোনাও -(মু,দা,না,ই,মা)।

---

২. কোন ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন বলে অনুমিত হলে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কলেমা শাহাদাত ও যে দোয়া কালাম পাঠ করা হয় তাকে 'তালকীন' বলে-(অনু.)।

এই অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, উম্মু সালামা, আইশা, জাবির ও তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা)-র স্ত্রী সুদা আল-মুরিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আবু সাঈদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ্।

٩١٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ اَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَاتَقُوْلُوْنَ قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ سَلَمَةَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سَلَمَةَ مَاتَ قَالَ فَقُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلَهُ وَاَعْقِبْنِيْ مِنْهُ عُقْبًى حَسَنَةً قَالَتْ فَقُلْتُ فَاَعْقَبَنِى اللّٰهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৯১৯। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেনঃ তোমরা কোন রুগ্ন বা মৃত ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হলে তার সম্পর্কে ভাল কথা বলবে। কেননা তোমরা যা বল ফেরেশতাগণ সে সম্পর্কে আমীন বলে থাকেন। উম্মু সালামা (রা) বলেন, আবু সালামা (রা)-র মৃত্যু হলে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আবু সালামা মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনি বললেনঃ তুমি বল, 'হে আল্লাহ্ ! আমাকে এবং তাকে মাফ করে দিন এবং তার পরে আমাকে এর চাইতে উত্তম পরিণতি দান করুন। উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমি বুঝতে পারলাম যে, তার পরবর্তীতে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তার চাইতে উত্তম ব্যক্তি দান করেছেন। তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-(মু)।

আবু ঈসা বলেন, শাকীক হচ্ছেন ইব্নে সালামা আবু ওয়াইল আসাদী। আবু ঈসা আরো বলেন, উম্মু সালামা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

মুমূর্ষু রোগীকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর তালকীন করা মুস্তাহাব। একদল আলেম বলেন, যদি একবার সে এই কলেমা পড়ে নেয় তবে পরে অন্য কথা না বললে তাকে পুনরায় তালকীন করা সমীচীন নয় এবং এই বিষয়ে তাকে বারবার চাপ দেওয়া ঠিক নয়। ইবনুল মুবারকের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এক ব্যক্তি তাঁকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর তালকীন করতে থাকে এবং তাকে বারবার এই বিষয়ে তাকিদ করতে থাকে। তখন তিনি বললেন, আমি একবার তা বলেছি পরে অন্য কথা না বলা পর্যন্ত আমি এই কথাতেই প্রতিষ্ঠিত আছি। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)-র এই কথার

তাৎপর্য হল তাই যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছেঃ "যার শেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

মৃত্যুকষ্ট সম্পর্কে।

٩٢٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَرْجِسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِى الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ اَوْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ .

৯২০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখেছি। তাঁর কাছে একটি পানি ভর্তি পেয়ালা রাখা ছিল। তিনি সেই পেয়ালায় তাঁর হাত মলছিলেন আর বলছিলেনঃ হে আল্লাহ্ ! মৃত্যুকষ্ট ও মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘবে আমায় সাহায্য করুন।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গরীব।

٩٢١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْحَلَبِىُّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَااَغْبِطُ اَحَدًا بِهَوْنِ الْمَوْتِ بَعْدَ الَّذِىْ رَاَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৯২১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুকষ্ট দেখার পর থেকে কারো সহজ মৃত্যু হলে আমার আর কোন ঈর্ষা হয় না।

আমরা এই হাদীসটি কেবল উল্লেখিত সূত্রেই জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় কপাল ঘামে।

٩٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَمُوْتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ .

৯২২। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কপালের ঘামসহ মুমিন ব্যক্তির মৃত্যু হয় –(না,ই,হা)।[৩]

এই অনুচ্ছেদে ইবনে মাসঊদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। একদল মুহাদ্দিস বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে বুরায়দা থেকে কাতাদা (র) কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

٩٢٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ الْكُوْفِىُّ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَزَّارُ الْبَغْدَادِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلٰى شَابٍّ وَهُوَ بِالْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَرْجُو اللّٰهَ وَاِنِّىْ اَخَافُ ذُنُوْبِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ اِلاَّ اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَا يَرْجُوْ وَاٰمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ .

৯২৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুবকের কাছে গেলেন। সে তখন মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। তিনি বললেনঃ তোমার কেমন লাগছে? যুবকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ্‌র রহমতের আশা করছি, কিন্তু আমার গুনাহসমূহের কারণে ভয়ও পাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এরূপ অবস্থায় যে বান্দার হৃদয়ে এরূপ দুই বিপরীত জিনিস একত্র হয়, অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে তার কাংক্ষিত জিনিস দান করেন এবং তার বিপদাশংকা থেকে তাকে নিরাপদ রাখেন।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব। কোন কোন রাবী হাদীসটিকে সাবিতের সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

ফলাও করে মৃত্যুসংবাদ প্রচার করা মাকরূহ্।[৪]

٩٢٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ بَكْرِ ابْنِ خُنَيْسٍ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ سُلَيْمٍ الْعَبْسِىُّ عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِىِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ

৩. মুমিন ব্যক্তির মৃত্যু কষ্টের সাথে হয়, এতে তার গুনাহ মাফ হয় অথবা সে হালাল পন্থায় উপার্জন করার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মরে–(অনু.)।

৪. মৃত্যুর খবর ফলাও করে প্রচার করা বাঞ্ছনীয় নয়। তবে আত্মীয়–স্বজন, প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবকে তা অবহিত করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে অনুমতিও ব্যক্ত হয়েছে –(অনু.)।

قَالَ اِذَا مِتُّ فَلاَ تُؤَاذِنُوْا بِىْ فَاِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّكُوْنَ نَعْيًا وَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنِ النَّعْيِ .

৯২৪। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মৃত্যু হলে তোমরা এই বিষয়ে কোন ঘোষণা দিবে না। আমার আশংকা হয় যে, এটা মৃত্যুর সংবাদ প্রচার বলে গণ্য হবে। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃত্যু সংবাদ প্রচার নিষেধ করতে শুনেছি-(ই)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান।

٩٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالنَّعْىَ فَاِنَّ النَّعْىَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَالنَّعْىُ اَذَانٌ بِالْمَيِّتِ .

৯২৫। আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সাবধান ! তোমরা মৃত্যুসংবাদ প্রচার থেকে বিরত থাক। কেননা এটা জাহিলী যুগের কাজ। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, 'নাঈ' শব্দের অর্থ মৃত্যুর খবর ফলাও করে ঘোষণা করা।

এই অনুচ্ছেদে হুযায়ফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে অপর একটি সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে তা মরফূরূপে বর্ণনা করা হয়নি এবং তাতে "আন-নাইউ আযানুন বিলমায়্যিত" এই কথারও উল্লেখ নাই। আবু ঈসা বলেন, আনবাসা-আবু হামযার রিওয়ায়াতের তুলনায় এই রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ্। আবু হামযার নাম মায়মূন আল-আওয়ার।হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে তিনি শক্তিশালী রাবী নন। আবু ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা) বর্ণিত হাদীসটি গরীব। একদল আলেম 'নাঈ' মাকরূহ বলেছেন। তাদের মতে 'নাঈ' হল লোকদের মাঝে এই বলে ঘোষণা দেওয়া যে, অমুক ব্যক্তি মারা গেছে। অতএব তারা যেন তার জানাযায় শরীক হয়। কতক আলেম বলেন, মৃতের ভাই-বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনকে তার মৃত্যুর খবর প্রদানে কোন দোষ নেই। ইবরাহীম নাখঈ বলেন, আত্মীয়-স্বজনদের মৃত্যুসংবাদ প্রদানে কোন দোষ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

প্রথম আঘাতেই ধৈর্যধারণ করা।

٩٢٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّبْرُ فِى الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى .

৯২৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ বিপদের প্রথম ধাক্কাতেই ধৈর্যধারণ করা হচ্ছে প্রকৃত ধৈর্য-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি এই সূত্রে গরীব।

৯২৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى .

৯২৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ বিপদের প্রথম আঘাতেই ধৈর্য ধারণ করতে হবে-(বু,মু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

মৃত ব্যক্তিকে চুমা দেয়া।

৯২৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِيْ اَوْ قَالَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ .

৯২৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মাযউন (রা)-কে মৃতাবস্থায় চুম্বন করেছিলেন আর কাঁদছিলেন। অথবা রাবী বলেন, তাঁর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল।[৫]

এই অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, জাবির ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তারা বলেন, আবু বাক্‌র (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁকে চুমা দিয়েছেন।

আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

লাশের গোসল দেয়া।

৯২৯. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَّمَنْصُوْرٌ وَهِشَامٌ فَاَمَّا خَالِدٌ وَهِشَامٌ فَقَالاَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَحَفْصَةَ وَقَالَ مَنْصُوْرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ

---

৫. উসমান ইবনে মাযউন (রা) মহানবী (সা)-এর দুধভাই ছিলেন। তিনি প্রথমে আবিসিনিয়ায় এবং পরে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মৃত্যুর পর তাঁকে 'জান্নাতুল বাকী' নামক কবরস্তানে দাফন করা হয়। তিনি তৃতীয় হিজরীর শাবান মাসে ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে প্রাণভরে ভালোবাসতেন-(অনু.)।

عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ اِحْــــــدٰى بَنَاتِ الـنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْـسِلْنَهَا وِتراً ثَلاَثًا اَوْخَمْسًا اَوْاَكْـثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ وَاغْـسِلْنهَا بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ وَاجْـعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْشَيْـئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْـتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حِقْــوَهُ فَقَالَ اَشْــعِرْنَهَا بِهٖ قَالَ هُشَيْمٌ وَفِىْ حَدِيْثِ غَيْــرِ هٰؤُلاَءِ وَلاَ اَدْرِىْ وَلَعَلَّ هِشَامًا مِنْهُمْ قَالَتْ وَضَفَرْنَا شَعْــرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ قَالَ هُشَيْمٌ اَظُنُّهُ قَالَ فَاَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا قَالَ هُشَيْـمٌ فَحَدَّثَنَا خَالِدٌ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ عَنْ حَفْـصَةَ وَمُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْدَاْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ ٠

৯২৯। উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যা (যয়নব) ইন্তিকাল করলে তিনি বলেনঃ তোমরা তাকে বেজোড় সংখ্যায় তিন বা পাঁচ বা প্রয়োজনবোধে ততোধিক বার গোসল দিতে পার। বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও। আর শেষবার পানিতে কর্পূর বা কিছু পরিমাণ কর্পূর ঢেলে দাও। তোমাদের গোসল দেয়া শেষ হলে আমাকে জানিও। অতএব আমরা তার গোসল শেষ করে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি আমাদের দিকে তাঁর লুঙ্গি ছুড়ে দিলেন এবং বললেনঃ এটি তার গায়ে লেপটে দাও। হুশায়েম বলেন, এদের (খালিদ, মানসূর) ছাড়া অন্যদের, হয়ত হিশামও তাদের অন্যতম, বর্ণনায় আছে যে, উম্মু আতিয়্যা (রা) বলেন, তার চুল আমারা তিন ভাগে বিন্যস্ত করলাম। হুশায়েম বলেন, আমার ধারণায় তিনি এও বলেছেনঃ আমরা তার চুল তার পিছন দিকে ছেড়ে দিলাম। হুশায়েম বলেন, এদের মধ্যে খালিদ আমাকে হাফসা ও মুহাম্মাদ–উম্মু আতিয়্যা (রা)–র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তার ডান পাশ দিয়ে তার উযূর স্থানসমূহ থেকে গোসল শুরু কর– (বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে উম্মু সুলায়ম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, উম্মু আতিয়্যা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আলেমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, মৃতের গোসল দেয়ার নিয়ম নাপাকির গোসলের নিয়মের অনুরূপ। ইমাম মালেক (র) বলেন, আমাদের মতে মৃতের গোসলের কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। তাকে পাকসাফ করাই হল আসল কাজ। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, মালেক (র) একটি অস্পষ্ট কথা বলেছেন যে, পরিষ্কার পানি বা অন্য কোন পানি

দ্বারা মৃতকে গোসল দিয়ে তার দেহের ময়লা দূর করে দিলেই যথেষ্ট। কিন্তু আমার মতে মৃতকে তিন বা ততোধিক বার বেজোড় সংখ্যায় গোসল করানো মুসতাহাব। তবে তিন থেকে যেন কম না হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা তাকে তিনবার বা পাঁচবার গোসল করাও। তিনবারের কমেও যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় তবে তা যথেষ্ট হবে। তাঁর এই বক্তব্যের আসল মর্ম হল পাকসাফ করা, তা তিন বারেই হোক বা পাঁচ বারেই হোক। তিনি এই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নির্ধারিত করে দেননি। প্রয়োজনবোধে যতবার ইচ্ছা গোসল দেয়া যেতে পারে। ফকীহ্গণও এরূপ কথা বলেছেন। তারাই হাদীসের মর্ম হৃদয়ংগম করতে সক্ষম। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (র) বলেন, বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দিতে হবে এবং শেষ বারে কর্পূর মিশ্রিত পানি দিয়ে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

মৃতের জন্য কস্তুরি ব্যবহার করা।

٩٣٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ وَشَبَابَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعَ اَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطْيَبُ الطِّيْبِ الْمِسْكُ .

৯৩০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কস্তুরি হল সর্বোত্তম সুগন্ধি-(মু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٩٣١. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ فَقَالَ هُوَ اَطْيَبُ طِيْبِكُمْ .

৯৩১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কস্তুরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বলেনঃ তোমাদের সুগন্ধিগুলোর মধ্যে এটা হলো সর্বোত্তম সুগন্ধি।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। একদল আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। আহ্মাদ ও ইসহাকের এই অভিমত। অপর একদল আলেম মৃতের জন্য কস্তুরি ব্যবহার করা মাকরূহ বলেছেন। আল-মুস্তামির ইবনুর রায়্যানও এই হাদীস আবু নাদরা-আবু সাঈদ (রা)-র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

থেকে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে সাঈদ বলেন, আল-মুস্‌তামির ইবনুর রায়্যান ও খুলাইদ ইব্‌নে জাফর উভয়ে নির্ভরযোগ্য রাবী।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

মৃতকে গোসল দেয়ার পর গোসল করা।

٩٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوْءُ يَعْنِى الْمَيِّتَ.

৯৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মৃতকে গোসল করানোর পর গোসল করতে হবে এবং লাশ বহনের পর উযূ করতে হবে।

এই অনুচ্ছেদে আলী ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। এটি আবু হুরায়রা (রা) থেকে মওকূফ রূপেও বর্ণিত আছে। লাশকে গোসল দেয়ার পর গোসল করার বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও অপরাপর আলেম বলেন, কোন ব্যক্তি মৃতকে গোসল করালে পরে তাকেও গোসল করতে হবে। কেউ কেউ বলেন, তাকে উযূ করতে হবে। মালেক ইব্‌নে আনাস (র) বলেন, মৃতকে গোসল করানোর পর নিজে গোসল করা মুস্তাহাব, একে আমি বাধ্যতামূলক মনে করি না। ইমাম শাফিঈও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আহ্‌মাদ (র) বলেন, যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দিবে আমার ধারণায় তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়, তার জন্য উযূই যথেষ্ট। ইসহাক (র) বলেন, তাকে অবশ্যই উযূ করতে হবে। আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (র) বলেন, মৃতকে গোসল করানোর পর গোসলদানকারীর জন্য উযূ বা গোসল কোনটাই ওয়াজিব নয়।[৬]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

কাফনের জন্য যেরূপ কাপড় উত্তম।

٩٣٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

৬. ইমাম মুহাম্মাদ (র) তাঁর 'মুওয়াত্তা' কিতাবে বলেছেন, যেসব লোক মৃতের গোসল দেয়, কাফন পরায়, সুগন্ধি মাখায় এবং দাফন করার জন্য তা বহন করে নিয়ে যায় তাদের কারও (পরে) উযূ করার প্রয়োজন নেই। ইমাম আবু হানীফাও একথা বলেছেন-(অনু.)।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَانَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ ·

৯৩৩। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা সাদা রঙ্গের পোশাক পরিধান কর। কেননা তা তোমাদের জন্য সর্বোত্তম পোশাক। এটা দিয়েই তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের কাফন দাও-(বু,মু,দা,ই)।

এই অনুচ্ছেদে সামুরা, ইব্‌নে উমার ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আলেমগণও এটা মুস্তাহাব বলেছেন। ইবনুল মুবারক বলেন, মৃত ব্যক্তি যে পোশাক পরে নামায পড়ত তা দিয়ে তাকে কাফন প্রদান করা আমার কাছে অধিক প্রিয়। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র) বলেন, আমরা সাদা কাপড়ে কাফন দেয়াই পছন্দ করি। উত্তম কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়াই মুস্তাহাব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

٩٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَلِىَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ ·

৯৩৪। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যদি তার কোন ভাইয়ের ওলী হয় তবে সে যেন তার জন্য উত্তম কাফনের ব্যবস্থা করে।

এই অনুচ্ছেদে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইবনুল মুবারক বলেনঃ "সে যেন তার জন্য উত্তম কাফনের ব্যবস্থা করে" এই কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাল্লাম ইব্‌নে মুতী বলেন, এটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে উত্তম হতে হবে, উচ্চ মূল্যের কাফন হতে হবে তা নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

কতখানা কাপড় দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফন দেয়া হয়েছিল?

٩٣٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ

يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ قَالَ فَذَكَرُوْا لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلٰكِنَّهُمْ رَدُّوْهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوْهُ فِيْهِ .

৯৩৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি সাদা ইয়ামানী কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল। এর সাথে জামা ও পাগড়ী ছিল না। রাবী (উরওয়া) বলেন, লোকেরা আইশা (রা)–কে বলল, কেউ কেউ বলেন, তাঁকে দু'টি কাপড় ও একটি লম্বা রেখাযুক্ত চাদর দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছে। আইশা (রা) বলেন, একটি চাদর আনা হয়েছিল কিন্তু তা তারা ফিরিয়ে দেন এবং তা দিয়ে তাঁকে কাফন দেননি–(বু,মা,দা,না,ই,মা)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٩٣٦. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فِيْ نَمِرَةٍ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ .

৯৩৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযা ইব্‌নে আবদুল মুত্তালিব (রা)–কে কেবল একটি পশমী চাদরে কাফন দিয়েছিলেন।

এই অনুচ্ছেদে আলী, ইব্‌নে আব্বাস, আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মুগাফ্‌ফাল ও ইব্‌নে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফনের বিষয়ে বিভিন্ন রকম হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে আইশা (রা)–র হাদীস সর্বাধিক সহীহ্। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী বলেন, পুরুষদেরকে তিন কাপড়ে কাফন দেওয়া হবে–দু'টি চাদর ও একটি জামা, বা তিনটি চাদরেই কাফন দেওয়া যায়। দু'টো কাপড় না জোটলে একটিতেই যথেষ্ট হবে। আর তিনটি না পাওয়া গেলে দু'টিই যথেষ্ট। তিনটি পাওয়া গেলে তা অধিক উত্তম। ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র)–এর এই অভিমত। তারা বলেন, মহিলাদেরকে পাঁচ কাপড়ে কাফন দেওয়া হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯
মৃতের পরিবার–পরিজনদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে পাঠানো।

٩٣٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِصْنَعُوْا لِاَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَاِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ .

৯৩৭। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাফর (রা)-র শহীদ হওয়ার সংবাদ এলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জাফরের পরিবারের জন্য তোমরা খাদ্য প্রস্তুত কর। কেননা তাদের নিকট এমন খবর এসেছে যা তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে-(দা,ই)।[৭]

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। একদল আলেম মৃতের পরিবারের দুঃখ-বেদনা জনিত ব্যস্ততার কারণে তাদেরকে কিছু প্রেরণ করা মুস্তাহাব বলেছেন। ইমাম [আবু হানীফা ও] শাফিঈর এই অভিমত। জাফর ইব্‌নে খালিদ একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। তার বরাতে ইব্‌নে জুরাইজও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

বিপদের সময় গালে হাত চাপড়ানো ও জামার বুক ছেড়া নিষেধ।

٩٣٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ زُبَيْدٌ الْاَيَامِىُّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوْبَ وَضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَدَعَا بِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ .

৯৩৮। আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি (মৃত্যুশোকে) জামার বুক ছিড়ে, গাল চাপড়ায় ও জাহিলী যুগের ন্যায় হা-হুতাশ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

মৃতের জন্য বিলাপ করে কাঁদা মাকরূহ।

٩٣٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَيَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبِيْعَةَ الْاَسَدِىِّ

---

৭. জাফর (রা) আলী (রা)-র বড় ভাই। ৬২৯ খৃ. সেপ্টেম্বর মাসে সিরিয়া সীমান্তে রোমানদের বিরুদ্ধে মূতার যুদ্ধ পরিচালিত হয়। এই যুদ্ধে পরপর তিনজন সেনাপতি, যথা মহানবী (সা)-এর পালক পুত্র যায়েদ, চাচাত ভাই জাফর এবং আবদুল্লাহ (রা) শহীদ হন-(অনু.)।

قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ فَنِيْحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ مَابَالُ النَّوْحِ فِى الْاِسْلَامِ اَمَا اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ عُذِّبَ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ ٠

৯৩৯। আলী ইব্‌নে রবীআ আল-আসাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারাযা ইব্‌নে কাব নামক এক আনসারী ব্যক্তি মারা গেলে তার জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি শুরু হয়। মুগীরা ইব্‌নে শোবা (রা) এসে মিম্বারে উঠলেন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন, ইসলামে বিলাপ করে কাঁদার অবকাশ কোথায় ? সাবধান! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যার জন্য বিলাপ করে কাঁদা হয় তাকে বিলাপ অনুসারে শাস্তি দেওয়া হয়-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে উমার, আলী, আবু মূসা, কায়স ইব্‌নে আসেম, আবু হুরায়রা, জুনাদা ইব্‌নে মালেক, আনাস, উম্মু আতিয়্যা, সামুরা ও আবু মালেক আল-আশআরী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, মুগীরা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি গরীব, হাসান ও সহীহ্।

٩٤٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْدَاوُدَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ وَالْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ اَبِى الرَّبِيْعِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعٌ فِىْ اُمَّتِىْ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَّدَعَهُنَّ النَّاسُ النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِى الْاَحْسَابِ وَالْعَدْوٰى وَاَجْرَبَ بَعِيْرٌ فَاَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيْرٍ مَنْ اَجْرَبَ الْبَعِيْرَ الْاَوَّلَ وَالْاَنْوَاءُ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ٠

৯৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যে জাহিলী যুগের চারটি (খারাপ) বিষয় আছে। এগুলো তারা কখনও (পুরোপুরি) ত্যাগ করবে নাঃ মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদা, বংশ তুলে গালি দেওয়া, রোগ সংক্রমিত হওয়ার ধারণা, একটি উট সংক্রমিত হলে একশ' টি উটে তা সংক্রমিত হওয়া। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রথমটি কিভাবে সংক্রমিত হল ? আর নক্ষত্রের প্রভাব মান্য করা অর্থাৎ অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি হলো।[৮]

৮. বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কারে দেখা যায়, একজনের সংক্রামক ব্যাধির রোগ-জীবাণু অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এ রোগের বিস্তার ঘটায়। মনে হয় মহানবী (সা)-এর সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কিত কথাটি 'তা' বীরে নাখল' সম্পর্কিত হাদীসের পর্যায়ভুক্ত-(অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করা মাকরূহ।

٩٤١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ .

৯৪১। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকদের কান্নাকাটির কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়-(বু,মু)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্‌নে উমার ও ইমরান ইব্‌নে হুসায়ন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। একদল আলেম এই হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করা খারাপ। তার পরিবারের কান্নাকাটির কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। ইবনুল মুবারক বলেন, মৃত ব্যক্তি যদি তার জীবদ্দশায় তার পরিবারের লোকদের কাঁদতে নিষেধ করে যায় তবে আমি আশা করি তাদের কান্নার কারণে তার কিছু হবে না।

٩٤٢. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِىْ اَسِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَسِيْدٍ اَنَّ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىَّ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ بَاكِيْهِمْ فَيَقُوْلُ وَاجَبَلاَهُ وَاسَيِّدَاهُ اَوْنَحْوَ ذٰلِكَ اِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ اَهٰكَذَا كُنْتَ ؟

৯৪২। আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার জন্য ক্রন্দনকারীরা যখন কাঁদে আর বলে, হায় আমাদের পাহাড়! হে আমাদের নেতা বা অনুরূপ কোন কথা, তখন ঐ মৃত ব্যক্তির জন্য দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়। তারা তার বুকে ঘুষি মারে আর বলতে থাকে, তুমি কি এরূপ ছিলে-(হা)?

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

মৃতের জন্য কান্নাকাটি করার অনুমতি।

٩٤٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذُكِرَ لَهَا اَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ عَلَيْهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ غَفَرَ اللّٰهُ لِاَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَمَا اِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلٰكِنَّهُ نَسِىَ اَوْ اَخْطَاَ اِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى يَهُوْدِيَّةٍ يُبْكٰى عَلَيْهَا فَقَالَ اِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهَا وَاِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهَا ·

৯৪৩। আমরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আইশা (রা)-র নিকট শুনেছেন যে, তার কাছে উল্লেখ করা হল যে, ইব্‌নে উমার (রা) বলেন, জীবিতদের কান্নাকাটির কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়। (এ কথা শুনে) আইশা (রা) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা আবদুর রহমানের বাপকে ক্ষমা করুন। তিনি মিথ্যা বলেননি। তবে হয়ত তিনি ভুলে গেছেন বা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। (প্রকৃত বিষয় এই যে,) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈকা ইহূদী নারীর লাশের বা কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার জন্য কান্নাকাটি করা হচ্ছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এরা তো তার জন্য কান্নাকাটি করছে, অথচ কবরে তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٩٤٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلٰكِنَّهُ وَهِمَ اِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مَاتَ يَهُوْدِيًّا اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ وَاِنَّ اَهْلَهُ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهِ·

৯৪৪। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মৃতের জন্য তার পরিবারের লোকদের কান্নাকাটির কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। আইশা (রা) বলেন, আল্লাহ্ তাকে (ইবনে উমারকে) রহম করুন। তিনি মিথ্যা বলেননি, বরং ভুল বুঝেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন যে ইহূদী অবস্থায় মারা গিয়েছিলঃ মৃতকে (তার গুনাহের কারণে) শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, আর তার পরিবারের লোকেরা তার জন্য কাঁদছে।

এই অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, কারাযা ইবনে কাব, আবু হুরায়রা, ইব্‌নে মাসউদ ও উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আইশা (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একদল আলেম এই হাদীস অনুসারে অভিমত প্রদান করেছেন। তারা "ওয়ালা তাজিরু ওয়াজিরাতুন বিজরা উখরা" (একজন অপরজনের বোঝা বহন করবে না) আয়াত দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। ইমাম শাফিঈরও এই অভিমত।[১]

٩٤٥. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخَذَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَانْطَلَقَ بِهٖ اِلَى ابْنِهٖ اِبْرَاهِيْمَ فَوَجَدَهُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهٖ فَاَخَذَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ فِىْ حِجْرِهٖ فَبَكٰى فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَتَبْكِىْ اَوَلَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ اَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ خَمْشِ وُجُوْهٍ وَشَقِّ جُيُوْبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ وَفِى الْحَدِيْثِ كَلاَمٌ اَكْثَرُ مِنْ هٰذَا .

৯৪৫। জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইব্‌নে আওফ (রা)-র হাত ধরে তাকে নিয়ে নিজ পুত্র ইবরাহীম (রা)-র কাছে গেলেন। তিনি তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তুলে কোলে নিলেন এবং কাঁদলেন। আবদুর রহমান (রা) তাঁকে বললেন, আপনিও কাঁদছেন ? আপনি কি কাঁদতে নিষেধ করেননি ? তিনি বললেনঃ না, বরং আমি দুইটি নির্বোধ সুলভ ও পাপাচারমূলক চিৎকার নিষেধ করেছিঃ বিপদের সময় চিৎকার করা, মুখমণ্ডলে করাঘাত করা এবং জামার সম্মুখভাগ ছিড়ে

১. জমহূর উলামার মতে, মৃত ব্যক্তি যদি তার জন্য কান্নাকাটি করা বা বিলাপ করার ওসিয়াত করে যায় তবে তাকে পরিবারের লোকদের কান্না বা বিলাপের কারণে শাস্তি দেয়া হবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতও তাই-(অনু.)।

ফেলা আর শয়তানের মত (সুর করে) কান্নাকাটি করা। হাদীসটিতে আরো অধিক বেশী বক্তব্য রয়েছে-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

জানাযার (লাশের) আগে আগে চলা।

٩٤٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُوْنَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ .

৯৪৬। সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-কে জানাযার আগে আগে যেতে দেখেছি।

٩٤٧. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَمْرُوْبْنُ عَاصِمٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَبَكْرٍ الْكُوْفِيِّ وَزِيَادٍ وَسُفْيَانَ كُلُّهُمْ يَذْكُرُ اَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُوْنَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ .

৯৪৭। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-কে জানাযার আগে আগে চলতে দেখেছি।

٩٤٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشُوْنَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَاَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ اَنَّ اَبَاهُ كَانَ يَمْشِيْ اَمَامَ الْجَنَازَةِ .

৯৪৮। যুহ্‌রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র ও উমার (রা) জানাযার আগে আগে যেতেন। যুহ্‌রী বলেন, সালিম (র) আমাকে অবহিত করেছেন যে, তার পিতাও জানাযার আগে আগে যেতেন।

এই অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে উমার (রা)-র হাদীসটি অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে (মূল গ্রন্থে দ্র.)। যুহরী (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার আগে আগে যেতেন। সালিম (র) বর্ণনা করেন যে, তার পিতা জানাযার আগে আগে যেতেন। হাদীস বিশারদগণ সকলেই এই বিষয়ে (যুহরী থেকে বর্ণিত) মুরসাল হাদীসটিকে অধিকতর সহীহ্ বলেছেন। ইবনুল মুবারক বলেন, এই বিষয়ে যুহরীর মুরসাল রিওয়ায়াতটি ইব্‌নে উয়াইনার হাদীসটি থেকে অধিকতর সহীহ্। আমার মনে হয় ইব্‌নে জুরাইয এটিকে ইব্‌নে উয়াইনা থেকে গ্রহণ করেছেন।

জানাযার আগে আগে চলা সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেমের মতে জানাযার আগে আগে চলা উত্তম। ইমাম শাফিঈ ও আহ্‌মাদ (র)-এর এই মত।

٩٤٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِيْ اَمَامَ الْجَنَازَةِ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ .

৯৪৯। আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার আগে আগে চলতেন এবং আবু বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা)-ও।

আবু ঈসা বলেন, আমি মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এ হাদীসের সনদে মুহাম্মাদ ইব্‌নে বাক্‌র ভুল করেছেন। হাদীসে মূলত ইউনুস-যুহরী সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাক্‌র ও উমার (রা) জানাযার আগে আগে যেতেন। যুহরী বলেন, সালিম আমাকে অবহিত করেছেন যে, তার পিতাও জানাযার আগে আগে যেতেন। মুহাম্মাদ আল-বুখারী বলেন, এটিই হলো অধিকতর সহীহ্ বর্ণনা।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

জানাযার পিছে পিছে যাওয়া।

٩٥٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيٰى اِمَامِ بَنِيْ تَيْمِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ مَاجِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ فَقَالَ مَادُوْنَ

الْخَبَبِ فَاِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوْهُ وَاِنْ كَانَ شَرًّا فَلاَ يُبْعَدُ اِلاَّ اَهْلُ النَّارِ اَلْجَنَازَةُ مَتْبُوْعَةٌ وَلاَ تُتْبَعُ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا ·

৯৫০। আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাযার পিছে পিছে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেনঃ দৌড়ের চেয়ে কিছুটা আস্তে চলবে। যদি সে ভাল লোক হয়ে থাকে তবে তোমরা তাকে দ্রুত তার স্থানে পৌছে দিলে। সে খারাপ লোক হয়ে থাকলে দ্রুত এক জাহান্নামীকে বিদূরিত করা হল। লাশের অনুসরণ করা হয়। লাশ কারো অনুসরণ করে না। যে ব্যক্তি লাশের আগে আগে চলে সে এর সাথে নয়।

আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই জানতে পেরেছি। মুহাম্মাদ ইব্‌নে ইসমাঈল আল–বুখারী আবু মাজেদ বর্ণিত এই হাদীসটিকে তার কারণে যঈফ বলেছেন। ইয়াহ্‌ইয়াকে আবু মাজেদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি মন্তব্য করেন, একটি পাখি উড়ে এসে আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছে (রাবী অপরিচিত)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাদের মতে জানাযার পিছে পিছে যাওয়াই উত্তম। ইমাম [আবু হানীফা],সাওরী ও ইসহাক (র)–এর এই অভিমত।১০

আবু মাজেদ একজন অখ্যাত ও অপরিচিত রাবী। ইব্‌নে মাসউদ (রা) থেকে তিনি দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তায়মুল্লাহ গোত্রের ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া বিশ্বস্ত রাবী। তার উপনাম আবুল হারিস। তাকে ইয়াহ্‌ইয়া আল–জাবির এবং ইয়াহ্‌ইয়া আল–মুজবিরও বলা হয়। তিনি ছিলেন কূফার অধিবাসী। শোবা, সুফিয়ান সাওরী, আবুল আহওয়াস ও সুফিয়ান ইব্‌নে উয়াইনা তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

সওয়ার হয়ে জানাযার পিছে পিছে চলা মাকরূহ।

٩٥١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ اَبِيْ بَكْرِبْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَنَازَةٍ فَرَاٰى نَاسًا رُكْبَانًا فَقَالَ اَلاَ

১০. সাহাবীদের একদল লাশের আগে আগে চলার হাদীস অনুসরণ করেছেন এবং অপর দল লাশের পিছে পিছে চলার হাদীসের উপর আমল করেছেন। মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ আগে চলার হাদীস এবং হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ পিছে চলার হাদীস অনুসরণ করেন। এভাবে আমলের মাধ্যমে মহানবী (সা)–এর দু'টি হাদীসই আমাদের মাঝে জীবন্ত হয়ে আছে–(অনু.)।

تَسْتَحْيُوْنَ اِنَّ مَلاَئِكَةَ اللّٰهِ عَلٰى اَقْدَامِهِمْ وَ اَنْتُمْ عَلٰى ظُهُوْرِ الدَّوَابِّ .

৯৫১। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম। তিনি কিছু লোককে আরোহী অবস্থায় দেখে বলেনঃ তোমাদের কি লজ্জা নেই ? আল্লাহ্র ফেরেশ্তাগণ পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন আর তোমরা পশুর পিঠে সওয়ার হয়ে যাচ্ছে !

এই অনুচ্ছেদে মুগীরা ইব্নে শোবা ও জাবির ইব্নে সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, সাওবান (রা)-র হাদীসটি মওকূফ রূপেও বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ (র) বলেন, মওকূফ রিওয়ায়াতটিই অধিকতর সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

সওয়ার হয়ে জানাযায় যাওয়ার অনুমতি প্রসঙ্গে।

٩٥٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْدَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَنَازَةِ اَبِى الدَّحْدَاحِ وَهُوَ عَلٰى فَرَسٍ لَهُ يَسْعٰى وَنَحْنُ حَوْلَهُ وَهُوَ يَتَوَقَّصُ بِهِ .

৯৫২। সিমাক ইব্নে হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্নে সামুরা (রা)-কে বলতে শুনেছিঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ইবনুদ দাহ্দাহ-এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিলেন এবং সেটি ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। আমরা তাঁর চারপাশে ছিলাম এবং তিনি ঘোড়ার চলার তালে তালে দুলছিলেন-(মু)।

٩٥٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ عَنِ الْجَرَّاحِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبَعَ جَنَازَةَ اَبِى الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا وَرَجَعَ عَلٰى فَرَسٍ .

৯৫৩। জাবির ইব্নে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনুদ দাহ্দাহ-এর জানাযায় পদব্রজে গমন করেন, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে চড়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

জানাযা (লাশ) নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হওয়া।

٩٥٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ يَّكُنْ خَيْرًا تُقَدِّمُوْهَا اِلَيْهِ وَاِنْ يَّكُنْ شَرًّا تَضَعُوْهُ عَنْ رِقَابِكُمْ .

৯৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা জানাযা (লাশ) নিয়ে জলদি চল। কেননা যদি সে ভাল লোক হয়ে থাকে তবে তোমরা তাকে উত্তম পরিণতির দিকে এগিয়ে দিলে। আর সে খারাপ হয়ে থাকলে তোমরা তাকে তোমাদের গর্দান থেকে দ্রুত নামিয়ে রাখলে-(বু,মু,দা,না,ই)।

এই অনুচ্ছেদে আবু বাক্‌রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ ও হামযা (রা) সম্পর্কে আলোচনা।

٩٥٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْصَفْوَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى حَمْزَةَ يَوْمَ اُحُدٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَرَاٰهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ فَقَالَ لَوْلاَ اَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِيْ نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتّٰى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتّٰى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بُطُوْنِهَا قَالَ ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ فَكَفَّنَهُ فِيْهَا فَكَانَتْ اِذَا مُدَّتْ عَلٰى رَاْسِهِ بَدَتْ رِجْلاَهُ وَاِذَا مُدَّتْ عَلٰى رِجْلَيْهِ بَدَا رَاْسُهُ قَالَ فَكَثُرَ الْقَتْلٰى وَقَلَّتِ الثِّيَابُ قَالَ فَكُفِّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالثَّلاَثَةُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يُدْفَنُوْنَ فِيْ قَبْرٍ وَّاحِدٍ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْاَلُ عَنْهُمْ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ قُرْاٰنًا فَيُقَدِّمُهُ اِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ فَدَفَنَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ .

৯৫৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযা (রা)-র লাশের কাছে এলেন। তিনি সেখানে

দাঁড়িয়ে দেখলেন, তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে লাশ বিকৃত করা হয়েছে। তিনি বললেনঃ (হামযার বোন) সাফিয়্যা তার মনে আঘাত পাবে বলে আমার আশংকা না হলে আমি তার লাশ এই অবস্থায়ই ত্যাগ করতাম। হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলত এবং কিয়ামতের দিন সে এদের পেট থেকেই উত্থিত হত। রাবী বলেন, এরপর তিনি সাদা-কালো ডোরাযুক্ত একটি চাদর আনতে বলেন এবং তা দিয়ে তার কাফন পরান। তা এত ছোট ছিল যে, মাথার দিকে টানলে তার দুই পা উদলা হয়ে যেত, আবার তার পায়ের দিকে টানলে তার মাথা উদলা হয়ে যেত। রাবী বলেন, নিহতের সংখ্যা ছিল অনেক কিন্তু কাপড় ছিল কম। তাই একজন, দুইজন, এমনকি তিনজনকেও এক কাপড়ে একত্রে কাফন দেওয়া হয় এবং একই কবরে দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করতেনঃ এদের মধ্যে কার বেশী কুরআন জানা আছে ? তিনি তাকেই কিবলার দিকে এগিয়ে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাশগুলো দাফন করলেন, কিন্তু তাদের জানাযা পড়েননি-(দা)।[১১]

আবু ঈসা বলেন, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও গরীব। উপরোক্ত সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে আনাস (রা)-র এই হাদীস সম্পর্কে আমরা জানতে পারিনি। উসামা (রা) ব্যতীত অপর কেউ এই হাদীস যুহরীর সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেননি। লাইস ইবনে সাদ-ইবনে শিহাব-আবদুর রহমান ইবনে কাব-জাবির ইবনে আবদুল্লাহ-এই সূত্রে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আমি মুহাম্মাদ বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এই সূত্রটি অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

জানাযায় শরীক হওয়া।

٩٥٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْاَعْوَرِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ وَكَانَ يَوْمَ بَنِىْ قُرَيْظَةَ عَلٰى حِمَارٍ مَخْطُوْمٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيْفٍ عَلَيْهِ اِكَافٌ لِيْفٌ .

৯৫৬। আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুগ্নকে দেখতে যেতেন, জানাযায় শরীক হতেন, গাধার পিঠে

১১. শহীদদের জানাযা পড়া না পড়া উভয় মতের অনুকূলে হাদীস রয়েছে। ইমাম শাফিঈর মতে শহীদদের জানাযা পড়তে হবে না। ইমাম আবু হানীফার মতে শহীদদের যথারীতি জানাযা পড়তে হবে। যারা অন্য কোন কারণে মারা গেছে কিন্তু শহীদের মর্যাদা পাবে বলে হাদীসে উল্লখ আছে-তাদের যথারীতি গোসল করাতে হবে এবং জানাযাও পড়তে হবে-(অনু.)।

সাওয়ার হতেন এবং ক্রীতদাসের দাওয়াতও কবূল করতেন। বানূ কুরায়যার (যুদ্ধের) দিন তিনি একটি গাধার পিঠে সওয়ার ছিলেন। এর লাগাম ও গদি ছিল খেজুর গাছের বাকলের তৈরী।

আবু ঈসা বলেন, আমরা এ হাদীসটি কেবল মুসলিম-আনাস (রা) সূত্রেই জানতে পেরেছি। কিন্তু মুসলিম আল-আওয়ার হাদীস শাস্ত্রে যঈফ। তার পিতার নাম কায়সান আল-মালাঈ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর স্থান ও দাফনের স্থান।

৯৫৭. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوْا فِىْ دَفْنِه فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مَانَسِيْتُهُ قَالَ مَاقَبَضَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلاَّ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ يُحِبُّ اَنْ يُّدْفَنَ فِيْهِ فَدَفَنُوْهُ فِىْ مَوْضِعِ فِرَاشِه ٠

৯৫৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর তাঁর দাফন সম্পর্কে সাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে কিছু শুনেছি, তা আমি ভুলি নাই। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীকে যেখানে দাফন হওয়া পছন্দ করেন সেখানেই তাঁর মৃত্যু দান করেন। অতঃপর সাহাবীগণ তাঁকে তাঁর শয্যাস্থানে দাফন করেন।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গরীব। আবদুর রহমান ইব্‌নে আবী বাক্‌রকে স্মরণশক্তির দিক থেকে দুর্বল বলা হয়েছে। হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত আছে। ইব্‌নে আব্বাস (রা) আবু বাক্‌র (রা)-র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

(মৃত ব্যক্তির সুনাম করা)।

৯৫৮. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَنَسٍ الْمَكِّىِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ ٠

৯৫৮। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের ভালো দিকসমূহ আলোচনা কর এবং তাদের মন্দ দিকগুলো আলোচনা থেকে বিরত থাক-(দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমি মুহাম্মাদ বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, ইমরান ইব্‌নে আনাস আল-মাক্‌কী একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী অর্থাৎ তার বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যাত। কোন কোন রাবী এ হাদীসটি আতা-আইশা (রা) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। ইমরান ইব্‌নে আবী আনাস আল-মিসরী এই ইমরান ইব্‌নে আনাস আল-মাক্‌কীর তুলনায় অধিক অগ্রগণ্য ও নির্ভরযোগ্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

লাশ কবরে রাখার পূর্বে বসা।

৯৫৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ لَمْ يَقْعُدْ حَتّٰى تُوْضَعَ فِى اللَّحْدِ فَعَرَضَ لَهُ حِبْرٌ فَقَالَ هٰكَذَا نَصْنَعُ يَامُحَمَّدُ قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ خَالِفُوْهُمْ ٠

৯৫৯। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন লাশের সাথে গেলে তা কবরে না রাখা পর্যন্ত বসতেন না। একদা এক ইহূদী পণ্ডিত তাঁকে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমরাও এরূপ করি। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লাশ কবরে রাখার) আগেই বসতে লাগলেন এবং বললেনঃ তোমরা তাদের বিপরীত কর।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। বিশ্‌র ইব্‌নে রাফে হাদীস শাস্ত্রে তেমন শক্তিশালী নন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

সওয়াবের আশায় বিপদে ধৈর্য ধারণ করার ফযীলাত।

৯৬০. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سِنَانٍ قَالَ دَفَنْتُ ابْنِىْ سِنَانًا وَاَبُوْ طَلْحَةَ الْخَوْلاَنِىُّ جَالِسٌ عَلٰى شَفِيْرِ الْقَبْرِ فَلَمَّا اَرَدْتُ الْخُرُوْجَ اَخَذَ بِيَدِىْ فَقَالَ اَلاَ اُبَشِّرُكَ يَااَبَا سِنَانٍ

قُلْتُ بَلٰى فَقَالَ حَدَّثَنِى الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَرْزَبٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهٖ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهٖ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ ابْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ .

৯৬০। আবু সিনান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার ছেলে সিনানকে দাফন করলাম। আবু তাল্হা আল–খাওলানী (র) কবরের কিনারায় বসা ছিলেন। আমি যখন কবর থেকে উঠে আসার ইচ্ছা করলাম তখন তিনি আমার হাত ধরে বললেন, হে আবু সিনান ! আমি কি তোমাকে সুসংবাদ দিব না ? আমি বললাম, অবশ্যই দিন। তিনি বললেন, দাহ্হাক ইব্নে আবদুর রহমান ইব্নে আর্যাব (র) আমাকে আবু মূসা আল–আশআরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশ্তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানকে কেড়ে নিয়ে এলে? তারা বলে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তার হৃদয়ের টুকরাকে কেড়ে নিয়ে এলে ? তারা বলে, হ্যাঁ । তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দা তখন কি বলেছে ? তারা বলে, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন পড়েছে। আল্লাহ্ বলেন, আমার এই বান্দার জন্য বেহেশতের মধ্যে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং তার নাম রাখ "বাইতুল হাম্দ" বা প্রশংসালয়।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

জানাযার নামাযের তাকবীর ।

٩٦١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى عَلَى النَّجَاشِىِّ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا .

৯৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার তাকবীরে নাজাশীর জন্য (গায়বী) জানাযার নামায পড়েন–(বু,মু,দা,না,ই,মা)।

এই অনুচ্ছেদে ইব্নে আব্বাস, ইব্নে আবী আওফা, জাবির, আনাস ও ইয়াযীদ ইব্নে সাবিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইয়াযীদ ইব্নে

সাবিত (রা) যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রা)-র বড় ভাই। তিনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন কিন্তু যায়েদ (রা) শরীক ছিলেন না। আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলেমের মতে এই হাদীস অনুযায়ী জানাযার নামায চার তাকবীরে আদায় করতে হবে। ইমাম [আবু হানীফা], সুফিয়ান সাওরী, মালেক ইব্‌নে আনাস, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এই মত।

٩٦٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلٰى جَنَائِزِنَا اَرْبَعًا وَاَنَّهُ كَبَّرَ عَلٰى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَاَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا ٠

৯৬২। আবদুর রহমান ইব্‌নে আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইব্‌নে আরকাম (রা) আমাদের জানাযাগুলোতে চার তাকবীর বলতেন। কিন্তু তিনি এক জানাযায় পাঁচবার তাকবীর দেন। এই বিষয়ে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ তাকবীরও দিতেন।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবী ও অপরাপর আলেম এই মত গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে জানাযায় পাঁচ তাকবীর দিতে হবে। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র) বলেন, ইমাম যদি জানাযার নামাযে পাঁচ তাকবীর দেন তবে মুক্তাদীদেরকে তার অনুসরণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

জানাযার নামাযের দোয়া।

٩٦٣. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِبْرَاهِيْمَ الْاَشْهَلِىُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا قَالَ يَحْيٰى وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذٰلِكَ. وَزَادَ فِيْهِ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ .

৯৬৩। আবু ইবরাহীম আল–আশহালী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাযে এই দোয়া পড়তেনঃ

"হে আল্লাহ্ ! আমাদের মধ্যকার জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড় এবং পুরুষ ও মহিলা সকলকে আপনি ক্ষমা করুন"। ইয়াহ্ইয়া বলেন, আবু সালামা ইব্নে আবদুর রহমান আমাকে আবু হুরায়রা (রা)–র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ "হে আল্লাহ্ ! আপনি আমাদের মাঝে যাদের জীবিত রাখেন তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং যাদেরকে মৃত্যু দেন তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন"–(আ,দা,না)।

এই অনুচ্ছেদে আবদুর রহমান ইব্নে আওফ, আইশা, আবু কাতাদা, জাবির ও আওফ ইব্নে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আবু ইবরাহীমের পিতা বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। হিশাম আদ–দাস্তাওয়াঈ ও আলী ইবনুল মুবারক এই হাদীসটিকে ইয়াহ্ইয়া ইব্নে আবী কাসীর–আবু সালামা ইব্নে আবদুর রহমানের সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। ইকরিমা ইব্নে আম্মার এটিকে ইয়াহ্ইয়া ইব্নে আবী কাসীর–আবু সালামা–আইশা (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইকরিমা ইব্নে আম্মারের রিওয়ায়াত সংরক্ষিত নয়। তিনি অনেক সময় ইয়াহ্ইয়ার সূত্রে হাদীস বর্ণনায় বিভ্রান্তিতে পতিত হন।

আবু ঈসা বলেন, মুহাম্মাদ আল–বুখারী বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে ইয়াহ্ইয়া ইব্নে আবু কাসীর–আবু ইবরাহীম আল–আশহালী–তার পিতার সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি সর্বাধিক সহীহ। আমি তাকে আবু ইবরাহীম আল–আশহালীর নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি তা বলতে পারেননি।

٩٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ عَلٰى مَيِّتٍ فَفَهِمْتُ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَاغْسِلْهُ بِالْبَرَدِ كَمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ .

৯৬৪। আওফ ইব্‌নে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক মৃতের জানাযায় যে দোয়া পড়তে শুনেছি তার বাক্যগুলি আমি মনে রেখেছি ঃ

"হে আল্লাহ্ ! তাকে মাফ করুন, তাকে দয়া করুন এবং তাকে (আপনার দয়ার) শিশির বিন্দু দিয়ে এমনভাবে ধৌত করে দিন যেভাবে কাপড় ধৌত করা হয়"-(মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।মুহাম্মাদ ইব্‌নে ইসমাঈল বুখারী (র) বলেন, এই অনুচ্ছেদে এটাই সর্বাপেক্ষা সহীহ্ হাদীস।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

٩٦٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৯৬৫। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন।

এই অনুচ্ছেদে উম্মু শারীক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইব্‌নে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। রাবী ইবরাহীম ইব্‌নে উসমান হলেন আবু শায়বা আল-ওয়াসিতী। তিনি প্রত্যাখ্যাত রাবী অর্থাৎ তার বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যাত। ইব্‌নে আব্বাস (রা)-র বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত রিওয়ায়াতটিই সহীহ্। তিনি বলেন, জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাত।

٩٦٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمنِ بنُ مَهدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن سَعدِ بنِ ابرَاهِيمَ عَن طَلحَةَ بنِ عَبدِ اللّٰهِ بنِ عَوفٍ اَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَاَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَقُلتُ لَهُ فَقَالَ انَّهُ مِنَ السُّنَّةِ اَو مِن تَمَامِ السُّنَّةِ.

৯৬৬। তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) এক মৃতের জানাযা পড়ালেন এবং তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। আমি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটা সুন্নাত অথবা সুন্নাতের পূর্ণতা দানকারী-(বু,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পাঠ করা পছন্দ করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকেরও এই মত। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না। কেননা এটা হল আল্লাহ্‌র প্রশংসা, নবীর প্রতি দুরূদ পাঠ এবং মৃতের জন্য দোয়া করা। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলেমদের (আবু হানীফা ও তার অনুসারীদের) এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

জানাযার নামাযের ধরন ও মৃতের জন্য সুপারিশ।

٩٦٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْـمُبَارَكِ وَيُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِيِّ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ اِذَا صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا جَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ اَجْـزَاءٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْـهِ ثَلاَثَةُ صُفُوْفٍ فَقَدْ اَوْجَبَ.

৯৬৭। মারসাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-ইয়াযানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালেক ইবনে হুবাইরা (রা) যখন জানাযার নামায পড়াতেন তখন লোকজনের উপস্থিতি কম হলে তিনি তাদেরকে তিন সারিতে ভাগ করতেন। অতঃপর তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিন কাতার লোক যার জানাযা পড়েছে তার জন্য (বেহেশত) অবধারিত হয়েছে-(দা,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের সূত্রে অনেক রাবী বর্ণনা করেছেন। আমার মতে পূর্বোক্ত বর্ণনাই অধিকতর সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে আইশা, উম্মু হাবীবা, আবু হুরায়রা ও মাইমূনা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٩٦٨. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْـدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ اَيُّـوْبَ وَحَدَّثَنَا اَحْـمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَعَلِيُّ بْـنُ حُجْـرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْـمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ عَبْـدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِيْعٍ كَانَ لِعَائِشَـةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَمُوْتُ اَحَدٌ مِّنَ الْـمُسْلِمِيْنَ فَتُصَلِّيْ عَلَيْـهِ

أُمَّةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ اَنْ يَكُوْنُوْا مِائَةً فَيَشْفَعُوْا لَهُ اِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ مِائَةٌ فَمَا فَوْقَهَا ·

৯৬৮। আইশা (রা) থেকে ব ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন মুসলমান মারা যাওয়ার পর যদি এক শতের একদল মুসলমান তার জানাযা পড়ে এবং তারা তার জন্য সুপারিশ করে, তবে তাদের সুপারিশ তার জন্য কবুল করা হবে। আলী (ইবনে হুজর) তার বর্ণিত হাদীসে (এক শতের স্থলে) 'এক শত বা ততোধিক' বাক্য উল্লেখ করেছেন-(মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কতিপয় রাবী এ হাদীসটি মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, মরফূ হিসাবে নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

সূর্যোদয় ও অস্তের সময় জানাযার নামায পড়া মাকরূহ।

٩٦٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ اَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ ·

৯৬৯। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন তিনটি সময় আছে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামায পড়তে অথবা আমাদের মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করতেনঃ চকমক করে সূর্য উঠার সময়-তা পূর্ণরূপে না উঠা পর্যন্ত; যখন দুপুরের সময় সূর্য ঠিক (মাথার উপর) সোজা হয়ে যায়-যতক্ষণ পর্যন্ত তা ঢলে না পড়ে এবং যখন সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় হয়, তা সম্পূর্ণরূপে ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত-(মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও একদল আলেম এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা উল্লেখিত ওয়াক্তসমূহে জানাযার নামায পড়া মাকরূহ বলেছেন। ইবনুল মুবারক বলেছেন, এ হাদীসে 'মৃতকে দাফন না করার' কথা বলে জানাযার নামায না পড়া বুঝানো হয়েছে। তিনি সূর্য উঠার সময়, ঠিক দুপুরে এবং সূর্য ডুবার সময় জানাযার নামায পড়া মাকরূহ বলেছেন। ইমাম (আবু হানীফা), আহ্‌মাদ ও ইসহাক এই মত

গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, যেসব ওয়াক্তে নামায পড়া মাকরূহ সেসব ওয়াক্তে জানাযার নামায পাড়ায় কোন দোষ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

শিশুদের জন্য জানাযর নামায পড়া।

٩٧٠. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ بْنِ بِنْتِ اَزْهَرَ السَّمَّانِ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِىْ حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلّٰى عَلَيْهِ .

৯৭০। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আরোহী ব্যক্তি লাশের পিছে পিছে চলবে, পদব্রজে যাওয়া ব্যক্তি লাশের যেদিক দিয়ে ইচ্ছা চলবে এবং শিশুর (লাশের) জানাযাও পড়তে হবে-(আ,দা,না,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। পূর্ণাঙ্গ দেহ বিশিষ্ট বাচ্চা জন্ম হওয়ার পর চিৎকার না করলেও তার জানাযা পড়তে হবে। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকও এই মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

ভূমিষ্ঠ হয়ে চিৎকার না করলে সেই শিশুর জানাযা না পড়া।

٩٧١. حَدَّثَنَا اَبُوْعَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِىُّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّىِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطِّفْلُ لاَ يُصَلّٰى عَلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ وَلاَ يُوْرَثُ حَتّٰى يَسْتَهِلَّ .

৯৭১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে চিৎকার না করলে তার জানাযার নামায পড়তে হবে না, সে কারো ওয়ারিস হবে না এবং তারও কেউ ওয়ারিস হবে না-(না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের বর্ণনায় রাবীগণের গরমিল রয়েছে। একদল এটাকে জাবির (রা)-র সূত্রে মরফূ হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন, অপর দল মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মরফূ বর্ণনার চেয়ে মওকূফ বর্ণনাটিই অধিকতর সহীহ। একদল

বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর চিৎকার না করলে তার জানাযা পড়বে না। সুফিয়ান সাওরী, (আবু হানীফা) ও শাফিঈ (র) এই মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

মসজিদে জানাযার নামায পড়া।

٩٧٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ابْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ فِى الْمَسْجِدِ .

৯৭২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের অভ্যন্তরভাগে সুহাইল ইবনুল বাইদা (রা)-র জানাযার নামায পড়েছেন-(মু,দা,না,ই,মা)।[১২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, ইমাম মালিক (র) বলেছেন, মসজিদের অভ্যন্তরভাগে জানাযার নামায পড়বে না। শাফিঈ (র) বলেন, জানাযার নামায মসজিদে পড়া যায়। তিনি এ হাদীস নিজের অনুকূলে দলীল হিসাবে পেশ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জানাযার নামাযে ইমাম কোথায় দাঁড়াবে ?

٩٧٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ غَالِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلٰى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَاْسِهِ ثُمَّ جَاءُوْا بِجَنَازَةِ امْرَاَةٍ مِّنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوْا يَااَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيْرِ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ هٰكَذَا رَاَيْتَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ احْفَظُوْا .

৯৭৩। আবু গালিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-র সাথে এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লাম। তিনি লাশের মাথা বরাবর দাঁড়ালেন। অতঃপর

---

১২. ইমাম আবু হানীফার মতে মসজিদের অভ্যন্তরভাগে জানাযার নামায পড়া মাকরূহ; তবে গ্রহণযোগ্য কোন অসুবিধা থাকলে পড়া যায়-(অনু.)।

লোকেরা কুরাইশ বংশের এক মহিলার লাশ নিয়ে এলো । তারা বলল, হে হামযার বাপ! এর জানাযার নামায পড়ুন। তিনি তার খাটিয়ার মাঝ বরাবর দাঁড়ালেন। আলা ইবনে যিয়াদ (র) তাকে বললেন, আপনি যেভাবে স্ত্রীলোকটির খাটিয়ার মাঝ বরাবর এবং পুরুষ লোকটির মাথা বরাবর দাঁড়ালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি এভাবে দাঁড়াতে দেখেছেন ? তিনি বললেন, হাঁ। নামায শেষে তিনি বললেন, এই নিয়ম তোমরা ভালোভাবে স্মরণ রাখ–(দা,ই)।

এ হাদীসটি হাসন। একাধিক রাবী হাম্মামের সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী (র) হাম্মামের সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি সনদে গড়মিল করেছেন। আবু গালিবের নাম নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, তার নাম নাফে, কেউ বলেন রাফে। একদল আলেম এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। আহমাদ ও ইসহাকেরও এই মত। এ অনুচ্ছেদে সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٩٧٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ ابْنُ مُوْسٰى عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى عَلٰى امْرَاَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا ·

৯৭৪। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার জানাযা পড়ান, তিনি তার কোমর বরাবর দাঁড়ান –(বু,মু,দা,না,ই,মা)।[১৩]

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শোবা (র) এই হাদীসটি হুসাইন আল–মুআল্লিমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

শহীদ ব্যক্তির জানাযা না পড়া।

٩٧٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمَا اَكْثَرُ اَخْذًا (حفظًا) لِّلْقُرْاٰنِ فاذَا اُشِيْرَ لَهُ الٰى اَحدهمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِىْ دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا ·

---

১৩. হানীফা মাযহাবমতে ইমামকে নারী–পুরুষ উভয়ের বুক বরাবর দাঁড়াতে হয়–(অনু.)।

৯৭৫। আবদুর রহমান ইবনে কাব ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। জাবির (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধের দুই দুইজন শহীদকে একই কাপড়ে একত্রে কাফন দিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করতেনঃ এদের উভয়ের মধ্যে কার কুরআন অধিক মুখস্ত আছে ? তাদের কোন একজনের প্রতি ইশারা করা হলে তিনি তাকে প্রথমে (কিবলার দিকে) কবরে রাখতেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ আমি কিয়ামতের দিন এদের জন্য সাক্ষী হব। (রাবী বলেন) তিনি তাদেরকে রক্তমাখা দেহেই দাফন করার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের জানাযা পড়েননি, এমনকি তাদের গোসলও দেয়া হয়নি–(বু,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি যুহরী তার সনদ পরম্পরায় আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। শহীদ ব্যক্তির জানাযা পড়ার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল আলেম বলেছেন, তাদের জানাযা পড়তে হবে না। মদীনার আলেমগণ এই মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফিঈ এবং আহমাদও অনুরূপ কথা বলেছেন। অপর একদল আলেম বলেন, শহীদের জানাযা পড়তে হবে। "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযা (রা)–র জানাযা পড়েছেন" এই হাদীস তারা নিজেদের পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী এবং কূফাবাসী আলেমদের (আবু হানীফা ও তার অনুসারী) এই মত। ইমাম ইসহাকও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

কবরের উপর জানাযা পড়া।

٩٧٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ اَخْبَرَنِيْ مَنْ رَاَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاٰى قَبْرًا مُنْتَبِذًا فَصَفَّ اَصْحَابَهُ خَلْفَهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ فَقِيْلَ لَهُ مَنْ اَخْبَرَكَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ·

৯৭৬। শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এমন ব্যক্তি অবহিত করেছেন যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন, তিনি একটি বিচ্ছিন্ন কবর দেখলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে কাতারবন্দী করে দাঁড় করালেন এবং কবর সামনে রেখে জানাযার নামায পড়লেন। রাবীকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনাকে কে অবহিত করেছেন? তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)–(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)–র হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস, বুরাইদা, ইয়াযীদ ইবনে সাবিত, আবু হুরায়রা, আমের ইবনে রাবীআ, আবু

কাতাদা ও সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকেরও এই মত। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, কবরের উপর জানাযা পড়বে না। মালেক ইবনে আনাস (র)–এর এই মত (আবু হানীফার মতও তাই)। ইবনুল মুবারক বলেছেন, জানাযার নামায পড়ে মৃতকে দাফন করা হলেও কবরের উপর জানাযা পড়া যাবে। অর্থাৎ ইবনুল মুবারকের মতে কবরের উপর জানাযা পড়া জায়েয। আহমাদ ও ইসহাক (র) বলেছেন, দাফনের এক মাসের মধ্যে কবরের উপর জানাযা পড়া জায়েয। তারা উভয়ে বলেছেন, আমরা ইবনুল মুসাইয়্যাবের কাছে যা শুনেছি তা হলঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস পর সাদ ইবনে উবাদা (রা)–র মায়ের কবরের উপর জানাযার নামায পড়েছেন।

٩٧٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذٰلِكَ شَهْرٌ .

৯৭৭। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। সাদ (রা)–রা মা মারা গেলেন। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছিলেন না। তিনি (সফর থেকে) ফিরে এসে তার জানাযার নামায পড়েন। ইতিমধ্যে (মৃত্যুর পর) একমাস গত হয়েছিল–(বা)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

নাজাশীর জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানাযার নামায।

٩٧٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَخَاكُمُ النَّجَاشِىَّ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ .

৯৭৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেনঃ তোমাদের ভাই নাজাশী মারা গেছেন। তোমরা

দাঁড়িয়ে তার জন্য নামায পড়। রাবী বলেন, আমরা উঠে মৃতের জানাযার নামাযের অনুরূপ কাতার বাঁধলাম এবং তার জন্য জানাযার নামায পড়লাম-(আ,না)।[১৪]

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদ সূত্রে হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরবী। আবুল মুহাল্লাবের নাম আবদুর রহমান, পিতার নাম আমর। অপর মতে তার নাম মুআবিয়া। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আবু সাঈদ, হুযাইফা ইবনে আসাদ ও জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

জানাযার নামাযের ফযীলাত।

৯৭৯. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتّٰى يُقْضٰى دَفْنُهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ اَحَدُهُمَا اَوْاَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِاِبْنِ عُمَرَ فَاَرْسَلَ اِلٰى عَائِشَةَ فَسَاَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ صَدَقَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِىْ قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ ·

৯৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ল তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব। আর যে ব্যক্তি জানাযার সাথে সাথে যায় এবং দাফনের কাজ শেষ করা পর্যন্ত থাকে তার জন্য দুই কীরাত সওয়াব। এর একটি অথবা অপেক্ষাকৃত ছোটটি উহুদ পাহাড়ের সমান। (রাবী বলেন,) আমি ইবনে উমারের কাছে একথা বর্ণনা করলে তিনি আইশা (রা)-র কাছে লোক পাঠিয়ে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা সত্য কথা বলেছেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, তাহলে আমরা তো অনেক কীরাত থেকে বঞ্চিত হয়েছি-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-র হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে বারাআ, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু সাঈদ, উবাই ইবনে কাব, ইবনে উমার ও সাওবান (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

---

১৪. ইমাম আবু হানীফার মতে গায়বী জানাযা জায়েয নয়, ইমাম শাফিঈর মতে জায়েয। আজকাল মক্কা-মদীনাসহ পৃথিবীর সর্বত্র হানাফী আলেমগণও গায়বী জানাযা পড়েন। এতে গায়বী জানাযা পড়ার বিষয়টির বৈধতা সুদৃঢ় হয়েছে-(অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

লাশের সাথে সাথে যাওয়ার ফযীলাত।

٩٨٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْمُهَزِمِ يَقُوْلُ صَحِبْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَشْرَ سِنِيْنَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ قَضٰى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا ٠

৯৮০। আব্বাদ ইবনে মানসূর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল মুহাযযামকে বলতে শুনেছিঃ আমি দশ বছর যাবত আবু হুরায়রা (রা)-র সাহচর্যে ছিলাম। আমি তাকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি লাশের পিছে পিছে যায় এবং তা তিনবার বহন করে সে মৃত ব্যক্তির প্রতি তার কর্তব্য পূর্ণরূপে পালন করল।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরবী। কতিপয় রাবী এ হাদীসটি উল্লেখিত সনদ সূত্রে মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি। আবুল মুহাযযামের নাম ইয়াযীদ, পিতার নাম সুফিয়ান। শোবা (র) তাকে যঈফ বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

লাশ নিয়ে যেতে দেখে দাঁড়ানো।

٩٨١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا لَهَا حَتّٰى تُخَلِّفَكُمْ اَوْ تُوْضَعَ ٠

৯৮১। আমের ইবনে রাবীআ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা লাশ নিয়ে যেতে দেখলে দাঁড়াবে। তোমাদেরকে অতিক্রম না করা পর্যন্ত অথবা তা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়িয়ে থাকবে-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ, জাবির, সাহল ইবনে হুনাইফ, কায়েস ইবনে সাদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٩٨٢. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ الْحُلْوَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا لَهَا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدَنَّ حَتّٰى تُوْضَعَ .

৯৮২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা লাশ নিয়ে যেতে দেখলে দাঁড়িয়ে যাবে। যে ব্যক্তি লাশের পিছে পিছে যাবে সে যেন তা নীচে নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত না বসে-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র) বলেছেন, লাশের অনুসরণকারী লাশ কাঁধ থেকে নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত বসবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা লাশ অতিক্রম করে আগে চলে যেতেন এবং লাশ না পৌছা পর্যন্ত বসে থাকতেন। ইমাম শাফিঈর মতও তাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

লাশ দেখে না দাঁড়ানোর অনুমতি প্রসংগে।

٩٨٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ وَاقِدٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِوبْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّهُ ذُكِرَ الْقِيَامُ فِى الْجَنَائِزِ حَتّٰى تُوْضَعَ فَقَالَ عَلِيٌّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ .

৯৮৩। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। "লাশ নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা" সম্পর্কে তার সামনে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে দাঁড়াতেন কিন্তু পরবর্তীতে বসে থেকেছেন-(মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে হাসান ইবনে আলী ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসের সনদে চারজন রাবী হলেন তাবিঈ। তাদের একজন অপর জনের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন।[১৫] একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুসারে আমল করেন। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন,

১৫. উক্ত চারজন তাবিঈ হলেনঃ ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ, ওয়াকিদ ইবনে আমর, নাফে ইবনে জুবাইর ও মাসউদ ইবনুল হাকাম (র)-(অনু.)।

এ অনুচ্ছেদে এই হাদীসটি অধিকতর সহীহ। এই হাদীস পূর্ববর্তী দাঁড়ানো সম্পর্কিত হাদীসের নির্দেশ মানসূখ (রহিত) করে দিয়েছে। ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, কেউ ইচ্ছা করলে দাঁড়াতেও পারে নাও দাঁড়াতে পারে। "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে দাঁড়াতেন কিন্তু পরবর্তীতে বসে থেকেছেন" এই হাদীস তিনি দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। ইসহাক ইবনে ইবরাহীমও অনুরূপ কথা বলেছেন। "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে দাঁড়াতেন কিন্তু পরবর্তীতে বসে থেকেছেন" আলী (রা)-র এই কথার তাৎপর্য এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাশ নিয়ে যেতে দেখলে দাঁড়াতেন এবং পরবর্তী কালে এ অভ্যাস ত্যাগ করেন। অতঃপর লাশ নিয়ে যেতে দেখলে তিনি আর দাঁড়াতেন না।[১৬]

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ লাহ্দ কবর আমাদের জন্য এবং শাক কবর অন্যদের জন্য ।[১৭]

٩٨٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِيُّ وَيُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا .

৯৮৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ লাহ্দ আমাদের জন্য এবং শাক অন্যদের জন্য-(বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদ সূত্রে এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে জারীর ইবনে আবদুল্লাহ, আইশা, ইবনে উমার ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

লাশ কবরে রাখার সময় যে দোয়া পড়তে হয় ।

٩٨٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اُدْخِلَ الْمَيِّتُ

---

১৬. ইমাম আবু হানীফার মতে, "লাশ দেখে দাঁড়ানোর নির্দেশ" রহিত (মানসূখ) হয়ে গেছে। কিন্তু "লাশের সাথে গমনকারী ব্যক্তিরা লাশ মাটিতে না রাখা পর্যন্ত বসতে পারবে না " এ নির্দেশ বহাল রয়েছে-(অনু.)।

১৭. লাহ্দ এবং শাক দুই ধরনের কবর। লাহদ কবর কেবল শক্ত মাটিতেই খোঁড়া যায় এবং শাক কবর যে কোন ধরনের মাটিতেই খোঁড়া যায়। উভয় ধরনের কবর করাই জায়েয-(অনু.)।

الْقَبْرَ وَقَالَ اَبُوْ خَالِدٍ مَرَّةً اِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِىْ لَحْدِهِ قَالَ مَرَّةً بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَقَالَ مَرَّةً بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ .

৯৮৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। যখন মৃতকে কবরে রাখা হত; আবু খালিদের বর্ণনায় আছে, যখন মৃতকে তার কবরে রাখা হত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেনঃ "বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ", অপর বর্ণনায় আছেঃ "বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ওয়া আলা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম"-(আ,ই)।

উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরবী। অন্যান্য সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এক সূত্রে এটা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে মওকূফ হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

কবরে লাশের নিচে একটি কাপড় বিছানো।

٩٨٦. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ الطَّائِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ الَّذِىْ اَلْحَدَ قَبْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوْ طَلْحَةَ وَالَّذِىْ اَلْقَى الْقَطِيْفَةَ تَحْتَهُ شُقْرَانُ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعْفَرٌ وَاَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ شُقْرَانَ يَقُوْلُ اَنَا وَاللّٰهِ طَرَحْتُ الْقَطِيْفَةَ تَحْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقَبْرِ .

৯৮৬। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য লাহ্দ (সিন্দুকী) কবর খুঁড়েছিলেন তিনি হলেন আবু তালহা (রা)। আর যিনি তাঁর (কবরে লাশের) নীচে পশমী চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলেন তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস শুকরান (রা)। জাফর (র) বলেন, আবু রাফের ছেলে আমাকে অবহিত করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি শুকরানকে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ্র শপথ! আমিই কবরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিচে পশমী চাদর পেতে দিয়েছি।

আবু ঈসা বলেন, শুকরানের হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি আলী ইবনুল মাদীনীও উসমান ইবনে ফারকাদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٩٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ فِىْ قَبْرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيْفَةٌ حَمْرَاءُ .

৯৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে একটি লাল পশমী চাদর পেতে দেয়া হয়েছিল-(মু,না)।[১৮]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বর্ণিত আছে যে, ইবনে আব্বাস (রা) কবরে লাশের নিচে কিছু দেয়া মাকরূহ মনে করতেন। কোন কোন আলেম এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা)-র হাদীসটি অপর একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে এবং সেই সূত্রটি অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

কবর সমতল করা।

٩٨٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِأَبِى الْهَيَّاجِ الْأَسَدِىِّ أَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِىْ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعْ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ .

৯৮৮। আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) আবুল হাইয়ায আল-আসাদীকে বললেন, আমি তোমাকে এমন কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাব যে কাজ করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন। কোন উচ্চ কবর সমতল না করে ছাড়বে না এবং কোন প্রতিকৃতি না ভেংগে রাখবে না-(মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। তারা ভূমি থেকে কবর

---

১৮. ইমাম নববী (র) বলেন, শুকরান (রা) চাদরটি পেতে দিয়ে বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) ছাড়া অন্য কারো জন্য আমি এরূপ করা মাকরূহ মনে করি।" ফিকহ্‌বিদদের মতে কবরে বিছানা পাতা মাকরূহ। কেউ কেউ বলেন, মহানবী (সা)-এর কবর থেকে চাদরটি তুলে নেয়া হয়েছিল। যেমন অপর এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, শুকরান বলছেন, "আল্লাহ্‌র শপথ! আপনার পর আপনার এ চাদর আর কাউকে পরতে দিব না।" কতিপয় আলেম বলেন, এটা নবী (সা)-এর বৈশিষ্ট্য; অন্য কারো জন্য তা জায়েয নয়। এমনকি কোন বিশিষ্ট সাহাবীর জন্যও এরূপ করা হয়নি-(অনু.)।

উঁচু করা মাকরূহ মনে করেন। ইমাম শাফিঈ বলেন, আমি কবর উঁচু করা মাকরূহ মনে করি। তবে অবশ্য এতটুকু উঁচু করতে হবে যাতে লোকেরা বুঝতে পারে যে, এটা কবর। এতে তারা কবরের উপর দিয়ে হাঁটাচলা করবে না এবং তার উপর বসবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

কবরের উপর দিয়ে যাতায়াত করা এবং এর উপর বসা মাকরূহ।

٩٨٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ عَنْ اَبِىْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوْا اِلَيْهَا .

৯৮৯। আবু মারসাদ আল-গানাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা কবরের উপর বসবে না এবং কবর সামনে রেখে নামায পড়বে না-(মু)।

এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আমর ইবনে হাযম ও বাশীর ইবনুল খাসাসিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক থেকেও একটি সনদ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আবু মারসাদ (রা) থেকেও অপর একটি সনদসূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই সূত্রে আবু ইদরীসের নাম উল্লেখ নাই এবং এটাই সহীহ বর্ণনা। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইবনুল মুবারক ভুল করে সনদে আবু ইদরীস আল-খাওলানীর নাম যোগ করেছেন। বুসর ইবনে উবাইদুল্লাহ সরাসরি ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

কবর পাকা করা এবং তাতে ফলক লাগানো নিষেধ।

٩٩٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَسْوَدِ اَبُوْ عَمْرٍو الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُوْرُ وَاَنْ يُّكْتَبَ عَلَيْهَا وَاَنْ يُّبْنٰى عَلَيْهَا وَاَنْ تُوْطَاَ .

৯৯০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, তার উপর কিছু লিখে রাখতে, তার উপর কিছু নির্মাণ করতে এবং তা পদদলিত করতে নিষেধ করেছেন-(আ,মু,দা,না)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি জাবির (রা) থেকে আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাসান বসরীসহ একদল আলেম কাদা দিয়ে কবর লেপার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ বলেন, কাদা দিয়ে কবর লেপায় কোন দোষ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭

কবরস্তানে প্রবেশ করে যা বলতে হবে।

٩٩١. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ عَنْ اَبِىْ كُدَيْنَةَ عَنْ قَابُوْسِ بْنِ اَبِىْ ظَبْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُوْرِ الْمَدِيْنَةِ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ .

৯৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার কবরস্তানের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কবরবাসীদের দিকে মুখ করে বললেনঃ "আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহ্লাল কুবূর, ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহ্নু বিল আসার।"

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু কুদাইনার নাম ইয়াহ্ইয়া, পিতার নাম মুহাল্লাব। আর আবু যায়নাবের নাম হুসাইন, পিতার নাম জুনদুব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

কবর যিয়ারতের অনুমতি।

٩٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَلاَّلُ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ النَّبِيْلُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَقَدْ اُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِىْ زِيَارَةِ قَبْرِ اُمِّهِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ .

৯৯২। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কেননা তা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়-(মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ, ইবনে মাসউদ, আনাস, আবু হুরায়রা ও উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। তাদের মতে কবর যিয়ারতে কোন দোষ নেই। ইবনুল মুবারক, (আবু হানীফা), শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র) এই মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করতে যাওয়া মাকরূহ।

٩٩٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ .

৯৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারী মহিলাদের অভিসম্পাত করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস ও হাসসান ইবনে সাবিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম মনে করেন, এটা হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কবর যিয়ারত করার অনুমতি দানের পূর্বেকার হাদীস। তিনি কবর যিয়ারতের অনুমতি দিলে তাঁর এই অনুমতির মধ্যে নারী-পুরুষ সবাই শামিল। কোন কোন আলেম মনে করেন, স্ত্রীলোকদের মধ্যে ধৈর্যের স্বল্পতা এবং অস্থিরতার আধিক্য থাকাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য কবর যিয়ারত অপছন্দ করেছেন।[১৯]

---

১৯. মোল্লা আলী আল-কারী (র) বলেন, উপরোক্ত হাদীসে সম্ভবত ঘন ঘন কবর যিয়ারতকারিনীদের অভিসম্পাত করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, নিত্য বহির্গমনের অভ্যাসে পরিণত না হলে নারীদের জন্য কবর যিয়ারতে বাধা নেই। কারণ পুরুষদের মত নারীদেরও মৃত্যুর কথা স্মরণ করার প্রয়োজন রয়েছে। ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, অনভিপ্রেত কিছু ঘটার সম্ভাবনা না থাকলে অধিকাংশ আলেমের মতে মহিলাদের কবর যিয়ারতে যেতে কোন বাধা নেই। "নবী (সা) কোথাও যাওয়ার সময় এক নারীকে একটি কবরের নিকট কাঁদতে দেখে বলেন, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।" ইবনে হাজার (র) বলেন, নবী (সা) উক্ত মহিলাকে কবরের নিকট বসতে নিষেধ করেননি। এতে তাঁর অনুমোদন প্রমাণিত হয়। হাকেম নীশাপুরী তার আল-মুসতাদরাকে উল্লেখ করেছে যে, আইশা (রা) তার ভাই আবদুর রহমানের কবর যিয়ারত করতে গেলে তাকে বলা হলঃ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০

স্ত্রীলোকদের জন্য কবর যিয়ারত করা (বৈধ)।

٩٩٤. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّىَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ بِالْحُبْشِىِّ قَالَ فَحُمِلَ اِلٰى مَكَّةَ فَدُفِنَ فِيْهَا فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ اَتَتْ قَبْرَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَتْ :

وَكُنَّا كَنَدْمَانَىْ جَذِيْمَةَ حِقْبَةً + مِنَ الدَّهْرِ حَتّٰى قِيْلَ لَنْ يَّتَصَدَّعَا

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَاَنِّىْ وَمَالِكًا + لِطُوْلِ اِجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا

ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ لَوْحَضَرْتُكَ مَادُفِنْتَ اِلاَّ حَيْثُ مُتَّ وَلَوْشَهِدْتُكَ مَازُرْتُكَ.

৯৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (রা) (মক্কার নিকটবর্তী) আল-হুবশী নামক স্থানে মারা গেলেন। পরে তাকে মক্কায় এনে কবর দেয়া হল। আইশা (রা) মক্কায় এসে (ভাই) আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রের কবর যিয়ারতে গেলেন। তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন ঃ

"আমরা দু'জন জাযীমার দুই সহচর
দীর্ঘকাল কাটিয়েছি একসাথে
এমনকি বলা হত আমরা কখনো বিচ্ছিন্ন হব না
কিন্তু যখন পৃথক হলাম আমি মালিকের থেকে
মনে হচ্ছে এক রাতও কাটাইনি একসাথে।"[২০]

নবী (সা) কি এটা নিষিদ্ধ করেননি? তিনি বলেন, হাঁ, তিনি নিষেধ করেছিলেন এবং পরে তার অনুমতি দিয়েছেন। সহীহ মুসলিমে উল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে, আইশা (রা) জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কবর যিয়ারত করতে গেলে কি বলব? তিনি বলেন, তুমি বলবেঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহ্‌লাদ দিয়ার মিনাল মুমিনীন ওয়াল মুসলিমীন..." (তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬০-১)। অতএব নারীগণ শালীনতা বজায় রেখে কবর যিয়ারত করতে যেতে পারে, তবে সশব্দে কান্নাকাটি বা বিলাপ করা নিষেধ-(অনু.)।

২০. কবি তামীম ইবনে নুয়াইরা তার ভাই মালিকের বিরহ ব্যথা বুকে নিয়ে কবিতার এই চরণ কয়টি রচনা করেছিলেন। জাযীমা ইরাকের এক বাদশার নাম। মালেক ও আকীল নামে তার দু'জন মন্ত্রী ছিল। তারা উভয়ে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর একত্রে কাটিয়েছিল। অবশেষে নোমান তাদেরকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করে-(অনু.)।

অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যদি উপস্থিত থাকতাম তবে আপনার মৃত্যুর স্থানেই আপনাকে দাফন করা হত। আমি যদি আপনার দাফনের সময় উপস্থিত থাকতাম, তবে আমি আপনার কবর যিয়ারতে আসতাম না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১

রাতে লাশ দাফন করা।

٩٩٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيْفَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلاً فَاُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ فَاَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَقَالَ رَحِمَكَ اللّٰهُ اِنْ كُنْتَ لاَوَّاهًا تَلاَّءً لِلْقُرْاٰنِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا ٠

৯৯৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা একটি কবরস্তানে প্রবেশ করলেন। তাঁর জন্য একটি আলো জ্বালানো হল। তিনি কিবলার দিক থেকে লাশ ধরলেন এবং বললেনঃ আল্লাহ্ তোমায় রহম করুন! তুমি ছিলে অধিক কোমলপ্রাণ এবং অধিক কুরআন তিলাওয়াতকারী। তিনি তার (নামাযে) চারবার 'আল্লাহু আকবার' বললেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে জাবির ও ইয়াযীদ ইবনে সাবিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইয়াযীদ (রা) যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-র বড় ভাই। একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বলেন, মৃতকে কিবলার দিক থেকে কবরে নামাবে। আর একদল আলেমের মতে মাথার দিক থেকে নামাতে হবে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম রাতে লাশ দাফন করা জায়েয মনে করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

মৃতের প্রশংসা করা।

٩٩٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ نَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مُرَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ قَالَ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ ٠

৯৯৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লোকেরা তার উত্তম প্রশংসা করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তার জন্য (বেহেশত) নির্ধারিত হয়ে গেল। তিনি পুনরায় বললেনঃ তোমরা (মুমিনরা) পৃথিবীতে আল্লাহ্র সাক্ষী-(বু,মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উমার, কাব ইবনে উজরা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٩٩٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَزَّازُ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِى الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَجَلَسْتُ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ فَقُلْتُ لِعُمَرَ وَمَا وَجَبَتْ قَالَ اَقُوْلُ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَهُ ثَلاَثَةٌ الاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ قُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ قَالَ وَلَمْ نَسْأَلْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَاحِدِ .

৯৯৭। আবুল আসওয়াদ আদ-দীলী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আসলাম এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট গিয়ে বসলাম। (আমাদের সামনে দিয়ে) লোকেরা একটি লাশ নিয়ে যাচ্ছিল। তারা তার ভালো গুণের প্রশংসা করছিল। উমার (রা) বললেন, নির্ধারিত হয়ে গেল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি নির্ধারিত হয়ে গেল ? তিনি বললেন, আমি তাই বলেছি যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তিনি বলেনঃ কোন মুসলমানের পক্ষে তিনজন লোকও ভালো সাক্ষী দিলে তার জন্য বেহেশত নির্ধারিত হয়ে যায়। উমার (রা) বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, যদি দুইজনে এরূপ সাক্ষী দেয় ? তিনি বলেনঃ দুইজনে দিলেও। উমার (রা) বলেন, অতঃপর আমরা একজনের সাক্ষ্যের কথা জিজ্ঞেস করিনি-(বু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবুল আসওয়াদের নাম যালিম, পিতা আমর এবং দাদা সুফিয়ান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩

যার শিশু সন্তান মারা যায় তার সওয়াব।

৯৯৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَمُوْتُ لِاَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ اِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ·

৯৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন মুসলমানের তিনটি শিশু সন্তান মারা গেলে তাকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না; শুধু শপথ পূর্ণ করার জন্য (স্পর্শ করবে)–(বু,মু)।[২১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উমার, মুআয, কাব ইবনে মালিক, উতবা ইবনে আব্‌দ, উম্মু সুলাইম, জাবির, আনাস, আবু যার, ইবনে মাসউদ, আবু সালাবা আল–আশজাঈ, ইবনে আব্বাস, উকবা ইবনে আমের, আবু সাঈদ এবং কুররা ইবনে ইয়াস আল–মুযানী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু সালাবা থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই একটি মাত্র হাদীস বর্ণিত আছে। ইনি আবু সালাবা আল–খুশানী নন।

৯৯৯. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَّمَ ثَلاَثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ (الْحِنْثَ) كَانُوْا لَهُ حِصْنًا حَصِيْنًا قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ قَالَ اثْنَيْنِ فَقَالَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ قَدَّمْتُ وَاحِدًا قَالَ وَوَاحِدًا وَلٰكِنْ اِنَّمَا ذٰلِكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى ·

৯৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তিনটি নাবালেগ সন্তান (আল্লাহ্‌র

---

২১. অর্থাৎ দোযখের উপর স্থাপিত পুল পার হতে হবে। অথবা কুরআনে আল্লাহ যার সম্পর্কে শাস্তির কথা নাযিল করে রেখেছেন, এ শপথ পূর্ণ করার জন্য তাকে দোযখে যেতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছেঃ "তোমাদের প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতে হবে"–(সূরা মরিয়ম ঃ ৭১)। অর্থাৎ জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুল–(অনু.)।

কাছে) পাঠিয়েছে, তারা তার জন্য (দোযখের বিরুদ্ধে) সুরক্ষিত দুর্গ হবে। আবু যার (রা) বললেন, আমি দু'টি সন্তান আগে পাঠিয়েছি। তিনি বলেনঃ দু'টি পাঠালেও। কুরআন বিশেষজ্ঞদের নেতা উবাই ইবনে কাব (রা) বললেন, আমি একটি আগে পাঠিয়েছি? তিনি বলেন ঃ একটি পাঠালেও। কিন্তু এটা শুধু তার জন্য যে প্রথম আঘাতেই ধৈর্য ধারণ করেছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরবী। আবু উবায়দা (র) তার পিতার কাছে হাদীস শুনেননি।

١٠٠٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَاَبُوْ الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّيْ اَبَا اُمِّيْ سِمَاكَ بْنَ الْوَلِيْدِ الْحَنَفِيَّ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ اُمَّتِيْ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِّنْ اُمَّتِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَامُوَفَّقَةُ قَالَتْ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِّنْ اُمَّتِكَ قَالَ فَاَنَا فَرَطُ اُمَّتِيْ لَنْ يُّصَابُوْا بِمِثْلِيْ .

১০০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যে যার দু'টি মৃত সন্তান থাকবে, তাদের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আইশা (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার উম্মাতের মধ্যে যার একটি মৃত সন্তান থাকবে? তিনি বলেনঃ হে কল্যাণকামিনী ! যার এরূপ একটি সন্তান থাকবে তাকেও। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনার উম্মাতের মধ্যে যার কোন অগ্রগামী সন্তান নেই? তিনি বলেনঃ আমিই আমার উম্মাতের জন্য অগ্রগামী। কেননা আমার মৃত্যুতে তারা যে দুঃখ পাবে তদ্রূপ আর কারো মৃত্যুতে পাবে না।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেননা আমরা এ হাদীসটি কেবল আবদে রব্বিহি ইবনে বারিকের সূত্রেই জানতে পেরেছি। একাধিক মুহাদ্দিস তার কাছ থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আহ্মাদ ইবনে সাঈদ-হাব্বান ইবনে হিলাল-আবদে রব্বিহি সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪
শহীদ ব্যক্তিগণের বর্ণনা।

١٠٠١. حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلشُّهَدَاءُ خَمْسٌ اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

১০০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ শহীদ পাঁচ প্রকারেরঃ যে মহামারীতে মারা যায়, যে পেটের অসুখে মারা যায়, যে পানিতে ডুবে মারা যায়, যে চাপা পড়ে মারা যায় এবং যে আল্লাহ্র রাস্তায় (যুদ্ধক্ষেত্রে) শহীদ হয়-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে আনাস, সাফওয়ান ইবনে উমায়্যা, জাবির ইবনে আতীক, খালিদ ইবনে উরফুতা, সুলাইমান ইবনে সুরাদ, আবু মূসা ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٠٠٢. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا اَبُوْ سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ السَّبِيْعِيِّ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ لِخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ اَوْ خَالِدٌ لِسُلَيْمَانَ اَمَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِيْ قَبْرِهِ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ نَعَمْ.

১০০২। আবু ইসহাক আস-সাবীঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা) খালিদ ইবনে উরফুতা (রা)-কে অথবা খালিদ (রা) সুলাইমান (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছেনঃ "পেটের পীড়া যাকে হত্যা করেছে তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে না"? তাদের একজন অপরজনকে বললেন, হাঁ-(আ,না)।

এ অনুচ্ছেদে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫

মহামারী আক্রান্ত এলাকা থেকে পলায়ন করা নিষেধ।

١٠٠٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الطَّاعُوْنَ فَقَالَ بَقِيَّةُ رِجْزٍ اَوْ عَذَابٍ أُرْسِلَ عَلٰى طَائِفَةٍ مِّنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا مِنْهَا وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلاَ تَهْبِطُوْا عَلَيْهَا .

১০০৩। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহামারীর কথা আলোচনা করলেন এবং বললেনঃ বনী ইসরাঈলের এক গোষ্ঠীর উপর যে গযব বা শাস্তি পাঠানো হয়েছিল, মহামারী তারই অবশিষ্ট অংশ। অতএব কোন এলাকায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হলে এবং তোমরা সেখানে অবস্থানরত থাকলে সেখান থেকে চলে এসো না। অপরদিকে কোন এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব হলে এবং তোমরা সেখানে অবস্থানরত না থাকলে সেখানে যেও না-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে সাদ, খুযাইমা ইবনে সাবিত, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, জাবির ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতলাভ পছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাতলাভ পছন্দ করেন।

١٠٠٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ اَبُوْ الْاَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ .

১০০৪। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতলাভের আকাংখা করে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত লাভ পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতলাভ পছন্দ করে না, আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাতলাভ পছন্দ করেন না-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু মূসা, আবু হুরায়রা ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٠٠٥. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا ذَكَرَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ وَاَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَاِنَّ الْكَافِرَ اِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ .

১০০৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাতলাভ পছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাতলাভ পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাতলাভ পছন্দ করে না, আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাতলাভ পছন্দ করেন না। আইশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমরা সকলেই তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি। তিনি বলেনঃ এর অর্থ তা নয়, বরং মুমিন ব্যক্তিকে যখন আল্লাহ্‌র রহমাত, তাঁর সন্তোষ ও তাঁর বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভের আকাংখা করে এবং আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাতলাভ পছন্দ করেন। অপরপক্ষে কাফের ব্যক্তিকে যখন আল্লাহ্‌র নির্ধারিত শাস্তি ও তাঁর গযবের দুঃসংবাদ দেয়া হয় তখন সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতলাভ মোটেই পছন্দ করে না এবং আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাতলাভ পছন্দ করেন না-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭

আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া হবে না।

١٠٠٦. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ وَشَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

১০০৬। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়েননি–(মু,দা,না,ই,মা)।[২২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়ার বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল আলেম বলেন, যারা কিবলার দিকে ফিরে নামায পড়ে তাদের ও আত্মহত্যকারীর জানাযা পড়া হবে। সুফিয়ান সাওরী ও ইসহাক (র) এই মতের প্রবক্তা। ইমাম আহ্‌মাদ বলেন, ইমাম আত্মহত্যকারীর জানাযা পড়বে না, তবে অন্য লোকেরা পড়বে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮
ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা।

١٠٠٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِىَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَاِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ هُوَ عَلَىَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ فَقَالَ بِالْوَفَاءِ فَصَلَّى عَلَيْهِ .

১০০৭। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তির লাশ জানাযা পড়ার জন্য নিয়ে আসা হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়; কেননা তার অপরিশোধিত ঋণ আছে। আবু কাতাদা (রা) বললেন, তার দেনা পরিশোধের দায়িত্ব আমার। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি তা পরিশোধ করবে তো ? তিনি বললেন, অবশ্যই পরিশোধ করব। অতঃপর তিনি তার জানাযা পড়েন–(বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে জাবির, সালামা ইবনুল আকওয়া ও আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

---

২২. আত্মহত্যাকারী এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে যাদের হত্যা করা হয়, ইমাম মালিকের মতে তাদের জানাযা পড়া মাকরূহ। ইমাম আবু হানীফা ও শাফিঈসহ অধিকাংশ আলেমের মতে, যারা মুসলমান এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"–র অনুসারী তারা পাপাচারী হলেও তাদের জানাযা পড়া হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) উক্ত ব্যক্তির জানাযা না পড়লেও সাহাবীগণ তার জানাযা পড়েছেন (তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী, ৪ খ., পৃ. ১৭৮)–(অনু.)।

١٠٠٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ الْفَضْلِ مَكْتُوْمُ بْنُ الْعَبَّاسِ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتٰى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفّٰى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَقُوْلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِه مِنْ قَضَاءٍ فَاِنْ حُدِّثَ اَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلّٰى عَلَيْهِ وَاِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَامَ فَقَالَ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّىَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِه .

১০০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তির লাশ আনা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, এ ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধের মত কিছু রেখে গেছে কি? যদি বলা হত, ঋণ পরিশোধের জন্য সে কিছু রেখে গেছে তবে তিনি তার জানাযা পড়তেন। অন্যথায় তিনি মুসলমানদের বলতেনঃ তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাযা পড়। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে অসংখ্য বিজয় দান করলে তিনি দাঁড়িয়ে বলেনঃ আমি মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক কল্যাণকামী। অতএব মুমিনদের মধ্যে কেউ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার। আর কেউ ধন-সম্পদ রেখে মারা গেলে তা তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকায়র ও অন্যরা লাইস ইবনে সাদের সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯

কবর আযাব সম্পর্কে।

١٠٠٩. حَدَّثَنَا اَبُوْسَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ اَوْقَالَ اَحَدُكُمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ يُقَالُ لاَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالاٰخَرُ النَّكِيْرُ فَيَقُوْلاَنِ مَاكُنْتَ

تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ مَا كَانَ يَقُوْلُ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَيَقُوْلاَنِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْلُ هٰذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِيْ سَبْعِيْنَ ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُوْلُ اَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِيْ فَاُخْبِرُهُمْ فَيَقُوْلاَنِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِيْ لاَيُوْقِظُهُ الاَّ اَحَبُّ اَهْلِهِ اِلَيْهِ حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ وَاِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ لاَ اَدْرِيْ فَيَقُوْلاَنِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْلُ ذٰلِكَ فَيُقَالُ لِلْاَرْضِ الْتَئِمِيْ عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ اَضْلاَعُهُ فَلاَ يَزَالُ فِيْهَا مُعَذَّبًا حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ .

১০০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন মৃত ব্যক্তিকে বা তোমাদের কাউকে কবরে রাখা হয় তখন তার কাছে কালো বর্ণের এবং নীল চোখ বিশিষ্ট দু'জন ফেরেশতা আসেন। তাদের একজনকে বলা হয় মুনকার এবং অপরজনকে বলা হয় নাকীর। তারা উভয়ে (মৃতকে) জিজ্ঞেস করেনঃ এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ সা) সম্পর্কে তুমি কি বলতে? মৃত ব্যক্তি মুমিন হলে পূর্বে যা বলত তাই বলবেঃ তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নাই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তখন তারা উভয়ে বলেন, আমরা জানতাম যে, তুমি একথাই বলবে। অতঃপর তার কবর দৈর্ঘ্য–প্রস্থে সত্তর গজ করে প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং এখানে তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর তাকে বলা হয়, তুমি ঘুমিয়ে থাক। তখন সে বলবে, আমি আমার পরিবার–পরিজনের কাছে ফিরে যেতে চাই তাদেরকে সুসংবাদ দিতে। তারা উভয়ে বলবেন, তুমি এখানে বাসর ঘরের দুলার মত এমন গভীর ঘুম দাও, যাকে তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ছাড়া আর কেউ জাগাতে পারে না। অবশেষে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার বিছানা থেকে তাকে তুলবেন। মৃত ব্যক্তি মুনাফিক হলে (প্রশ্নের উত্তরে) বলবে, লোকেরা তাঁর সম্পর্কে একটা কথা বলত আমিও তাই বলতাম। আমি এর অধিক কিছুই জানি না। তখন ফেরেশতাদ্বয় বলবেন, আমরা জানতাম যে, তুমি এ কথাই বলবে। অতঃপর জমীনকে বলা হবে, একে চাপ দাও। জমীন তাকে এমন শক্তভাবে চাপ দিবে যে, তার পাঁজরের হাড়সমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকে যাবে। (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তাকে তার এ বিছানা থেকে তোলার পূর্বে পর্যন্ত সে এভাবেই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আলী, যায়েদ ইবনে সাবিত, ইবনে আব্বাস, বারাআ ইবনে আযিব, আবু আয়্যুব, আনাস, জাবির, আইশা ও আবু সাঈদ (রা) সকলেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কবরের আযাব সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٠١٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১০১০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার সামনে তার (আখেরাতের) বাসস্থান তুলে ধরা হয়। সে বেহেশতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হলে তাকে বেহেশতীদের স্থান দেখানো হয়। আর সে দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হলে তাকে দোযখীদের স্থান দেখানো হয়। অতঃপর বলা হয়, এটা তোমার বাসস্থান। আল্লাহ তোমাকে কিয়ামতের দিন (এখানে) পাঠাবেন-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয়ার সওয়াব।

١٠١١. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى نَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَاللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُوْقَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَزّٰى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ .

১০১১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে, তাকেও বিপদগ্রস্তের সমান প্রতিদান দেয়া হয়-(ই,বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। শুধু আলী ইবনে আসেমের সূত্রে এ হাদীসটি মরফূ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় রাবী মুহাম্মাদ ইবনে সূকার সূত্রে এটা মওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন, মরফূ হিসাবে নয়। কথিত আছে যে, আলী ইবনে আসেম এই হাদীসের কারণে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। মুহাদ্দিসগণ তাকে অভিযুক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১

যে ব্যক্তি জুমুআর দিন মারা যায়।

١٠١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلاَلٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ اللّٰهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ .

১০১২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মুসলমান জুমুআর দিন অথবা জুমুআর রাতে মারা গেলে আল্লাহ তাকে কবরের বিপদ থেকে হেফাজত করেন-(আ,বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এর সনদ পরস্পর সংযুক্ত নয়। তাছাড়া রবীআ ইবনে সাইফ সরাসরি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র কাছে হাদীস শুনেছেন বলে আমাদের জানা নাই। তিনি মূলত আবদুর রহমান আল-হুবুল্লীর সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২

তাড়াতাড়ি জানাযার ব্যবস্থা করা।

١٠١٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ ثَلاَثٌ لاَ تُؤَخِّرْهَا الصَّلاَةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا .

১০১৩। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ হে আলী ! তিনটি কাজে বিলম্ব করবে না। নামায-যখন ওয়াক্ত হয়ে যায়; জানাযা-যখন হাযির হয় এবং বিধবা-যখন তার উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায়-(ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা এর সনদ পরস্পর সংযুক্ত আছে বলে মনে করি না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩

বিপদগ্রস্তের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন।

١٠١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا أُمُّ الْأَسْوَدِ عَنْ مُنْيَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِيْ بَرْزَةَ عَنْ جَدِّهَا أَبِيْ بَرْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَزَّى ثَكْلٰى كُسِيَ بُرْدًا فِي الْجَنَّةِ ·

১০১৪। আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সন্তানহারা মহিলাকে শান্ত্বনা দেয় তাকে বেহেশতে একটি কারুকার্য খচিত চাদর পরিয়ে দেয়া হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব এবং এর সনদ সবল নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪

জানাযার নামাযে হস্তদ্বয় উত্তোলন (রফউল ইয়াদাইন)।

١٠١٥. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلٰى عَنْ أَبِيْ فَرْوَةَ يَزِيْدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ أُنَيْسَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلٰى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ أَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ وَوَضَعَ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى ·

১০১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযায় 'আল্লাহু আকবার' বললেন এবং শুধু প্রথম তাকবীরেই হস্তদ্বয় উত্তোলন (রফউল ইয়াদাইন) করলেন। তিনি ডান হাত বাঁ হাতের উপর রাখলেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা শুধু উল্লেখিত সূত্রেই হাদীসটি জানতে পেরেছি। জানাযার নামাযে কাঁধের উপর হাত তোলার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলেমের মতে, জানাযার নামাযের প্রতি তাকবীরেই হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে হবে। ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকেরও এই মত। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, শুধু প্রথম তাকবীরেই তা করতে হবে। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলেমদের (আবু হানীফা ও তার অনুসারীদের) এই মত। ইবনুল মুবারক বলেন, জানাযার নামাযে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত ধরবে না (দুই হাতই ঝুলিয়ে

রাখবে)। অপর একদল আলেম বলেছেন, অন্যান্য নামাযের মত জানাযার নামাযেও ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত ধরবে। আবু ঈসা বলেন, ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত ধরাই আমি উত্তম মনে করি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ দেনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত মুমিনের রূহ দেনার সাথে বন্ধক থাকে।

١٠١٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتّٰى يُقْضٰى عَنْهُ .

১০১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত মুমিনের রূহ তার ঋণের সাথে বন্ধক থাকে।

١٠١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتّٰى يُقْضٰى عَنْهُ .

১০১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত মুমিনের রূহ তার ঋণের সাথে বন্ধক থাকে-(আ,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এটা পূর্বোক্ত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ।[২৩]

২৩. এই অধ্যায়ে "জানাযা" শব্দটি 'মৃতদেহ', 'জানাযার নামায', 'মৃতের কাফন-দাফন' ইত্যাদি সব অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে-(অনু.)।

একাদশ অধ্যায়

اَبْوَابُ النِّكَاحِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(বিবাহ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

বিবাহ করার ফযীলাত এবং এজন্য উৎসাহ প্রদান।

১০১৮. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِى الشِّمَالِ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعٌ مِّنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ .

১০১৮। আবু আয়্যূব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ চারটি জিনিস নবীদের চিরাচরিত সুন্নাত। লজ্জা-শরম, সুগন্ধি ব্যবহার, মিসওয়াক করা এবং বিবাহ করা-(আ)।

আবু ঈসা বলেন, আবু আয়্যূব (রা)-র হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে উসমান, সাওবান, ইবনে মাসউদ, আইশা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, জাবির ও আক্কাফ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মাহ্‌মূদ ইবনে খিদাশ-আব্বাদ ইবনুল আওয়াম-আল-হাজ্জাজ-মাকহূল-আবুশ শিমাল-আবু আয়্যূব (রা), এই সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। উপরোক্ত হাদীস হুশায়ম, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ, আবু মুআবিয়া ও অন্যরা মাকহূল থেকে-আবু আয়্যূব (রা), এই সনদেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সনদে আবুশ শিমালের উল্লেখ নাই। হাফ্‌স ইবনে গিয়াস ও আব্বাদ ইবনুল আওয়ামের হাদীসটি অধিকতর সহীহ্।

১০১৯. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ لاَ نَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ

وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ .

১০১৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম। আমরা ছিলাম যুবক। (বিবাহের ব্যয় বহনের) আর্থিক সামর্থ্য আমাদের ছিল না। তিনি বললেনঃ হে যুব সমাজ! তোমাদের বিবাহ করা উচিৎ। কেননা এটা দৃষ্টিশক্তিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত রাখে। আর তোমাদের মধ্যে যার বিবাহ করার সামর্থ্য নাই সে যেন রোযা রাখে। কেননা এটা তার যৌনশক্তিকে দমিয়ে রাখবে-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আল-হাসান-আবদুল্লাহ ইবনে সুমায়ের-আমাশ-উমারা এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

বিবাহ না করা বা চিরকুমার থাকা নিষিদ্ধ।

١٠٢٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَغَيْرُوَاحِدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ اَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا .

১০২০। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মাযউন (রা)-র বিবাহ না করার (চির কুমার থাকার) প্রস্তাব নাকচ করে দেন। যদি তিনি তাকে অনুমতি দিতেন তবে আমরা নিজেদেরকে চিরবন্ধা (vasectomy) করে নিতাম-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٠٢١. حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ وَزَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ الطَّائِيُّ وَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ التَّبَتُّلِ وَزَادَ زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ فِىْ حَدِيْثِهِ وَقَرَاَ قَتَادَةُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً .

১০২১। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ ত্যাগ করতে (চিরকুমার থাকতে) নিষেধ করেছেন। যায়েদ ইবনে আখযাম (র) তার বর্ণিত হাদীসে আরো আছেঃ কাতাদা (র) এ আয়াত পাঠ করেনঃ "তোমার পূর্বে আমরা আরো অনেক রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান দান করেছি" –(সূরা রাদ ঃ ৩৮)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে সাদ, আনাস ইবনে মালেক, আইশা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি অপর একটি সূত্রে আইশা (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের দু'টি সনদ সূত্রই সহীহ বলে কথিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

যার ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট তার সাথে বিবাহ দাও।

١٠٢٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ ابْنِ وَثِيْمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ اِلاَّ تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ .

১০২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যার দীনদারী ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট সে যদি তোমাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তবে তার সাথে বিয়ে দাও। যদি তা না কর তবে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

এ অনুচ্ছেদে আবু হাতেম আল–মুযানী ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হুরায়রা (রা)–র হাদীসের সনদে আবদুল হামীদের বিরোধিতা করা হয়েছে। লাইস ইবনে সাদ ইবনে আজলান আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে এটাকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারীও লাইসের বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধতার নিকটতর বলেছেন এবং আবদুল হামীদের বর্ণনাকে অনির্ভরযোগ্য মনে করেন।

١٠٢٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيْدٍ اِبْنَيْ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِيْ حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَاَنْكِحُوْهُ اِلاَّ تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ

اِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ كَانَ فِيْهِ قَالَ اِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَاَنْكِحُوْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ·

১০২৩। আবু হাতেম আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যার দীনদারী ও নৈতিক চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, সে যদি তোমাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তবে তার সাথে (তোমাদের পাত্রীর) বিবাহ দাও। যদি তা না কর তবে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে। যদি তা না কর তবে সমাজে অশান্তি ও বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তার মধ্যে কিছু (ত্রুটি) থাকলেও? তিনি বলেনঃ যার দীনদারী ও নৈতিক চরিত্র তোমাদের মনঃপূত হয় সে যদি তোমাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তবে তার সাথে বিবাহ দাও। (রাবী বলেন) তিনি একথা তিনবার বললেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু হাতেম আল-মুযানী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন। এ হাদীসটি ছাড়া তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে আরো হাদীস বর্ণনা করেছেন কি না তা আমাদের জানা নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখে মেয়েদেরকে বিবাহ করা।

١٠٢٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمَرْاَةَ تُنْكَحُ عَلٰى دِيْنِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ·

১০২৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মহিলাদেরকে তাদের দীনদারী, ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্য দেখে বিবাহ করা হয়। তুমি দীনদার পাত্রীকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিবে; তোমার হাত কল্যাণে পরিপূর্ণ হবে-(মু)।[১]

১. মূলে রয়েছে "তারিবাত ইয়াদাকা" 'তোমার উভয় হাত ধূলিমলিন হোক'। এটা একটা আরবী বাকরীতি। এর ভাবার্থ হল, তোমরা বিয়ের ব্যাপারে দীনদার পাত্রীকেই অগ্রাধিকার দিবে। এতে তোমার কল্যাণ হবে অন্যথায় তোমাদের বিপর্যয় ঘটবে-(অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আওফ ইবনে মালেক, আইশা, আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

প্রস্তাবিত পাত্রীকে দেখে নেয়া।

١٠٢٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّهُ خَطَبَ امْرَاَةً فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يُّؤْدَمَ بَيْنَكُمَا .

১০২৫। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক মহিলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তাকে দেখে নাও, এটা তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি করবে–(আ,না,ই,দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা, জাবির, আনাস, আবু হুমাইদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বলেছেন, নিষিদ্ধ অংগের প্রতি না তাকিয়ে বিয়ের পূর্বে পাত্রীকে দেখে নেয়ায় কোন দোষ নেই। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকেরও এই মত। 'তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি হবে' এ কথার অর্থঃ দেখেশুনে পছন্দ করা পাত্রী বিবাহ্ করলে দাম্পত্য জীবনের প্রেম–ভালোবাসা স্থায়ী হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

বিবাহের ঘোষণা দেয়া।

١٠٢٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ الْجُمَحِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَابَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلاَلِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ .

১০২৬। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেব আল–জুমাহী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (বিবাহে) হালাল ও হারামের পার্থক্য হচ্ছে দফ (ঢোল) বাজানো ও ঘোষণা প্রদান–(আ,না,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আইশা, জাবির ও রুবাই বিনতে মুআওভিয়াব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু বালীজের নাম ইয়াহ্ইয়া, পিতা আবু সুলাইম এবং তাকে সুলাইমও বলা হয়। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেব মহানবী (সা)-কে দেখেছেন। তিনি তখন নাবালেগ ছিলেন।

١٠٢٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مَيْمُوْنٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِى الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ ·

১০২৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা বিবাহের ঘোষণা দিবে, বিবাহের কাজ মসজিদে সম্পন্ন করবে এবং এতে ঢোল পিটাবে-(ই)।[২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ঈসা ইবনে মাইমূন হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। তবে যে ঈসা ইবনে মাইমূন তাফসীর সম্পর্কে ইবনে আবু নাজীহ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বিশ্বস্ত।

١٠٢٨. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَىَّ غَدَاةَ بُنِىَ بِىْ فَجَلَسَ عَلٰى فِرَاشِىْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّىْ وَجُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفُوْفِهِنَّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ اٰبَائِىْ يَوْمَ بَدْرٍ اِلٰى اَنْ قَالَتْ اِحْدَاهُنَّ "وَفِيْنَا نَبِىٌّ يَعْلَمُ مَافِىْ غَدٍ" فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُسْكُتِىْ عَنْ هٰذِهِ وَقُوْلِى الَّذِىْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ قَبْلَهَا ·

---

২. হাদীস বিশারদদের মতে, ঢোল বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে বিবাহের প্রচার করা, আর 'আওয়াজ' অর্থ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিবাহ ঠিক করা। ইসলামে গোপনে চুরি করে বিয়ে করা নাজায়েয। হারাম-হালাল বলতে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে-(অনু.)।

১০২৮। মুআওব্বিয কন্যা রুবাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বাসর রাতের সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তুমি (খালিদ ইবনে যাকওয়ান) যেভাবে আমার কাছে বসে আছ, ঠিক সেভাবে তিনি আমার বিছানার উপর বসলেন। এ সময় আমাদের বালিকারা ঢোল বাজিয়ে বদরের যুদ্ধের শহীদ আমার বাপ-দাদার শোকগাঁথা গাচ্ছিল। গাইতে গাইতে তাদের একজন বলল, "আমাদের মাঝে একজন নবী আছেন। আগামী কাল কি হবে তা তিনি জানেন।" তিনি (সা) তাকে বললেনঃ "এরূপ বলা থেকে বিরত থাক, বরং ইতিপূর্বে যা বলছিলে তাই বল"-(বু)।[৩]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

নব দম্পতির জন্য দোয়া করা।

১০২৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَفَّاَ الْاِنْسَانَ اِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى الْخَيْرِ.

১০২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। কোন ব্যক্তি যখন বিবাহ করত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য এই দোয়া করতেনঃ "বারাকাল্লাহু ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া জামাআ বাইনাকুমা ফিল খাইরি"-(দা,না,ই,হা)।[৪]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আকীল ইবনে আবু তালিব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

সহবাসের দোয়া।

১০৩০. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ

---

৩. 'দফ' অর্থ একমুখ খোলা ঢোল। দুই মুখে চামড়া লাগানো ঢোল বাজানো নিষেধ। শোকগাঁথা সম্পর্কে ফিক্‌হবিদগণ বলেছেন, তাতে অশ্লীলতা ও যৌন আবেদনময়ী কিছু না থাকলে তা গাওয়া জায়েয। উল্লেখিত হাদীস থেকে আরো জানা যায়, মহানবী (সা) 'গায়েব' জানতেন না। গায়েবের জ্ঞাতা একমাত্র আল্লাহ। নবীদের তিনি যতটুকু গায়েব জানাতেন তাঁরা ততটুকুই জানতেন। "আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম তবে আমি তো প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে পারত না"-(আরাফ ঃ ১৮৮)। অতএব আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েবের জ্ঞান রাখে না-(অনু.)।

৪. অর্থ ঃ "আল্লাহ তাআলা বরকত দান করুন, তিনি তোমাকে প্রাচুর্য দান করুন এবং তোমাদের দাম্পত্য জীবন কল্যাণময় করুন।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَتَى اَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا فَاِنْ قَضَى اللّٰهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ ·

১০৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন সে যেন বলে, "বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ শাইতানা মা রাযাকতানা"।[৫] তাদের এই সহবাসে আল্লাহ্ যদি তাদেরকে সন্তান দান করার সিদ্ধান্ত করেন, তবে শয়তান এ সন্তানের কোন ক্ষতি করতে পারে না -(বু,মু,দা,মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

যে সময় বিবাহ করা উত্তম।

١٠٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ شَوَّالٍ وَبَنَى بِيْ فِيْ شَوَّالٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ اَنْ يُبْنَى بِنِسَائِهَا فِيْ شَوَّالٍ ·

১০৩১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেছেন এবং শাওয়াল মাসেই বাসর রাত কাটিয়েছেন। আইশা (রা) তার পরিবারের মেয়েদের শাওয়াল মাসে বাসর উদযাপন কামনা করতেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

ওলীমা (বিবাহ ভোজের) অনুষ্ঠান।

١٠٣٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ

৫. অর্থঃ "আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! শয়তান থেকে আমাদের দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে রিযিক (সন্তান) দিবে তা থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ।"

مَاهٰذَا فَقَالَ اِنِّىْ تَزَوَّجْتُ اِمْـرَاَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ٠

১০৩২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)–র শরীরে (বা কাপড়ে) হলুদ রং–এর চিহ্ন দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ কি ব্যাপার! তিনি বলেন, আমি একটি খেজুর আঁটির সম–পরিমাণ সোনার বিনিময়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তোমায় বরকত দান করুন, একটি বকরী দিয়ে হলেও বিবাহ ভোজের আয়োজন কর–(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আইশা, জাবির ও যুহাইর ইবনে উসমান (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আহ্মাদ ইবনে হাম্বল বলেন, একটি খেজুরের বীচির পরিমাণ সোনার ওজন সাড়ে তিন দিরহাম। ইসহাকের মতে এর ওজন পাঁচ দিরহামের সমান।

١٠٣٣. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْـيَانُ بْنُ عُيَيْنَـةَ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ اَبِيْـهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اَوْلَمَ عَلٰى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ بِسَوِيْقٍ وَتَمْرٍ ٠

১০৩৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত।নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা বিনতে হুয়াইকে বিবাহ করে ছাতু ও খেজুর দিয়ে ওলীমা অনুষ্ঠান করেন–(আ,দা,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আরো কয়েকটি সূত্রে ইবনে উয়াইনা থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। কিন্তু ইবনে উয়াইনা নিজের সাক্ষাত রাবীর নাম বাদ দিয়ে তার উর্দ্ধতন রাবীর নামে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাই দেখা যায় কোন কোন সূত্রে তিনি 'ওয়াইল থেকে তার পিতার সূত্রে' এরূপ বর্ণনা করেছেন, আবার কোন বর্ণনায় তা বাদ দিয়েছেন অর্থাৎ এ হাদীসে তিনি একজন মুদাল্লিস রাবী।

١٠٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ عَبْـدِ الرَّحْـمٰنِ عَنِ ابْـنِ مَسْـعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ اَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الـثَّانِىْ سُنَّةٌ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ ٠

১০৩৪। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বিবাহের প্রথম দিনের খাবারের ব্যবস্থা করা আবশ্যকীয়, দ্বিতীয় দিনের খাবারের ব্যবস্থা করা সুন্নাত এবং তৃতীয় দিনের খাবার হল নাম-ডাক ছড়ানোর উদ্দেশ্যে। যে ব্যক্তি নাম-ডাক ছড়াতে চায়, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তাকে তদ্রূপ (অহংকারী ও মিথ্যুক হিসাবে) প্রকাশ করবেন।[৬]

আবু ঈসা বলেন, ইবনে মাসউদের হাদীসটি আমরা কেবল যিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহুর সূত্রেই মরফূরূপে জানতে পেরেছি। কিন্তু যিয়াদ অধিকাংশ সময়ই গরীব ও মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) হাদীসগুলোই বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (র) মুহাম্মাদ ইবনে উকবার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী বলেছেন, যিয়াদ মর্যাদাবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও হাদীসে অনেক অসত্য বর্ণনা করে থাকেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

দাওয়াত গ্রহণ করা।

١٠٣٥. حَدَّثَنَا اَبُوْسَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتُوا الدَّعْوَةَ اِذَا دُعِيْتُمْ .

১০৩৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের দাওয়াত করা হলে তোমরা তাতে অংশগ্রহণ কর-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, আবু হুরায়রা, বারাআ, আনাস ও আবু আয়্যুব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

দাওয়াত ছাড়াই বিবাহভোজে উপস্থিত হওয়া।

١٠٣٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ شُعَيْبٍ اِلٰى غُلَامٍ لَهُ لَحَّامٍ فَقَالَ اصْنَعْ لِيْ طَعَامًا يَكْفِيْ خَمْسَةً فَاِنِّيْ رَاَيْتُ فِيْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوْعَ قَالَ فَصَنَعَ طَعَامًا ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

৬. অর্থাৎ মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং নিজের নাম-ডাক ছড়ানোর জন্য যে ব্যক্তি এরূপ ভোজের আয়োজন করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে অপদস্থ করবেন-(অনু.)।

فَدَعَاهُ وَجُلَسَاءَهُ الَّذِيْنَ مَعَهُ فَلَمَّا قَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِيْنَ دُعُوْا فَلَمَّا انْتَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْبَابِ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ اِنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِيْنَ دَعَوْتَنَا فَاِنْ اَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ قَالَ فَقَدْ اَذِنَّا لَهُ فَلْيَدْخُلْ .

১০৩৬। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু শুআইব নামে এক ব্যক্তি তার গোশত বিক্রেতা গোলামের কাছে এসে বলেন, আমার জন্য পাঁচজনের পরিমাণ খাবার তৈরি কর। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় ক্ষুধার ছাপ লক্ষ্য করেছি। সে খাবার তৈরি করলে তিনি লোক পাঠিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথে বসা লোকদের ডেকে পাঠান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে রওনা হলে এক ব্যক্তি তাঁদের অনুসরণ করে, যে দাওয়াদ দেয়ার সময় তাদের সাথে উপস্থিত ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ির দরজায় পৌছে বাড়ির মালিককে বলেনঃ আমাদের পিছে পিছে আরো এক ব্যক্তি এসেছে। তুমি আমাদের দাওয়াত করার সময় সে উপস্থিত ছিল না। যদি তুমি অনুমতি দাও তবে সে তোমার বাড়িতে প্রবেশ করবে। আবু শুআইব বলেন, আমি তাকেও অনুমতি দিলাম, সে যেন প্রবেশ করে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

কুমারী মেয়ে বিবাহ করা।

١٠٣٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَتَزَوَّجْتَ يَاجَابِرُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ لاَ بَلْ ثَيِّبًا فَقَالَ هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ مَاتَ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ اَوْ تِسْعًا فَجِئْتُ بِمَنْ يَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ قَالَ فَدَعَا لِىْ .

১০৩৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে বিবাহ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তিনি বলেনঃ হে জাবির! তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেনঃ যুবতী না

বিধবা? আমি বললাম, না, বরং বিধবা। তিনি বলেনঃ তুমি একটি যুবতী মেয়েকে বিবাহ করলে না কেন? তাহলে তুমিও তার সাথে আমোদ-স্ফুর্তি করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদ করতে পারত। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! (আমার পিতা) আবদুল্লাহ্ মারা যাওয়ার সময় সাতটি অথবা নয়টি কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। এজন্য তাদের দেখাশোনা করতে পারে এরূপ এক মহিলাকে নিয়ে এসেছি। তখন তিনি আমার জন্য দোয়া করলেন-(বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, জাবির (রা)-র হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে উবাই ইবনে কাব ও কাব ইবনে উজরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

অভিভাবক ছাড়া বিবাহ্ হয় না।

١٠٣٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ .

১০৩৮। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অভিভাবক ছাড়া বিবাহ্ হতে পারে না।

এ অনুচ্ছেদে আইশা, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, ইমরান ইবনে হুসাইন ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٠٣٩. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَاِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ .

১০৩৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে কোন মহিলা তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলে তার এ বিবাহ্ বাতিল,

তার এ বিবাহ বাতিল, তার এ বিবাহ বাতিল।[৭] কিন্তু তার স্বামী যদি তার সাথে সহবাস করে, তবে সে তার লজ্জাস্থান হালাল মনে করে সংগত হওয়ার কারণে তার

---

৭. বালেগা নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বা তাদের মত উপেক্ষা করে বিবাহ করতে পারে কি না এ ব্যাপারে (আপাতঃ দৃষ্টিতে) পরস্পর বিরোধী হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ বালেগা মহিলার উপর অভিভাবকের কোন কর্তৃত্ব নেই" (আবু দাউদ, নাসাঈ)। জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বলল, আমার পিতা এমন এক লোকের সাথে আমার বিবাহ দিয়েছেন যাকে আমি পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ (সা) তার পিতাকে বলেনঃ "তাকে বিবাহ দেয়ার অধিকার তোমার নেই।" তিনি মহিলাকে বলেনঃ "যাও তোমার ইচ্ছামত বিবাহ কর"-(নাসাবুর রায়াহ)।একটি যুবতী মেয়ে মহানবী (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা আমাকে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে বিবাহ দিয়েছেন। তিনি আমার দ্বারা তাকে নিকৃষ্ট অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য একাজ করেছেন। নবী (সা) তাকে বিবাহ ঠিক রাখা বা না রাখার এখতিয়ার দেন। অতঃপর মেয়েটি বলল, আমার পিতা যা করেছেন আমি তা বহাল রাখলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েরা জেনে নিক যে, তাদের উপর তাদের পিতাদের কোন কর্তৃত্ব নেই (নাসাঈ, আহ্মাদ)। এসব হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, বালেগা মহিলা নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করতে পারে। এতে অভিভাবকের বাধা দেয়ার কোন অধিকার নেই।

"অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হয় না" এবং "বালেগার উপর অভিভাবকের কোন জোর চলে না" এই দ্বিবিধ মতের অনুসারীদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উভয় পক্ষেরই নিজ নিজ মতের সমর্থনে জোড়ালো দলীল রয়েছে। এক পক্ষের সিদ্ধান্ত ভুল এটা বলার কোন অবকাশ নাই। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে আইন প্রণেতা মহানবী (সা) কি বাস্তবিকপক্ষেই পরস্পর বিরোধী নির্দেশ দিয়েছেন? অথবা দুই হুকুম পাশাপাশি রেখে আইন প্রণতার উদ্দেশ্য সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব কি?

প্রথম সন্দেহ সুস্পষ্টরূপেই বাতিল। কেননা শরীআতের সার্বিক ব্যবস্থা শরীআত প্রণেতার পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর কাছ থেকে পরস্পর বিরোধী হুকুম প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় সন্দেহও বাতিল। কেননা এই ক্ষেত্রে এক হুকুম দ্বারা অন্য হুকুম রহিত হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। এখন তৃতীয় অবস্থাটিই বিবেচনাযোগ্য। আমরা এখন বিষয়টি বিশ্লেষণ করব।

ক. বিবাহের ব্যাপারে প্রধান দুই পক্ষ হল নারী (পাত্রী) ও পুরুষ (পাত্র), পুরুষ ও নারীর অভিভাবক নয়। উক্ত নারী ও পুরুষের মধ্যে ইজাব-কবুল (proposal & acceptance) অনুষ্ঠিত হয়।

খ. বালেগা মহিলাকে (বিধবা হোক বা কুমারী) তার সন্তোষ ও অনুমতি ছাড়া তার মর্জির বিরুদ্ধে বিবাহ দেয়া যেতে পারে না। যে বিবাহে পাত্রী বা পাত্র রাজী নয় সেখানে ঈজাবই (সম্মতি) তো অনুপস্থিত। বিবাহ কেমন করে বিধিবদ্ধ হতে পারে?

গ. কিন্তু আইন প্রণেতা এটাও জায়েয রাখেন না যে, কোন মহিলা তার বিবাহের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও খোদমুখতার হয়ে যাবে, নিজের অভিভাবকের মতামতের কোন তোয়াক্কা না করে যে ধরনের পুরুষকেই পছন্দ হবে তাকে নিজের স্বামীরূপে বরণ করে তাকে নিজের বংশের মধ্যে অনুপ্রবেশ করাবে। এজন্যই আইন প্রণেতা কোন নারীর বিবাহের ব্যাপারে তার নিজের সম্মতির সাথে সাথে তার অভিভাবকের সম্মতিকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে কোন নারী যেখানে ইচ্ছা বিবাহ করবে তা তার জন্য সমীচীন নয়। অপরদিকে মেয়ের সম্মতি ব্যতীত যেখানে ইচ্ছা তাকে পাত্রস্থ করবে এটাও অভিভাবকের জন্য সমীচীন নয়।

ঘ. যদি কোন অভিভাবক নিজেই তার অধীনস্ত মহিলার বিবাহ দেয়, তবে এ ব্যাপারটা স্ত্রীলোকটির মর্জির সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। যদি সে এটা মেনে নেয় তবে কোন কথা নেই। আর যদি সে এটা মেনে নিতে না পারে তবে ব্যাপারটি আদালতে যাবে। অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার পর আদালত যে সিদ্ধান্ত দিবে তা-ই কার্যকর হবে।

ঙ. যদি কোন মহিলা তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিবাহ করে তবে এ বিয়ে অভিভাবকের

কাছে মোহরের অধিকারী হবে। অভিভাবকরা যদি বিবাদ করে তবে যার অভিভাবক নাই তার ওলী হবে দেশের শাসক-(দা,না,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা) বর্ণিত এ হাদীসটি হাসান। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আয়্যুব ও সুফিয়ান সাওরীসহ একদল হাফেজ মুহাদ্দিস ইবনে জুরাইজ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা বলেন, আবু মূসা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত (১০৩৮ নং) হাদীসের সনদে মতভেদ রয়েছে। ইসমাঈল, শারীক, আবু আওয়ানা, যুহাইর, কায়েস ইবনুর রবী প্রমুখ আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবু বুরদা থেকে, তিনি আবু মূসা (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আসবাত ইবনে মুহাম্মাদ ও যায়েদ ইবনে হুবাব-ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক-আবু ইসহাক- আবু বুরদা-আবু মূসা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। আবু উবায়দা আল-হাদ্দাদ-ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক-আবু বুরদা-আবু মূসা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত। এই সনদে আবু ইসহাকের উল্লেখ নাই। ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক-আবু ইসহাক-আবু বুরদা-আবু মূসা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। শোবা ও সাওরী-আবু ইসহাক-আবু বুরদা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামঃ "অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হয় না"।

সুফিয়ানের কতক অনুসারী তার সূত্রে-আবু ইসহাক-আবু বুরদা-আবু মূসা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা সঠিক নয়। আমার মতে যারা আবু ইসহাক আবু বুরদা-আবু মূসা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, "অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হয় না" তাদের বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ। কারণ তারা বিভিন্ন সময় আবু ইসহাকের নিকট এ হাদীস শুনেছেন। যারা আবু ইসহাকের নিকট থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের তুলনায় শোবা ও সুফিয়ান সাওরী যদিও অধিক স্মরণশক্তির অধিকারী ও নির্ভরযোগ্য তবুও তাদের সকলের বর্ণনাই আমার মতে অধিকতর সহীহ ও পরস্পর সংগতিপূর্ণ।

শোবা ও সাওরী একই বৈঠকে আবু ইসহাকের নিকট উক্ত হাদীস শুনেছেন এবং মাহ্মূদ ইবনে গাইলানের বর্ণনায় এ কথার প্রমাণ বিদ্যমান। তিনি বলেন, আবু দাউদ

সম্মতির সাথে সম্পৃক্ত হবে। যদি সে এটা মেনে নেয় তবে তো ভালো, অন্যথায় এ ব্যাপারটিও আদালতে উত্থাপিত হতে পারে। আদালত অনুসন্ধান করে দেখবে, অভিভাবকের আপত্তি ও অসম্মতির কারণ কি? যদি প্রকৃতই কোন যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য কারণে সে কোন ব্যক্তিকে তার কন্যার স্বামী হিসাবে পছন্দ না করে তবে এ বিবাহ বাতিল করে দেয়া হবে। আর যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, অভিভাবক তাকে বিবাহ দেয়ার ব্যাপারে অযথা বিলম্ব করেছে এবং জ্ঞাতসারেই অলসতা করেছে অথবা কোন অবৈধ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাকে জ্বালাতন করেছে। এতে সে উত্যক্ত হয়ে নিজের বিবাহ নিজেই করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে অভিভাবক তার এখতিয়ার খারাপ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছে বলে সাব্যস্ত হবে এবং আদালত এ বিয়েকে বৈধ বলে রায় দিবে। এই বিষয়ে মাযহাবসমূহের মতপার্থক্যের নিরসনকল্পে এটি অনুবাদকের একটি প্রস্তাবমাত্র-(অনু.)।

বলেছেন যে, শোবা বলেছেন, আমি সুফিয়ান সাওরীকে আবু ইসহাকের নিকট জিজ্ঞাসা করতে শুনেছিঃ আপনি কি আবু বুরদা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হয় না"? তিনি উত্তরে বলেন, হাঁ। অতএব উপরোক্ত বর্ণনা প্রমাণ করে যে, শোবা ও সাওরী একই সময়ে এই হাদীস শ্রবণ করেছেন। আবু ইসহাকের নিকট থেকে রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে ইসরাঈল বিশ্বস্ত। ইবনুল মুসান্না বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবনে মাহদীকে বলতে শুনেছিঃ আমি যখন থেকে ইসরাঈলের উপর নির্ভর করেছি তখন থেকে আবু ইসহাকের বরাতে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি। কেননা আবু ইসহাকের রিওয়ায়াতগুলি ইসরাঈল পূর্ণরূপে বর্ণনা করতেন।

আলোচ্য হাদীসটি ইবনে জুরাইজ-সুলায়মান ইবনে মূসা-যুহরী-উরওয়া-আইশা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। হাজ্জাজ ইবনে আরতাত ও জাফর ইবনে রবীআ-যুহরী-উরওয়া-আইশা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। হিশাম ইবনে উরওয়া-উরওয়া-আইশা (রা) সনদেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। কোন কোন হাদীস বিশারদ এই শেষোক্ত সনদের সমালোচনা করেছেন। ইবনে জুরাইজ বলেন, এক সময় আমি যুহরীর সাথে সাক্ষাত করে তাকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি এটাকে অস্বীকার করেন। এ কারণেই মুহাদ্দিসগণ উপরোক্ত সনদসূত্রটি দুর্বল বলেছেন। ইবনে মাঈন বলেন, কেবল ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীমই ইবনে জুরাইজের বরাতে উক্ত কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনে জুরাইজের নিকট থেকে ইসমাঈলের কিছু শ্রুতি তেমন প্রমাণিত নয়। তবে তিনি পাণ্ডুলিপিকে আবদুল মজীদ ইবনে আবদুল আযীয ইবনে আবু রাওয়াদের পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে সংশোধন করে নেন। অন্যথায় তিনি ইসমাঈল ইবনে জুরাইজের নিকট থেকে কিছুই শুনেননি। ইয়াহ্ইয়া (র) ইবনে জুরাইজের বরাতে ইসমাঈলের বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবীদের মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনে আবু তালিব, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা ও অন্যরা "অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হতে পারে না" এ হাদীস অনুযায়ী মত প্রকাশ করেছেন। একদল ফিক্হবিদ তাবিঈ বলেছেন, অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোন মহিলা বিবাহ করতে পারে না, করলে তা বাতিল গণ্য হবে। এদের মধ্যে রয়েছেন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, হাসান বসরী, শুরাইহ, ইবরাহীম নাখঈ, উমার ইবনে আবদুল আযীয ও অন্যরা। সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ, মালেক, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকও এই কথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হতে পারে না।

١٠٤٠. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَغَايَا اللَّاتِيْ يُنْكِحْنَ اَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ .

১০৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যেসব নারী সাক্ষী ব্যতীত নিজেদেরকে বিবাহ দেয় তারা ব্যভিচারিনী, যেনাকারিনী।

ইউসুফ ইবনে হাম্মাদ বলেন, আবদুল আলা এ হাদীসটি কিতাবুত তাফসীরে মরফূ (রাসূলের কথা) হিসাবে এবং কিতাবুত তালাকে মওকূফ (ইবনে আব্বাসের কথা) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কুতায়বা-গুনদার, মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-সাঈদ ইবনে আবী আরূবা সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই সূত্রে এটা মরফূ হিসাবে বর্ণনা করা হয়নি এবং এটাই সহীহ। আবু ঈসা বলেন, এটি একটি অরক্ষিত হাদীস। আবদুল আলা ছাড়া আর কেউ এটাকে মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি। সহীহ কথা হল, হাদীসের উল্লেখিত কথাগুলো (সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হয় না) ইবনে আব্বাসের। এ অনুচ্ছেদে ইমরান ইবনে হুসাইন, আনাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একাধিক রাবী এটাকে সাঈদ ইবনে আবী আরূবা থেকেও মওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন।

মহানবী (সা)-এর সাহাবী ও তাবিঈগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা সবাই বলেছেন, সাক্ষীর উপস্থিতি ছাড়া বিবাহ হয় না। পূর্বকালের আলেমদের কেউই এ বিষয়ে মতভেদ করেননি। মুতাআখখিরীন আলেমগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। তাদের মতবিরোধ হয়েছেঃ একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য দেয়ার পর আর একজন উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দিলে বিবাহ বৈধ হবে কি না-এ বিষয় নিয়ে। কূফার অধিকাংশ আলেম ও অন্যান্যের মতে, একই সময়ে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতি ছাড়া বিবাহের আক্‌দ অনুষ্ঠান জায়েয নয়। মদীনার একদল আলেমের মতেঃ একজন সাক্ষী চলে যাওয়ার পর আর একজন সাক্ষী উপস্থিত হলে বিবাহ জায়েয হবে, যদি তারা এর ঘোষণা দিয়ে থাকে। ইমাম মালেকেরও এই মত। মদীনাবাসীদের বর্ণনামতে ইসহাকেরও এই মত। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক বলেছেন, একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্যেও বিবাহ অনুষ্ঠান জায়েয (হানাফী মতও তদ্রূপ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬
বিবাহের খোতবা।

١٠٤١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فِى الصَّلاَةِ وَالتَّشَهُّدَ فِى الْحَاجَةِ قَالَ التَّشَهُّدُ فِى الصَّلاَةِ : اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَ شْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ . وَالتَّشَهُّدُ فِى الْحَاجَةِ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا فَمَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ وَيَقْرَاُ ثَلاَثَ اٰيَاتٍ قَالَ عَبْثَرٌ فَفَسَّرَهَا لَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا . يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا .

১০৪১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামাযের তাশাহ্হুদ এবং (বিবাহ ইত্যাদি) প্রয়োজনের তাশাহ্হুদও শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ নামাযের তাশাহ্হুদ এই যে, "সমস্ত সম্মান, ইবাদত ও পবিত্রতা আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও প্রাচুর্যও। আমাদের ও আল্লাহ্র নেক বান্দাদের উপর শান্তি নেমে আসুক। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই। আমি আরো সক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল"।

আর প্রয়োজনের (হাজাতের) তাশাহ্হুদ হলঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁর কাছেই মাফ চাচ্ছি। আমরা আমাদের কুপ্রবৃত্তি ও আমাদের মন্দ কাজসমূহ থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই। তিনি যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল"। রাবী বলেন, তিনি আরো তিনটি আয়াত পাঠ করতেন। রাবী আবসার বলেন, সুফিয়ান সাওরী এ তিনটি আয়াতের উল্লেখ করেছেনঃ

১. "হে ঈমানদারগণ! বাস্তবিকই তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমৃত্যু তোমরা মুসলিম (অনুগত) হয়ে থাক"–(সূরা আল ইমরান ঃ ১০২)।

২. "হে জনগণ! তোমাদের রবকে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকেই তার জোড়া তৈরি করেছেন। তাদের উভয়ের মাধ্যমে তিনি অসংখ্য পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের নিকট নিজ নিজ অধিকার দাবি কর এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের কাজের পর্যবেক্ষণ করছেন"–(সূরা নিসা ঃ ১)।

৩. "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে বড় রকমের সাফল্য লাভ করল"–(সূরা আহযাব ঃ ৭০,৭১)–(দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি আরো দু'টি সূত্রে আবদুল্লাহ (রা)-র কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং উভয় সূত্রই সহীহ্। সুফিয়ান সাওরী এবং অন্যান্য কতিপয় আলেম বলেছেন, খোতবা পাঠ ছাড়াও বিবাহ শুদ্ধ হবে।

١٠٤٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيْهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ .

১০৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যেসব খোতবায় (বক্তৃতায়) তাশাহ্হুদ পড়া হয় না তা কাটা হাতের সমতুল্য (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭
বিবাহের ব্যাপারে কুমারী (বিক্‌র) ও অকুমারীর (সায়্যিব) অনুমতি গ্রহণ।

١٠٤٣. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتّٰى تُسْتَاْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَأْذَنَ وَاِذْنُهَا الصُّمُوْتُ.

১০৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রাপ্তবয়স্কা (সায়্যিব) নারীকে তার সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না। যুবতীকে তার অনুমতি না নিয়ে বিবাহ্ দেয়া যাবে না। নীরবতাই তার অনুমতি–(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে উমার, ইবনে আব্বাস, আইশা ও উরস ইবনে উমায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাদের মতে, প্রাপ্তবয়স্কা (সায়্যিব) নারীকে তার সুস্পষ্ট অনুমতি না নিয়ে বিবাহ্ দেয়া যাবে না। তার প্রকাশ্য অনুমতি না নিয়ে যদি তার পিতা তাকে বিবাহ্ দেয় এবং এ বিবাহ্ সে যদি পছন্দ না করে তবে তা সমস্ত আলেমের মতে বাতিল গণ্য হবে। পিতা কর্তৃক কুমারী কন্যাকে তার অনুমতি না নিয়ে বিবাহ্ দেয়ার বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে।প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী কন্যাকে তার পিতা যদি তার হুকুম না নিয়ে বিবাহ্ দেয় এবং সে যদি এ বিবাহ্ পছন্দ না করে, তবে কূফার অধিকাংশ আলেমের মতে বিবাহ্ বাতিল গণ্য হবে। মদীনার একদল আলেমের মতে, পিতা যদি তাকে বিবাহ্ দেয় এবং সে যদি তা পছন্দ না করে তবুও এ বিবাহ্ জয়েয হবে। ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মত ব্যক্ত করেছেন।

١٠٤٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَّلِيِّهَا . وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِيْ نَفْسِهَا وَ اِذْنُهَا صُمَاتُهَا .

১০৪৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রাপ্তবয়স্কা নারী (আয়্যিম) নিজের (বিবাহের) ব্যাপারে তার অভিভাবকের চেয়ে

অধিক কর্তৃত্বশীল। কুমারীর (বিকর, বিবাহের) ব্যাপারে তার মত গ্রহণ করা আবশ্যক। তার নীরবতাই তার সম্মতি–(মু,দা,না,ই,মা)।[৮]

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শোবা ও সাওরী এ হাদীস ইমাম মালেকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একদল লোক এ হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে বলেছেন, অভিভাবক ছাড়াও বিবাহ জায়েয। কিন্তু এ হাদীসে তাদের জন্য দলীল নাই। কেননা ইবনে আব্বাসের কাছ থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হতে পারে না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর ইবনে আব্বাস (রা) এ ফতোয়াই দিয়েছেন যে, অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হতে পারে না। "বয়স্কা (আয়্যিম) নারী তার বিবাহের ব্যাপারে তার অভিভাবকের চেয়ে অধিক কর্তৃত্বশীল", অধিকাংশ আলেমের মতে এ হাদীসের তাৎপর্য হলঃ বয়স্কা মহিলার অভিভাবক তার হুকুম এবং সম্মতি না নিয়ে তাকে বিবাহ দিতে পারে না, যদি দেয় তবে তা বাতিল গণ্য হবে, খিযামের কন্যা খানাসার হাদীসের ভিত্তিতে। তিনি বয়স্কা ছিলেন। তার পিতা তাকে বিবাহ দিলে তিনি তা অপছন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ বিবাহ রদ করে দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

ইয়াতীম মেয়েকে জোরপূর্বক বিবাহ দেয়া।

١٠٤٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْيَتِيْمَةُ تُسْتَاْمَرُ فِىْ نَفْسِهَا فَاِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ اِذْنُهَا وَاِنْ اَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا .

১০৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইয়াতীম যুবতীর (বিবাহের) ব্যাপারে তার নিজের মত গ্রহণ করতে হবে। সে যদি চুপ থাকে তবে এটাই তার সম্মতি গণ্য হবে। সে যদি সরাসরি অস্বীকার করে তবে তার উপর জোর খাটানো যাবে না –(বু,মু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবু মূসা ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইয়াতীম মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে

---

৮. কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে কুমারী মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে তার কাছে প্রস্তাব তুললে সে যদি নীরব থাকে তবে এই নীরবতাই তার সম্মতি বলে গণ্য হবে। প্রাপ্তবয়স্কা কিন্তু অবিবাহিতা যুবতীকে "বাকিরা" বলে। প্রাপ্তবয়স্কা বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারীকে "সায়্যিবা" বলে। প্রাপ্তবয়স্ক অবিবাহিত নারী ও পুরুষকে আয়্যিম বলে। সে বাকিরাও হতে পারে অথবা সায়্যিবাও (বিধবা ও বিপত্নীক, তালাকের কারণে হোক অথবা স্বামী বা স্ত্রীর মারা যাওয়ার কারণে হোক) হতে পারে–(অনু.)।

মতভেদ আছে। একদল আলেমের মতে ইয়াতীম মেয়েকে বিবাহ্ দিলে সে বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তা স্থগিত থাকবে। বালেগ হওয়ার পর সে ইচ্ছা করলে এ বিবাহ্ বহালও রাখতে পারে অথবা নাকচও করে দিতে পারে। একদল তাবিঈ ও অপরাপর আলেমের এই মত (হানাফী মতও তাই)। আর একদল আলেম বলেছেন, ইয়াতীম মেয়ে বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তাকে বিবাহ্ দেয়া যাবে না। কেননা বিবাহের মধ্যে এখতিয়ার জায়েয নাই। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ ও অপরাপর আলেমের এই মত। আহ্মাদ ও ইসহাক বলেছেন, ইয়াতীম বালিকা নয় বছরে পদার্পণ করার পর তাকে বিবাহ্ দেয়া হলে এবং সে এতে রাজী থাকলে তা জায়েয হবে। বালেগ হওয়ার পর বিবাহ্ বহাল রাখা বা ভেংগে দেয়ার কোন এখতিয়ার তার থাকবে না। তারা আইশা (রা)-র বিষয় দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইশা (রা)-কে নিয়ে তার নয় বছর বয়সে বাসর যাপন করেছেন। আইশা (রা) বলেছেন, কোন বালিকা যখন নয় বছরে পদার্পণ করে তখন সে মহিলা গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

দুই অভিভাবক (পৃথকভাবে) বিবাহ্ দিলে।

١٠٤٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِىَ لِلْاَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِّنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْاَوَّلِ مِنْهُمَا.

১০৪৬। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ (সম-পর্যায়ের) দুইজন অভিভাবক কোন মহিলাকে (ভিন্ন দুই ব্যক্তির নিকট) বিবাহ্ দিলে প্রথম জনের বিবাহ্ বলবৎ হবে। কোন ব্যক্তি (একই মাল) দু'জন ক্রেতার নিকট বিক্রয় করলে তা প্রথম ক্রেতাই পাবে-(দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমাদের জানা নাই। এক অভিভাবক অপর অভিভাবকের আগে পাত্রীকে বিবাহ্ দিলে প্রথম অভিভাবকের বিবাহ্ বলবৎ হবে এবং দ্বিতীয় অভিভাবকের দেয়া বিবাহ্ বাতিল গণ্য হবে। আর যদি দুইজন অভিভাবক একই সময় (দুইজনের কাছে) বিবাহ্ দেয় তবে উভয়ের প্রদত্ত বিবাহ্ বাতিল গণ্য হবে। সুফিয়ান সাওরী, আহ্মাদ ও ইসহাক এই মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

মনিবের অনুমতি না নিয়ে গোলামের বিবাহ।

١٠٤٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ اِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ .

১০৪৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে কোন গোলাম তার মনিবের অনুমতি না নিয়ে বিবাহ করলে সে ব্যভিচারী।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একটি সূত্রে এ হাদীসটি ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কিন্তু তা সহীহ নয়। জাবিরের সূত্রটিই সহীহ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও তাবিঈগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে, মনিবের অনুমতি না নিয়ে কোন গোলাম বিবাহ করলে তা জায়েয হবে না। আহ্মাদ, ইসহাক ও অন্যরাও এই মত ব্যক্ত করেছেন।

١٠٤٨. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ اِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ .

১০৪৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন গোলাম তার মনিবের অনুমতি না নিয়ে বিবাহ করলে সে যেনাকারী গণ্য হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

মহিলাদের মোহরের বর্ণনা।[৯]

١٠٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ

---

৯. বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি কোন মহিলার উপর স্বামীত্বের অধিকার অর্জন করার বিনিময় স্বরূপ তাকে যে অর্থ-সম্পদ দান করে তাকে 'মোহর' বলে। পবিত্র কুরআনে বলা

سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اِمْرَاَةً مِّنْ بَنِىْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلٰى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَاَجَازَهُ .

১০৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রাবীআ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। ফাযারা গোত্রের এক মহিলা একজোড়া জুতার বিনিময়ে বিবাহ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি একজোড়া জুতার বিনিময়ে তোমার জীবন ও মাল সপে দিতে রাজী হয়ে গেলে? সে বলল, হ্যাঁ। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিবাহ অনুমোদন করলেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উমার, আবু হুরায়রা, সাহল ইবনে সাদ, আবু সাঈদ, আনাস, আইশা, জাবির ও আবু হাদরাদ আল-আসলামী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মোহরের পরিমাণ নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, যে পরিমাণ মোহরে উভয়ে সম্মত হবে ততটুকুই মোহর হবে। মালেক ইবনে আনাস বলেছেন, সর্বনিম্ন পরিমাণ মোহর এক দীনারের এক-চতুর্থাংশের কম হতে পারবে না। কূফাবাসী একদল আলেম বলেছেন, সর্বনিম্ন পরিমাণ মোহর দশ দিরহাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২
একই বিষয়

١٠٥٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عِيْسٰى وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ قَالاَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ اِمْرَاَةٌ فَقَالَتْ اِنِّىْ وَهَبْتُ نَفْسِىْ لَكَ فَقَامَتْ طَوِيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَزَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا فَقَالَ مَاعِنْدِىْ اِلاَّ اِزَارِىْ هٰذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِزَارُكَ

হয়েছেঃ "তোমরা মনের সন্তোষ সহকারে স্ত্রীদের মোহর আদায় কর"-(সূরা নিসা ঃ ৪)। মোহর সম্পর্কিত আয়াতগুলোকে বিশ্লেষণ করে ফিকহবিদগণ বলেছেন, মোহর ব্যতীত বিবাহ জায়েয নয়। কারণ মোহর প্রদান করা স্বামীর জন্য ফরজ করে দেয়া হয়েছে। এটা বিয়ের প্রধান শর্ত। যতদিন মোহর আদায় করা না হবে ততদিন এটা স্বামীর ঘাড়ে ঋণ হিসাবে ঝুলতে থাকবে-(অনু.)।

اِنْ اَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلاَ اِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا قَالَ مَا اَجِدُ قَالَ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيْدٍ قَالَ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ·

১০৫০। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। একটি স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি নিজেকে আপনার জন্য দান (হেবা) করলাম। (একথা বলে) সে অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। অতঃপর এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! তাকে যদি আপনার প্রয়োজন না হয় তবে আমার সাথে তার বিবাহ দিন। তিনি বললেনঃ তোমার কাছে তার মোহর প্রদান করার মত কিছু আছে কি? সে বলল, আমার কাছে আমার এ কাপড়টি ছাড়া আর কিছু নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমার কাপড়টি যদি তাকে দিয়ে দাও তবে তোমাকে তো (ঘরে) বসে থাকতে হবে এবং তোমার কাপড় বলতে কিছু থাকবে না। অন্য কিছু খুঁজে নিয়ে আস। (কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে) সে বলল, খুঁজে কিছুই পাইনি। তিনি বললেনঃ একটি লোহার আংটি হলেও খুঁজে নিয়ে আস। রাবী বলেন, সে খোঁজ করে কিছুই পেল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমার কিছু কুরআন জানা আছে কি? সে বলল, হাঁ, অমুক অমুক সূরা জানা আছে। সে সূরাগুলোর নামও বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কুরআনের যতটুকু তোমার জানা আছে তার বিনিময়ে তোমার সাথে তার বিবাহ দিলাম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম শাফিঈ এ হাদীস অনুযায়ী মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি কারো কাছে বিবাহ করার জন্য মোহর বাবদ দেয়ার মত কিছু না থাকে এবং সে যদি কুরআনের কোন সূরার বিনিময়ে কোন নারীকে বিবাহ করে তবে তা জায়েয হবে। তার উচিত হবে ঐ মহিলাকে সে সূরা শিখিয়ে দেয়া। কুফাবাসী আলেমগণ এবং আহ্মাদ ও ইসহাক বলেছেন, বিবাহ জায়েয হবে ঠিকই, কিন্তু তাকে 'মোহরে মিসাল' পরিশোধ করতে হবে।

١٠٥١. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى الْعَجْفَاءِ السُّلَمِىِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَلاَ لاَ تُغَالُوْا

صَدَقَةَ النِّسَاءِ فَانَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُوْمَةً فِى الدُّنْيَا اَوْ تَقْوٰى عِنْدَ اللّٰهِ لَكَانَ اَوْلاكُم بِهَا نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلِمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِّنْ نِسَائِهِ وَلاَ اَنْكَحَ شَيْئًا مِّن بَنَاتِهِ عَلٰى اَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ اُوْقِيَةً .

১০৫১। আবুল আজফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, সাবধান! তোমরা উচ্চহারে নারীদের মোহর বৃদ্ধি কর না। কেননা তা যদি দুনিয়াতে সম্মানের বস্তু অথবা আল্লাহ্র কাছে তাকওয়ার বস্তু হত তবে তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্র নবী এ ব্যাপারে বেশী উদ্যোগী হতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার উকিয়ার বেশী মোহ্রে তার কোন স্ত্রীকে বিবাহ্ করেছেন অথবা তার কোন কন্যাকে বিবাহ্ দিয়েছেন বলে আমার জানা নাই–(হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আবুল আজফার নাম হারাম। আলেমদের মতে এক উকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান এবং বার উকিয়া চার শত আশি দিরহামের সমান।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

নিজের বাঁদীকে দাসত্বমুক্ত করে বিবাহ করা।

١٠٥٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا .

১০৫২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যাকে আযাদ করে বিবাহ্ করেন এবং এই দাসত্ব মুক্তিকে তার মোহ্র নির্ধারণ করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে সাফিয়্যা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকেরও এই মত। একদল আলেম আযাদ করাকে মোহ্র হিসেবে গণ্য করা মাকরূহ বলেছেন। তারা এক্ষেত্রে মোহ্র নির্ধারণের পক্ষপাতী। কিন্তু প্রথম মতই অধিকতর সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪
দাসীকে দাসত্বমুক্ত করে তাকে বিবাহ করার ফযীলাত।

١٠٥٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِيْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُم مَرَّتَيْنِ عَبْدٌ اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ فَذَاكَ يُؤْتٰى اَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَضِيْئَةٌ فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ اَدَبَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ فَذٰلِكَ يُؤْتٰى اَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَرَجُلٌ اٰمَنَ بِالْكِتَابِ الْاَوَّلِ ثُمَّ جَاءَ الْكِتَابُ الْاٰخَرُ فَاٰمَنَ بِهِ فَذٰلِكَ يُؤْتٰى اَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ .

১০৫৩। আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবু মূসা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিনি ধরনের লোককে দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে। যে গোলাম আল্লাহ ও তার মনিবের হক আদায় করেছে। তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে। যে ব্যক্তির কাছে সুন্দরী বাঁদী ছিল, সে তাকে উত্তম আচরণ ও আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং পরে তাকে আযাদ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিবাহ করেছে। তাকেও দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে। যে ব্যক্তি পূর্ববর্তী কিতাবের উপর ঈমান এনেছে, অতঃপর পরবর্তী কিতাব (কুরআন) আসার পর তার উপরও ঈমান এনেছে, তাকেও দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে -(বু,মু,না,ই)।

আবু মূসা (রা) থেকে অপর এক সনদসূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আবু মূসা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু বুদরার নাম আমের, পিতা আবদুল্লাহ, দাদা কায়েস।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫
সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া স্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করা যায় কি না।

١٠٥٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ اِمْرَاَةً فَدَخَلَ بِهَا

فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ اِبْنَتِهَا وَاِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا وَاَيُّمَارَجُلٍ نَكَحَ اِمْرَاَةً فَدَخَلَ بِهَا اَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ اُمِّهَا ·

১০৫৪। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করে তার সাথে সহবাস করলে তার সাথে ঐ মহিলার কন্যার বিবাহ হালাল নয়। সে যদি তার সাথে সহবাস না করে থাকে তবে সে তার কন্যাকে বিবাহ করতে পারে। যে কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর তার সাথে সহবাস করুক বা না করুক, তার মায়ের সাথে তার বিবাহ হালাল নয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সনদের দিক থেকে সহীহ নয়। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে ইবনে লাহিয়া ও মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীস শাস্ত্রে তারা উভয়ে যঈফ (দুর্বল)। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বলেছেন, কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর এবং সহবাস করার পূর্বে তালাক দিলে তার কন্যাকে তার বিবাহ করা বৈধ। এ ব্যক্তি তার কন্যাকে বিবাহ করার পর এবং সহবাস করার পূর্বে তাকে তালাক দিলে তার মাকে পুনরায় বিবাহ করা তার জন্য হালাল হবে না। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

وَ اُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

"এবং তোমাদের স্ত্রীদের মায়েদেরকে" (বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম)।

ইমাম শাফিঈ, (আবু হানীফা), আহ্মাদ ও ইসহাকও এই মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করল এবং সেও তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে।

١٠٥٥. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَاَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّىْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِىْ فَبَتَّ طَلاَقِىْ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ اِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةِ

الثَّوْبِ فَقَالَ اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِيْ اِلٰى رِفَاعَةَ لاَ حَتّٰى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ ٠

১০৫৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফাআ আল-কুরাযীর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি রিফাআর স্ত্রী ছিলাম। সে আমাকে বাত্তা তালাক অর্থাৎ তিন তালাক দেয়। অতঃপর আমি আবদুর রহমান ইবনে যুবাইরকে বিবাহ করি কিন্তু তার সাথে কাপড়ের পাড়ের মত (অকেজো পুরুষাঙ্গ) ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি পুনরায় রিফাআর নিকট ফিরে যেতে চাও? কিন্তু তা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তার মধু আস্বাদন করবে এবং সে তোমার মধু আস্বাদন করবে (অতঃপর তালাক দিবে)-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, আনাস, রুমাইসা অথবা গুমাইসা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুসারে মত প্রকাশ করেছেন। কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর সে অন্য স্বামী গ্রহণ করলে এবং এই দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস করার পূর্বেই তাকে তালাক দিলে সে পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার সহবাস না হবে।[১০]

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

যে হিলা করে এবং যে হিলা করায়।

١٠٥٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زُبَيْدٍ الْاَيَامِيُّ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ

---

১০. সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) ব্যতীত এই বিষয়ে সকল আলেমের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস না করে তাকে তালাক দিলে পূর্ব স্বামীর সাথে তার পুনর্বিবাহ বৈধ নয়। স্বামীর সাথে তার সহবাস হতে হবে। কিন্তু সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) বলেন, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার সহীহ বিবাহ হলে এবং তা পূর্ব স্বামীর জন্য তাকে হালাল করার উদ্দেশ্যে না হলে এই অবস্থায় দ্বিতীয় স্বামী তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে সে পূর্ব স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে। মুনযিরী বলেন, একদল খারিজী ব্যতীত আর কেউ এই বিষয়ে তার সাথে একমত হননি। সম্ভবত তিনি এই হাদীস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না এবং কুরআনের আয়াতের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে উপরোক্ত কথা বলেছেন। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছেঃ "স্ত্রীকে স্পর্শ করা বা তাদের মোহর নির্দ্ধারণের পূর্বে তাদেরকে তালাক প্রদান করায় তোমাদের কোন দোষ নাই" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৬)। "তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ (সহবাস) করার পূর্বে তালাক দাও" (ঐ, ২৩৭)। আবদুর রহমান মোবারকপুরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাবের মত সমর্থন করেছেন। তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬২ থেকে এখানে উদ্ধৃত-(অনু.)।

وَعَنِ الحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالاَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْــــــهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ‏.

১০৫৬। আলী (রা) ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিলাকারী এবং যার জন্য হিলা করা হয় তাদের উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।[১১]

এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, উকবা ইবনে আমের ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুআল্লাল (সনদে সূক্ষ্ম ত্রুটি রয়েছে)। এ হাদীসের সনদ প্রতিষ্ঠিত নয়। কেননা ইমাম আহমাদ ও অন্যরা মুজালিদ ইবনে সাঈদকে যঈফ বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়ের এই হাদীস মুজালিদ–আমের–জাবির (রা)–আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনে নুমায়ের তাতে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। প্রথম সূত্রটিই অধিকতর সহীহ। মুগীরা ইবনে আবু খালিদ ও অন্যরা শাবী থেকে, তিনি হারিস থেকে, তিনি আলী (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٠٥٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْــلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّهْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ‏.

১০৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিলাকারীকে এবং যার জন্য হিলা করা হয় তাকে অভিসম্মাত করেছেন–(না,আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু কায়েস আল–আওদীর নাম আবদুর রহমান, পিতা সারওয়ান। এ হাদীসটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া–সাল্লামের কাছ থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞ সাহাবীদের মধ্যে উমার

---

১১. তিন তালাক দেয়া স্ত্রীকে স্বামী ইদ্দাতের মধ্যে পুনরায় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পারে না। ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর তার সাথে পুনর্বিবাহও হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য লোকের সাথে তার যথার্থ অর্থে বিবাহ না হয়। দ্বিতীয় স্বামী তাকে স্বেচ্ছায় তালাক দিলে বা মারা গেলে ইদ্দাত পূর্ণ করার পর স্ত্রীলোকটি পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে তার পূর্ব স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হতে পারে।
কোন ব্যক্তি যদি তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিজের জন্য পুনরায় হালাল করার উদ্দেশে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে অথবা পূর্ব প্রস্তুতি সহকারে অন্য কারো নিকট বিবাহ দেয় এবং বিয়ের পর নতুন স্বামী তাকে তালাক দিবে–এরূপ কোন সিদ্ধান্ত পূর্বেই করে নেয়া হয় তবে এটা অবৈধ কাজ। বাস্তবিকপক্ষে এটাকে বিবাহ বলা যায় না। যারা আইনের আক্ষরিক মারপ্যাঁচের সুযোগ নিয়ে আল্লাহ্‌র বিধানের সাথে ছল–চাতুরী করে এর মূল লক্ষ্যকে বিনষ্ট করে, মহানবী (সা) তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন –(অনু.)।

ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনে আফফান, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) প্রমুখ সাহাবী এ হাদীস অনুযায়ী মত ব্যক্ত করেছেন। ফিক্‌হবিদ তাবিঈদেরও এই মত। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন। ওয়াকীও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন, এই বিষয়ে আহ্‌লুর রায়ের মত ছুড়ে ফেলে দেয়া কর্তব্য। ওয়াকী বলেন, সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, কোন ব্যক্তি কোন নারীকে হিলার উদ্দেশ্যে বিবাহ করার পর তাকে নিজের বিবাহাধীনে রেখে দিতে চাইলে তা জায়েয হবে না। এই মহিলার সাথে তার নতুন করে বিবাহ হতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

মুতআ বিবাহ হারাম।

١٠٥٨. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ اَبِيْهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ .

১০৫৮। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের যুদ্ধের দিন নারীদের সাথে মুতআ বিবাহ করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন-(বু,মু,মা)।

আলী (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সাবরা আল-জুহানী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে 'মুতআর অনুমতি আছে' বলে বর্ণিত আছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা নিষিদ্ধ করেছেন বলে তাকে জানানো হলে তিনি তার মত প্রত্যাহার করেন। অধিকাংশ আলেমের মতে মুতআ বিবাহ হারাম। সুফিয়ান সাওরী, (আবু হানীফা, মালেক), ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকও একথা বলেছেন।

١٠٥٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ اَخُوْ قَبِيْصَةَ بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِىْ اَوَّلِ الْاِسْلاَمِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ بِقَدْرِ مَا يَرٰى اَنَّهُ يُقِيْمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ

وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حَتّٰى اِذَا نَزَلَتِ الْاٰيَةُ "وَالَّذِيْنَهُم لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۔ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ ۔ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوٰى هٰذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ ۔

১০৫৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুতআ বিবাহের প্রচলন ছিল। কোন ব্যক্তি কার্য উপলক্ষে কোন অপরিচিত জনপদে গিয়ে পৌঁছত। সেখানে সে যত দিন অবস্থান করবে বলে মনে করত তত দিনের জন্য সে কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করত। সে তার মাল-পত্রের হেফাযত করত এবং তাকে খাবার তৈরি করে দিত। অবশেষে যখন এ আয়াত নাযিল হলঃ "যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, কিন্তু নিজেদের স্ত্রীদের ছাড়া এবং তাদের ডান হাত যাদের মালিক হয় সেসব মেয়েলোক ছাড়া। এসব ক্ষেত্রে (লজ্জাস্থানের হেফাযত না করা হলেও) তারা ভর্ৎসনা এবং তিরস্কারের যোগ্য নয়। এদের ছাড়া অন্য কিছু চাইলে তারা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হবে"-সূরা মুমিনূন ঃ ৫, ৬, ৭ এবং সূরা মাআরিজঃ ২৯, ৩০, ৩১)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর এ দু'টি ব্যতীত সব লজ্জাস্থানই হারাম হয়ে গেল।[১২]

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

শিগার বিবাহ নিষিদ্ধ।

١٠٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ (وَهُوَ الطَّوِيْلُ) قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ

১২. কোন স্ত্রীলোককে কোন কিছুর বিনিময়ে সাময়িক কালের জন্য (অস্থায়ীভাবে) বিবাহ করাকে 'মুতআ বিবাহ' বলে। ইসলাম-পূর্ব যুগে জাহিলী আরব সমাজে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়াত প্রাপ্তির পরও প্রথমদিকে মুসলমানদের মধ্যে এর প্রচলন ছিল। হাদীসের কোন কোন বর্ণনামতে সপ্তম হিজরী সনে খাইবারের যুদ্ধের সময় এবং কোন কোন বর্ণনামতে অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের বছর মহানবী (সা) এ প্রথার বিলুপ্তি সাধন করেন এবং চিরকালের জন্য এটাকে হারাম ঘোষণা করেন। এ প্রথাটিকে কেন্দ্র করে শীআ ও সুন্নীদের মধ্যে আবহমান কাল থেকে ঝগড়া চলে আসছে।শীআরা এ প্রথাকে এখনো জায়েয মনে করে এবং সুন্নীরা সম্পূর্ণ হারাম মনে করে। শীআদের মতের মূল্যায়ন করতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী বলেন, "শীআ মতাবলম্বীরা যে এটাকে শর্তহীন ও অবাধভাবে জায়েয মনে করার নীতি গ্রহণ করেছে, কুরআন ও সুন্নায় এর সমর্থনে কোন দলীল খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিনা শর্তে এটাকে মুবাহ মনে করা, বিনা প্রয়োজনে এটাকে গ্রহণ করা, এমনকি বিবাহিত স্ত্রী বর্তমান থাক সত্ত্বেও 'মুতআ' করা এমনি এক যৌন উচ্ছৃংখলতা যে, শরীআতে মুহাম্মাদিয়ার এটাকে জায়েয বলা তো দূরের কথা, মানুষের সুস্থ রুচিও এটা বরদাশত করতে পারে না।" অধিক ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা আল-মুমিনূনের ৭নং টীকা দ্রষ্টব্য-(অনু.)।

حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَجَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الْاِسْلاَمِ . وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا .

১০৬০। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ইসলামে 'জালাব', 'জানাব'[১৩] বা 'শিগার' কোনটারই স্থান নেই। যে ব্যক্তি ছিনতাই বা লুণ্ঠন করল সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়-(আ,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস, আবু রাইহানা, ইবনে উমার, জাবির, মুআবিয়া, আবু হুরায়রা ও ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٠٦١. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ .

১০৬১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার নিষিদ্ধ করেছেন-(বু,মু,দা,না,ই,মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। অধিকাংশ আলেম এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তারা শিগার (অদল-বদল) প্রথায় বিবাহ জায়েয মনে করেন না। শিগারের অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার মেয়েকে অন্য ব্যক্তির সাথে এই শর্তে বিবাহ দেওয়া যে, বিনিময়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি তার মেয়ে অথবা বোনকে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিবে এবং এদের মধ্যে কোন মোহরের আদান-প্রদান হবে না। এ ধরনের বিয়েকে 'নিকাহে শিগার' বলে। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, নিকাহে শিগার বাতিল, এটা জায়েয নয়, এমনকি মোহর নির্ধারণ করলেও। আতা ইবনে আবু রাবাহ বলেছেন, উভয়ই নিজ নিজ বিয়েকে ঠিক রাখবে এবং উভয়ের স্ত্রীর জন্য 'মোহরে মিসল' নির্দিষ্ট হবে। কূফার আলেমদের (হানাফীদের) এই মত।

---

১৩. জালাব ও জানাব দুই প্রকারের হয়ে থাকেঃ যাকাত আদায়-প্রদানে এবং ঘোড়দৌড়ে। যাকাতের বেলায় জালাবের অর্থ হলঃ যাকাত আদায়কারী কর্মচারী যাকাত প্রদানকারীদের বাড়ি থেকে দূরে অবস্থান করে যাকাতের গরু-ছাগল তথায় হাযির করতে তাদের বাধ্য করা। আর জানাবের অর্থ হলঃ যাকাত প্রদানকারী গরু-ছাগল বাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে যাকাত কর্মচারীকে সেখানে যেতে বাধ্য করা। এর কোনটিই জায়েয নয়। ঘোড়দৌড়ে জানাব হল, ঘোড়ার পিছনে কাউকে নিযুক্ত করে রাখা যাতে সে ঘোড়াকে বের হওয়ার সময় শিশ্ দেয়। আর জানাব হলঃ দৌড়ের ঘোড়ার সাথে আর একটি খালি ঘোড়া রাখা, যাতে একটি অচল হয়ে পড়লে অপরটিতে চড়া যায়। বিনা বাজিতে ও প্রতিরক্ষার কাজে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ঘোড়দৌড় জায়েয এবং আবশ্যক-(অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

কোন মহিলাকে তার ফুফু অথবা খালার সতীনরূপে বিবাহ করা হারাম।

١٠٦٢. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ اَبِيْ حُرَيْزٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْاَةُ عَلٰي عَمَّتِهَا اَوْ عَلٰى خَالَتِهَا .

১০৬২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মহিলাকে তার ফুফু অথবা খালার সাথে (সতীনরূপে) বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন-(আ, দা)।

١٠٦٣. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْاَةِ وَعَمَّاتِهَا وَلا بَيْنَ الْمَرْاَةِ وَخَالَتِهَا .

১০৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন মহিলাকে তার ফুফুর সাথে (বিবাহ বন্ধনে) একত্র করা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন মহিলাকে তার খালার সাথেও একত্র করা যাবে না।[১৪]

এ অনুচ্ছেদে আলী, ইবনে উমার, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু সাঈদ, আবু উমামা, জাবির, আইশা, আবু মূসা ও সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٠٦٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَنْبَاَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْاَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا اَوِ الْعَمَّةُ عَلٰى اِبْنَةِ اَخِيْهَا اَوِ الْمَرْاَةُ عَلٰى خَالَتِهَا اَوِ الْخَالَةُ عَلٰى بِنْتِ اُخْتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الصُّغْرٰى عَلَى الْكُبْرٰى وَلاَ الْكُبْرٰى عَلَى الصُّغْرٰى .

১০৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মহিলাকে তার ফুফুর সাথে অথবা ফুফুকে তার ভাইঝির সাথে অথবা কোন মহিলাকে তার খালার সাথে অথবা খালাকে তার বোনঝির সাথে এবং ছোটর সাথে

---

১৪. পূর্ণ বর্ণনা বুখারী ও মুসলিম থেকে আনা হয়েছে, অন্যথায় এখানে "নাহ্ওয়াহু" বলে শেষ করা হয়েছে-(অনু.)।

বড়োকে এবং বড়োর সাথে ছোটকে একত্রে (সতীনরূপে) বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন–(মু,দা,না)।[১৫]

আবু ঈসা বলেন, ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসট হাসান ও সহীহ। সমস্ত বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুসারে আমল করার কথা বলেছেন। কোন মহিলাকে তার ফুফু অথবা খালার সাথে একত্রে (সতীনরূপে) বিবাহ করা যে হারাম এই ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার খালা অথবা ফুফুর সাথে একত্রে বিবাহ করে তবে পরের বিবাহটি বাতিল হয়ে যাবে। সমস্ত আলেমই এ কথা বলেছেন। আবু ঈসা বলেন, শাবী (র) আবু হুরায়রা (রা)–র সাক্ষাত পেয়েছেন এবং তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি এ ব্যাপারে ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন। শাবী এক রাবীর মধ্যস্থতায়ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

বিবাহ 'আকদ (বিধিবদ্ধ) হওয়ার সময় শর্তারোপ।

١٠٦٥. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِىِّ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَقَّ الشُّرُوْطِ اَنْ يُّوْفٰى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ .

১০৬৫। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (বিবাহ চুক্তির) যেসব শর্ত তোমাদের পূর্ণ করতে হয় তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা পালনীয় সেই শর্ত যার দ্বারা তোমরা কোন মহিলাকে হালাল কর–(বু,মু,দা,না,ই,মা)।

আবু মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না–ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ–আবদুল হামীদ ইবনে জাফর সনদসূত্রেও৩ উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। উমার (রা)–ও তাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করার সময় যদি এই শর্ত মেনে নেয় যে, সে তাকে তার শহর থেকে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারবে না, তবে স্বামী তাকে তার শহর

---

১৫. 'বড়ো–ছোট' বলতে ফুফু–ভাইঝি, খালা–বোনঝি, বড়ো বোন–ছোট বোন ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। এদেরকে সতীনরূপে একত্রে বিবাহ করা হারাম। বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করার জন্য তা পুনর্বার উল্লেখ করা হয়েছে–(অনু.)।

থেকে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারবে না। কতিপয় আলেমেরও এই অভিমত। ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র)–ও একথা বলেছেন। আলী (রা) বলেছেন, নারীর শর্তের চেয়ে আল্লাহ্র শর্ত অগ্রগণ্য। অর্থাৎ তিনি বলতে চান, কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীর উপর 'তাকে তার শহর থেকে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারবে না' এরূপ শর্ত আরোপ করলেও স্বামী তা মানতে বাধ্য নয়। একদল আলেম এই মত গ্রহণ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী ও কোন কোন কূফাবাসী আলেমেরও এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২
কোন ব্যক্তি তার দশজন স্ত্রী থাকা অবস্থায় মুসলমান হলে।

١٠٦٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِىَّ اَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاَسْلَمْنَ مَعَهُ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا .

১০৬৬। ইবনে উমার (রা থেকে বর্ণিত। গাইলান ইবনে সালামা আস–সাকাফী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার দশজন স্ত্রী ছিল, যাদের তিনি জাহিলী যুগে বিবাহ করেছিলেন। তারাও তার সাথে মুসলমান হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এদের মধ্যে যে কোন চারজনকে বেছে নেয়ার নির্দেশ দেন–(আ)।

আবু ঈসা বলেন, মামার–যুহরী–সালেমের পিতার সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, এ হাদীসটি সুরক্ষিত নয়। শুআইব ইবনে আবু হামযা ও অন্যরা যুহরী ও হামযার সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি সহীহ্। ইমাম বুখারী বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে সুওয়াইদ সাকাফী থেকে এ হাদীস পেয়েছি। তাতে আছে, গাইলান ইবনে সালামা ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তার দশজন স্ত্রী ছিল। এই বর্ণনাটিই সহীহ্। ইমাম বুখারী আরো বলেন, যুহরী সালেমের সূত্রে, তিনি তার পিতার সূত্রে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা হলঃ "সাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি তার স্ত্রীদের তালাক দিল। উমার (রা) তাকে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীদের পুনরায় ফিরিয়ে আনবে। অন্যথায় (ছামূদ জাতির এক অভিশপ্ত ব্যক্তি) আবু রিগালের কবরে যেভাবে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়েছিল, আমিও তোমার কবরে তদ্রূপ প্রস্তর নিক্ষেপ করব।" আমাদের সাথীদের মতে, গাইলান ইবনে সালামার হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক তাদের অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩
কোন ব্যক্তি তার বিবাহাধীনে দুই বোন থাকা অবস্থায় মুসলমান হলে।

١٠٦٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِىْ وَهْبٍ الْجَيْشَانِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ فَيْرُوْزَ الدَّيْلَمِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ وَتَحْتِىْ اُخْتَانِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَرْ اَيَّتَهُمَا شِئْتَ .

১০৬৭। দাহহাক ইবনে ফাইরূয দাইলামী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমার অধীনে দুই বোন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ দু'জনের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বেছে নাও-(আ,দা,ই)।

١٠٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ اَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ وَهْبٍ الْجَيْشَانِىِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوْزَ الدَّيْلَمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْلَمْتُ وَتَحْتِىْ اُخْتَانِ قَالَ اِخْتَرْ اَيَّتَهُمَا شِئْتَ .

১০৬৮। ফাইরূয দায়লামী (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইসলাম কবুল করেছি, কিন্তু আমার বিবাহাধীনে দুই বোন রয়েছে। তিনি বলেনঃ তোমার ইচ্ছামত তাদের যে কোন একজনকে বেছে নাও।

এই হাদীসটি হাসান। আবু ওয়াহ্‌ব আল-জাইশানীর নাম আদ-দায়লাম, পিতার নাম হূশা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪
কোন ব্যক্তি গর্ভবতী বাঁদী ক্রয় করলে।

١٠٦٩. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ بُسْرِبْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ

رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَيَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ ٠

১০৬৯। রুআইফে ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন নিজের পানি (বীর্য) দিয়ে অন্যের সন্তানকে সিক্ত না করে–(আ,দা,দার,বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। রুআইফে (রা) থেকে এটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করার কথা বলেছেন। তাদের মতে কোন ব্যক্তি গর্ভবতী বাঁদী ক্রয় করলে সন্তান প্রসব হওয়ার পূর্বে সে তার সাথে সংগম করতে পারবে না। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, আবু দারদা, ইরবাদ ইবনে সারিয়া ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

যুদ্ধবন্দিনীর স্বামী থাকলে তার সাথে সংগম করা হালাল কি না?

١٠٧٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ اَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ اَوْطَاسٍ وَلَهُنَّ اَزْوَاجٌ فِىْ قَوْمِهِنَّ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ٠

১০৭০। আবু সাঈদ আল–খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আওতাস যুদ্ধের দিন আমরা কিছু সংখ্যক মহিলাকে বন্দী করলাম। তাদের সম্প্রদায়ে তাদের অনেকের স্বামী বর্তমান ছিল। লোকেরা এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হলঃ 'যেসব স্ত্রীলোক অন্য কারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ তারাও তোমাদের জন্য হারাম ; অবশ্য যারা (যুদ্ধে) তোমাদের হস্তগত হবে তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়"–(সূরা নিসা ঃ ২৪) (মা,দা,না)।[১৬]

---

১৬. যেসব স্ত্রীলোক যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হয় এবং তাদের স্বামীরা দারুল হারবে (শত্রুরাষ্ট্রে) থেকে যায় তাদেরকে গ্রহণ করা হারাম নয়। কেননা দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে বন্দী হিসাবে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। এ ধরনের মহিলাদের বিবাহ করা যেতে পারে এবং এরা যাদের মালিকানায় বাঁদী হিসাবে থাকবে তারা এদের সাথে সংগমও করতে পারবে। অবশ্য স্বামী–স্ত্রী একত্রে বন্দী হয়ে আসলে ইমাম আবু হানীফার মতে তাদের বিবাহ বন্ধন বহাল থাকবে, বন্দী হওয়ার কারণে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হবে না। এই মতটি অত্যন্ত যুক্তিসংগত।......

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আরো কয়েকটি সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আবুল খালীলের নাম সালেহ, পিতার নাম আবু মরিয়ম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

ব্যভিচারিনীর উপার্জন হারাম।

١٠٧١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

১০৭১। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের বিক্রয় মূল্য, ব্যভিচারিনীর উপার্জন এবং গণক ঠাকুরের ভেট নিষিদ্ধ করেছেন-(বু,মু,দা,না,ই,মা)।[১৭]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে রাফে ইবনে খাদীজ, আবু হুজাইফা, আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর যেন নিজের প্রস্তাব না দেয়।

١٠٧٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (قَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ

যেসব স্ত্রীলোক যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হবে, তাদের বন্দী করেই যে কোন সৈনিক অবাধে তাদের সাথে সহবাস করতে পারবে না। ইসলামী আইন অনুযায়ী এ ধরনের মহিলাদের সরকারের নিকট সোপর্দ করতে হবে। অতঃপর সরকার ইচ্ছা করলে তাদেরকে মুক্তি দিতে পারে, বিনিময় মূল্য গ্রহণ করে রেহাই দিতে পারে, শত্রু পক্ষের হাতে বন্দী মুসলিম সৈনিকদের সাথে বিনিময় করতে পারে অথবা শত্রুতার প্রকোপ হ্রাস করার জন্য এবং দয়াপরবশ হয়ে এমনিও ছেড়ে দিতে পারে। তাদেরকে মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করার এখতিয়ারও সরকারের রয়েছে। সরকার যে বন্দিনীকে যে সৈনিকের মালিকানায় ছেড়ে দিবে সে কেবল তার সাথেই সহবাস করতে পারবে।

কোন যুদ্ধবন্দিনীকে সরকার একবার যার মালিকানায় সোপর্দ করে দিবে, এরপর তাকে তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেয়ার কোন অধিকার সরকারের থাকবে না। কোন সৈনাধ্যক্ষ যদি তার সৈন্যবাহিনীকে সাময়িকভাবে বন্দী মহিলাদের সাথে সংগম করার অনুমতি দেয়, তবে ইসলামী আইনে তা অবৈধ।

দুই মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্বিরোধের কারণে যুদ্ধ সংঘটিত হলে এবং একের সৈনিক অপরের হাতে বন্দী হলে তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করা যাবে না। বন্দী হয়ে আসলেও তারা পূর্ণ স্বাধীন মুসলমানের মতই মর্যাদার অধিকারী হবে; বন্দী চাই পুরুষ হোক অথবা মহিলা। অধিক ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআনে সূরা নিসার ৪৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য-(অনু.)।

১৭. যে জিনিস বা যে কাজ হারাম তার মাধ্যমে উপার্জন করাও হারাম। অতএব উল্লেখিত তিন ধরনের উপার্জনই ঘৃণিত ও হারাম। ভাগ্য যাচাই বা শুভ-অশুভ গণনার উদ্দেশ্যে গণক অথবা জ্যোতিষীদের কাছে যাওয়া হারাম। এদের গণনার উপর বিশ্বাস করা শেরেকী গুনাহতুল্য-(অনু.)।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اَحْـمَدُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ) لاَيَبِيْـعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَيَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَـةِ اَخِيْـهِ ۔

১০৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি যেন তার অপর ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিজের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাব না করে এবং তার বিয়ের প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব না দেয়-(বু,না)।

কুতাইবা বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা) এ বর্ণনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন এবং ইমাম আহমাদ বলেছে, তিনি সরাসরি তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সামুরা ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম মালেক (র) বলেন, এ হাদীসের অর্থ হলঃ কোন ব্যক্তি কোন মহিলার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে সে যদি তা গ্রহণ করে তবে অন্য ব্যক্তির ঐ মহিলার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করার কোন অধিকার নাই। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, এ হাদীসের তাৎপর্য হলঃ কোন ব্যক্তি কোন মহিলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করার পর সে তাতে রাজী হলে এবং তাতে আগ্রহান্বিত হলে এ অবস্থায় অন্য লোকের তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করা ঠিক নয়। হাঁ যদি ঐ মহিলা প্রথম ব্যক্তির প্রস্তাবের প্রতি আকৃষ্ট না হয় তবে সেই অবস্থায় অন্য ব্যক্তির তার কাছে প্রস্তাব পাঠাতে কোন দোষ নেই। এর দলীল ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা)-র ঘটনা সম্বলিত হাদীস। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে বললেন, "আবু জাহম ইবনে হুযাইফা ও মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। তিনি তাকে পরামর্শ দিলেনঃ আবু জাহমের হাতের লাঠি নারীদের থেকে সরে না এবং মুআবিয়া নিঃস্ব-দরিদ্র ব্যক্তি, তার কোন ধন-সম্পদ নাই। বরং তুমি উসামাকে বিবাহ কর।

আমাদের মতে এ হাদীসের তাৎপর্য হলঃ ফাতেমা তাদের কোন একজনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সম্মতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জ্ঞাপন করেননি। যদি তিনি তা করতেন তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে অন্য ব্যক্তির প্রস্তাব দিতেন না। আল্লাহই ভালো জানেন।

١٠٧٣ . حَدَّثَنَا مَحْمُـوْدُ بْنُ غَيْـلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُـوْ دَاؤُدَ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْـبَرَنِىْ اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِى الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْـدِ الرَّحْـمٰنِ عَلٰى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَحَدَّثَتْنَا اَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَلَمْ يَجْـعَلْ لَهَا

سُكْنٰى وَلاَ نَفَقَةٌ قَالَتْ وَوَضَعَ لِىْ عَشَـرَةَ اَقْـفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمٍّ لَهُ خَمْـسَةً شَعِيْرًا وَخَمْسَةً بُرًّا قَالَتْ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ قَالَتْ فَقَالَ صَدَقَ قَالَتْ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَعْتَدَّ فِىْ بَيْتِ اُمِّ شَرِيْكٍ ثُمَّ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ اِنَّ بَيْتَ اُمِّ شَرِيْكٍ بَيْتٌ يَغْـــشَاهُ الْـمُهَاجِرُوْنَ وَلٰكِنِ اعْـتَدِّىْ فِىْ بَيْتِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَعَسٰى اَنْ تُلْقِىْ ثِيَابَكِ وَلاَ يَرَاكِ فَاِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَجَاءَ اَحَدٌ يَخْطُبُكِ فَاٰذِنِيْنِىْ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِىْ خَطَبَنِىْ اَبُوْ جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةُ قَالَتْ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لاَمَالَ لَهُ وَاَمَّا اَبُوْجَهْـمٍ فَرَجُلٌ شَدِيْدٌ عَلَى النِّسَاءِ قَالَتْ فَخَطَبَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَزَوَّجَنِىْ فَبَارَكَ اللّٰهُ لِىْ فِىْ اُسَامَةَ .

১০৭৩। আবু বাক্‌র ইবনে আবু জাহ্‌ম (র) বলেন, আমি ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ফাতিমা বিনতে কায়েসের কাছে গেলাম। তিনি আমাদের বলেন, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছে কিন্তু তার চাচাতো ভাইয়ের কাছে আমার জন্য পাঁচ কাফীয বার্লি ও পাঁচ কাফীয আটা মোট দশ কাফীযের ব্যবস্থা করেছে। ফাতিমা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাকে বিষয়টি জানালাম। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "সে ঠিকই করেছে"। তিনি আমাকে উম্মে শারীকের বাড়িতে ইদ্দাত পালনের নির্দেশ দিলেন।[১৮] পুনরায় তিনি আমাকে বললেনঃ "উম্মে শারীকের বাড়িতে মুহাজিরদের যাতায়াত খুব বেশী। অতএব তুমি উম্মে মাকতূমের ছেলের বাড়িতে ইদ্দাত পালন কর। তুমি প্রয়োজনে কাপড় পাল্টালে সে তোমাকে দেখতে পাবে না। তোমার ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার পর কেউ তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তুমি আমার কাছে এসো।" আমার ইদ্দাত পূর্ণ করার পর আবু জাহম ও মুআবিয়া উভয়ে আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। ফাতিমা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেনঃ মুআবিয়া গরীব মানুষ, তার কোন ধন-সম্পদ নাই। আর আবু জাহ্‌ম স্ত্রীদের প্রতি কঠোর। ফাতিমা (রা) বলেন, অতঃপর

---

১৮. কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে বা সে তাকে তালাক দিলে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত স্ত্রীলোকটি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। এই মেয়াদকে ইদ্দাত বলে-(অনু.)।

উসামা ইবনে যায়েদ (রা) আমার কাছে প্রস্তাব পাঠান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তার সাথে বিবাহ দেন। আল্লাহ উসামার মাধ্যমে আমাকে অশেষ কল্যাণ ও বরকত দান করেছেন–(বু,মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুফিয়ান সাওরীও আবু জাহমের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথাও আছেঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ "তুমি উসামাকে বিবাহ কর।" আবু ঈসা বলেন, আমি নিম্নোক্ত সূত্রেও এই হাদীসটি পেয়েছিঃ মাহ্মূদ–ওয়াকী, সুফিয়ান, আবু বাক্র ইবনে আবু জাহম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

আযল সম্পর্কে।[১৯]

١٠٧٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَعْزِلُ فَزَعَمَتِ الْيَهُوْدُ اَنَّهَا الْمَوْءُوْدَةُ الصُّغْرٰى فَقَالَ كَذَبَتِ الْيَهُوْدُ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّخْلُقَهُ فَلَمْ يَمْنَعْهُ .

১০৭৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আযল করতাম। কিন্তু ইহূদীরা এটাকে 'জীবন্ত কবর দেয়ার' নামান্তর মনে করে। তিনি বলেনঃ ইহূদীরা মিথ্যা বলেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন কিছু সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলে তা কেউই বাধা দিয়ে রাখতে পারে না।

এ অনুচ্ছেদে উমার, বারাআ, আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٠٧٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ .

১০৭৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআন নাযিল হতে থাকাকালে (রাসূলুল্লাহর জীবদ্দশায়) আমরা আযল করতাম–(বু,মু)।

---

১৯. সহবাসের সময় বীর্যপাতের মুহূর্তে পুরুষাঙ্গ স্ত্রীঅঙ্গের বাইরে নিয়ে আসা এবং স্ত্রী–অঙ্গের ভিতরে বীর্যপাত করার পরিবর্তে বাইরে করাকে 'আযল' বলে। জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাওলানা মওদূদীর "ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ" বইটি নির্ভরযোগ্য পাঠ্য। লেখক দেড়শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী এ সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন–(অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ। তার কাছ থেকে বিভিন্ন সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈ আযল করার অনুমতি আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র) বলেছেন, স্বাধীন স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে আযল করা জায়েয; কিন্তু বাঁদীর কাছে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

আযল করা মাকরূহ।

١٠٧٦. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِمَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى زَادَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ فِىْ حَدِيْثِه وَلَمْ يَقُلْ لاَيَفْعَلُ ذَاكَ اَحَدُكُمْ قَالاَ فِىْ حَدِيْثِهِمَا فَاِنَّهَا لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوْقَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ خَالِقُهَا .

১০৭৬। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আযল সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বলেনঃ তোমাদের কেউ তা কেন করে? (অধস্তন রাবী) ইবনে আবু উমারের বর্ণিত হাদীসে আরো আছেঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেননিঃ "তোমাদের কেউ যেন তা না করে।" অতঃপর উভয়ের (কুতায়বা ও ইবনে আবু উমার) বর্ণনায় আরও উল্লেখ আছে, "যেসব জীবন সৃষ্টি হওয়া নির্দ্ধারিত হয়ে আছে তা আল্লাহ অবশ্যই সৃষ্টি করবেন।"

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি আবু সাঈদ (রা)-র কাছ থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈ আযল করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

বাকিরা ও সাইয়্যিবা স্ত্রীর মধ্যে পালা বন্টন।

١٠٧٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَوْشِئْتُ اَنْ اَقُوْلَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ اِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ

عَلٰى اِمْـرَاَتِـهِ اَقَامَ عِنْـدَهَا سَبْـعًا وَاِذَا تَـزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلٰى اِمْـرَاَتِـهِ اَقَامَ عِنْـدَهَا ثَلاَثًا ·

১০৭৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যদি বলতে চাই তবে বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আসলে তিনিই বলেছেনঃ সুন্নাত নিয়ম হল, কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রী থাকতে (যুবতী) নারীকে বিবাহ্ করলে সে তার সাথে একাধারে সাত দিন অবস্থান করবে এবং সায়্যিবা নারীকে বিবাহ্ করলে তার সাথে একাধারে তিন দিন অবস্থান করবে–(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কতিপয় রাবী এ হাদীসটি মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং কতিপয় রাবী মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কোন কোন আলেম এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেছেন, কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রী বর্তমান থাকতে বাকিরা (যুবতী) নারীকে বিবাহ্ করলে তার কাছে সাত দিন অবস্থান করবে, অতঃপর ন্যায়সংগতভাবে উভয়ের মধ্যে পালা বন্টন করবে। যদি সে সায়্যিবা মহিলাকে বিবাহ্ করে তবে তার সাথে তিন দিন অবস্থান করবে। ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র)–এর এই মত। কতক তাবিঈ বলেন, কেউ স্ত্রী থাকা অবস্থায় বাকিরা নারীকে বিবাহ্ করলে এই শেষোক্তের নিকট তিন দিন অবস্থান করবে এবং সায়্যিবা নারীকে বিবাহ্ করলে তার নিকট দুই দিন অবস্থান করবে। তবে প্রথমোক্ত অভিমতই অধিক যথার্থ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১
স্ত্রীদের মধ্যে আচরণে সমতা রক্ষা করা।

١٠٧٨. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْـرُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَبْـدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْـدِلُ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ قِسْـمَتِىْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِىْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ اَمْلِكُ ·

১০৭৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের মাঝে অত্যন্ত ন্যায়সংগতভাবে পালা বন্টন করতেন। তিনি বলতেনঃ "হে আল্লাহ! আমার সাধ্য অনুযায়ী এই আমার পালা বন্টন। যে ব্যাপারে কেবল তোমারই

পূর্ণ শক্তি রয়েছে, আমার কোন শক্তি নাই, সেই ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার কর না"-(না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় আবু কিলাবার সূত্রে এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই অধিকতর সহীহ। "লা তালুমনী ফীমা তামলিকু অলা আমলিকু"-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে কোন কোন আলেম বলেছেনঃ আন্তরিক প্রেম-ভালোবাসার উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই (এটা কম-বেশী হতে পারে)।

١٠٧٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ اِمْرَاَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ .

১০৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যার দু'জন স্ত্রী রয়েছে সে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করলে সে কিয়ামতের দিন তার দেহের এক পার্শ্ব ভাংগা অবস্থায় হাযির হবে-(বু,মু,দা,না,ই,দার, হা)।

কতিপয় রাবীর মতে এটি মরফূ হাদীস নয়। হাম্মাম ইবনে ইয়াহ্ইয়া এই হাদীস কাতাদার সূত্রে মুসনাদ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হিশাম আদ-দাসতাওয়াঈও এটিকে কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কথিত আছে যে, শুধু হাম্মামের সূত্রেই এটা মরফূ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। আর হাম্মাম বিশ্বস্ত ও স্মরণশক্তি সম্পন্ন রাবী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

মুশরিক স্বামী-স্ত্রীর একজন ইসলাম গ্রহণ করলে।

١٠٨٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَهَنَّادٌ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلٰى اَبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ بِمَهْرٍ جَدِيْدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيْدٍ .

১০৮০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কন্যা যয়নবকে নতুনভাবে মোহর ধার্য করে এবং নতুন বিবাহের মাধ্যমে আবুল আস ইবনুর রাবীর কাছে ফেরিয়ে দেন-(ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে কথা আছে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করার কথা বলেছেন। তাদের মতে স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করার পর স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে স্বামী তাকে পুনরায় ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে অগ্রগণ্য। স্ত্রীর ইদ্দাত কালের মধ্যে সে মুসলমান হলে এ নীতি প্রযোজ্য হবে। ইমাম মালেক, আওযাঈ, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এই মত।

١٠٨١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَدَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلٰى اَبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِيْنَ بِالنِّكَاحِ الْاَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا .

১০৮১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা যয়নবকে ছয় বছর পর প্রথম বিবাহ ঠিক রেখেই আবুল আস ইবনুর রাবীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, পুনর্বার বিবাহের ব্যবস্থা করেননি-(হা)।[২০]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদে কোন দোষ নেই। কিন্তু আমরা এর কারণ সম্পর্কে কিছু জানি না। সম্ভবত দাউদ ইবনে হুসাইনের স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে এই বিষয়টির উদ্ভব হয়েছে।

١٠٨٢. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ مُسْلِمًا عَلٰى

২০. এ হাদীস এবং এর পূর্ববর্তী হাদীসের বক্তব্যে বৈপরিত্য রয়েছে। পূর্ববর্তী হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী পুনরায় মোহর ধার্য করে নতুনভাবে বিয়ে পড়ানো হয়েছে। আর এ হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী প্রথম বিয়েই ঠিক রাখা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ "বিনিকাহিল আওয়াল"-এর অর্থ "বিসাবাবি নিকাহিল আওয়াল" (পূর্ববর্তী বিবাহের কারণেই যয়নবকে নতুন বিবাহের মাধ্যমে আবুল আসের হাতে তুলে দেয়া হয়)। তারা "অলাম ইউহ্দিস নিকাহান"-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যয়নব ও আবুল আস উভয়ের ইসলাম গ্রহণ করার মাঝখানে ছয় বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে নতুনভাবে অন্য কারো সাথে বিবাহ দেননি। এ জন্যই তাকে নতুন বিয়ের মাধ্যমে আবুল আসের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হয়েছে। এ ছয় বছর তিনি স্বামীহীন অবস্থায় ছিলেন। অর্থাৎ স্বামী আবুল আস স্ত্রী যয়নবের ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার ছয় বছর পর ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসেন। ইসলামী আইন অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একজন ধর্মান্তরিত হলে আপনা আপনিই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। এই অবস্থায় হানাফী মাযহাবের মত এই যে, স্বামী ও স্ত্রী ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হলে এবং স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলে স্বামীকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতে হবে। সে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের পূর্ব বিবাহ বহাল থাকবে। আর সে ইসলাম গ্রহণে সম্মত না হলে তাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন করে দিতে হবে। ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মাদ ও ইবরাহীম নাখঈ (র) এই মত ব্যক্ত করেছেন-(অনু.)।

عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَتِ امْرَاَتُهُ مُسْلِمَةً فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ اَسْلَمَتْ مَعِيَ فَرُدَّهَا عَلَيَّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ .

১০৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি মুসলমান হয়ে আসার পর তার স্ত্রীও মুসলমান হয়ে আসে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে আমার সাথে মুসলমান হয়েছে। অতএব আমার স্ত্রী আমাকে ফেরত দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রী তাকে ফেরত দিলেন।

এ হাদীসটি সহীহ। ইয়াযীদ ইবনে হারূন বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস সনদের দিক থেকে অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু আমর ইবনে শোআইবের হাদীস অনুসারে আমল করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

বিবাহের পর সহবাস ও মোহর নির্দ্ধারণ করার পূর্বে স্বামী মারা গেলে।

١٠٨٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتّٰى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَوَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْاَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ اِمْرَاَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِيْ قَضَيْتَ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ .

১০৮৩। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে জিজ্ঞেস করা হলঃ এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিবাহ করার পর তার মোহর নির্ধারণ না করে এবং তার সাথে সহবাস করার পূর্বে মারা গেল, তার হুকুম কি? ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, স্ত্রীলোকটি তার পরিবারের অপর মেয়েদের সম–পরিমাণ মোহর পাবে, তার কমও নয় বেশীও নয়। সে তার স্বামীব মৃত্যুতে ইদ্দাত পালন করবে এবং (তার) ওয়ারিসও হবে। তখন মাকিল ইবনে সিনান আল–আসজাঈ (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, আপনি যেরূপ ফয়সালা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদের বংশের মেয়ে এবং ওয়াশিকের কন্যা বিরওয়াআ সম্পর্কে অনুরূপ ফয়সালা করেছেন। এটা শুনে ইবনে মাসউদ (রা) খুবই আনন্দিত হন।

এ অনুচ্ছেদে আল-জাররাহ্ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাসান ইবনে আলী আল-খাল্লাল ইয়াযীদ ইবনে হারূন ও আবদুর রাযযাক-সুফিয়ান-মানসূর এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। তার নিকট থেকে একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী (আবু হানীফা), আহ্মাদ ও ইসাহাক (র)-এর এই মত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একদল সাহাবী, যেমন আলী ইবনে আবু তালিব, যায়েদ ইবনে সাবিত, ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার (রা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ্ করার পর মোহ্র নির্ধারণ ও সহবাস করার পূর্বে মারা গেলে সে মীরাস পাবে কিন্তু মোহ্র পাবে না এবং তাকে ইদ্দাত পালন করতে হবে। ইমাম শাফিঈও একথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, যদি ওয়াশিকের কন্যা বিরওয়াআর হাদীস (সহীহ্) প্রমাণিত হয় তবে এটাই হবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ ফয়সালা। শাফিঈ (র) মিসর গিয়ে নিজের প্রথম মত প্রত্যাহার করেন এবং এ হাদীস অনুসারে মত গঠন করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

اَبْوَابُ الرَّضَاعِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(শিশুর দুধপান)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

বংশগত সূত্রে যারা হারাম দুধপান জনিত কারণেও তারা হারাম।[১]

١٠٨٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَاحَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ ٠

---

১. যে সকল নারীকে বিবাহ করা হারাম তাদের তালিকা নিম্নরূপঃ

ক. বংশীয় সম্পর্কের কারণে চার ধরনের স্ত্রীলোক হারাম ঃ (১) নিজের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে (নাতনী) এবং পুত্রের মেয়ে (পৌত্রী) ও তদনিম্নগণ। (২) আপন মা, মায়ের মা (নানী), বাপের মা (দাদী) ও তদূর্ধগণ। (৩) সহোদরা বোন, বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রেয় বোন ও তাদের মেয়ে (ভাগনী), অনুরূপ সম্পর্কের ভাইদের মেয়ে (ভাইঝি) ও তদনিম্নগণ। (৪) দাদা–নানা এবং দাদী–নানীর ঔরসজাত কন্যা (ফুফু এবং খালা)। কিন্তু ফুফাত–খালাত বোনদের বিয়ে করা জায়েয।

খ. দুধপান জনিত কারণেও অনুরূপ মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম। কিন্তু দুধ পুত্রের বোন, দুধ বাপের অপর স্ত্রী এবং দুধ পুত্রের স্ত্রী হারাম নয়।

গ. বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে (১) স্ত্রীর ও তার মা; (২) দাদী–নানী ও তদূর্ধগণ; (৩) যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়েছে তার পূর্ব–স্বামীর ঔরসজাত কন্যা; (৪) স্ত্রীর বোন, অবশ্য স্ত্রী মরে গেলে বা তালাকপ্রাপ্তা হলে তাকে বিয়ে করা জায়েয; (৫) স্ত্রীর বোনের এবং ভাইয়ের মেয়ে–এরাও স্ত্রী বোনের মত সাময়িকভাবে হারাম।

ঘ. যে সকল নারীর স্বামী আছে। এরাও সাময়িকভাবে হারাম।

দুধপান জনিত কারণে হারাম হওয়ার সময়সীমা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা ও যুফার (র)–এর মতে দুধ পানের নির্দিষ্ট মেয়াদ হচ্ছে (শিশুর জন্ম তারিখ থেকে) আড়াই বছর। এ মেয়াদের মধ্যে কোন শিশু অন্য কোন মহিলার দুধপান করলে দুধপান জনিত হুরমাত কার্যকর হবে। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ, সুফিয়ান সাওরী ও মালেক (র)–এর মতে দুধপানের নির্দিষ্ট মেয়াদ দুই বছর। এ সময়ের মধ্যে শিশু অন্য কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে দুধপান জনিত হুরমাত কার্যকর হবে। ইমাম মালেক (র) আরো বলেন, দুই বছরের পরও দুই–এক মাস বেশী পান করলেও এই হুকুম কার্যকর হবে।

কতটুকু পরিমাণ দুধপানে এই হুরমত কার্যকর হবে সে বিষয়েও ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র)–এর মতে যতটুকু পরিমাণ দুধ পানে রোযাদারের রোযা ভংগ হয়, কোন শিশু কোন মহিলার ততটুকু দুধ পান করলে দুধপান জনিত হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু ইমাম আহ্‌মাদ (র)–এর মতে তিন বার এবং ইমাম শাফিঈর মতে পাঁচবার দুধ পান করলে এ হুকুম

১০৮৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বংশগত সম্পর্কের কারণে আল্লাহ যাদের (সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন) হারাম করেছেন, অনুরূপভাবে দুধপান জনিত কারণেও তাদের (সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন) হারাম করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা, ইবনে আব্বাস ও উম্মে হাবীবা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٠٨٥. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا اسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَاحَرَّمَ مِنَ الْوِلَادَةِ ·

১০৮৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ জন্মসূত্রে যাদের (সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন) হারাম করেছেন, দুধপান জনিত কারণেও তাদের হারাম করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

পুরুষের মাধ্যমে নারী দুগ্ধবতী হয়।

١٠٨٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمِّىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَاذِنُ عَلَىَّ فَاَبَيْتُ اَنْ اٰذَنَ لَهُ حَتّٰى اَسْتَامِرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ فَاِنَّهُ عَمُّكِ قَالَتْ اِنَّمَا اَرْضَعَتْنِى الْمَرْاَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِى الرَّجُلُ قَالَ فَاِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ ·

কার্যকর হবে। অধিক ব্যাখ্যার জন্য দ্র. তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসার ৩৩ নং টীকা থেকে ৪৪ নং টীকা পর্যন্ত; সূরা লুকমানের ২৩ নং টীকা এবং সূরা আহকাফের১৯ নং টীকা-(অনু.)।

১০৮৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দুধ সম্পর্কের চাচা এসে ভিতরে আসার জন্য আমার কাছে অনুমতি চাইলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি না চাওয়া পর্যন্ত তাকে ভিতরে আসার অনুমতি দিতে সম্মত হইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তিনি তোমার চাচা, তিনি তোমার কাছে আসতে পারেন। আইশা (রা) বলেন, আমাকে তো স্ত্রীলোক দুধপান করিয়েছেন, পুরুষ লোক তো আমাকে দুধ পান করায়নি। তিনি বলেনঃ তিনি তোমার চাচা, তিনি তোমারা কাছে আসতে পারেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুসারে আমল করার কথা বলেছেন। তারা দুধপান সম্পর্কের পুরুষ আত্মীয়কেও মুহ্‌রিম বলেছেন। এই ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হল আইশা (রা)-র হাদীস। একদল আলেম এই বিষয়ে অবকাশ রেখেছেন (দুধ-মা ও দুধ-বোন ব্যতীত অন্যরা মুহরিম নয়)। কিন্তু প্রথম মতই অধিকতর সহীহ।

١٠٨٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَتَانِ اَرْضَعَتْ اِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالْأُخْرٰى غُلَامًا اَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ اَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ فَقَالَ لَا اَللِّقَاحُ وَاحِدٌ .

১০৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, এক ব্যক্তির দুইটি ক্রীতদাসী আছে। তাদের একজন একটি বালিকাকে দুধ পান করিয়েছে এবং অপরজন একটি বালককে দুধ পান করিয়েছে। এ অবস্থায় এই ছেলেটি কি ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারবে? তিনি বলেন, না। কেননা তারা দুইজন তো একজন পুরুষের দ্বারাই দুগ্ধবতী হয়েছে। লাবনুল ফাহল (পুরুষের মাধ্যমে দুধ) কথার তাৎপর্য এই (অর্থাৎ বীর্য স্খলনের মাধ্যমে নারীর স্তনে দুধের সঞ্চার হয়)।

এ অনুচ্ছেদে আইশা (রা)-র হাদীসটি হল মূল ভিত্তি। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকেরও এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

এক-দুই চুমুক দুধ পান করলেই হুরমত প্রতিষ্ঠিত হয় না।

١٠٨٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ الزُّبَيْـرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ ٠

১০৮৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এক-দুই চুমুক দুধ পান (বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন) হারাম করে না।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে উম্মুল ফাদল, আবু হুরায়রা, যুবাইর ও ইবনুয যুবাইর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। আইশা (রা) বলেন, কুরআনে "সুনির্দিষ্টভাবে দশ চুমুক" মর্মে আয়াত নাযিল হয়েছিল, পরে 'পাঁচ বার' মানসূখ হয়েছে এবং 'পাঁচবার'-এর বিধান কার্যকর থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল পর্যন্ত এটাই কার্যকর থাকল-(মু)।

এ হাদীসটি আরো একটি সূত্রে আইশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। আইশা (রা) এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপরাপর স্ত্রী এ ফতোয়াই দিতেন। ইমাম শাফিঈ ও ইসহাক (র)-ও এই কথা বলেন। ইমাম আহমাদ (র) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, এক-দুইবার দুধ পান করাতে হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হবে না। তিনি আরো বলেন, কোন ব্যক্তি যদি আইশা (রা)-র হাদীস অনুযায়ী পাঁচবার দুধ চোষার মত গ্রহণ করে তবে এটা সবচেয়ে শক্তিশালী মত হবে। এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা তার দুর্বলতা হিসাবে বিবেচিত হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একদল সাহাবী ও তাবিঈ বলেছেন, দুধ কম-বেশী যাই হোক তা শিশুর পেটে চলে গেলেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হয়ে যাবে। সুফিয়ান সাওরী, মালেক ইবনে আনাস, আওযাঈ, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ওয়াকী (র) এবং কূফাবাসীদের এই মত (ইমাম আবু হানীফার মতও তাই)।

আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকার উপনাম আবু মুহাম্মাদ, পিতার নাম উবায়দুল্লাহ এবং দাদার নাম আবু মুলাইকা। ইবনুয যুবাইর (রা) তাকে তাইফের বিচারপতি নিয়োগ করেন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরিশজন সাহাবীকে পেয়েছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

দুধপান সম্পর্কে একজন মহিলার সাক্ষ্য।

١٠٨٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْـرٍ حَدَّثَنَا اسْـمَعِيْـلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِيْ مُلَيْـكَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحٰرِثِ

قَالَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلٰكِنِّيْ لِحَدِيْثِ عُبَيْدٍ اَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَاَةً فَجَاءَتْنَا امْرَاَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ اِنِّيْ قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ فَجَاءَتْنَا امْرَاَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ اِنِّيْ قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ قَالَ فَاَعْرَضَ عَنِّيْ قَالَ فَاَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقُلْتُ اِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ اَنَّهَا قَدْ اَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ .

১০৮৯। উকবা ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে বিয়ে করলাম। অতঃপর এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা আমাদের কাছে এসে বলল, আমি তোমাদের উভয়কে দুধ পান করিয়েছি। আমি (উকবা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, আমি অমুকের মেয়ে অমুককে বিয়ে করেছি। এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা আমাদের কাছে এসে বলল, "আমি তোমাদের উভয়কে দুধ পান করিয়েছি"। সে মিথ্যাবাদিনী। রাবী বলেন, (এ কথায়) তিনি আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আমি ঘুরে গিয়ে তাঁর সামনে এসে বলালম, সে মিথ্যাবাদিনী। তিনি বললেনঃ "তুমি একে কেমন করে বিবাহ বন্ধনে রাখতে পার! অথচ সে বলেছে, তোমাদের উভয়কেই সে দুধ পান করিয়েছে। সুতরাং তুমি তাকে ছেড়ে দাও (তালাক দাও)–(বু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আরো কয়েকটি সূত্রে উকবা (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে উবাইদা ইবনে আবু মারয়ামের নাম উল্লেখ নাই এবং "তুমি তাকে ছেড়ে দাও" এ কথারও উল্লেখ নাই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈ এ হাদীস অনুসারে মত প্রকাশ করেছেন। দুধপানের সম্পর্ক প্রমাণের জন্য তারা একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য অনুমোদন করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, দুধপান প্রমাণের জন্য একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, তবে তাকে শপথও করাতে হবে। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র) এই মত গ্রহণ করেছেন। আর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, এ ব্যাপারে একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ একাধিক সাক্ষী না পাওয়া যায়। ইমাম শাফিঈর এই মত। ওয়াকী (র) বলেন, দুধপানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একজন স্ত্রলোকের সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়। তবে সতর্কতার জন্য উভয়কে পৃথক করে দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

দুই বছরের কম বয়সের শিশু দুধপান করলেই বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়।

١٠٩٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَهِيَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ اِلاَّ مَافَتَقَ الْاَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ .

১০৯০। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুধ ছাড়ানোর বয়সের পূর্বে স্তনের বোঁটা থেকে শিশুর পাকস্থলীতে দুধ না গেলে দুধপান জনিত নিষিদ্ধতা কার্যকর হয় না (অর্থাৎ দুধপানের কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হয় না)-(হা)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যরা এ হাদীস অনুসারে আমল করার কথা বলেছেন। তাদের মতে, শিশু দুই বছরের কম বয়সে দুধ পান করলেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবে। কিন্তু দুই বছরের পর দুধ পান করলে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবে না। ফাতিমা বিনতে মুনযির হলেন হিশাম ইবনে উরওয়ার স্ত্রী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

দুধপানের বিনিময় কিভাবে শোধ করা যায়।

١٠٩١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجِ الْاَسْلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَايُذْهِبُ عَنِّيْ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ فَقَالَ غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ .

১০৯১। হাজ্জাজ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমি যে দুধপান করেছি তার দাবি কিভাবে মিটাতে পারি? তিনি বলেনঃ (দুধমাকে) একটি গোলাম অথবা একটি বাঁদী দান করে (এ দাবি মিটাতে পার)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে ইবনে উয়াইনার সূত্রটি অরক্ষিত এবং হিশামের সূত্রটি সহীহ। হিশাম (র) জাবির

(রা)-র সাক্ষাত লাভ করেছেন। "আমি যে দুধপান করেছি তার দাবি কিভাবে মিটাতে পারি" এ কথার তাৎপর্য হল, আমার (দুধ) মা দুধ পান করানোর মাধ্যমে আমার যে সেবা করলেন এর বিনিময় আমি কিভাবে দিতে পারি? এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি তোমার দুধমাকে একটি গোলাম অথবা একটি বাঁদী দান করলে এর বিনিময় আদায় হবে। আবুত তুফাইল (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসা ছিলাম। এক মহিলা এসে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য নিজের চাদর পেতে দিলেন এবং তিনি তার উপর বসলেন। এই মহিলা চলে গেলে বলা হল, এই মহিলাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধ পান করিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

সধবা মহিলাকে দাসত্বমুক্ত করা হলে।

١٠٩٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا .

১০৯২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার স্বামী ক্রীতদাস ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরাকে (দাসত্বমুক্ত হলে বিবাহ বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখার বা ছিন্ন করার) এখতিয়ার দান করলেন। বারীরা নিজের এখতিয়ার প্রয়োগ করেন (বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করেন)। সে (স্বামী) যদি স্বাধীন হত তবে তিনি (নবী) কখনও তাকে (বারীরাকে) এ এখতিয়ার দিতেন না।

١٠٩٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ حُرًّا فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

১০৯৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার স্বামী ছিল স্বাধীন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (বারীরাকে) এখতিয়ার প্রদান করলেন।

আইশা (রা)-র হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হিশাম ইবনে উরওয়া তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমি বারীরার স্বামীকে দেখেছি, সে ছিল গোলাম, তাকে মুগীস নামে ডাকা হত। ইবনে উমার (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। তারা বলেন, কোন বাঁদী কোন আযাদ ব্যক্তির বিবাহাধীনে থাকলে এই অবস্থায় তাকে দাসত্বমুক্ত করে দিলে সে (স্ত্রী) বিবাহ ঠিক রাখা বা না রাখার এখতিয়ার পাবে না। হাঁ যদি তার স্বামী গোলাম হয় এবং সে (স্ত্রী) দাসত্বমুক্ত হয় তবে সে এখতিয়ার পাবে। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এই মত।

একাধিক রাবী আমাশ থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন, আইশা (রা) বলেন, "বারীরার স্বামী স্বাধীন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় বারীরাকে (বিবাহ অটুট রাখা বা না রাখার) এখতিয়ার প্রদান করেন।" আসওয়াদও বলেছেন, বারীরার স্বামী আযাদ ছিল। একদল বিশেষজ্ঞ তাবিঈ ও তাদের পরবর্তীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলেমদের এই মত।

١٠٩٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ اَيُّوْبَ وَقَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدًا اَسْوَدَ لِبَنِىْ الْمُغِيْرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ بَرِيْرَةُ وَاللّٰهِ لَكَاَنِّىْ بِهِ فِىْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَنَوَاحِيْهَا وَاِنَّ دُمُوْعَهُ لَتَسِيْلُ عَلٰى لِحْيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا لِتَخْتَارَهُ فَلَمْ تَفْعَلْ .

১০৯৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরাকে দাসত্বমুক্ত করাকালে তার কৃষ্ণাংগ স্বামী মুগীরা গোত্রের গোলাম ছিল। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যেন তাকে (মুগীসকে) মদীনার রাস্তায় ও অলিতে-গলিতে বেড়াতে দেখছি আর তার চোখের পানি তার দাড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। সে তাকে প্রত্যাখ্যান না করার জন্য বারীরাকে রাজী করাতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু বারীরা তা করেনি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সাঈদের পিতার নাম মাহ্‌রান এবং তার ডাকনাম আবুন নাদর।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

বিছানা বাচ্চার মালিক।

١٠٩٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ .

১০৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বিছানার মালিকই বাচ্চার মালিক হবে এবং ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।[২]

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উমার, উসমান, আইশা, আবু উমামা, আমর ইবনে খারিজা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, বারাআ ইবনে আযেব এবং যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। যুহরী–সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও আবু সালামা–আবু হুরায়রা (রা) এই সূত্রেও উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

কোন স্ত্রীলোককে দেখে তাকে কোন পুরুষের ভাল লাগলে।

١٠٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ وَ هُوَ الدَّسْتَوَائِىْ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى اِمْرَاَةً فَدَخَلَ عَلٰى زَيْنَبَ فَقَضٰى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ وَقَالَ اِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا اَقْبَلَتْ اَقْبَلَتْ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ اِمْرَاَةً فَاَعْجَبَتْهُ فَلْيَاْتِ اَهْلَهُ فَاِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِىْ مَعَهَا ·

১০৯৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্ত্রীলোককে দেখে যয়নব (রা)–র ঘরে প্রবেশ করেন এবং নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করেন (সহবাস করেন)। অতঃপর বাইরে এসে বলেনঃ কোন স্ত্রীলোক সামনে এলে শয়তানের বেশে আসে। অতএব তোমাদের কেউ কোন স্ত্রীলোককে দেখে তাকে ভাল লাগলে সে যেন নিজ স্ত্রীর কাছে যায়। কেননা ঐ মহিলার যা আছে তার (স্ত্রীর)–ও তা আছে।

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হিশাম আদ–দাসতাওয়াঈর পিতার নাম সানবার এবং ডাকনাম আবু আবদুল্লাহ। তিনি ছিলেন দাসতাওয়া কাপড়ের ব্যবসায়ী।

২. অর্থাৎ কোন সধবা স্ত্রীলোক যেনার দ্বারা গর্ভবতী হলে বাচ্চার মালিক হবে স্বামী অথবা স্ত্রীলোকটি এবং যেনাকারী যেনার অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে–(অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০
স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার।

١٠٩٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ·

১০৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যদি আমি কাউকে অপর কোন ব্যক্তিকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য।

উল্লেখিত সনদ সূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে মুআয ইবনে জাবাল, সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জুশুম, আইশা, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা, তলক ইবনে আলী, উম্মু সালামা, আনাস ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٠٩٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ طَلْقِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَاْتِهِ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ ·

১০৯৮। তলক ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজের প্রয়োজনে ডাকলে সে যেন সাথে সাথে তার কাছে চলে আসে, এমনকি সে রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

١٠٩٩. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبِىْ نَصْرٍ عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِىِّ عَنْ اُمِّهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ ·

১০৯৯। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে কোন মহিলা তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে রাত কাটায় (বা মারা যায়) সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার।

١١٠٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ .

১১০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিই ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলমান। তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা নিজেদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١١٠١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ اَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ فَذَكَرَ فِى الْحَدِيْثِ قِصَّةً فَقَالَ اَلاَ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ فَاِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً اَلاَ اِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَاَمَّا حَقُّكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَّنْ تَكْرَهُوْنَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ اَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ اَنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِىْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ .

১১০১। সুলাইমান ইবনে আমর ইবনুল আহওয়াস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং ওয়াজ-নসীহত করলেন। রাবী এ হাদীসে একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

বললেনঃ স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর। তারা তোমাদের নিকট বন্দীতুল্য। তাছাড়া তাদের উপর তোমাদের আর কিছুর অধিকার নাই, কিন্তু তারা যদি সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতায় লিপ্ত হয় (তবে ভিন্ন কথা)। যদি তারা তাই করে তবে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও এবং হালকা প্রহার কর, মারাত্মক প্রহার নয়। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তবে তাদেরকে নির্যাতন করার অজুহাত তালাশ কর না। জেনে রাখ! তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তোমাদের উপরও তাদের তেমন অধিকার রয়েছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, যেসব লোককে তোমরা পছন্দ কর না তাদেরকে দিয়ে তারা যেন তোমাদের বিছানা পদদলিত না করায় এবং যাদেরকে তোমরা খারাপ জান তাদেরকে যেন অন্দর মহলে প্রবেশের অনুমতি না দেয়। জেনে রাখ! তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তোমরা তাদের উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। "আওয়ানুন ইনদাকুম" অর্থাৎ 'তোমাদের নিকট বন্দী'।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

গুহ্যদ্বারে সংগম করা নিষিদ্ধ।

١١٠٢. حَدَّثَنَا اَحْـمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَهَنَّادٌ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْـوَلِ عَنْ عِيْـسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلاَّمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ اَتَى اَعْـرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُوْنُ فِى الْـفَلاَةِ فَتَكُوْنُ مِنْـهُ الرُّوَيْـحَةُ وَيَكُوْنُ فِى الْـمَاءِ قِلَّةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَسَا اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِىْ اَعْجَازِهِنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ .

১১০২। আলী ইবনে তলক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি জংগলে বা মাঠেঘাটে অবস্থান করে। এ অবস্থায় যদি তার পেট থেকে বায়ু নির্গত হয় এবং (তার কাছে) সামান্য পানি থাকে (তবে সে কি করবে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কারো বায়ু নির্গত হলে সে যেন উযূ করে। তোমরা স্ত্রীলোকদের পশ্চাদ্বারে সহবাস কর না। আল্লাহ হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে উমার, খুযাইমা ইবনে সাবিত, ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, আলী ইবনে তলকের বর্ণিত এই একটি মাত্র হাদীস ব্যতীত তার সূত্রে বর্ণিত আর কোন হাদীস আছে কি না তা আমি জানি না। এটি তলক ইবনে আলী আস-সুহাইমীর হাদীসও নয়। তার মতে তিনি অন্য কোন সাহাবী হবেন। ওয়াকীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١١٠٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَ غَيْرَ وَاحِدٍ قَالُوْانَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ هُوَ بْنُ سَلاَمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَسَا اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّاءْ وَلاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِىْ اَعْجَازِهِنَّ وَ عَلِيٌّ هٰذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ ·

১১০৩। আলী ইবনে তলক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ বাতকর্ম করলে সে যেন উযূ করে। তোমরা স্ত্রীলোকদের গুহ্যদ্বারে সংগম কর না।

١١٠٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلٍ اَتٰى رَجُلاً اَوِ امْرَاَةً فِى الدُّبُرِ ·

১১০৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মলদ্বারে সংগম করে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তার দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

মহিলাদের সাজসজ্জা করে বাড়ির বাইরে যাতায়াত নিষেধ।

١١٠٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ سَعْدٍ وَكَانَتْ خَادِمًا

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِى الزِّيْنَةِ فِى غَيْرِ اَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ نُوْرَ لَهَا ·

১১০৫। মাইমূনা বিনতে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেমা (সেবিকা) ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ স্বামী ছাড়া অন্য লোকের সামানে যে নারী সাজসজ্জা করে আকর্ষণীয় পোশাকে আবির্ভূত হয় সে কিয়ামতের দিনের অন্ধকার সমতুল্য। সেদিন তার জন্য কোন আলোর ব্যবস্থা থাকবে না।

এ হাদীসটি আমরা কেবল মূসা ইবনে উবায়দার সূত্রেই জানতে পেরেছি। কিন্তু তাকে স্মৃতিশক্তির দিক থেকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলা হয়েছে, যদিও তিনি একজন সত্যবাদী লোক হিসাব স্বীকৃত। এ হাদীসটি শোবা, সুফিয়ান সাওরী ও অন্যরাও তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কেউই এটা মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি (মূসার উক্তি হিসাবেই বর্ণনা করেছেন)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে।

١١٠٦. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يَغَارُ وَالْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللّٰهِ اَنْ يَّاْتِىَ الْمُؤْمِنُ مَاحَرَّمَ عَلَيْهِ ·

১১০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র গাইরাত (সূক্ষ্ম আত্মমর্যাদাবোধ) আছে এবং মুমিনেরও গাইরাত আছে। মুমিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ যা হারাম করেছেন, সে তাতে লিপ্ত হলে আল্লাহ্‌র গাইরাতে আঘাত লাগে।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আইশা ও আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অপর একটি সূত্রে এ হাদীস আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকেও বর্ণিত আছে এবং এ সূত্রটিও সহীহ। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আল–কাত্তান বলেছেন, হাজ্জাজ আস–সাওয়াফ একজন জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫
মহিলাদের একাকী সফর করা মাকরূহ।

١١٠٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُوْنُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا اِلاَّ وَمَعَهَا اَبُوْهَا اَوْ اَخُوْهَا اَوْ زَوْجُهَا اَوْ اِبْنُهَا اَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِّنْهَا ·

১১০৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে মহিলা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তার সাথে তার পিতা অথবা তার ভাই অথবা তার স্বামী অথবা তার ছেলে অথবা তার কোন মুহরিম আত্মীয় না থাকলে তার জন্য তিন দিন বা তার অধিক সময় (একাকী) সফর করা হালাল নয়।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ "কোন স্ত্রীলোক যেন তার সাথে কোন মুহরিম আত্মীয় ছাড়া (একাকী) এক দিন ও এক রাতের পথও অতিক্রম না করে"।

বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। কোন মহিলার সাথে কোন মুহরিম আত্মীয় ছাড়া তার একাকী ভ্রমণ করাকে তারা মাকরূহ বলেছেন। কোন মহিলার ধন–সম্পদ আছে কিন্তু তার কোন মুহরিম আত্মীয় নাই, এ অবস্থায় সে হজ্জের সফরে বের হতে পারবে কি না এই বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল আলেম বলেন, তার উপর হজ্জ ফরজ নয়। কেননা মুহরিম আত্মীয় সাথে থাকার শর্ত রাস্তা অতিক্রম করার যোগ্যতা থাকার শর্তের অন্তর্ভুক্ত আছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ "যার এই ঘর পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য আছে"। অতএব তারা বলেন, যখন তার কোন মুহরিম আত্মীয় নাই তখন তার এই ঘর (কাবা) পর্যন্ত পৌছারও সামর্থ্য নাই। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলেমদের এই মত। আর একদল আলেম বলেছেন, যাতায়াতের রাস্তা যদি নিরাপদ হয় তবে সে অন্যান্য লোকের সাথে হজ্জে যেতে পারে। ইমাম মালেক ও শাফিঈ এই মত পোষণ করেন।

١١٠٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ.

১১০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন স্ত্রীলোক যেন সাথে মুহরিম আত্মীয় ছাড়া একাকী এক দিন ও এক রাতের দূরত্বও অতিক্রম না করে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬
যার স্বামী অনুপস্থিত তার সাথে দেখা করা নিষেধ।

١١٠٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

১১০৯। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাবধান! তোমরা মহিলাদের সাথে অবাধে দেখা-সাক্ষাত করবে না। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দেবর সম্পর্কে আপনার কি মত? তিনি বলেনঃ সে তে সাক্ষাত মৃত্যু।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উমার, জাবির ও আমর ইবনুল আস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। স্ত্রীলোকদের সাথে অবাধে মেলামেশা করার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ আরও হাদীস রয়েছে। তিনি বলেনঃ "একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোকের সাথে একাকী অবস্থান করলে শয়তান তাদের সাথে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে যোগ দেয়"। "হাম্‌উ" শব্দের অর্থ 'স্বামীর ভাই'। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেবরকেও ভাবীর সাথে একাকী অবস্থান করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

١١١٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ اَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ قُلْنَا وَمِنْكَ قَالَ وَمِنِّىْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمَ .

১১১০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যেসব মহিলার স্বামী উপস্থিত নাই, তোমরা তাদের কাছে যেও না। কেননা শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের ভিতরে (প্রবাহিত) রক্তের ন্যায় বিচরণ করে। আমরা বললাম, আপনার মধ্যেও কি? তিনি বলেনঃ হাঁ, আমার মধ্যেও। কিন্তু আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন, তাই সে (আমার) অনুগত হয়ে গেছে।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরবী। একদল মুহাদ্দিস মুজালিদ ইবনে সাঈদের স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী "কিন্তু আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন, তাই সে (আমার) অনুগত হয়ে গেছে"–এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমি তার থেকে নিরাপদে থাকি বা আত্মরক্ষা করতে পারি। কারণ আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন। সুফিয়ান আরো বলেন, কেননা শয়তান কখনও অনুগত হয় না বা ইসলাম গ্রহণ করে না। 'মুগীবাত' বলতে এমন স্ত্রীলোকদের বুঝায় যাদের স্বামী তাদের কাছে উপস্থিত নাই। 'মুগীবাত' শব্দটি 'মুগীবাহ' শব্দের বহুবচন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

١١١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ .

১১১১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ স্ত্রীলোক হল আওরাত (আবরণীয় বস্তু)। সে বাইরে বের হলে শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯
(স্বামীকে কষ্ট দেয়া নিষেধ)।

١١١٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا اسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُؤْذِيْ اِمْرَاةٌ زَوْجَهَا فِى الدُّنْيَا اِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لاَ تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ فَاِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيْلٌ يُوْشِكَ اَنْ يُّفَارِقَكِ اِلَيْنَا .

১১১২। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যখনই কোন স্ত্রীলোক পৃথিবীতে তার স্বামীকে কষ্ট দেয় তখনই (জান্নাতের) আয়ত লোচনা হূরদের মধ্যে তার (ভাবী) স্ত্রী বলে, হে অভাগিনী! তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! তিনি তো তোমার কাছে ক্ষণস্থায়ী মেহমান। অচিরেই তিনি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উল্লেখিত সনদসূত্রেই এটি জানতে পেরেছি। সিরিয়ার মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে বর্ণিত ইসমাঈল ইবনে আয়্যাশের হাদীসগুলো অধিকতর সহীহ, কিন্তু হিজায ও ইরাকের মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে তার বর্ণনায় অনেক প্রত্যাখ্যাত রিওয়ায়াত আছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

أَبْوَابُ الطَّلاَقِ وَاللِّعَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(তালাক ও লিআন)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

তালাকের সুন্নাত তরীকা।

١١١٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟

১১১৩। ইউনুস ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছে। তিনি বলেন, তুমি কি আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে চেন? সে তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিল। উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (এর বিধান সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাকে নিজ স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার হুকুম দিলেন। রাবী উমার (রা) বলেন, আমি (মহানবীকে) জিজ্ঞেস করলাম, এ তালাকও কি গণনা করা হবে? তিনি বলেনঃ কেন হবে না! তুমি কি মনে কর, কেউ যদি অপারগ হয় বা আহম্মকি করে (তাতে কি তালাক কার্যকর হবে না)-(বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١١١٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْحَامِلاً .

১১১৪। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলেন। উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এর বিধান জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেনঃ তাকে তার স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার হুকুম দাও। অতঃপর সে যেন তাকে তুহরে (পবিত্র অবস্থা চলাকালে) অথবা গর্ভাবস্থায় তালাক দেয়।১

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইবনে উমার (রা) থেকে এ হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে তালাকের সুন্নাত (আইনানুগ) পদ্ধতি হলঃ যে তুহরে সংগম করা হয়নি সেই তুহরে তালাক দেয়া। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, তুহর অবস্থায় তিন তালাক দিলে তাও সুন্নাত নিয়ম অনুযায়ী হবে। ইমাম শাফিঈ ও আহমাদের এই মত। আর একদল আলেম বলেছেন, এক তালাক দিলে সুন্নাত পদ্ধতি মোতাবেক হবে কিন্তু একত্রে তিন তালাক দিলে হবে না। সুফিয়ান সাওরী ও ইসহাকের এই মত। গর্ভবতী স্ত্রীলোক সম্পর্কে তাদের মত হল, তাকে যে কোন সময় তালাক দেয়া যায়। শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এই মত। আর এক দল আলেম বলেছেন, প্রতি মাসে এক তালাক দিবে (একত্রে তিন তালাক দিবে না)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বাইন তালাক দিয়েছে।

١١١٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ طَلَّقْتُ امْرَاَتِيْ اَلْبَتَّةَ فَقَالَ مَا اَرَدْتَ بِهَا قُلْتُ وَاحِدَةً قَالَ وَاللّٰهِ قُلْتُ وَاللّٰهِ قَالَ فَهُوَ مَا اَرَدْتَ .

১১১৫। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে রুকানা (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (রুকানা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আমার স্ত্রীকে কাটাছিঁড়া (বাত্তা শব্দে) তালাক দিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ এর দ্বারা তোমার কি উদ্দেশ্য

১. চার মাযহাবের ইমামাদরে মতে, হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিলে স্বামী তাকে ফেরত নিবে এবং পবিত্র অবস্থা শুরু হলে তখন ইচ্ছা হলে তালাক দিবে। কিন্তু হায়েয অবস্থায় একত্রে তিন তালাক দিলে আর ফেরত নেয়ার অবকাশ থাকে না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সপ্তদশ খণ্ডের ২০৬ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ছিল? আমি বললাম, এক তালাক। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ (সত্য বলছি)। তিনি বলেনঃ তোমার যা উদ্দেশ্য ছিল তাই হয়েছে।

আমরা এ হাদীসটি কেবল উল্লেখিত সূত্রেই জানতে পেরেছি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও অপরাপর আলেমের মধ্যে 'সোজাসুজি ও নিশ্চিত (বাত্তা) তালাক' নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। উমার (রা) বাত্তা তালাককে এক তালাক গণ্য করেছেন কিন্তু আলী (রা) এটাকে তিন তালাক গণ্য করেছেন। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, এটা তালাক প্রদানকারীর নিয়াতের উপর নির্ভর করবে। সে এক তালাকের নিয়াত করলে এক তালাক কার্যকর হবে, তিন তালাকের নিয়াত করলে তিন তালাক কার্যকর হবে এবং দুই তালাকের নিয়াত করলে এক তালাক কার্যকর হবে। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলেমদের এই মত। ইমাম মালেক বলেছেন, সে স্ত্রীর সাথে (বিবাহের পর) সংগম করে থাকলে বাত্তা তালাকের মাধ্যমে তিন তালাকই কার্যকর হবে। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, সে এক তালাকের নিয়াত করলে এক তালাক, দুই তালাকের নিয়াত করলে দুই তালাক এবং তিন তালাকের নিয়াত করলে তিন তালাকই কার্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

তোমার ব্যাপার তোমার হাতে।

١١١٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لاَيُّوْبَ هَلْ عَلِمْتَ اَنَّ اَحَداً قَالَ فِيْ اَمْرُكِ بِيَدِكِ اَنَّهَا ثَلاَثٌ اِلاَّ الْحَسَنَ فَقَالَ لاَ اِلاَّ الْحَسَنَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ غُفْراً اِلاَّ مَاحَدَّثَنِيْ قَتَادَةُ عَنْ كَثِيْرٍ مَوْلٰى بَنِيْ سَمُرَةَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثٌ قَالَ اَيُّوْبُ فَلَقِيْتُ كَثِيْراً مَوْلٰى بَنِيْ سَمُرَةَ فَسَاَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَرَجَعْتُ اِلٰى قَتَادَةَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ نَسِيَ ·

১১১৬। হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইউবকে জিজ্ঞেস করলাম, হাসান (বসরী) ছাড়া আরো কোন লোক "আমরুকে বিয়াদিকে" (তোমার ব্যাপার তোমার হাতে) কথাটিকে তিন তালাক গণ্য করেছেন বলে আপনার জানা আছে কি? তিনি বলেন, হাসান ছাড়া আর কেউ এরূপ বলেছেন বলে আমার জানা নাই। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ ক্ষমা করুন! কাতাদা আমাকে সামুরা

গোত্রের আযাদকৃত গোলাম কাসীরের সূত্রে বলেছেন, তিনি আবু সালামা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ "(এরূপ বলায়) তিন (তালাক) গণ্য হবে"। আইউব বলেন, আমি কাসীরের সাথে সাক্ষাত করে তাকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা সনাক্ত করতে পারেননি। আমি কাতাদার কাছে এসে ব্যাপারটা তাকে জানালে তিনি বলেন, সে (কাসীর) ভুলে গেছে-(দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা এ হাদীসটি কেবল সুলায়মান ইবনে হারব থেকে হাম্মাদ ইবনে যায়েদের সূত্রেই জানতে পেরেছি। আমি ইমাম বুখারীকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সুলায়মান ইবনে হারব হাম্মাদ ইবনে যায়েদের সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটা আবু হুরায়রা (রা) থেকে মওকূফ হাদীসরূপেও বর্ণিত হয়েছে এবং আবু হুরায়রার এ হাদীস মরফূ হিসাবে জানা যায়নি। আলী ইবনে নাসর হাদীসের হাফেজ ছিলেন।

(স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে) "তোমার ব্যাপার তোমার হাতে" তবে এর ফলাফল কি হবে এ বিষয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেমের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে উমার ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র মতে এতে এক তালাক অবতীর্ণ হবে। একাধিক তাবিঈ ও তাদের পরবর্তীদেরও এই মত। অপর দিকে উসমান ইবনে আফফান ও যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-র মতে স্ত্রী যা সিদ্ধান্ত নিবে তাই কার্যকর হবে (এক, দুই অথবা তিন তালাক যেটা গ্রহণ করবে তাই হবে)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, স্বামী স্ত্রীর হাতে তার ব্যাপারটি অর্পণ করার পর সে (স্ত্রী) নিজেকে তিন তালাক দিল। স্বামী এটা প্রত্যাখ্যান করে বলল, আমি তাকে শুধু এক তালাকেরই অধিকার দিয়েছি। এ ক্ষেত্রে স্বামীকে শপথ করতে হবে। সে শপথ করলে তার কথাই মেনে নেয়া হবে। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলেমগণ উমার ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালেক বলেছেন, স্ত্রী যে সিদ্ধান্ত নিবে তাই হবে। ইমাম আহ্‌মাদেরও এই মত। ইমাম ইসহাক (র) ইবনে উমার (রা)-র মত গ্রহণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

এখতিয়ার প্রদান সম্পর্কে।

١١١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ اَفَكَانَ طَلاَقًا ؟

১১১৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (তাঁর স্ত্রী হিসাবে থাকা বা না থাকার) এখতিয়ার দিয়েছিলেন। আমরা তাঁকে এখতিয়ার করলাম। এতে কি তালাক হল–(বু,মু,দা,না,ই,মা)?

অপর একটি সূত্রেও আইশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আইশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। স্বামী যদি স্ত্রীকে তার সাথে থাকা বা না থাকার এখতিয়ার প্রদান করে তবে এর ফলাফল কি হবে সে বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। উমার ও ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, স্ত্রী যদি নিজের উপর (স্বামী থেকে পৃথক হওয়ার) এখতিয়ার প্রয়োগ করে তবে তাতে এক বাইন তালাক হবে। তাদের আরো একটি মত উল্লেখ আছে যে, তাতে এক রিজঈ তালাক হবে। আর যদি স্ত্রী স্বামীর সাথে থাকাই এখতিয়ার করে তবে কোন তালাক হবে না। আলী (রা) বলেছেন, সে নিজেকে বেছে নিলে এক বাইন তালাক হবে এবং স্বামীকে বেছে নিলে এক রিজঈ তালাক হবে। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন, সে নিজেকে এখতিয়ার করলে তিন তালাক হবে এবং স্বামীকে এখতিয়ার করলে এক তালাক হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ ফিক্হ্‌বিদ সাহাবী ও অপরাপর আলেম উমার ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)–র মত গ্রহণ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলেমগণও এই মত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) আলী (রা)–র মত গ্রহণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দাত চলাকালে বাসস্থান ও ভরণ–পোষণ পাবে না।

١١١٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَنِيْ زَوْجِيْ ثَلاَثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَسُكْنٰى لَكِ وَلاَ نَفَقَةَ قَالَ مُغِيْرَةُ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ لاَ نَدَعُ كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَاَةٍ لاَ نَدْرِىْ اَحَفِظَتْ اَمْ نَسِيَتْ وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةَ .

১১১৮। শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কায়েসের কন্যা ফাতিমা (রা) বলেন, আমার স্বামী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমাকে তিন তালাক দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বলেনঃ তুমি বাসস্থানও

পাবে না এবং ভরণ-পোষণও পাবে না। মুগীরা (র) বলেন, আমি ইবরাহীম নাখঈর কাছে একথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, উমার (রা) বলেছেন, একজন মহিলার কথায় আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব ও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ত্যাগ করতে পারি না। সে কি স্মরণ রাখতে পেরেছে না ভুল করেছে তা আমাদের জানা নেই। উমার (রা) তিন তালাকপ্রাপ্তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের ব্যবস্থা করেছেন-(বু,মু,দা,না,ই,মা)।

١١١٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ نَا هُشَيْمٌ نَا حُصَيْنٌ وَاِسْمَاعِيْلُ وَمُجَالِدٌ قَالَ هُشَيْمٌ وَنَا دَاوُدُ اَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ فَسَئَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْهُ فِي السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةِ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنٰى وَ لاَ نَفَقَةً وَ فِيْ حَدِيْثِ دَاوُدَ قَالَتْ وَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَعْتَدَّ فِيْ بَيْتِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ .

১১১৯। শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কায়েসের কন্যা ফাতিমা (রা)-র কাছে আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে যে ফয়সালা দিয়েছেন তা তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন যে, তার স্বামী তাকে চূড়ান্ত তালাক দিলে তিনি বাসস্থান ও খোরপোষের জন্য তার স্বামীর সাথে ঝগড়া করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত দেননি। দাউদের বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি (ফাতিমা) বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উম্মু মাকতূমের ছেলের ঘরে ইদ্দাত পালন করার নির্দেশ দেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। হাসান বসরী, আতা ইবনে আবু রাবাহ্ ও শাবীর মতে তালাকপ্রাপ্তাকে স্বামীর জন্য পুনরায় তার বিবাহ বন্ধনে ফিরিয়ে আনার সুযোগ না থাকলে সে (স্ত্রী) ইদ্দাতকালের জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ পাবে না। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকও একথা বলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী, যেমন উমার ও আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দাত কালের জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ পাবে। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী ফকীহ্গণের এই মত। ইমাম মালেক, লাইস ইবনে সাদ ও শাফিঈ আরো বলেছেন, সে বাসস্থান পাবে কিন্তু খোরপোষ পাবে না। শাফিঈ আরো

বলেন, আমরা আল্লাহ্র কিতাবের নির্দেশ অনুসারেই তার বাসস্থান পাওয়ার কথা বলেছি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

وَ لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ اِلاَّ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ·

"তোমরা তাদেরকে (ইদ্দাতকালে) তাদের বসবাসের ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের হয়ে না যায়। তবে তারা যদি সুস্পষ্ট কোন অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় তবে ভিন্ন কথা" (সূরা তালাক ঃ ১)।

আলেমগণ বলেন, এখানে 'অশ্লীলতা' বলতে পুরুষের পরিবার–পরিজনের সাথে অসভ্য আচরণ বুঝানো হয়েছে। তারা ফাতিমাকে বাসস্থান ও খোরপোষের ব্যবস্থা না করার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তার স্বামীর সাথে অসদাচরণ করেছিলেন। ইমাম শাফিঈ বলেন, এ ধরনের তালাকপ্রাপ্তা মহিলার খোরপোষ দেয়া স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। ফাতিমা বিনতে কায়েস সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস এর প্রমাণ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬
বিবাহের পূর্বে প্রদত্ত তালাক ধর্তব্য নয়।

١١٢٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْاَحْوَلُ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَذْرَ لِاِبْنِ اٰدَمَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيْمَا لاَيَمْلِكُ وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ·

১১২০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আদম সন্তান যে জিনিসের মালিক নয় তার মানত জায়েয নেই; সে যার মালিক নয় তাকে সে আযাদ করতে পারে না এবং যে তার বিবাহ বন্ধনে নয় তাকে সে তালাক দিতে পারে না–(ই,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে আলী, মুআয, জাবির, ইবনে আব্বাস ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে যতগুলো হাদীস বর্ণিত আছে তার মধ্যে এ হাদীসটিই সর্বোত্তম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবী এ হাদীস অনুযায়ী মত ব্যক্ত করেছেন। আলী

ইবনে আবু তালিব, ইবনে আব্বাস, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা), সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আলী ইবনে হুসাইন, শুরায়হ, জাবির ইবনে যায়েদ প্রমুখ একাধিক ফিক্হবিদ সাহাবী ও তাবিঈও এই মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম শাফিঈও অনুরূপ কথা বলেছেন।

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, কোন এলাকার নির্দিষ্ট মহিলাকে বিবাহ কারার কথা উল্লেখ করে তালাক দিলে সে তালাক কার্যকর হবে (কেউ যদি বলে, আমি অমুক বংশ বা অমুক এলাকার অমুক মেয়ে বিবাহ করলে সে তালাক, এ ক্ষেত্রে বিবাহ বিধিবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে তালাক হয়ে যাবে)। শাবী, ইবরাহীম নাখঈ ও অপরাপর আলেম বলেন, সময় নির্দিষ্ট করে বলা হলে তালাক অবতীর্ণ হবে। সুফিয়ান সাওরী ও মালেক ইবনে আনাসেরও এই মত। তারা বলেন, কোন মহিলার নাম নির্দিষ্ট করে, অথবা সময় নির্দিষ্ট করে, অথবা কোন শহরের নাম উচ্চারণ করে বলা হলে, যেমন আমি অমুক শহরের অমুক মেয়ে বিবাহ করলে (সে তালাক), এসব অবস্থায় তালাক কার্যকর হবে।

ইবনুল মুবারক (র) এ সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, যদি কেউ এরূপ করে তবে আমি বলি না যে, তার জন্য ঐ স্ত্রীলোকটি হারাম হয়ে যাবে। ইবনুল মুবারককে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে, সে শপথ করে বলেছে যে, সে বিবাহ করবে না, করলে তালাক হয়ে যাবে। পরে দেখা গেল যে, তার বিয়ে করার সুমতি হয়েছে। যেসব ফিক্হবিদ এরূপ ক্ষেত্রে বিয়ে করার অবকাশ আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন, এই ব্যক্তি কি তাদের মত অনুসারণ করে বিবাহ করতে পারবে? এর উত্তরে ইবনুল মুবারক বললেন, সে যদি এই সমস্যায় জড়িত হওয়ার পূর্বে এসব ফিক্হবিদের মতে আস্থাবান হয়ে থাকে তবে তার জন্য তাদের মত গ্রহণ করার সুযোগ আছে। কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ব থেকে তাদের এ মত পছন্দ করেনি এবং পরে যখন সে এ সমস্যায় পতিত হল তখন তাদের মত গ্রহণ করতে চায়, তার জন্য তাদের মত গ্রহণ করার সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না।

আহমাদ (র) বলেন, যদি সে বিয়ে করে তবে আমি তাকে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করার হুকুম দেই না। ইসহাক (র) ইবনে মাসউদ (রা)-র হাদীস অনুসারে নির্দিষ্ট নারীর ক্ষেত্রে তালাক সংঘটিত হওয়ার পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও এইরূপ বিবাহ জায়েয মনে করেন। তিনি বলেন, শপথ করার পরও সে যদি ঐ মহিলাকে বিবাহ করে তবে আমি একথা বলি না যে, ঐ স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে। আর অনির্দিষ্ট নারীর ক্ষেত্রে ইসহাক (র)-র এর মত আরও উদার।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

দাসীর ক্ষেত্রে দুই তালাক।

١١٢١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُظَاهِرُ بْنُ اَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلاَقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

১১২১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ দাসীর ক্ষেত্রে দুই তালাক এবং তার ইদ্দাত দুই হায়েযকাল-(ই,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। মুযাহির ইবনে আসলামের সূত্রেই কেবল এ হাদীসটি মরফূ বলে জানা যায়। এ হাদীসটি ছাড়া মুযাহিরের বর্ণিত আর কোন হাদীস আছে কি না তা আমরা জানি না। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী মত ব্যক্ত করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, (আবু হানীফা), শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকেরও এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

মনে মনে স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ধারণা করলে।

١١٢٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَاوَزَ اللّٰهُ لِاُمَّتِيْ مَاحَدَّثَتْ بِهِ اَنْفُسَهَا مَالَمْ تَكَلَّمْ بِهِ اَوْ تَعْمَلْ بِهِ .

১১২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মাত যতক্ষণ পর্যন্ত মনের কোন কথা প্রকাশ না করে অথবা তদনুযায়ী কাজ না করে, আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তা উপেক্ষা করেন (ক্ষমা করেন)-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী মত প্রকাশ করেছেন। কোন ব্যক্তি মনে মনে তালাকের কথা চিন্তা করলে তা মুখে উচ্চারণ না করা পর্যন্ত এর কোন আইনগত কার্যকারিতা নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

প্রকৃতপক্ষে অথবা ঠাট্টাচ্ছলে তালাক প্রদান।

١١٢٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَدْرَكَ (فِي التَّقْرِيْبِ وَالْخُلَاصَةِ أَرْدَكَ) عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ .

১১২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিনটি বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে বললেও যথার্থ বিবেচিত হবে এবং ঠাট্টাচ্ছলে বললেও যথার্থ গণ্য হবেঃ বিবাহ, তালাক ও রাজআত (তালাক প্রত্যাহার)–(দা,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুসারে মত ব্যক্ত করেছেন। আবদুর রহমানের পিতা হাবীব এবং দাদা আদরাক আল-মাদানী। আমার মতে ইবনে মাহাক অর্থাৎ মাহাকের পুত্রের নাম ইউসুফ।।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

খোলার বর্ণনা।[২]

١١٢٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سُفْيَانَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ مَوْلٰى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ .

---

২. সূরা বাকারার ২২৯ নং আয়াতের মর্ম অনুযায়ী স্ত্রী স্বামীকে কিছু বিনিময় দিয়ে তার নিকট থেকে যে তালাক আদায় করে আইনের পরিভাষায় তাকে 'খোলা' বলে। এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে ঘরোয়াভাবে কোন চুক্তি হয়ে গেলে তদনুযায়ী মীমাংসা হবে। অন্যথায় ইসলামী আদালত এ ব্যাপারে যে মীমাংসা প্রদান করবে উভয়ই তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। খোলার মাধ্যমে বাইন তালাক হয়। তারা পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে তা জায়েয। খোলার পর স্ত্রীলোকটিকে মাত্র এক হায়েয কাল ইদ্দাত পালন করতে হয়। এটা মূলত ইদ্দাত নয়, বরং স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা-(অনু.)।

১১২৪। মুআওবিয ইবনে আফরার কন্যা রুবাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে 'খোলা' (তালাক) করান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক হায়েযকাল ইদ্দাত পালনের নির্দেশ দেন অথবা নির্দেশ দেয়া হয়–(না,ই)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, রুবাই বিনতে মুআওবিয (রা)–র হাদীসে 'তাকে এক হায়েযকাল ইদ্দাত পালনের নির্দেশই' সহীহ।

١١٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَغْدَادِيُّ اَنْبَانَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَنْبَانَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ .

১১২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সাবিত ইবনে কায়েস (রা)–র স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তার স্বামীর কাছ থেকে খোলা (তালাক) নেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক হায়েযকাল ইদ্দাত পালনের নির্দেশ দেন–(বু)।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। খোলা তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দাতের মেয়াদ সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য আলেম বলেছেন, খোলা গ্রহণকারিণী মহিলাকেও তালাকপ্রাপ্তা মহিলার অনুরূপ তিন হায়েযকাল ইদ্দাত পালন করতে হবে। সুফিয়ান সাওরী, কূফাবাসী আলেমগণ, আহমাদ ও ইসহাকের এই মত। অপর একদল সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, খোলা গ্রহণকারিণীর ইদ্দাত এক হায়েযকাল। ইসহাক (র) বলেন, কেউ এই মত গ্রহণ করলে সেটাই হবে শক্তিশালী মাযহাব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১
খোলা দাবিকারিণী নারী সম্পর্কে।

١١٢٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُزَاحِمُ بْنُ ذَوَّادِ بْنِ عُلْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ اَبِى الْخَطَّابِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ .

১১২৬। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ খোলা তালাক দাবিকারিণী নারীরা হল মোনাফিক-(দা,ই,না)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব। এর সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "যে নারী কোন গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত স্বামীর নিকট থেকে খোলা তালাক নেয় সে বেহেশতের সুবাসও পাবে না"।

١١٢٧. حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ بُنْدَارٌ اَنْبَانَا عَبْدُ الْوَهَّابِ اَنْبَانَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ سَاَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا مِّنْ غَيْرِ بَاْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ·

১১২৭। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে নারী কোন বিবেচনাযোগ্য কারণ ছাড়াই স্বামীর কাছে তালাক প্রার্থনা করে তার জন্য বেহেশতের সুবাসও হারাম।

এ হাদীসটি হাসান। অন্য একটি সূত্রেও এটি বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু মরফূ হিসাবে নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

মহিলাদের সাথে উদার ব্যবহার।

١١٢٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَرْاَةَ كَالضِّلْعِ اِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَاِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلٰى عِوَجٍ ·

১১২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ স্ত্রীলোক পাঁজরের বাঁকা হারের সমতুল্য। যদি তুমি তা সোজা করতে যাও তবে তা ভেংগে ফেলবে। আর যদি তুমি ফেলে রাখ (সোজা করার চেষ্টা না কর) তবে তার বাঁকা অবস্থায়ই তুমি ফায়দা উঠাতে পারবে-(মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব এবং এর সনদসূত্র উত্তম। এ অনুচ্ছেদে আবু যার, সামুরা ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩
পিতার নির্দেশে স্ত্রীকে তালাক দেয়া সম্পর্কে।

١١٢٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَنْبَانَا ابْنُ الْمُبَارَكِ اَنْبَانَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ تَحْتِىْ امْرَاَةٌ اُحِبُّهَا وكَانَ اَبِىْ يَكْرَهُهَا فَاَمَرَنِىْ اَبِىْ اَنْ اُطَلِّقَهَا فَاَبَيْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ طَلِّقْ امْرَاَتَكَ .

১১২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বিবাহাধীনে এক মহিলা ছিল যাকে আমি ভালোবাসতাম, কিন্তু আমার পিতা তাকে পছন্দ করতেন না। তাকে তালাক দেয়ার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দেন। কিন্তু আমি তাতে অস্বীকৃত হই। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি বলেনঃ হে উমার–পুত্র আবদুল্লাহ! তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও–(দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইবনে আবু যিব–এর সূত্রেই কেবল আমরা এই হাদীসের সাথে পরিচিত হতে পারি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪
কোন নারী যেন তার বোনের তালাক প্রার্থনা না করে।

١١٣٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَسْاَلُ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِىْ اِنَائِهَا .

১১৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন নারী যেন নিজের বোনের পাত্র খালি করে নিজের পাত্র পূর্ণ করার জন্য তার তালাক প্রার্থনা না করে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫
বুদ্ধিভ্রম ও মতিভ্রম লোকের তালাক।

١١٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الصَّنْعَانِىُّ اَنْبَانَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُوْمِىِّ عَنْ اَبِىْ

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ اِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوْهِ الْمَغْلُوبِ عَلىٰ عَقْلِهِ ·

১১৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তালাক মাত্রই কার্যকর হয়, কিন্তু বুদ্ধিভ্রষ্ট ও মতিভ্রম লোকের তালাক কার্যকর হয় না।

আমরা এ হাদীসটি কেবল আতা ইবনে আজলানের সূত্রেই মরফূ হিসাবে জানতে পেরেছি। কিন্তু তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল এবং হাদীস বর্ণনায় ভুলের শিকার হতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে জ্ঞানশূন্য ব্যক্তির তালাক কার্যকর হয় না। কিন্তু যে পাগল কখনও জ্ঞান ফিরে পায় আবার কখনও জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে সে যদি হুঁশ থাকাকালে তালাক দেয় তবে তা কার্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

١١٣٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَاَتَهُ مَا شَاءَ اَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ امْرَاَتُهُ اِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِى الْعِدَّةِ وَاِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ اَوْ اَكْثَرَ حَتّٰى قَالَ رَجُلٌ لِاِمْرَاَتِهِ وَاللّٰهِ لاَ اُطَلِّقُكِ فَتَبِيْنِيْنَ مِنِّيْ وَلاَ اٰوِيْكِ اَبَدًا قَالَتْ وَكَيْفَ ذٰكَ قَالَ اُطَلِّقُكِ فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ اَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ فَذَهَبَتِ الْمَرْاَةُ حَتّٰى دَخَلَتْ عَلىٰ عَائِشَةَ فَاَخْبَرَتْهَا فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ حَتّٰى جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَتْهُ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى نَزَلَ الْقُرْاٰنُ "اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ" قَالَتْ عَائِشَةُ فَاسْتَانَفَ النَّاسُ الطَّلاَقَ مُسْتَقْبَلاً مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ ·

১১৩২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (জাহিলী যুগে) যেমন ইচ্ছা নিজ স্ত্রীকে তালাক দিত। এমনকি সে শতবার বা ততোধিক তালাক প্রদানের পরও তাকে ইদ্দাতের মধ্যে ফেরত নিলে সে পুরা দস্তুর তার স্ত্রী গণ্য হত। অবস্থা এমন

পর্যায়ে পৌছল যে, এক লোক তার স্ত্রীকে বলল, আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমাকে এমন তালাকও দিব না যে, তুমি আমার থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং তোমাকে কখনো আশ্রয়ও দিব না। তার স্ত্রী বলল, এ কেমন কথা? সে বলল, আমি তোমাকে তালাক দিব এবং ইদ্দাত শেষ হওয়ার পূর্বে ফিরিয়ে নিব। তোমার সাথে বরাবর এরূপ করতে থাকব। মেয়েলোকটি আইশা (রা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে এ ঘটনা অবহিত করল। আইশা (রা) চুপ করে থাকলেন। ইতিমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে গেলেন। তিনি তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন। এ সময় কুরআনের আয়াত নাযিল হলঃ "তালাক দুইবার। অতঃপর হয় তাকে যথারীতি ফিরিয়ে নিবে, অন্যথায় সঠিক পন্থায় মুক্ত করে দিবে"–(সূরা বাকারা ঃ ২২৯)। আইশা (রা) বলেন, এরপর থেকে যে লোক পূর্বে তালাক দিয়েছে আর যে লোক দেয়নি উভয়ই ভবিষ্যতের জন্য নতুনভাবে তালাকের অধিকার প্রাপ্ত হল।

হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু এই সূত্রে উরওয়া (র) আইশা (রা)-র উল্লেখ করেননি। এই বর্ণনাটি ইয়ালা ইবনে শাবীরের বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

অন্তঃসত্ত্বা বিধবার ইদ্দাত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত।

١١٣٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِى السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاَثَةٍ وَّعِشْرِيْنَ اَوْخَمْسَةٍ وَّعِشْرِيْنَ يَوْمًا فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّقَتْ لِلنِّكَاحِ فَاُنْكِرَ عَلَيْهَا ذٰلِكَ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ اَجَلُهَا .

১১৩৩। আবুস সানাবিল ইবনে বাকাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুবাইআ (রা) তার স্বামীর মৃত্যুর তেইশ বা পঁচিশ দিন পর সন্তান প্রসব করেন। তিনি নিফাস থেকে পাক হওয়ার পর পুনর্বিবাহের আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু কেউ কেউ তা খারাপ মনে করল। বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বলেনঃ সে এরূপ করতে চাইলে করতে পারে, কেননা তার ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে গেছে।

উল্লেখিত সনদ সূত্রে এ হাদীসটি মশহূর ও গরীব। আরো একটি সনদসূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরও আবুস সানবিল (রা) জীবীত ছিলেন কি না তা আমাদের জানা নাই।[৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুসারে মত প্রকাশ করেছেন যে, কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার বিবাহ করা হালাল (জায়েয), যদিও তার ইদ্দাত (চার মাস দশ দিন) পূর্ণ না হয়। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকেরও এই মত। অপর একদল সাহাবী ও অন্যদের মতে "দুই মেয়াদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর মেয়াদ" হবে তার ইদ্দাতকাল।[৪] কিন্তু প্রথমোক্ত মতই অধিকতর সহীহ।

١١٣٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ تَذَاكَرُوا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْتَدُّ اٰخِرَ الْاَجَلَيْنِ وَقَالَ اَبُوْسَلَمَةَ بَلْ تَحِلُّ حِيْنَ تَضَعُ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَامَعَ ابْنِ اَخِيْ يَعْنِيْ اَبَا سَلَمَةَ فَاَرْسَلُوْا اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ قَدْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْاَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيْرٍ فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا اَنْ تَتَزَوَّجَ ‧

১১৩৪। সুলাময়ান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) গর্ভবতী বিধবা স্ত্রীলোকের ইদ্দাত সম্পর্কে আলোচনা করলেন, যে স্বামী মারা যাওয়ার পরপর সে সন্তান প্রসব করে (তার ইদ্দাত কখন পূর্ণ হবে)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, দুই মেয়াদের মধ্যে দীর্ঘতর মেয়াদই হবে

---

৩. তিনি মহানবী (সা)-এর ইনতিকালের পরও জীবিত ছিলেন বলে ইতিহাসের প্রমাণ বিদ্যমান-(অনু.)।

৪. অর্থাৎ চার মাস দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে শিশু ভূমিষ্ঠ হলে স্ত্রীলোকটিকে চার মাস দশ দিনই ইদ্দাত পালন করতে হবে। আর যদি চার মাস দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পরও সন্তান ভূমিষ্ঠ না হয় তবে তাকে প্রসব হওয়া পর্যন্ত ইদ্দাত পালন করতে হবে। এটা আলী ও ইবনে আব্বাস (রা)-র মত। শীআ সম্প্রদায় এই মত গ্রহণ করেছে। ইমাম আবু হানীফার মতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে যাবে-(অনু.)।

তার ইদ্দাতকাল। আবু সালামা (রা) বলেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার বিবাহ করা বৈধ হবে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আবু সালামার সাথে একমত। তারা বিষয়টি মীমাংসার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-র কাছে (লোক) পাঠান। তিনি বলেন, সুবাইয়া আসলামিয়া তার স্বামীর মৃত্যুর কিছু দিন পরই সন্তান প্রসব করে। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফতোয়া জানতে চাইলে তিনি তাকে বিবাহের অনুমতি দেন-(বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

যে নারীর স্বামী মারা গেছে তার ইদ্দাত।

١١٣٥. حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى اَنْبَاَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ بِهٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ الثَّلاَثَةِ :

(ا) قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَ اَبُوْهَا اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةُ خَلُوْقٍ اَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَالِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ·

(ب) قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ اَخُوْهَا فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَالِيْ فِي الطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَيَحِلُّ لِاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ·

(ج) قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمِّيْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَتِيْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا اَفَنَكْحَلُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لاَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا هِيَ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ اِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِيْ بِالْبَعْرَةِ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ ۰

১১৩৫। আবু সালামা (রা)-র কন্যা যয়নব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নিম্নোক্ত তিনটি হাদীস সম্পর্কে অধস্তন রাবী হুমাইদ ইবনে নাফেকে অবহিত করেছেন। তিনি (যয়নব) বলেছেন ঃ

(এক) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-র পিতা আবু সুফিয়ান (রা) মারা যাওয়ার পর আমি তার কাছে গেলাম। তিনি কস্তুরি মিশ্রিত হলুদ বর্ণের খালূক নামক সুগন্ধি নিয়ে ডাকলেন। তিনি একটি বালিকার গায়ে তা মাখালেন, অতঃপর তা নিজের উভয় গালে লাগালেন। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমার সুগন্ধি মাখার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি শুধু তা এজন্যই মাখলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে মহিলা আল্লাহ্ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়েয নয়। শুধু স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন।

(দুই) যয়নব (র) বলেন, জাহ্শের কন্যা যয়নব (রা)-র ভাই মারা যাওয়ার পর আমি তার কাছে গেলাম। তিনিও সুগন্ধি নিয়ে ডাকলেন এবং তা ব্যবহার করলেন। অতঃপ তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমার খোশবু মাখার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে মহিলা আল্লাহ্ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়েয নয়। কেবল স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন।

(তিন), যয়নব (র) বলেন, আমি আমার মা উম্মে সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছিঃ এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। ইদানীং তার দুই চোখে অসুখ দেখা দিয়েছে। আমরা কি তার চোখে সুরমা লাগাতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেনঃ না। তিনি এটা দুই কি তিনবার জিজ্ঞেস করলেন এবং প্রতি বারই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ না। অতঃপর তিনি বলেনঃ এটা তো মাত্র চার মাস দশ দিনের ব্যাপার। জাহিলী যুগে তোমাদের কোন মহিলাকে এক বছর পর্যন্ত শোক পালনশেষে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে ইদ্দাত শেষ করতে হত–(বু,মু)।[৫]

যয়নব (র) বর্ণিত হাদীস হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে মালেক ইবনে সিনানের কন্যা এবং আবু সাঈদ আল–খুদরী (রা)–র বোন ফুরাইআ ও উমার (রা)–র কন্যা হাফসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও অন্যান্য আলেম এ হাদীস অনুসারে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে যে মহিলার স্বামী মারা গেছে সে ইদ্দাত চলাকালে সুগন্ধি ও সাজসজ্জা বর্জন করবে। সুফিয়ান সাওরী, (আবু হানীফা), মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

যিহারকারী কাফফারা আদায়ের পূর্বে সংগম করলে।

١١٣٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ اَنْ يُّكَفِّرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَّاحِدَةٌ .

১১৩৬। সালামা ইবনে সাখর আল–বায়াদী (রা) থেকে বর্ণিত। যিহার করার পর কাফফারা আদায় করার পূর্বে স্ত্রীর সাথে সংগমকারী ব্যক্তি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এমতাবস্থায় তার একই কাফফারা হবে–(ই)।[৬]

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুসারে মত গঠন করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকেরও এই মত

---

৫. জাহিলী যুগে কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে তাকে মোটা এবং বড় কম্বল পরিধান করে আলোহীন ঘরে এক বছর কাটাতে হত। বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার কাছে গাধা বা বকরী নিয়ে আসা হত। এর দ্বারা সে তার লজ্জাস্থান মর্দন করত এবং এর বিষ্ঠা তাতে মাখত। এসব অনুষ্ঠান পালন করার পর সে ইদ্দাত পূর্ণ করে বাইরে আসত। এ হাদীস থেকে ইদ্দাত পালনরতা নারীর প্রয়োজনীয় ঔষধ ব্যবহার নিষেধ প্রমাণিত হয় না। বরং এখানে কেবল সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে, অন্যথায় যে কোন অবস্থায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করা সুন্নাত–(অনু.)।

৬. কোন মুহরিম মহিলার সাথে বা তার শরীরের কোন বিশেষ অংগের সাথে নিজের স্ত্রীর তুলনা করাকে 'যিহার' বলে। যেমন কেউ স্ত্রীকে বলল, তুমি আমার মায়ের বা বোনের বা কন্যার মত। এতে স্ত্রী তালাক হয় না, তবে এর কাফফারা আদায় করতে হয়–(অনু.)।

(একই কাফফারা হবে)। অপর কতিপয় আলেম বলেন, যিহারের কাফফারা আদায়ের পূর্বে সংগম করলে দু' টি কাফফারা দিতে হবে। আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দীরও এই মত।

١١٣٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ اَنْبَانَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَاَتِه فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰه اِنِّيْ قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِيْ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ اَنْ اُكَفِّرَ فَقَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلٰى ذٰلِكَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ قَالَ رَاَيْتُ خَلْخَالَهَا فِيْ ضَوْءِ الْقَمَرِ قَالَ فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتّٰى تَفْعَلَ مَا اَمَرَكَ اللّٰهُ بِه ·

১১৩৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি যিহার করার পর তার স্ত্রীর সাথে সংগম করে। অতঃপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছি এবং কাফফারা আদায়ের পূর্বে সংগম করে বসেছি। তিনি বলেনঃ আল্লাহ তোমায় রহম করুন! কোন্ জিনিস তোমাকে এ কাজে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করল? সে বলল, আমি চাঁদের আলোতে তার পায়ের অলংকার দেখতে পেয়েছিলাম। তিনি বলেনঃ আল্লাহ তোমাকে যা হুকুম করেছেন তা পালন করার পূর্বে আর তার ধারে-কাছেও যেও না-(দা,না,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০
যিহারের কাফফারা।

١١٣٨. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَانَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الْخَزَّازُ اَنْبَانَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ اَنْبَانَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ اَنْبَانَا اَبُوْ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ اَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الْاَنْصَارِيَّ اَحَدَ بَنِيْ بَيَاضَةَ جَعَلَ امْرَاَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ اُمِّه حَتّٰى يَمْضِيَ رَمَضَانُ فَلَمَّا مَضٰى نِصْفٌ مِّنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلاً فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لاَ اَجِدُهَا قَالَ

فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ اَسْتَطِيْعُ قَالَ اَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ اَجِدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو اَعْطِهِ ذٰلِكَ الْعَرَقَ (وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا اَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا) اِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا .

১১৩৮। আবু সালামা ও মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। বায়াদা গোত্রের সালমান ইবনে সাখর আনসারী তার স্ত্রীকে তার মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করল (যিহার করল)। তখন ছিল রমযান মাস। এই মাসের অর্ধেক চলে যাওয়ার পর এক রাতে সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ একটি ক্রীতদাস মুক্ত কর। সে বলল, এটা করার সামর্থ্য আমার নেই। তিনি বলেনঃ একাধারে দুই মাস রোযা রাখ। সে বলল, তা করারও সামর্থ্য আমার নেই। তিনি বলেনঃ ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। সে বলল, আমার এই সামর্থ্যও নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফারওয়া ইবনে আমর (রা)–কে বলেনঃ তাকে খেজুরের এই থলেটা দাও যাতে সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাতে পারে–(দা,আ)।

এ হাদীসটি হাসান। যিহারের কাফফারা নির্ধারণের ব্যাপারে আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সালমানকে সালামা আল–বায়াদীও বলা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

ঈলা সম্পর্কে।

١١٣٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ الْبَصَرِىُّ اَنْبَانَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ اَنْبَانَا دَاؤُدُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اٰلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلاَلاً وَجَعَلَ فِى الْيَمِيْنِ كَفَّارَةً .

১১৩৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সাথে ঈলা করে একটি হালাল বিষয়কে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন এবং পরে শপথের কারণে কাফফারা দিলেন–(ই)।

এ অনুচ্ছেদে আবু মূসা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি ইমাম শাবী (র) মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে মাসরূক ও আইশা (রা)-র উল্লেখ নাই। এই (মুরসাল) বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ। কোন ব্যক্তি চার মাস বা তার অধিক কাল নিজ স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার (সঙ্গম না করার) শপথ করলে তাকে 'ঈলা' বলে। চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এবং এর মধ্যে স্ত্রীর কাছে না গেলে তার ফলাফল কি হবে তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে বিরত হবে এবং সিদ্ধান্ত নিবে যে, হয় তাকে ফেরত নিবে অথবা তালাক দিবে। মালেক ইবনে আনাস, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এই মত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একদল সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলেমের মতেঃ চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে আপনা আপনিই এক বায়ন তালাক হয়ে যাবে। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী ফকীহগণের এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

লিআনের বর্ণনা।

١١٤٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فِىْ اِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَمَا دَرَيْتُ مَااَقُوْلُ فَقُمْتُ مَكَانِىْ اِلٰى مَنْزِلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَسْتَاذَنْتُ عَلَيْهِ فَقِيْلَ لِىْ اَنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ كَلاَمِىْ فَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ اُدْخُلْ مَاجَاءَ بِكَ الاَّ حَاجَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ فَاِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْدَعَةَ رَحْلٍ لَهُ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُتَلاَعِنَانِ اَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ نَعَمْ اِنَّ اَوَّلَ مَنْ سَاَلَ عَنْ ذٰلِكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ اَحَدَنَا رَاٰى امْرَاَتَهُ عَلٰى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ اِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِاَمْرٍ عَظِيْمٍ وَاِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلٰى اَمْرٍ عَظِيْمٍ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ الَّذِىْ سَاَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ اُبْتُلِيْتُ

بـــه فَاَنْـزَلَ اللّٰهُ هٰـــذه الْاٰيَات الَّتِيْ فِيْ سُـوْرَةِ النُّوْر "وَالَّـذِيْنَ يَرْمُـوْنَ اَزْوَاجَهُم وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَـدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُم حَتّٰى خَتَـمَ الْاٰيَات فَدَعَا الـرَّجُلَ فَتَلاَ الْاٰيَات عَلَيْـه وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَاَخْبَرَهُ اَنَّ عَـذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَة فَقَالَ لاَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْـهَا ثُمَّ ثَنّٰى بِالْمَرْاَة فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَاَخْـبَرَهَا اَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَة فَقَالَتْ لاَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا صَدَقَ قَالَ فَبَدَاَ بِالرَّجُلِ فَشَهِـدَ اَرْبَـعَ شَهَادٰت بِاللّٰه اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِـيْـنَ وَالْـخَامِسَةَ اَنَّ لَعْنَـةَ اللّٰه عَلَيْـه اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْـنَ ثُـمَّ ثَنّٰى بِالْـمَرْاَة فَشَهِدَتْ اَرْبَـعَ شَهَادَات بِاللّٰه اِنَّهُ لَمِنَ الْـكَاذِبِيْنَ وَالْـخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰه عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰادِقِيْـنَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

১১৪০। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসআব ইবনে যুবাইয়ের শাসনামলে আমাকে এক জোড়া লিআনকারী (দম্পতি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলঃ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে কি না। এই বিষয়ে আমি কি বলব তা বুঝতে পারলাম না। আমি আমার ঘর থেকে উঠে সরাসরি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা)–র ঘরের দরজায় আসলাম এবং তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য ভিতরে আসার অনুমতি চাইলাম। আমাকে বলা হল, তিনি দুপুরের আহার করে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনি ভেতর থেকে আমার কথার শব্দ শুনতে পেয়ে বললেন, হে ইবনে জুবাইর! ভিতরে এসো। নিশ্চয়ই তুমি কোন জরুরী বিষয় নিয়ে এসেছ। রাবী বলেন, আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। তিনি তার বাহনের হাওদার নীচের মোটা কাপড় বিছিয়ে তার উপর শুয়ে ছিলেন। আমি বললাম, হে আবদুর রহমানের বাপ! লিআনকারী দম্পতিকে কি পরস্পর পৃথক করে দিতে হবে? তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ ! হাঁ, এ সম্পর্কে অমুকের পুত্র অমুক সর্বপ্রথম জিজ্ঞেস করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীকে অশ্লীল কাজে (যেনায়) লিপ্ত দেখে তখন সে কি করবে, এ ব্যাপারে আপনার কি মত? যদি সে মুখ খোলে তবে একটা ভয়ানক কথা বলল, আর যদি সে চুপ থাকে তবে একটা গুরুতর ব্যাপারে চুপ থাকল।

রাবী (ইবনে উমার) বলেন, একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন এবং কোন উত্তর দিলেন না। তিনি (ফিরে যাওয়ার পর) পুনরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, ইতিপূর্বে যে বিষয় সম্পর্কে

আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি নিজেই তাতে নিপতিত। এ সময় মহান আল্লাহ সূরা নূরের আয়াত নাযিল করলেনঃ "যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উথাপন করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী না থাকে তবে তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ করে বলবে... যদি সে সত্যবাদী হয়" (৬-১০)।

তিনি লোকটিকে ডেকে তাকে এ আয়াতগুলো পড়ে শুনান, তাকে উপদেশ দিয়ে ভালোভাবে বুঝান। তিনি তাকে বলেনঃ আখেরাতের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি অনেক সহজ। তিনি বলেন, না, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন! আমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দেইনি। অতঃপর তিনি স্ত্রীলোকটির প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং তাকেও উপদেশ দিয়ে ভালোভাবে বুঝালেনঃ আখেরাতের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি খুবই হালকা। স্ত্রীলোকটি বলল, না, শপথ সেই সত্তার যিনি আপনাকে সত্যসহ্ পাঠিয়েছেন! সে সত্য কথা বলেনি।

রাবী (ইবনে উমার) বলেন, অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে পুরুষ লোকটিকে শপথ করালেন। তিনি চারবার আল্লাহ্র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি (অভিযোগের ব্যাপারে) সত্যবাদী। পঞ্চম বারে তিনি বলেন যে, তিনি যদি (তার আনীত অভিযোগ) মিথ্যাবাদী হন তবে তার উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত। অতঃপর তিনি স্ত্রীলোকটিকে লিআন করান। সে আল্লাহ্র নামে শপথ করে চারবার সাক্ষ্য দিল যে, তার বিরুদ্ধে উথাপিত অভিযোগে সে (স্বামী) মিথ্যাবাদী। পঞ্চম বারে সে বলল, যদি সে (স্বামী) সত্যবাদী হয় তবে তার নিজের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দিলেন-(বু,মু)।[৭]

আবু ঈসা বলেন, ইবনে উমার (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সাহ্ল ইবনে সাদ, ইবনে আব্বাস, হুযায়ফা ও ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেন।

١١٤١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لاَعَنَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ وَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالأُمِّ .

---

৭. স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ আনে; অথবা সন্তানকে এই বলে অস্বীকার করে যে, এ সন্তান তার ঔরসজাত নয়; কিন্তু এ অভিযোগের সপক্ষে কোন চাক্ষুষ প্রমাণও না থাকে; অপর দিকে স্ত্রীও যদি এ অভিযোগ অস্বীকার করে, তবে এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে অথবা তাদের যে কোন একজনকে নিজ নিজ দাবির সমর্থনে আদালতে উপস্থিত হয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে শপথ করতে হয়। এ শপথকে কুরআনের পরিভাষায় 'লি'আন' (অভিশাপযুক্ত শপথ) বলে।

১১৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে লিআন করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দেন এবং সন্তানটি তার মায়ের সংগে সম্পৃক্ত করেন–(বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

স্বামী মারা গেলে স্ত্রী কোথায় ইদ্দাত পালন করবে?

١١٤٢. حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ اَنْبَاَنَا مَعْنٌ اَنْبَاَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِىَ اُخْتُ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَخْبَرَتْهَا اَنَّهَا جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْاَلُهُ اَنْ تَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِهَا فِىْ بَنِىْ خُدْرَةَ وَاَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِىْ طَلَبِ اَعْبُدٍ لَهُ اَبِقُوْا حَتّٰى اِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُوْمِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوْهُ قَالَتْ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِىْ فَاِنَّ زَوْجِىْ لَمْ يَتْرُكْ لِىْ مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةً قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَانْصَرَفْتُ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ فِى الْحُجْرَةِ اَوْ فِى الْمَسْجِدِ نَادَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ اَمَرَ بِىْ فَنُوْدِيْتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ قَالَتْ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِىْ ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَاْنِ زَوْجِىْ

লিআন করার পর বৈবাহিক সম্পর্কের পরিণতি কি হবে এ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈর মত হলঃ স্বামী যে মুহূর্তে লিআনের শপথ করা শেষ করবে ঠিক তখনই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, স্ত্রী লিআন করুক বা না করুক। ইমাম মালেকের মতে, স্বামী–স্ত্রী উভয়ের লিআনের শপথ হলেই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হবে। ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইনের মতে, লিআনের মাধ্যমে সরাসরি বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না, বরং আদালত কর্তৃক বিচ্ছেদ ঘোষণা করলেই তবে বিচ্ছেদ হয়। স্বামীর তালাক দেয়াই উত্তম। অন্যথায় বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘোষণা করবেন।

মালেক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও আবু ইউসুফের মতে, যে স্বামী–স্ত্রী লিআনের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তাদের পরস্পরের সাথে চিরকালের জন্য পুনর্বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। আবু হানীফা ও মুহাম্মাদের মতে, স্বামী যদি পরে নিজের অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করে এবং মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ভোগ করে তবে পুনরায় তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। অন্যথায় তাদের পুনর্বার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম–(অনু.)।

قَالَ امْكُثِىْ فِىْ بَيْتِكِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ اَرْسَلَ اِلَىَّ فَسَاَلَنِىْ عَنْ ذٰلِكَ فَاَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضٰى بِهِ ٠

১১৪২। যয়নব বিনতে কাব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। মালেক ইবনে সিনান (রা)-র কন্যা এবং আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র বোন ফুরাইআ (রা) তাকে অবহিত করেছেন। তিনি ইদ্দাত পালনের জন্য তার নিজের বংশ খুদরা গোত্রে যেতে পারেন কি না তা জিজ্ঞেস করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন। তার স্বামী তার কয়েকটি পলাতক ক্রীতদাসের খোঁজে গিয়েছিলেন। সেখানে তারা তাকে হত্যা করে। ফুরাইআ (রা) বলেন, আমি আমার বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলাম। কেননা আমার স্বামী আমার জন্য তার নিজস্ব কোন ঘর রেখে যাননি, এমনকি খোরপোষও নয়। ফুরাইআ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁ বললেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি ফিরে চললাম। আমি কেবল (তাঁর) হুজরা অথবা মসজিদের নিকটে পৌছলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পুনরায় ডাকলেন বা আমাকে ডাকার নির্দেশ দিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি বলেছিলে? ফুরাইআ (রা) বলেন, আমি আমার স্বামী সম্পর্কে পূর্বে যে ঘটনা বলেছিলাম তাঁর কাছে তা পুনরায় ব্যক্ত করলাম। তিনি বলেনঃ ইদ্দাত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার ঘরেই অবস্থান কর। ফুরাইআ (রা) বলেন, আমি এখানে চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পালন করলাম। তিনি বলেন, অতঃপর উসমান (রা) খলীফা হলে তিনি আমার কাছে লোক পাঠিয়ে এ বিষয়টি জানতে চাইলেন। আমি তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি এর অনুসরণ করেছেন এবং তদনুযায়ী ফয়সালা দিয়েছেন -(মা,দা,না,দার,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। অপর একটি সূত্রেও কাব ইবনে উজরা (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী মত গঠন করেছেন। তাদের মতে, ইদ্দাত পালনকারী মহিলা ইদ্দাতের মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর ঘর থেকে চলে যাবে না। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এই মত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলেমগণ বলেন, কোন মহিলা তার ইচ্ছামত যে কোন স্থানে ইদ্দাত পালন করতে পারে। স্বামীর ঘরে ইদ্দাত পালন না করলেও কোন অসুবিধা নাই। আবু ঈসা বলেন, কিন্তু প্রথমোক্ত মতই অধিকতর সহীহ।

চতুর্দশ অধ্যায়

اَبْوَابُ الْبُيُوْعِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

(ক্রয়–বিক্রয় ও ব্যবসা–বাণিজ্য)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

সন্দেহজনক জিনিস পরিহার করা।

١١٤٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنْبَاَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذٰلِكَ اُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَدْرِيْ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ اَمِنَ الْحَلاَلِ هِيَ اَمْ مِّنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِّدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِّنْهَا يُوْشِكُ اَنْ يُّوَاقِعَ الْحَرَامَ كَمَا اَنَّهُ مَنْ يَّرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يُّوَاقِعَهُ اَلاَ وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلاَوَ اِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ .

১১৪৩। নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ হালালও সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট এবং এই দুয়ের মাঝখানে অনেক সন্দেহজনক বিষয় আছে। তা হালাল না হারামের অন্তর্ভুক্ত সেটা অনেক লোকই জানে না। যে ব্যক্তি নিজের দীন এবং মান–ইজ্জতের হেফাযতের জন্য এই সন্দেহজনক বিষয়গুলো ত্যাগ করবে সে নিরাপদ হল। যে ব্যক্তি এর কোন কিছুতে লিপ্ত হল তার হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ারও আশংকা থাকল। উদাহরণস্বরূপ , যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ এলাকার আশেপাশে পশু চড়ায়, তার এতে প্রবেশের আশংকা রয়েছে। জেনে রাখ! প্রতিটি সরকারেরই কিছু সংরক্ষিত এলাকা থাকে। সাবধান! আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত এলাকা হল 'তাঁর হারাম করা বিষয়গুলো' (বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একাধিক রাবী একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস নোমান (রা)–র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

সূদ গ্রহণ সম্পর্কে ।

١١٤٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ ·

১১৪৪। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–সূদখোর, সূদদাতা, সূদের সাক্ষীদ্বয় ও সূদের (চুক্তি বা হিসাব) লেখককে অভিসম্পাত করেছেন (দা,না, ই,হা)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে উমার, আলী, জাবির ও আবু জুহায়না (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

মিথ্যা ও প্রতারণা ইত্যাদির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি ।

١١٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّوْرِ ·

১১৪৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বলেনঃ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ করা, মানুষ হত্যা করা এবং মিথ্যা বলা (কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত) (বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু বাকরা, আইমান ইবনে খুরাইম ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই নামকরণ করেন ।

١١٤٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ غَرَزَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْاِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوْبُوْا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ ·

১১৪৬। কায়েস ইবনে আবু গারাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে এলেন। আমাদেরকে 'সামাসিরাহ' (দালাল) বলা হত। তিনি বলেনঃ হে তাজের (ব্যবসায়ী) সম্প্রদায়! ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় শয়তান ও গুনাহ এসে উপস্থিত হয়। অতএব তোমরা ব্যবসায়ের সাথে দান-খয়রাতও যুক্ত কর (দা,না,ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে বারাআ ইবনে আযেব ও রিফাআ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি কায়েস ইবনে আবু গারাযা (রা) থেকে অপর একটি সূত্রেও বর্ণিত আছে। আমাদের জানামতে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই একটি হাদীসই বর্ণনা করেছেন। হান্নাদ-আবু মুআবিয়া-আমাশ-শাকীক-কায়েস ইবনে আবু গারাযা (রা) থেকে এই সনদেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। এ সূত্রটিও সহীহ।

١١٤٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ ·

১১৪৭। আবু সাইদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা (আখেরাতে) নবীগণ, সিদ্দীকগণ (সত্যবাদীগণ) ও শহীদগণের সাথে থাকবে (ই,হা)।

সুওয়াইদ-ইবনুল মুবারক-সুফিয়ান-আবু হামযা (র) এই সনদেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসটি হাসান। উপরোক্ত (সুফিয়ান-আবু হামযা) সূত্রেই কেবল আমরা এটি জানতে পেরেছি। আবু হামযার নাম আবদুল্লাহ, পিতা জাবির। তিনি বসরার প্রবীণ আলেম ছিলেন।

١١٤٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْمُصَلَّى فَرَاٰى

النَّاسَ يَتَبَايَعُوْنَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ فَاسْتَجَابُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَاَبصَارَهُمْ اِلَيْهِ فَقَالَ اِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللّٰهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ ٠

১১৪৮। ইসমাঈল ইবনে উবাইদ ইবনে রিফাআ (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (রিফাআ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের মাঠে রওনা হলেন। তিনি (সা) লোকদের ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত দেখে বলেনঃ হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহবানে সাড়া দিল এবং নিজেদের ঘাড় ও চোখ উত্তোলন করে তাঁর দিকে তাকালো। তিনি বলেনঃ কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদের ফাসেক বা পাপাচারীরূপে উঠানো হবে, কিন্তু যেসব ব্যবসায়ী আল্লাহ্কে ভয় করে, সঠিক পন্থায় কাজ করে এবং সততা অবলম্বন করে তাদের ব্যতীত (ই,দার)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। ইসমাঈলের পিতাকে উবায়দুল্লাহ্ও বলা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫
যে ব্যক্তি নিজের পণ্য সম্পর্কে মিথ্যা শপথ করে।

١١٤٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَلِىُّ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَيَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قُلْنَا مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَدْ خَابُوْا وَخَسِرُوْا فَقَالَ الْمَنَّانُ وَالْمُسْبِلُ اِزَارَهُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ ٠

১১৪৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন ভ্রূক্ষেপ করবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, উপরন্তু তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ শাস্তি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এরা কারা? এরা তো ব্যর্থ ও ধ্বংস হল। তিনি বলেনঃ উপকার করে তার খোঁটাদানকারী, পায়ের গোছার নীচে কাপড় পরিধানকারী এবং মিথ্যা শপথের মাধ্যমে নিজের পণ্যদ্রব্য বিক্রয়কারী (মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, আবু উমামা ইবনে সালাবা, ইমরান ইবনে হুসাইন ও মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

ব্যবসায়ের কাজে সকাল বেলা বের হওয়া।

١١٥٠. حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيْدٍ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا قَالَ وَكَانَ اِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً اَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ اَوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِرًا وَكَانَ اِذَا بَعَثَ تِجَارَةً بَعَثَهُمْ اَوَّلَ النَّهَارِ فَاَثْرٰى وَكَثُرَ مَالُهُ ٠

১১৫০। সাখ্র আল-গামিদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "হে আল্লাহ্! আমার উম্মাতের ভোর বেলার মধ্যে তাদেরকে বরকত ও প্রাচুর্য দান করুন।" রাবী বলেন, তিনি যখন কোন ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ বাহিনী কোথাও পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিতেন, তখন তাদেরকে দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাতেন। সাখ্র (রা) ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়ীদের পাঠাতে মনস্থ করলে তাদেরকে দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাতেন। ফলে তিনি প্রচুর সম্পদের মালিক হন (দা,না,ই)।

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আলী, বুরাইদা, ইবনে মাসউদ, আনাস, ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সাখ্র (রা)-র কাছ থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই একটি মাত্র হাদীসই জানতে পেরেছি। সুফিয়ান সাওরীও তার সনদ পরম্পরায় এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

মেয়াদান্তে মূল্য পরিশোধের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করার অনুমতি।

١١٥١. حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ اَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ اَبِيْ حَفْصَةَ اَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانِ قِطْرِيَّانِ غَلِيْظَانِ فَكَانَ اِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلاَ عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَزٌّ مِّنَ الشَّامِ لِفُلاَنٍ الْيَهُوْدِيِّ فَقُلْتُ لَوْ بَعَثْتَ اِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ

ثَوْبَيْنِ اِلَى الْمَيْسَرَةِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيْدُ اِنَّمَا يُرِيْدُ اَنْ يَّذْهَبَ بِمَالِيْ اَوْ بِدَرَاهِمِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ قَدْ عَلِمَ اَنِّيْ مِنْ اَتْقَاهُمْ لِلّٰهِ وَاٰدَاهُمْ لِلْاَمَانَةِ ·

১১৫১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিধানে দু'টি মোটা কিতরী কাপড় ছিল। তিনি যখন বসতেন তখন তাঁর দেহের ঘামে কাপড় দু'টি ভিজে ভারী হয়ে যেত। একবার সিরিয়া থেকে জনৈক ইহূদীর কাপড়ের চালান আসলে আমি বললাম, আপনি যদি সুবিধামত সময়ে মূল্য পরিশোধের শর্তে লোক পাঠিয়ে তার কাছ থেকে একজোড়া কাপড় কিনে নিতেন। তিনি তার কাছে লোক পাঠালেন। ইহূদী বলল, আমি জানি সে (মুহাম্মাদ) কি করতে চায়। সে আমার মাল অথবা নগদ অর্থ হস্তগত করার পরিকল্পনা করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সে একটা ডাহা মিথুক। তার ভাল করেই জানা আছে যে, আমি তাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু এবং সবচেয়ে বেশী আমানত ফেরতদাতা।

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, আনাস ও ইয়াযীদ–কন্যা আসমা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। শোবাও তার সনদ পরম্পরায় এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবু দাঊদ তায়ালিসী বলেন, একদিন শোবাকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তোমরা উঠে গিয়ে হারামী ইবনে উমারার মাথায় যতক্ষণ না চুমা দিচ্ছ ততক্ষণ আমি তোমাদের নিকট এই হাদীস বর্ণনা করব না। হারামী (র) তখন উক্ত মজলিসেই উপস্থিত ছিলেন। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসের রাবী হারামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনই ছিল এই কথার উদ্দেশ্য।

١١٥٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ عُمَرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ بِعِشْرِيْنَ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ اَخَذَهُ لِاَهْلِهِ ·

১১৫২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর লৌহ বর্ম বিশ সা' খাদ্যশস্যের বিনিময়ে বন্ধক দেয়া ছিল। তা তিনি নিজ পরিবারের জন্য নিয়েছিলেন (না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١١٥٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ ح قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَشَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَاِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ رَهِنَ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُوْدِىٍّ بِعِشْرِيْنَ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ اَخَذَهُ لِاَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَقُوْلُ مَا اَمْسٰى عِنْدَ اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ تَمْرٍ وَلاَ صَاعُ حَبٍّ وَاِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعُ نِسْوَةٍ .

১১৫৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বার্লির রুটি ও বাসী চর্বি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তখন তাঁর লৌহ বর্মটি বিশ সা' খাদ্যশস্যের বিনিময়ে এক ইহূদীর কাছে বন্ধক ছিল। তিনি তাঁর পরিবারের লোকদের জন্য তা নিয়েছিলেন। আমি একদিন তাঁকে বলতে শুনলামঃ মুহাম্মাদের (সা) পরিবার-পরিজনের কাছে কোন রাতে না এক সা খেজুর আর না এক সা খাদ্যশস্য মজুদ ছিল। এ সময় তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

লেনদেনের শর্তাবলী লিপিবদ্ধ করা।

١١٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ صَاحِبُ الْكَرَابِيْسِىِّ الْبَصْرِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ لِى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ اَلاَ اُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلٰى فَاَخْرَجَ لِىْ كِتَابًا "هٰذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرٰى مِنْهُ عَبْدًا اَوْ اَمَةً لاَ دَاءَ وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ " .

১১৫৪। আবদুল মাজীদ ইবনে ওয়াহ্‌ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওযা (রা) আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যে চুক্তিপত্র লিখে দেন তা কি তোমাকে পড়ে শুনাব? আমি

বললাম, হাঁ। তিনি আমার সামনে একটি পত্র বের করলেন। তাতে লেখা ছিলঃ "আল-আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওযা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে একটি গোলাম বা বাঁদী ক্রয় করল (এটি তার দলীল), যার মধ্যে কোন অসুখ নেই, যা পালায়নপর নয় এবং চরিত্রহীনও নয়। এ হলো এক মুসলমানের সাথে অপর মুসলমানের ক্রয়-বিক্রয়" (বু,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।আমরা কেবল আব্বাদ ইবনে লাইসের সূত্রেই এই হাদীস জানতে পেরেছি। তার কাছ থেকে একাধিক হাদীস বিশারদ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

ওজনপাত্র ও পরিমাপপাত্র সম্পর্কে।

١١٥٥. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيْزَانِ اِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيْتُمْ اَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيْهِ الْاُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ .

১১৫৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজন ও পরিমাপকারীদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ তোমাদের উপর (ওজন ও পরিমাপ করার) এমন দু'টি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে যাতে (ত্রুটি করার অপরাধে) তোমাদের পূর্বেকার অনেক জাতি ধ্বংস হয়েছে (হা)।

আবু ঈসা বলেন, আমরা এ হাদীসটি কেবল হুসাইন ইবনে কায়সের সূত্রেই মরফূ হিসাবে জানতে পেরেছি। হুসাইনকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ হাদীসটি সহীহ সনদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মওকূফ রূপেও বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

যে অধিক মূল্য প্রস্তাব করে তার কাছে বিক্রয় করা (নিলাম ডাক)।

١١٥٦. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ شُمَيْطِ بْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا الْاَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَنَفِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَّشْتَرِيْ هٰذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ اَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ يَّزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ مَنْ يَّزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ فَاَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ .

১১৫৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উটের পিঠে বিছানোর) একটি চট (বা মোটা কাপড়) এবং একটি কাঠের পাত্র বিক্রয়ের ইচ্ছা করেন এবং তিনি বলেনঃ কে এই চট ও পাত্রটি ক্রয় করবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি এ দু'টি এক দিরহামে ক্রয় করতে ইচ্ছুক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কে এক দিরহামের বেশী দিবে, কে এক দিরহামের বেশী দিবে? এক ব্যক্তি তাঁকে দুই দিরহাম দিয়ে তাঁর কাছ থেকে জিনিস দু'টি ক্রয় করল (আ,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা কেবল আখদারের সূত্রেই এ হাদীসটি জানতে পেরেছি।আবদুল্লাহ হানাফীর উপনাম আবু বাক্র। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী মত ব্যক্ত করেছেন।তাদের মতে গানীমাত ও ওয়ারিসী সম্পত্তি নিলাম ডাকের মাধ্যমে বিক্রয় করাতে কোন দোষ নেই। মুতামির-সহ একাধিক রাবী উক্ত হাদীস আখদারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

মোদাব্বার গোলাম[১] বিক্রয়।

١١٥٧. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ دَبَّرَ غُلاَمًا لَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ فَبَاعَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ النَّحَّامِ قَالَ جَابِرٌ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الْاَوَّلِ فِىْ اِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ .

১১৫৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি তার গোলামকে মুদাব্বির করার পর মারা গেল, কিন্তু ঐ গোলামটি ছাড়া সে আর কোন সম্পদ রেখে যায়নি।নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে বিক্রয় করলেন। নুআইম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নাহহাম (রা) তাকে ক্রয় করেন। জাবির (রা) বলেন, সে ছিল কিবতী বংশোদ্ভূত গোলাম। সে ইবনুয যুবায়র (রা)-র খিলাফতের প্রথম বছর মারা যায় (বু,মু,দা,না,ই)।

---

১. যে ক্রীতদাসের পক্ষে মালিক এই মর্মে চুক্তিপত্র লিখে দেয় যে, তার মৃত্যুর পর সে আযাদ হয়ে যাবে, এধরনের গোলামকে মোদাব্বির বলে-(অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদসিটি হাসান ও সহীহ। এটা জাবির (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। মোদাব্বির গোলাম বিক্রয় করাতে তারা কোন দোষ মনে করেন না। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এই মত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম মোদাব্বির গোলাম বিক্রয় করা মাকরূহ বলেছেন। সুফিয়ান সাওরী, মালিক ও আওযাঈর এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

বাজারে পৌছার পূর্বে শহরের বাইরে গিয়ে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা নিষেধ।

١١٥٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوْعِ .

১১৫৮। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসা কাফেলার সাথে অগ্রবর্তী হয়ে মিলিত হতে নিষেধ করেছেন (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ, ইবনে উমার (রা)–সহ আরো একজন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

١١٥٩. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ فَاِنْ تَلَقَّاهُ اِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيْهَا بِالْخِيَارِ اِذَا وَرَدَ السُّوْقَ .

১১৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যেসব লোক পণ্যদ্রব্য নিয়ে বাজারে আসে, সামনে এগিয়ে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হতে নবী সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। কোন ব্যক্তি যদি তার সাথে (ব্যবসায়ীদেরকে) মিলিত হয়ে তার পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে, তবে বিক্রেতা বাজারে পৌছে বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার পাবে (মু, দা, না, ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম পণ্যদ্রব্য বাজারে পৌছার পূর্বেই বাজারের বাইরে গিয়ে তা ক্রয় করা মাকরূহ বলেছেন। তাদের মতে এটা এক প্রকারের প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি। ইমাম শাফিঈ ও অন্যান্য আলেমের এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩
শহরের লোক গ্রামের লোকের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করবে না।

١١٦٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالاَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

১১৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ গ্রামের লোকদের পণ্যদ্রব্য শহরের লোকেরা বিক্রয় করবে না (বু,মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে তালহা, আনাস, জাবির, ইবনে আব্বাস, হাকীম ইবনে আবু ইয়াযীদ তার পিতার সূত্রে, আমর ইবনে আওফ (রা) এবং আরো একজন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

١١٦١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالاَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ .

১১৬১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেনঃ গ্রাম্য লোকের পণ্যদ্রব্য শহরের লোকেরা বিক্রয় করে দেয়ার চাপ দিবে না।[২] লোকদেরকে স্বাভাবিক অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। কেননা আল্লাহ এক দলের মাধ্যমে অপর দলের রিযিকের ব্যবস্থা করেন (মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। গ্রাম্য লোকের পক্ষে শহরবাসীদের বিক্রয় করাকে তারা মাকরূহ বলেছেন। তাদের কেউ কেউ আবার এ ধরনের বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ এ ধরনের বিক্রয় করে দেয়াকে

২. গ্রামের লোকেরাই পণ্যদ্রব্যের (বিশেষত খাদ্যশস্যের) আসল যোগানদার। সাধারণ ক্রেতারা সরাসরি তাদের কাছ থেকে ক্রয় করতে পারলে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ক্রয় করার সুযোগ পায়। কিন্তু শহরের ফড়িয়াদের হাতে পড়লে তারা এর মূল্য অধিক বাড়িয়ে দেয়। ফলে সাধারণ ক্রেতাগণ তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস চড়া দামে ক্রয় করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া গ্রাম্য লোকদের সরলতার সুযোগ নিয়ে শহরের টাউট–ফড়িয়ারা তাদেরকে ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে। মোটকথা মূল্যবৃদ্ধি ও প্রতারণা রোধ করার জন্যই হাদীসে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে (অনু.)।

মাকরূহ বলেছেন। তবে বিক্রয় করলে তা জায়েয হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪
মুহাকালা ও মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

١١٦٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ·

১১৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা ও মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন (মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, যায়েদ ইবনে সাবিত, সাদ, জাবির, রাফে ইবনে খাদীজ ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সংগৃহীত গমের বিনিময়ে ক্ষেতের ফসল বিক্রয় করাকে মুহাকালা বলে। গাছের (অসংগৃহীত) খেজুর শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করাকে মুযাবানা বলে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা মুহাকালা ও মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় মাকরূহ বলেছেন।

١١٦٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ زَيْدًا اَبَا عَيَّاشٍ سَاَلَ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ اَيُّهُمَا اَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْاَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اَيَنْقُصُ الرُّطَبُ اِذَا يَبِسَ قَالُوْا نَعَمْ فَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ ·

১১৬৩। আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। আবু আইয়্যাশ যায়েদ (র) সাদ (রা)-কে বার্লির বিনিময়ে গম বিক্রয় করা সম্পর্কে জানাতে চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এ দু'টির মধ্যে কোনটি অপেক্ষাকৃত উত্তম? তিনি (যায়েদ) বললেন, গম। অতঃপর তিনি (সাদ) এ ধরনের বিক্রয় নিষেধ করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় করা যায় কি না সেই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি তাঁর পাশের লোকদের জিজ্ঞেস

শুকালে কি (ওজনে) কমে যায়? তারা বলেন, হাঁ। অতঃপর তিনি এ ধরনের বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দিলেন (মা, দা, না, ই)।[৩]

অপর এক সূত্রে যায়েদ আবু আইয়্যাশ (র) বলেন, আমরা সাদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ....উপরের হাদীসের অনুরূপ।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আলেমগণ এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ এবং আমাদের সাথীদেরও এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

ফল পুষ্ট বা ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করা নিষেধ।

١١٦٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يَزْهُوَ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتّٰى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهٰى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ .

১১৬৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরে লাল বা হলুদ বর্ণ না আসা পর্যন্ত তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। একই সনদ সূত্রে আরো বর্ণিত আছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীষজাতীয় ফসল (ধান, গম ইত্যাদি) পেকে সাদা না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন (দা,না,মু)।[৪]

ইবনে উমার (রা)-র হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস, আইশা, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, জাবির, আবু সাঈদ ও যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে ফল পোক্ত (mature) হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করা মাকরূহ। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকও এই মত পোষণ করেন।

١١٦٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ وَعَفَّانُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

---

৩. তাজা খেজুর ও শুকনা খেজুরের বিনিময় যদি সম পরিমাণের মধ্যে হয় এবং নগদ লেনদেন হয় তবে ইমাম আবু হানীফার মতে এ ধরনের বিনিময় জায়েয। একই প্রজাতিভুক্ত অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের বেলায়ও এই নীতি প্রযোজ্য-(অনু.)।

৪. হানাফী মাযহাবমতে, ফুল থেকে ফল জন্মে যাওয়ার পর যে কোন অবস্থায় তা বিক্রয় করা জায়েয। কিন্তু ফল পাকা পর্যন্ত গাছে থাকবে এরূপ শর্ত করলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। এরূপ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتّٰى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتّٰى يَشْتَدَّ ‏.‏

১১৬৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুর কাল রং ধারণ না করা প:ঙ্ত এবং শস্য পুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন (দা,ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। শুধু হান্নাদ ইবনে সালামার সূত্রেই আমরা এটা মরফূরূপে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

পশুর গর্ভস্থিত বাচ্চার বাচ্চা বিক্রয় করা নিষেধ।

١١٦٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ‏.‏

১১৬৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পশুর) গর্ভস্থিত বাচ্চার বাচ্চা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন (বু,মু)।[৫]

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। 'হাবলুল হাবল' বলতে বাচ্চার বাচ্চা বুঝায়। আলেমদের মতে এ ধরনের বিক্রয় বাতিল গণ্য হবে। এটাও ক্রয়-বিক্রয়ে এক প্রকারের প্রতারণা। উল্লেখিত হাদীসটি শোবা-আইউব-সাঈদ ইবনে জুবায়ের-ইবনে আব্বাস (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবদুল ওয়াহ্হাব আস-সাকাফীও তার সনদ পরম্পরায় ইবনে উমারের এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এ সূত্রটি অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

١١٦٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ اَنْبَاَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ ‏.‏

শর্ত না করে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ফল গাছে রেখে দিলে এবং ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির আশংকা না থাকলে ফল পাকা পর্যন্ত গাছে রেখে দেয়াতে কোন দোষ নেই-(আনোয়ার শাহ কাশমিরীর ফায়দুল বারী, তৃতীয় খণ্ড)-(অনু.)।

৫. এটা জাহিলী যুগের এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয়। যে উট ভাল জাতের তার চাহিদাও ছিল প্রচুর। এই জাতের উট সংগ্রহ করার জন্য লোকেরা মালিকের নিকট থেকে তার বর্তমান উষ্ট্রীর পেটে যে বাচ্চা

১১৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং কাঁকর নিক্ষেপে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করতে নিষেধ করেছেন (মু,দা,না,ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তারা প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ বলেছেন। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, পানির মধ্যের মাছ, পলাতক ক্রীতদাস, শূন্যে উড়ন্ত পাখি বা অনুরূপ পর্যায়ের কোন কিছুর ক্রয়-বিক্রয় হল প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত। কাঁকর নিক্ষেপে বিক্রয়ের ধরন হলঃ যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে, আমি যখন তোমার দিকে কাঁকর নিক্ষেপ করব তখন তোমার ও আমার মাঝে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। এটা মোনাবাযা ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সদৃশ্যপূর্ণ। এটাও জাহিলী যুগের প্রথা।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

একই বিক্রয়ে দুই ধরনের শর্ত রাখা নিষেধ।

١١٦٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِىْ بَيْعَةٍ.

১১৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই জিনিসের বিক্রয়ের মধ্যে দুই ধরনের বিক্রয় ব্যবস্থা (দ্বিবিধ শর্ত) রাখতে নিষেধ করেছেন (আ,না)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ইবনে উমার ও ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেন। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম "বাইআতাইনে ফী বায়আতিন"-এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, এই কাপড়টি নগদ মূল্যে ক্রয় করলে দশ টাকা দাম, আর বাকীতে ক্রয় করলে বিশ টাকা দাম। কোন পক্ষই এই দুই বিক্রয়ের প্রস্তাবের মধ্যে কোন একটিকে নাকচ করল না। কিন্তু যদি কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়া হয় এবং তদনুযায়ী চুক্তি হয়ে যায় তবে তাতে কোন দোষ নাই।

ইমাম শাফিঈ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই বিক্রয়ের মধ্যে দুই ধরনের বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত করতে নিষেধ করেছেন। তার দৃষ্টান্ত হলঃ কোন

হবে, এই বাচ্চার পেটে আবার যে বাচ্চা হবে তা অগ্রিম ক্রয় করত। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে "হাবলুল হাবলা"-র এইরূপ ব্যাখ্যা বিদ্যমান-(অনু.)।

ব্যক্তি বলল, আমি আমার এই ঘর তোমার কাছে এত টাকায় বিক্রয় করব এই শর্তে যে, তোমার গোলামটি আমার কাছে এত টাকায় বিক্রয় করতে হবে। যখন তোমার গোলাম আমার দখলে এসে যাবে তখন আমার ঘর তোমার দখলে চলে যাবে। এখানে দু'টি পণ্যের কোনটিরই মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয়নি বিধায় ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হয়নি। যাকে ভিত্তি করে চুক্তি অনুষ্ঠিত হল সেই (ঘর ও গোলামের উপযোগিতা) সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে অজ্ঞ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

যে জিনিস আয়ত্তে নেই তার অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

١١٦٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَاْتِيْنِىْ الرَّجُلُ يَسْاَلُنِىْ مِنَ الْبَيْعِ مَالَيْسَ عِنْدِىْ اَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوْقِ ثُمَّ اَبِيْعُهُ قَالَ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .

১১৬৯। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জ্ঞাত হওয়ার উদ্দেশ্যে বললাম, কোন লোক আমার কাছে এসে এমন জিনিস ক্রয় করতে চায় যা আমার কাছে নাই। আমি এভাবে বিক্রয় করতে পারি কি যে, তা বাজার থেকে ক্রয় করে এনে তাকে দিব? তিনি বলেনঃ যা তোমার অধিকারে নেই তা তুমি বিক্রয় কর না (আ,দা,না,ই)।

١١٧٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَبِيْعَ مَالَيْسَ عِنْدِىْ .

১১৭০। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে বস্তু আমার হাতে নেই তা বিক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিষেধ করেছেন (আ,দা,না,ই)।

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাকীম (রা) বর্ণিত হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে (সূত্রগুলোর জন্য মূল গ্রন্থ দ্র.)।

١١٧١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ حَتّٰى ذَكَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ

عَمْــرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِيْ بَيْعٍ وَلاَ رِبْحَ مَالَمْ يُضْمَنْ وَلاَ بَيْعَ مَالَيْسَ عِنْدَكَ ۰

১১৭১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ঋণ ও বিক্রয় একত্রে জায়েয নয় এবং বিক্রয়ের সাথে দুই ধরনের শর্ত জুড়ে দেয়া জায়েয নয় ; লোকসানের দায়িত্ব না নেয়া পর্যন্ত লভ্যাংশ গ্রহণও জায়েয নয় ; যে বস্তু তোমার অধিকারে নেই তা বিক্রয় করাও জায়েয নয় (আ,দা,না,ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইসহাক ইবনে মানসূর বলেন, আমি ইমাম আহ্মাদকে জিজ্ঞেস করলাম, "ঋণ ও বিক্রয় একত্রে জায়েয নয়" এ কথার অর্থ কি? তিনি বলেন, কাউকে ঋণও দিলে এবং সাথে সাথে চড়া দামে তার কাছে তোমার পণ্যও বিক্রয় করলে। অথবা এরূপও হতে পারে যে, কোন জিনিস (বন্ধক রেখে) তাকে ঋণ প্রদান করে বললে, ঐটা পরিশোধ করতে না পারলে এতো দামে তোমার এটা (বন্ধক) বিক্রীত বলে গণ্য হবে। ইসহাক আরও বলেন, আমি পুনরায় ইমাম আহমাদকে বললাম, "লোকসানের দায়িত্ব না নেয়া পর্যন্ত বিক্রয় হয় না" কথার অর্থ কি? তিনি বলেন, আমার মতে এটা শুধু খাদ্যদ্রব্যের বেলায় প্রযোজ্য অর্থাৎ যতক্ষণ এটা তোমার হস্তগত না হবে ততক্ষণ তা বিক্রয় করতে পারবে না। ইসহাক বলেন, পরিমাপ যন্ত্র বা পাত্র দিয়ে যা মাপা হয় সেইসব ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য।ইমাম আহমাদ বলেন, যদি এভাবে বলা হয়ঃ আমি এ কাপড় তোমার কাছে বিক্রয় করলাম এবং এর সেলাই ও ধোয়ার কাজ আমার দায়িত্বে, তবে এটাও একই বিক্রয়ের মধ্যে দু'টি শর্ত আরোপের একটি উদাহরণ। সে যদি এরূপ বলেঃ এটা তোমার কাছে বিক্রয় করলাম এবং আমিই এটা ধুয়েও দিব, তবে এতে কোন দোষ নেই। কেননা একটি শর্ত করা হয়েছে (দু'টি নয়)।

١١٧٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْــدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْــدِ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ سِيْــرِيْنَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَبِيْعَ مَالَيْسَ عِنْدِيْ ۰

১১৭২। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে জিনিস আমার কাছে নাই তা বিক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিষেধ করেছেন।

এই সনদ সূত্রটি অধিকতর সহীহ। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। তারা হস্তগতহীন জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় মাকরূহ বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

'ওয়ালা'র ৬ স্বত্ব বিক্রয় অথবা হেবা করা মাকরূহ।

١١٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ ٠

১১৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ওয়ালা' স্বত্ব বিক্রয় করতে অথবা তা দান করতে নিষেধ করেছেন (বু,মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।আমরা কেবলমাত্র উল্লেখিত সূত্রেই হাদীসটি জানতে পেরেছি। আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেন। অপর একটি সূত্রেও ইবনে উমার (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে, কিন্তু তার সনদে গোলমাল আছে [উবায়দুল্লাহ ও আবদুল্লাহ (রা)-র মাঝে নাফে (র)-র নাম যোগ করার]। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুলাইম এই ভুল করেছেন। আবদুল ওয়াহ্হাব আস-সাকাকী, আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়ের ও অন্যান্য-উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার-আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-ইবনে উমার-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সনদসূত্রটি পূর্বোক্ত সনদের চেয়ে অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

পশুর পরিবর্তে পশু ধারে বিক্রয় করা নিষেধ।

١١٧٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيْئَةً ٠

১১৭৪। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর পরিবর্তে পশু ধারে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, জাবির ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।আলী ইবনুল মাদীনী ও অন্যান্যের মতে হাসান (র)

---

৬. মুক্তদাসের মৃত্যুর সময় তার কোন উত্তরাধিকারী না থাকলে আযাদকারী তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হয়। এটাকেই 'ওয়ালা-স্বত্ব' বলে-(অনু.)।

সামুরা (রা)-র নিকট সরাসরি হাদীস শুনেছেন।নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ সাহাবী ও অন্যান্য আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে, পশুর পরিবর্তে পশু ধারে বিক্রয় করা জায়েয নয়। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলেমগণের এই মত।ইমাম আহমাদও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। মহানবী (সা)-এর অপর একদল সাহাবী ও অন্যান্য আলেম পশুর পরিবর্তে পশু ধারে বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন।ইমাম শাফিঈ ও ইসহাকের এই মত।

١١٧٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ ابْنُ اَرْطَاةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لاَيَصْلُحُ نَسِيْئًا وَلاَ بَاْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ .

১১৭৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দু'টি পশুর পরিবর্তে একটি পশু ধারে বিক্রয় করা জায়েয নয়, কিন্তু উপস্থিত (নগদ) লেনদেন হলে কোন দোষ নেই।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

দু'টি গোলামের পরিবর্তে একটি গোলাম ক্রয়-বিক্রয় করা।

١١٧٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيْدُهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْنِيْهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ اَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ اَحَدًا بَعْدُ حَتّٰى يَسْاَلَهُ اَعَبْدٌ هُوَ .

১১৭৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি ক্রীতদাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে হিজরত করার জন্য তাঁর নিকট শপথ গ্রহণ করে।নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না যে, সে ক্রীতদাস। তাকে ফেরত নেয়ার উদ্দেশ্যে তার মনিব এসে হাযির হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি একে আমার কাছে বিক্রয় করে দাও।তিনি তাকে দুইটি

হাবশী ক্রীতদাসের বিনিময়ে ক্রয় করলেন। এরপর থেকে তিনি কারো বাইআত গ্রহণ করার পূর্বে জিজ্ঞেস করে নিতেন, সে ক্রীতদাস কি না (মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। তাদের মতে দুই গোলামের পরিবর্তে এক গোলাম ক্রয় করায় কোন দোষ নেই, তবে নগদ লেনদেন হতে হবে।এ জাতীয় লেনদেন বাকীতে হওয়া সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

গমের পরিবর্তে সম-পরিমাণ গম ক্রয়-বিক্রয় করতে হবে, অতিরিক্ত দেয়া-নেয়া নিষেধ।

١١٧٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ اَوِ ازْدَادَ فَقَدْ اَرْبٰى بِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَبِيْعُوا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَبِيْعُوا الشَّعِيْرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ .

১১৭৭। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সোনার বিনিময়ে সোনা পরিমাণে সমান সমান হতে হবে; রূপার বিনিময়ে রূপা পরিমাণে সমান সমান হতে হবে; খেজুরের বিনিময়ে খেজুর পরিমাণে সমান সমান হতে হবে; গমের বিনিময়ে গম পরিমাণে সমান সমান হতে হবে; লবণের বিনিময়ে লবণ পরিমাণে সমান সমান হতে হবে এবং বার্লির (বা যবের) বিনিময়ে বার্লি পরিমাণে সমান সমান হতে হবে। এ সবের লেনদেনে যে ব্যক্তি বেশী দিবে অথবা গ্রহণ করবে সে সূদ অনুষ্ঠানকারী সাব্যস্ত হবে।রূপার বিনিময়ে সোনা তোমাদের ইচ্ছামত পরিমাণ নির্ধারণ করে নগদ বিক্রয় করতে পার। খেজুরের বিনিময়ে গম তোমাদের ইচ্ছামত পরিমাণ নির্ধারণ করে নগদ বিক্রয় করতে পার।খেজুরের বিনিময়ে বার্লি তোমাদের ইচ্ছামত পরিমাণ নির্ধারণ করে নগদ বিক্রয় করতে পার (মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, উবাদা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা, বিলাল ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসের অপর এক বর্ণানায় আছেঃ

بِيْعُوا الشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ ·

"গমের বিনিময়ে বার্লি তোমাদের ইচ্ছামত পরিমাণ নির্ধারণ করে নগদ বিক্রয় করতে পার।"

আর এক বর্ণনায় আছেঃ

بِيْعُوا الْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ ·

"বার্লির বিনিময়ে গম তোমাদের ইচ্ছামত পরিমাণ নির্ধারণ করে (পরিমাণে কম-বেশী করে) নগদ বিক্রয় করতে পার।"

বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাদের মতে, গমের বিনিময়ে সম-পরিমাণ গম এবং বার্লির বিনিময়ে সম-পরিমাণ বার্লি বিক্রয় করায় কোন দোষ নেই। তবে বিনিময়ের দু'টি বস্তু একই প্রজাতির না হলে পরিমাণে কমবেশী হলে কোন দোষ নেই; কিন্তু সেই ক্ষেত্রে নগদ আদান-প্রদান হতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈদের এই মত। সুফিয়ান সাওরী, আহমাদ ও ইসহাকেরও এই মত। শাফিঈ বলেন, এ কথার দলীল হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ "গমের বিনিময়ে বার্লি তোমাদের ইচ্ছামত পরিমাণ নির্ধারণ করে নগদ বিক্রয় করতে পার।" একদল আলেমের মতে বার্লির বিনিময়ে গম পরিমাণে বর্ধিত করে বিক্রয় করা মাকরূহ, উভয়ের পরিমাণ সমান থাকতে হবে। ইমাম মালেক এই মত পোষণ করেন। কিন্তু প্রথম মতই অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

মুদ্রার বিনিময়।

١١٧٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَابْنُ عُمَرَ اِلَى اَبِىْ سَعِيْدٍ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ هَاتَانِ يَقُوْلُ لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَ يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ ·

১১৭৮। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও ইবনে উমার (রা) আবু সাঈদ (রা)-র কাছে গেলাম। তিনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা প্রসংগে বলেন, আমার উভয় কান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেঃ পরিমাণে সমতা না রেখে তোমরা সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রয় কর না। অনুরূপভাবে তোমরা পরিমাণে সমতা না রেখে রূপার পরিবর্তে রূপা বিক্রয় কর না। একটি অপরটির চেয়ে কম-বেশী করা যাবে না। অনুপস্থিত বস্তু উপস্থিত বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় কর না (বু,মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্‌র, উমার, উসমান, আবু হুরায়রা, হিশাম ইবনে আমের, বারাআ, যায়েদ ইবনে আরকাম, ফাদালা ইবনে উবাইদ, আবু বাক্‌রা, ইবনে উমার, আবুদ দারদা ও বিলাল (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তবে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছেঃ

انَّهُ كَانَ لاَ يَرٰى بَأْسًا اَنْ يُّبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مُتَفَاضِلاً وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلاً اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَقَالَ اِنَّمَا الرِّبَا فِى النَّسِيْئَةِ .

"সোনার বিনিময়ে সোনা এবং রূপার বিনিময়ে রূপা নগদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে পরিমাণে কম-বেশী করাতে তিনি কোন দোষ মনে করেন না। তিনি আরো বলেন, ধার-কর্জের ক্ষেত্রেই কেবল (কম-বেশী করলে) সূদ হয়।"

অন্য কতিপয় সাহাবী থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এও বর্ণিত আছে যে, আবু সাঈদ (রা) তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস শুনালে তিনি (ইবনে আব্বাস) তার উপরোক্ত বক্তব্য প্রত্যাহার করেন। (আবু ঈসা বলেন,) উল্লেখিত দুটি মতের মধ্যে প্রথম মতই অধিকতর সহীহ।

আলেমগণ আবু সাঈদের হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকও এই মত পোষণ করেন। ইবনুল মুবারক বলেন, মুদ্রার বিনিময় জায়েয হওয়া সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই।

١١٧٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ اَبِيْعُ الْاِبِلَ بِالْبَقِيْعِ فَاَبِيْعُ بِالدَّنَانِيْرِ فَاٰخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ وَاَبِيْعُ بِالْوَرِقِ فَاٰخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيْرَ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لاَ بَاْسَ بِهِ بِالْقِيْمَةِ .

১১৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাকী[৭] নামক বাজারে উটের ব্যবসা করতাম। আমি কখনও স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে উট বিক্রয় করতাম কিন্তু মূল্য গ্রহণকালে রৌপ্যমুদ্রা নিতাম। আবার কখনও রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে তা বিক্রয় করতাম এবং মূল্য গ্রহণকালে স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে হাফসা (রা)-র ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। আমি ব্যাপারটি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ এরূপ মূল্য গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই (দা,না,ই,আ,হা)।

আবু ঈসা বলেন, সিমাক ইবনে হারবের সূত্রেই আমরা এ হাদীসটি মরফূ হিসাবে জানতে পেরেছি। কিন্তু দাউদ ইবনে আবু হিন্দ তার সনদ পরম্পরায় ইবনে উমারের এ হাদীসটি মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। তাদের মতে স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে রৌপ্য মুদ্রা অথবা রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের এই মত। একদল সাহাবী ও তাবিঈর মতে এরূপ করা নিষিদ্ধ।

١١٨٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ اَنَّهُ قَالَ اَقْبَلْتُ اَقُوْلُ مَنْ يَّصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا اِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ فَقَالَ عُمَرُ كَلاَّ وَاللّٰهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ اَوْ لَتَرُدَّنَّ اِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ .

১১৮০। মালেক ইবনে আওস ইবনে হাদসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এই বলতে বলতে সামনে অগ্রসর হলাম, কে রৌপ্য মুদ্রা বদল করবে? তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ এ সময়ে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে ছিলেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে তোমার সোনা দেখাও এবং (কিছুক্ষণ) পরে আমাদের কাছে আস। আমাদের খাদেম এসে গেলেই তোমাকে রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে দিব। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তা কখনও হতে পারে না। হয় এখনই তাকে রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে দাও অথবা তার সোনা তাকে ফেরত দাও। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

৭. কোন কোন বর্ণনায় বাকীর স্থলে নাকী উল্লেখ আছে-(অনু.)।

ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নগদ আদান-প্রদান না হলে সোনার বিনিময়ে রৌপ্য মুদ্রা গ্রহণ করা সূদের অন্তর্ভুক্ত। গমের পরিবর্তে গম নগদ বিনিময় না হলে সূদ হবে; বার্লির সাথে বার্লির নগদ বিনিময় না হলে সূদ হবে এবং খেজুরের সাথে খেজুরের নগদ বিনিময় না হলে সূদ হবে (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। "হাআ ওয়া হাআ"-এর অর্থ 'নগদ ও উপস্থিত বিনিময়'।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

তাবীর করার পর খেজুর গাছ ক্রয় করা এবং মালদার গোলাম ক্রয় করা।

١١٨١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ اَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِىْ بَاعَهَا اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِىْ بَاعَهُ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ٠

১১৮১। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ কোন ব্যক্তি তাবীর[৮] করার পর খেজুর বাগান ক্রয় করলে এর ফলের মালিক হবে বিক্রেতা, যদি ক্রেতার জন্য (মালিকানা) শর্ত করা না হয়। কোন ব্যক্তি মালদার গোলাম ক্রয় করলে বিক্রেতা ঐ মালের অধিকারী হবে, যদি ক্রেতার জন্য (ঐ মালের) শর্ত করা না হয় (বু,মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অনুরূপভাবে একাধিক সূত্রে যুহরী থেকে, তিনি সালেমের সূত্রে, তিনি ইবনে উমারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা) বলেছেনঃ তাবীর করার পর কোন ব্যক্তি খেজুর গাছ ক্রয় করলে তার ফল বিক্রেতা পাবে, যদি ক্রয়কারীর জন্য (এর মালিকানার) শর্ত করা না হয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি মালদার গোলাম ক্রয় করলে বিক্রেতা তার মালের অধিকারী হবে, যদি ক্রেতার জন্য শর্ত করা না হয়। নাফে (র) ইবনে উমার (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি তাবীরের কাজ হয়ে যাওয়ার পর খেজুর বাগান ক্রয় করলে এর ফল বিক্রেতা পাবে, কিন্তু ক্রেতার জন্য শর্ত করা হলে তা সে পাবে। নাফে থেকে ইবনে উমারের সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি উমারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি

---

৮. পুরুষ খেজুর গাছের ফুল স্ত্রী খেজুর গাছের ফুলের সাথে মিশ্রিত করে দেয়ার নিয়মকে 'তাবীরে নাখল' বলে। এতে ফলন বেশী হয়-(অনু.)।

মালদার গোলাম ক্রয় করলে এই মালের মালিক হবে বিক্রেতা, কিন্তু ক্রেতার জন্য শর্ত করা হলে তা সে পাবে। আরো কয়েকটি সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন, যুহ্‌রী থেকে সালেমের সূত্রে বর্ণিত ইবনে উমারের হাদীসটি অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা–বিক্রেতা উভয়ের (ক্রয়–বিক্রয় প্রত্যাখ্যানের) এখতিয়ার বহাল থাকে।

١١٨٢. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَخْتَارَا قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ .

১১৮২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত অথবা উভয়ে ক্রয়–বিক্রয় সম্পন্ন করতে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য ক্রয়–বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার বহাল থাকে। রাবী বলেন, ইবনে উমার (রা) বসা অবস্থায় জিনিস ক্রয় করলে (তা অবধারিত করার জন্য) উঠে দাঁড়িয়ে যেতেন (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١١٨٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا .

১১৮৩। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ক্রেতা–বিক্রেতা পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের জন্য (ক্রয়–বিক্রয় বাতিল করার) এখতিয়ার বহাল থাকে। তারা উভয়ে যদি সততা অবলম্বন করে এবং পণ্যের দোষত্রুটি প্রকাশ করে দেয় তবে তাদের এই লেনদেনে বরকত হয়। যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং দোষত্রুটি গোপন করে তবে তাদের ক্রয়–বিক্রয়ের বরকত তুলে নেয়া হয় (বু,মু,দা,না,আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।এ অনুচ্ছেদে আবু বারযা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, সামুরা, আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল সাহাবী ও তাবিঈ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকেরও এই মত। তারা বলেন, পরস্পর পৃথক হওয়ার অর্থঃ সশরীরে পৃথক হওয়া, বাক্যালাপ বন্ধ করা নয়। অপর একদল আলেম বলেছেন, পৃথক হওয়ার অর্থ কথাবার্তা বন্ধ হওয়া (অর্থাৎ চুক্তি অনুষ্ঠিত হলে এবং আলোচনার প্রসংগ পরিবর্তিত হলে এখতিয়ার বহাল থাকবে না)। কিন্তু প্রথম মতই অধিকতর সহীহ। কেননা ইবনে উমার (রা) এ হাদীসের রাবী। এজন্য তিনিই এ হাদীসের মর্ম অধিক ভাল বুঝেছেন। তার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক করার ইচ্ছা করলে উঠে দাঁড়িয়ে যেতেন। অনুরূপভাবে আবু বারযা আসলামী (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তি নৌকায় বসে একটি ঘোড়া ক্রয়-বিক্রয় করল। এরপর উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বাধলে তারা আবু বারযা (রা)-র কাছে এর মীমাংসা চায়। তখন তিনিও নৌকায় ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের উভয়কে পরস্পর পৃথক হতে দেখি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার বহাল থাকে।"

কূফার আলেমগণ বলেন, পৃথক হওয়ার অর্থ কথাবার্তা থেকে পৃথক হওয়া। সুফিয়ান সাওরীরও এই মত। ইমাম মালেকেরও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। ইবনুল মুবারক বলেন, আমি কিভাবে (সশরীরে পৃথক হওয়ার) এ হাদীসের দলীল খণ্ডন করতে পারি? অথচ সহীহ সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা এই মতকেই শক্তিশালী করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ এখতিয়ারমূলক ক্রয়-বিক্রয়ের অর্থ হলঃ যদি বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হওয়ার পরও ক্রেতাকে তা প্রত্যাখ্যানের এখতিয়ার প্রদান করে কিন্তু ক্রেতা তারপরও তার ক্রয় ঠিক রাখে, অতঃপর উভয়ে পৃথক না হলেও ক্রয়বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার আর থাকে না। ইমাম শাফিঈ ও অন্যরা এ হাদীসের এরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন। কিন্তু সশরীরে পৃথক হওয়ার মতটি ইবনে উমারের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

١١٨٤. اَخْبَرَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ عَنْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يُّفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ اَنْ يَّسْتَقِيْلَهُ .

১১৮৪। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য (ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যানের) এখতিয়ার

বহাল থাকে, কিন্তু এখতিয়ারমূলক ক্রয়-বিক্রয় হলে (পৃথক হওয়ার পরও এখতিয়ার বহাল থাকে)। উভয়ের যে কোন একজন ক্রয় বা বিক্রয় বাতিল করতে পারে, এই ভয়ে দ্রুত পৃথক হয়ে যাওয়া সংগত নয় (দা,না,বু,মু,কু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসের তাৎপর্য হলঃ কোন জিনিস বিক্রয় করার পর ক্রেতা বা বিক্রেতা তা ফেরত দিতে বা নিতে পারে-এই ভয়ে তাড়াহুড়া করে পৃথক হওয়া ঠিক নয়। যদি কথার দ্বারা পৃথক হওয়া সাব্যস্ত হত এবং বিক্রয়ের পর এখতিয়ার না থাকত, তবে "ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয়ে দ্রুত পৃথক হয়ে যাওয়া সংগত নয়" এ হাদীসের কোন অর্থই হত না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

١١٨٥. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَهُوَ الْبَجَلِيُّ الْكُوْفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ .

১১৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে পারস্পরিক সন্তুষ্টি ছাড়া পৃথক হবে না (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

١١٨٦. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْبَيْعِ .

১১৮৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বেদুইনকে বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পরও তা প্রত্যাখ্যান করার এখতিয়ার দিয়েছিলেন।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারিত হয়।

١١٨٧. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ فِيْ عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ

وَكَانَ يُبَايِعُ وَاَنَّ اَهْلَهُ اَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُحْجُرْ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لاَ اَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلاَ خِلاَبَةَ ‧

১১৮৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল ছিল। সে ক্রয়-বিক্রয় করত (কিন্তু ঠকে যেত)। তার পরিবারের লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাকে ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকতে বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করলেন। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকা আমার ধৈর্যের বাইরে। তিনি বলেনঃ যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলবে, নগদ লেনদেন হবে এবং যেন প্রতারণা না করা হয় (দা,না,ই)।

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। তারা বলেন, দুর্বল জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি আযাদ হলেও তাকে ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত রাখা উচিৎ। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকেরও এই মত।অপর একদল আলেমের মতে, প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন ব্যক্তির উপর (আর্থিক লেনদেনে) প্রতিবন্ধকতা (হাজর) আরোপ করা ঠিক নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

দুধ জমা করে স্তন ফুলানো পশুর বর্ণনা।

١١٨٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَرٰى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ اِذَا حَلَبَهَا اِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ ‧

১১৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি (দুধ জমা করে) স্তন ফুলানো পশু ক্রয় করে তবে তার জন্য (ক্রয় বাতিল করার) এখতিয়ার রয়েছে। দুধ দোহন করার পর ইচ্ছা করলে সে তা ফেরত দিতে পারে। তবে এর সাথে সে যেন এক সা' খেজুরও প্রদান করে।

এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা) এবং আরও একজন সাহাবী থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١١٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُـوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِـدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْـرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اشْـتَرٰى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ .

১১৮৯।আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি স্তনে দুধ আটকিয়ে রাখা পশু ক্রয় করলে সে (ক্রয় বাতিল করার জন্য) তিন দিনের এখতিয়ার পাবে। সে তা ফেরত দিলে এর সাথে গম ব্যতীত এক সা' খাদ্যবস্তুও দিবে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। "লা সামরা" অর্থঃ 'গম ছাড়া অন্য কিছু' । আমাদের সাথীদের মতে এ হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে।ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকও তাদের অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

পশু বিক্রয়ের সময় এর পিঠে চড়ার শর্ত রাখা ।

١١٩٠. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْـــبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ بَعِيْرًا وَاشْـتَرَطَ ظَهْرَهُ اِلٰى اَهْلِه .

১১৯০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি উট বিক্রয় করেন এবং এর পিঠে আরোহণ করে বাড়ি পর্যন্ত পৌছার শর্ত রাখেন (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।উল্লেখিত হাদীসটি জাবির (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। একদল সাহাবী ও তাবিঈ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। তাদের মতে, বিক্রয়ের মধ্যে একটিমাত্র শর্ত হলে তা জায়েয। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকেরও এই মত। অপর একদল আলেম বলেন, বিক্রয়ের সাথে শর্ত জুড়ে দেওয়া জায়েয নয়।শর্ত জুড়ে দিলে এ ধরনের বিক্রয় জায়েয হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

বন্ধকী জিনিসের ব্যবহার সম্পর্কে ।

١١٩١. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَيُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ

يُرْكَبُ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْـــرَبُ اِذَا كَانَ مَرْهُـوْنًا وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُـهُ ٠

১১৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সওয়ারীর পশু বন্ধক রাখলে তার পিঠে আরোহণ করা যাবে। দুগ্ধবতী পশু বন্ধক রাখলে তার দুধ পান করা যাবে। যে ব্যক্তি আরোহণ করবে এবং দুধ পান করবে পশুর ব্যয়ভারও তাকে বহন করতে হবে (বু, দা, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আমেরের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীসটি মরফূ হিসাবে জানতে পেরেছি। অপর একটি সূত্রে আবু সালেহ (র) আবু হুরায়রা (রা)-র কাছ থেকে এটিকে মওকূফ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন। একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাকেরও এই মত। অপর একদল আলেমের মতে, বন্ধকী জিনিস ব্যবহার করা জায়েয নয় (হানাফী মাযহাবের মতও তাই)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

সোনা ও পুঁতির দানা খচিত মালা ক্রয় প্রসঙ্গে।

١١٩٢. حَدَّثَنَا قُتَيْـبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِيْ شُجَاعٍ سَعِيْـدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِيْ عِمْـرَانَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْـدٍ قَالَ اِشْـتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْـبَرَ قِلاَدَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا فِيْـهَا ذَهَبٌ وَّخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيْـهَا اَكْـثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ تُبَاعُ حَتّٰى تُفَصَّلَ ٠

১১৯২। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাইবারের যুদ্ধকালে আমি বার দীনারে একটি মালা কিনলাম। এতে সোনা ও পুঁতির দানা মিশ্রিত ছিল। আমি এগুলোকে পৃথক করে বার দীনারের বেশী সোনা পেলাম। আমি এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেনঃ পৃথক না করে তা বিক্রয় করা যাবে না (বু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আরো একটি সূত্রে আবু হুরায়রার কাছ থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একদল সাহাবী ও অপরাপর আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে রূপার কারুকার্য খচিত তরবারি, কোমরবন্ধ, তরবারির খাপ ইত্যাদি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করতে হলে এর সাথের রূপা

পৃথক করে নিতে হবে।ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকেরও এই মত। অপর একদল সাহাবী ও অপরাপর আলেম তা পৃথক না করেই এগুলো ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

গোলাম বিক্রয় করার সময় ওয়ালার শর্ত করা নিষেধ।

١١٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْطَى الثَّمَنَ اَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ .

১১৯৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরা নাম্নী ক্রীতদাসীকে ক্রয় করতে চাইলেন, কিন্তু মালিক পক্ষ ওয়ালার শর্ত আরোপ করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি তাকে ক্রয় কর। কেননা যে ব্যক্তি মূল্য পরিশোধ করে অথবা এর মালিক হয় সেই ওয়ালার অধিকারী হয় (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ বলেন, তোমার কাছে যখন মানসূরের সূত্রে বর্ণনা করা হয় তখন তুমি মনে করবে যে, তুমি তোমার হাত কল্যাণে পরিপূর্ণ করলে। আমি ইবরাহীম নাখঈ ও মুজাহিদ থেকে রিওয়ায়াতের বেলায় মানসূরের তুলনায় অধিক আস্থাভাজন কাউকে পাইনি। আবদুর রহমান ইবনুল মাহ্দী বলেন, কূফাবাসীদের মধ্যে মানসূর সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য লোক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

١١٩٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ يَشْتَرِيْ لَهُ اُضْحِيَةً بِدِيْنَارٍ فَاشْتَرٰى اُضْحِيَةً فَاُرْبِحَ فِيْهَا دِيْنَارًا فَاشْتَرٰى اُخْرٰى مَكَانَهَا فَجَاءَ بِالْاُضْحِيَةِ وَالدِّيْنَارِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ بِالشَّاةِ وَتَصَدَّقْ بِالدِّيْنَارِ .

১১৯৪। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য এক দীনারে একটি কোরবানীর পশু ক্রয় করার জন্য তাকে (বাজারে) পাঠান। তিনি (এক দীনারে) একটি পশু ক্রয় করে (তা পুনরায় বিক্রয় করে) এক দীনার মুনাফা করেন। এর পরিবর্তে তিনি আর একটি পশু কিনেন। অতঃপর তিনি একটি পশু ও একটি দীনারসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে আসেন। তিনি বলেনঃ বকরীটা কোরবানী কর এবং দীনারটি দান-খয়রাত কর (দা)।

আবু ঈসা বলেন, হাকীম ইবনে হিযামের হাদীসটি আমরা কেবল উল্লেখিত সূত্রেই জানতে পেরেছি। আমার মতে হাকীম ইবনে হিযাম (রা)-র কাছ থেকে হাবীব ইবনে আবু সাবিত কিছু শুনেননি।

١١٩٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَيَّانُ حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ ابْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيْتِ عَنْ اَبِىْ لَبِيْدِ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِىِّ قَالَ دَفَعَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَاراً لاَشْتَرِىَ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ اِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّيْنَارِ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ مَاكَانَ مِنْ اَمْرِهِ فَقَالَ لَهُ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ صَفْقَةِ يَمِيْنِكَ فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذٰلِكَ اِلَى كُنَاسَةِ الْكُوْفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ الْعَظِيْمَ فَكَانَ مِنْ اَكْثَرِ اَهْلِ الْكُوْفَةِ مَالاً.

১১৯৫। উরওয়া আল-বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের জন্য একটি বকরী ক্রয় করতে আমাকে একটি দীনার দিলেন। আমি তাঁর জন্য দু'টি বকরী কিনলাম। এর একটি আমি এক দীনারে বিক্রয় করে দিলাম। অতঃপর একটি বকরী ও একটি দীনারসহ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। (অধঃস্তন রাবী বলেন) তিনি তাঁকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন। তিনি বলেনঃ আল্লাহ তোমার ডান হাতের ব্যবসায়ে বরকত দান করুন। তিনি কূফার অদূরে কুনাসা নামক এলাকায় চলে যান এবং ব্যবসায়ে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। ফলে তিনি কূফার সম্পদশালী ব্যক্তিতে পরিণত হন (বু,দা,ই,আ)।

অপর একটি সূত্রেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।একদল আলেম এ হাদীস অনুসারে মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকও অনুরূপ কথা

বলেছেন। অপর একদল আলেম এ হাদীস অনুসারে মত গ্রহণ করেননি।ইমাম শাফিঈ তাদের অন্যতম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

মুকাতাব গোলামের কাছে মূল্য পরিশোধের অর্থ থাকলে।

١١٩٦. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا اَوْ مِيْرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَاعَتَقَ مِنْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَدِّى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا اَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ .

১১৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মুকাতাব গোলামের দিয়াত বা ওয়ারিসী স্বত্ব পাওয়ার সুযোগ আসলে সে যতটুকু পরিমাণ আযাদ হয়েছে ততটুকু অংশের মালিক হবে।[৯] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেনঃ মুকাতাব গোলামের যতটুকু অংশ মুক্ত তাকে ততটুকু আযাদের সমান দিয়াত আদায় করতে হবে এবং অবশিষ্টাংশের জন্য গোলামের সমান দিয়াত দিতে হবে (দা)।[১০]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। খালিদ আল-হাযযা ইকরিমার সূত্রে এটাকে আলী (রা)-র বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। একদল সাহাবী ও তাবিঈ এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈ বলেন, মুকাতাব গোলামের চুক্তিকৃত অর্থের এক দিরহাম বাকী থাকলেও সে গোলাম হিসাবেই গণ্য হবে (এবং গোলামের সমান আইনগত সুযোগ-সুবিধা পাবে)। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকের এই মত।

١١٩٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى

---

৯. হত্যাকারী নিহতের ওয়ারিসদের যে অর্থ প্রদান করে তাকে দিয়াত (রক্তমূল্য) বলে-(অনু.)।

১০. মুকাতাব গোলাম নিজেকে অর্ধেক মুক্ত করার পর নিহত হল। তার অর্ধেক দিয়াত হবে আযাদ ব্যক্তির অর্ধেক দিয়াতের সমান এবং বাকী অর্ধেক হবে গোলামের অর্ধেক দিয়াতের সমান-(অনু.)।

اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُوْلُ مَنْ كَاتَبَ عَبْـدَهُ عَلٰى مِائَةِ اُوْقِيَةٍ فَادَّاهَا الاَّ عَشْرَ اَوَاقٍ اَوْ قَالَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيْقٌ .

১১৯৭। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত।তিনি (দাদা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর এক ভাষণে বলতে শুনেছিঃ কোন ব্যক্তি এক শত উকিয়া আদায় করার শর্তে তার গোলামকে মুক্তির চুক্তিপত্র প্রদান করল।সে চুক্তির মূল্য পরিশোধ করতে থাকল। কিন্তু সে দশ উকিয়া বা দশ দিরহাম পরিশোধ করতে অপারগ হয়ে পড়ল। এক্ষেত্রে সে গোলামই থেকে যাবে (বু,মু,দা,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে, চুক্তিকৃত অর্থের সামান্য পরিমাণও অপরিশোধিত থাকলে মুকাতাব গোলাম গোলামই গণ্য হবে।

١١٩٨. حَدَّثَنَا سَعِيْـدُ بْنُ عَبْـدِ الرَّحْـمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْـهَانَ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ اِحْدَاكُنَّ مَايُؤَدِّيْ فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .

১১৯৮। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কোন মহিলার মুকাতাব গোলামের কাছে নিজেকে মুক্ত করার মত সম্পদ থাকলে সে যেন তার থেকে পর্দা করে (না,ই,দা,আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে এ হাদীসের তাৎপর্য হলঃ তাকওয়া ও পরহেজগারী অর্জনের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে পর্দা করা উচিৎ। তারা বলেন, মুকাতাব গোলামের কাছে নিজেকে মুক্ত করার মত সম্পদ থাকলে সে গোলাম হিসাবেই গণ্য।চুক্তি অনুযায়ী সমস্ত পাওনা পরিশোধ করার পরই সে আযাদ বলে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

দেউলিয়া ব্যক্তির কাছে পাওনাদারের মাল পাওয়া গেলে।

١١٩٩. حَدَّثَنَا قُتَيْـبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْـيَى بْنِ سَعِيْـدٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْـرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْـدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْـدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اَيُّمَا اِمْرِئٍ اَفْلَسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ اَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ٠

১১৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি দেউলিয়া (মুফলিস) ঘোষিত হলে পর কোন ব্যক্তি নিজের মাল অবিকল অবস্থায় তার কাছে পেয়ে গেলে সে তাতে অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার পাবে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে সামুরা ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকও একথা বলেছেন। অপর একদল আলেম বলেছেন, কোন ব্যক্তি দেউলিয়ার কাছে হুবহু তার মাল পেলেও তা অন্য পাওনাদারদের সাথে তাকে সমান অংশে ভাগ করে নিতে হবে। কূফাবাসী আলেমদের এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

কোন মুসলমানের পক্ষ থেকে শরাব বিক্রয় করে দেয়ার জন্য তা কোন যিম্মীকে দেয়া নিষেধ।

١٢٠٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ اَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيْمٍ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَقُلْتُ اِنَّهُ لِيَتِيْمٍ فَقَالَ اَهْرِيْقُوْهُ ٠

১২০০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে এক ইয়াতীম বালকের শরাব ছিল। সূরা মাইদা (৯০-৯১ আয়াত) নাযিল হলে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে জানতে চেয়ে বললাম, এই মদ এক ইয়াতীম বালকের। তিনি বলেনঃ এগুলো ঢেলে ফেলে দাও (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবু সাঈদ (রা) থেকে এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল আলেম এ হাদীস অনুসারে মত পোষণ করেছেন। তারা শরাবকে সিরকায় রূপান্তরিত করা মাকরূহ বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে মাকরূহ মনে করার কারণ হলঃ একজন মুসলমানের ঘরে সিরকায় রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে শরাব থাকাটা

আপত্তিকর মনে হয়।আল্লাহ্ই ভালো জানেন। যদি শরাবকে সিরকায় রূপান্তরিত অবস্থায় পাওয়া যায় তবে একদল আলেমের মতে এই সিরকা ব্যবহার করা জায়েয।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

١٢٠١. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيْكٍ وَقَيْسٍ عَنْ اَبِيْ حَسِيْنٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَّنْ خَانَكَ .

১২০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তোমার কাছে কিছু আমানত রেখেছে তা তাকে ফেরত দাও। 'যে ব্যক্তি তোমার খেয়ানত করেছে তুমি তার খেয়ানত (ক্ষতিসাধন) কর না (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী মত দিয়েছেন। তারা বলেছেন, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কাছে নিজের কিছু আমানত রাখল, কিন্তু সে তা ফেরত দিল না। ঘটনাক্রমে শেষোক্ত ব্যক্তির কোন মাল প্রথমোক্ত ব্যক্তির হাতে এসে গেল।এক্ষেত্রে সে প্রথমোক্ত ব্যক্তির যে পরিমাণ মাল আত্মসাৎ করেছিল, প্রথমোক্ত ব্যক্তি সেই মাল থেকে তার পাওনার পরিমাণ কেটে রাখতে পারবে না, কিন্তু কতিপয় তাবিঈ কেটে রাখার অনুমতি দিয়েছেন। সুফিয়ান সাওরীও এই মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কাছে কিছু দিরহাম রাখল। সে তা আত্মসাৎ করল। ঘটনাক্রমে শেষোক্ত ব্যক্তির কিছু দীনার প্রথমোক্ত ব্যক্তির হাতে এসে গেল।এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ব্যক্তি তার দিরহামের পরিবর্তে দীনার রাখতে পারবে না। হাঁ যদি তার হাতে ঐ ব্যক্তির দিরহাম এসে যায় তবে সে তার দিরহামের সম-পরিমাণ দিরহাম কেটে রাখতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

আরিয়া অর্থাৎ ধারে আনা জিনিস ফেরত দিতে হবে।

١٢٠٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِى الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِىٌّ .

১২০২। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছিঃ ধারের বস্তু ফেরত দিতে হবে, যামিনদার পাওনা পরিশোধের দায় বহন করবে এবং ঋণ পরিশোধ করতে হবে (আ,দা,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু উমামা (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে সামুরা, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٢٠٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا اَخَذَتْ حَتّٰى تُؤَدِّىَ قَالَ قَتَادَةُ ثُمَّ نَسِىَ الْحَسَنُ فَقَالَ فَهُوَ اَمِيْنُكَ لاَضَمَانَ عَلَيْهِ يَعْنِى الْعَارِيَةَ.

১২০৩। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি যা গ্রহণ করেছে তা ফেরত না দেয়া পর্যন্ত এর জন্য সে দায়ী থাকবে। কাতাদা বলেন, পরে হাসান এ হাদীস ভুলে যান। ফলে তিনি বলেছেন, সে তোমার আমানতদার, তার উপর এর ক্ষতিপূরণ আরোপিত হবে না অর্থাৎ তা আরিয়া (বু,মু,দা,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈ এ হাদীস অনুসারে মত দিয়েছেন। অর্থাৎ ধার গ্রহণকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। শাফিঈ ও আহ্‌মাদের এই মত। অপর একদল সাহাবী ও তাবিঈ বলেছেন, ধার গ্রহণকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, কিন্তু আমানতদাতার কথার খেলাপ করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলেমদের এই মত। ইসহাকও এই মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

মজুতদারি (ইহ্‌তিকার)।[১১]

١٢٠٤. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ

১১. জাতীয় পর্যায়ে দুর্ভিক্ষ বা জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য সরকার যে কোন জিনিসের মজুত গড়ে তুলতে পারে। বর্তমানে অসাধু ব্যবসায়ীরা সংঘবদ্ধ হয়ে মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন দ্রব্যের স্বাভাবিক সরবরাহ হ্রাস বা বন্ধ করে দিয়ে অতি মুনাফা অর্জনের লোভে বাজারদর বৃদ্ধি

اللّٰهِ بْنِ فَضَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَحْتَكِرُ الاَّ خَاطِىءٌ فَقُلْتُ لِسَعِيْدٍ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ وَاِنَّمَا رُوِىَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ وَالْخَبَطَ وَنَحْوَ هٰذَا .

১২০৪। মামার ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ফাদালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ "কেবল দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরাই (নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস) মজুতদারি করে।" আমি (মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম) সাঈদকে বললাম, হে মুহাম্মাদের পিতা! আপনি তো মজুতদারি করেন। তিনি বলেন, মামারও মজুতদারি করতেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি তৈল, গাছের পাতা ও এই জাতীয় জিনিস মজুত করতেন।

আবু ঈসা বলেন, মামার (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে উমার, আলী, আবু উমামা ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেন। তারা খাদ্যদ্রব্যের মজুতদারি করা মাকরূহ বলেছেন। তাদের কতিপয় আলেম খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য কিছুর মজুতদারি করার অনুমতি ব্যক্ত করেছেন। ইবনুল মুবারক বলেছেন, তুলা, ছাগলের চামড়া বা ঐ ধরনের অন্য কিছুর মজুতদারি করাতে কোন দোষ নেই।

অনুচ্ছেদঃ ৪১

স্তনে দুধ জমিয়ে পশু বিক্রয় করা নিষেধ।

١٢٠٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَسْتَقْبِلُوا السُّوْقَ وَلاَ تُحَفِّلُوْا وَلاَ يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ .

১২০৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসা বণিকদলের সাথে বাজারের বাইরে গিয়ে মিলিত হবে না, পশুর স্তনে দুধ জমা করে রাখবে না এবং একে অপরের পণ্য দাম বাড়িয়ে বিক্রয় করে দেয়ার অপকৌশল অবলম্বন করবে না।

করে দেয়। এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা এতে জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়ে পড়ে। বর্তমানে কোল্ড স্টোরেজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পচনশীল দ্রব্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু হয়েছে—এটা জায়েয। কেননা এর ফলে লোকেরা মৌসুমী জিনিসগুলো অন্য মওসুমেও সহজে পেতে পারে—(অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে পশুর স্তনে কয়েক দিনের দুধ জমা করে স্তন ফুলিয়ে তা বিক্রয় করা মাকরূহ। এতে ক্রেতা ধোঁকায় পড়ে যায়। এটাও এক প্রকারের প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

কোন মুসলমানের মাল আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা শপথ করা।

١٢٠٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ فَقَالَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِىَّ وَاللّٰهِ لَقَدْ كَانَ ذٰلِكَ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ اَرْضٌ فَجَحَدَنِىْ فَقَدَّمْتُهُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لاَ فَقَالَ لِلْيَهُوْدِىِّ احْلِفْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِى فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اُولٰئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

১২০৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমানের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করলে সে আল্লাহ্‌র সামনে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, তিনি তার প্রতি চরম অসন্তুষ্ট থাকবেন। আশআস ইবনে কায়েস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি এ হাদীসটি আমার প্রসংগে বলেছেন। আমার ও এক ইহূদীর মধ্যে একটি শরীকানা জমি ছিল। কিন্তু সে আমার অংশ দিতে অস্বীকার করে বসে। আমি তাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেনঃ তোমার সাক্ষীপ্রমাণ আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি ইহূদীকে বলেনঃ শপথ কর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ তো শপথ করবেই এবং আমার সম্পদ আত্মসাৎ করবে। মহান আল্লাহ তখন এ আয়াত নাযিল করেনঃ "যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথসমূহ সামান্য

স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের জন্য কোন অংশ নাই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি তাকাবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি" (সূরা আল ইমরান ঃ ৭৭) (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে ওয়াইল ইবনে হুজর, আবু মূসা, আবু উমামা ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতবিরোধ হলে।

١٢٠٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ.

১২০৭। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ হলে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে, তবে ক্রেতার ক্রয় প্রত্যাখ্যানের এখতিয়ার থাকবে (আ,ই,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুরসাল। আওন ইবনে আবদুল্লাহ কখনও ইবনে মাসউদ (রা)–র সাক্ষাত লাভ করেননি। কাসিম ইবনে আবদুর রহমানও ইবনে মাসউদ (রা)–র এ হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মানসূর বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করলাম, ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হলে এবং সাক্ষী না থাকলে কি করতে হবে? তিনি বলেন, বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে অথবা উভয়ে ক্রয়–বিক্রয় প্রত্যাহার করবে। ইমাম ইসহাক কিছুটা এভাবে বলেছেন, যার কথা সাক্ষ্য ছাড়াই মেনে নেয়া হবে তাকে শপথ করাতে হবে। কতিপয় তাবিঈও অনুরূপ কথা বলেছেন। শুরায়হ (র) তাদের অন্যতম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

উদ্বৃত্ত পানি বিক্রয় করা।

١٢٠٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ عَنْ اِيَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ.

১২০৮। আইয়াস ইবনে আবদুল মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন (বু,মু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির, বুহাইসা (তার পিতার সূত্রে), আবু হুরায়রা, আইশা, আনাস ও আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অধিকাংশ আলেম এ হাদীস অনুসারে আমল করার কথা বলেছেন। তারা পানি বিক্রয় করা মাকরূহ বলেছেন। ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এই মত। কতিপয় আলেম পানি বিক্রয় করার অনুমতি ব্যক্ত করেছেন। হাসান বসরী তাদের অন্যতম।

١٢٠٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلاَءُ .

১২০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ঘাস থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্বৃত্ত পানির ব্যবহার থেকে লোকদের বাধা দেয়া যাবে না (ই)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবুল মিনহালের নাম আবদুর রহমান, পিতা মুতইম। তিনি কূফার অধিবাসী ছিলেন এবং হাবীব ইবনে আবু সাবিত তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে আবুল মিনহাল সাইয়ার ইবনে সালামা বসরার বাসিন্দা ছিলেন এবং তিনি আবু বারযা আল-আসলামী (রা)-র সহচর ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

ষাঁড় দিয়ে পাল দেয়ার মজুরি গ্রহণ করা খারাপ।

١٢١٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَاَبُوْ عَمَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .

১২১০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষাঁড় দিয়ে পাল দেয়ার মজুরি গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন (আ,বু)।[১২]

---

১২. পশুকে গর্ভবতী করার জন্য ষাঁড় দিয়ে পাল দেয়ার মজুরি গ্রহণ করা হানাফী মাযহাবমতে নিষিদ্ধ। ইমাম মালেকের মতে এই নিষেধাজ্ঞা সৌজন্যমূলক, হারাম নয়-(অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আনাস ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল আলেম এ হাদীসের অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। অপর একদল আলেম পাল দেয়ার বিনিময় গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন।

١٢١١. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حُمَيْدِ الرُّؤَاسِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ كِلاَبٍ سَاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ ·

১২১১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। কিলাব গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ষাঁড় দিয়ে পাল দেয়ার মজুরি গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পাল দেয়ার জন্য আমরা ষাঁড় ছেড়ে দেই এবং আমাদেরকে (দাবি ব্যতীতই) কিছু বখসিস দেয়া হয়। তিনি তাকে এ ধরনের বখসিস গ্রহণের অনুমতি দেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেবল উল্লেখিত সূত্রেই আমরা এ হাদীসটি জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

কুকুরের বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে।

١٢١٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ·

১২১২। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের বিক্রয় মূল্য, যেনার বিনিময় এবং গণকের ভেট নিষিদ্ধ করেছেন (বু,মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٢١٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ .

১২১৩। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ রক্তমোক্ষণের মজুরি ঘৃণিত, ব্যভিচারের বিনিময় মূল্য জঘন্য এবং কুকুরের বিক্রয় মূল্যও ঘৃণিত (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, জাবির, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমার ও আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অধিকাংশ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা কুকুরের বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করা মাকরূহ বলেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এই মত। কতিপয় আলেম (ইমাম আবু হানীফা) শিকারী কুকুরের বিক্রয় মূল্য গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭
রক্তমোক্ষণ কাজের মজুরি।

١٢١٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ اَخِيْ بَنِيْ حَارِثَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اسْتَاْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْاَلُهُ وَيَسْتَاْذِنُهُ حَتّٰى قَالَ اِعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَاَطْعِمْهُ رَقِيْقَكَ .

১২১৪। মুহাইয়্যাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রক্তমোক্ষণ কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণের অনুমতি চাইলে তিনি তাকে তা গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। তিনি বারবার তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদন করতে থাকলেন। অবশেষে তিনি বলেনঃ এই আয় তোমার পানি বহনকারী উট এবং তোমার ক্রীতদাসদের খাদ্যের জন্য ব্যয় কর (আ,দা,মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে রাফে ইবনে খাদীজ, আবু জুহাইফা, জাবির ও সাইব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কিছু সংখ্যক আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, রক্তমোক্ষণকারী আমার

কাছে মজুরি গ্রহণের অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিব না এবং এই হাদীস নিজের মতের সপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

রক্তমোক্ষণ কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণের অনুমতি সম্পর্কে।

١٢١٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ اَنَسٌ اِحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجَمَهُ اَبُوْ طَيْبَةَ فَاَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ اَهْلَهُ فَوَضَعُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ اِنَّ اَفْضَلَ مَاتَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَاِنَّ مِنْ اَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الْحِجَامَةَ .

১২১৫। হুমাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা)-কে রক্তমোক্ষণকারীর উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। আবু তাইবা তাঁর রক্তমোক্ষণ করেন। তিনি তাকে দুই সা' খাদ্যদ্রব্য প্রদান করার নির্দেশ দেন। তিনি তার মালিক পরিবারের সাথে আলাপ করলে তারা তার উপর ধার্যকৃত অর্থের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। তিনি বলেনঃ তোমরা যেসব চিকিৎসা গ্রহণ কর তার মধ্যে রক্তমোক্ষণ উত্তম চিকিৎসা। অথবা তোমাদের ঔষধগুলোর মধ্যে রক্তমোক্ষণ উত্তম ঔষধ (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈ রক্তমোক্ষণের পারিশ্রমিক গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈরও এই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

কুকুর ও বিড়ালের বিক্রয় মূল্য গ্রহণ মাকরূহ।

١٢١٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ اَنْبَانَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ .

১২১৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর ও বিড়ালের বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন (দা,বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদে গরমিল আছে। রাবীগণ আমাশের স্তরে এসে গরমিল করেছেন। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম বিড়ালের বিক্রয় মূল্য গ্রহণ মাকরূহ বলেছেন, কিন্তু অপর দল তা গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক এই শেষোক্ত মত পোষণ করেন।

١٢١٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدِ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَكْلِ الْهِرِّ وَثَمَنِهِ .

১২১৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়ালের গোশত খেতে এবং এর বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন (দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবদুর রাযযাক ছাড়া আর কোন বড় আলেম উমার ইবনে যায়েদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই (অথবা উমার খুব একটা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি নন।আবদুর রাযযাক ব্যতীত অপর কেউ তার নিকট থেকে রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

(শিকারী কুকুরের মূল্য গ্রহণ)।

١٢١٨. اَخْبَرَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَزِّمِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الاَّ كَلْبَ الصَّيْدِ .

১২১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য সব কুকুরের বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি সহীহ নয়। আবুল মুহাযযিমের নাম ইয়াযীদ, পিতা সুফিয়ান। শোবা ইবনুল হাজ্জাজ তার সমালোচনা করেছেন। উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস জাবির (রা) –ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।কিন্তু এই সূত্রটিও সহীহ নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

গায়িকা দাসীর ক্রয়–বিক্রয় নিষিদ্ধ।

١٢١٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا بَكْرُبْنُ مُضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍعَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لاَ تَبِيْعُوا الْقَيْنَات وَلاَ تَشْتَرُوْهُنَّ وَلاَ تُعَلِّمُوْهُنَّ وَلاَ خَيْرَ فِيْ تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ فِيْ مِثْلِ هٰذَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا ط اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ·

১২১৯। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ গায়িকা দাসী বিক্রয় কর না, ক্রয়ও কর না এবং তাদেরকে গানের প্রশিক্ষণও দিও না। এদের ব্যবসায়ে কোন কল্যাণ নেই এবং এদের বিনিময় মূল্য হারাম। এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে এই আয়াত নাযিল হয়েছেঃ "মানুষের মধ্যে এমনও কিছু লোক আছে, যে মন ভুলানো কথা খরিদ করে নিয়ে আসে, যাতে সে লোকদেরকে অজ্ঞাতসারে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং আল্লাহ্‌র পথকে ঠাট্টা–বিদ্রূপ করে। এই ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে কঠিন ও অপমানকর শাস্তি" (সূরা লোকমান ঃ ৬) (আ,ই)।

এ অনুচ্ছেদে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আমরা আবু উমামা (রা)–র হাদীসটি কেবল উল্লেখিত সনদ সূত্রেই জানতে পেরেছি।কতিপয় হাদীস বিশারদ আলী ইবনে ইয়াযীদের সমালোচনা করেছেন এবং তাকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলেছেন। তিনি সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

বিক্রয়ের সময় দুই সহোদর ভাই অথবা মা ও সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করা নিষেধ।

١٢٢٠. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىْ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ·

১২২০। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি মা ও তার সন্তানদের পরস্পর থেকে পৃথক করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ ঐ ব্যক্তি ও তার প্রিয়জনদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন (আ,দার,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٢٢١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِيْ شَبِيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَهَبَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمَيْنِ اَخَوَيْنِ فَبِعْتُ اَحَدَهُمَا فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَلِيُّ مَافَعَلَ غُلاَمُكَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ ٠

১২২১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দু'টি গোলাম দান করেন। এরা ছিল সহোদর ভাই। আমি তাদের একজনকে বিক্রয় করে ফেললাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে আলী! তোমার আর একটি গোলাম কোথায়? আমি বিষয়টি তাঁকে অবগত করলে তিনি বলেনঃ একে ফেরত নিয়ে আস, একে ফেরত নিয়ে আস (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈ কয়েদীদের বিক্রয় করার সময় (হাদীসে উল্লেখিত সম্পর্ক থাকলে) পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা নিষিদ্ধ বলেছেন। অবশ্য কতিপয় আলেম ইসলামী রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী কয়েদীদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু প্রথম মতই অধিকতর সহীহ। ইবরাহীম (নাখঈ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি মা ও তার সন্তানকে পৃথক পৃথকভাবে বিক্রয় করেছেন। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি তার (সন্তানের মায়ের) অনুমতি নিয়ে তা করেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

গোলাম ক্রয় করে তাকে কাজে নিযুক্ত করার পর দোষত্রুটি ধরা পড়লে।

١٢٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى اَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ ٠٠

১২২২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা করেছেনঃ ক্ষতির দায় বহনের শর্তেই উপকারিতা ভোগের অধিকার সৃষ্টি হয় (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন।

١٢٢٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى اَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ .

১২২৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা করেছেনঃ ক্ষতির দায় বহনের শর্তেই উপকারিতা ভোগের অধিকার সৃষ্টি হয়।

হিশাম ইবনে উরওয়ার সনদসূত্রে এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল এ হাদীসটিকে উমার ইবনে আলীর সনদসূত্রে গরীব বলে আখ্যায়িত করেছেন। মুসলিম ইবনে খালিদ এ হাদীসটি হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। জারীরও হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা মুদাল্লিস হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি তা সরাসরি হিশাম থেকে শুনেননি।

"আল-খারাজ বিদ-দামান"-এর ব্যাখ্যা হলঃ যেমন এক ব্যক্তি একটি গোলাম ক্রয় করল। সে তাকে দিয়ে কাজও করাল। অতঃপর তার কাছে এর ত্রুটি ধরা পড়ল। গোলামটি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে, তবে তাকে দিয়ে কাজ করানোর আয় ক্রেতা ভোগ করবে। কারণ গোলামটি ফেরত দেয়ার পূর্বে তার কাছে মারা গেলে এই আর্থিক ক্ষতি ক্রেতাকেই বহন করতে হত, বিক্রেতার কোন লোকসান হত না। এজন্যই তাকে দিয়ে ফায়দা উঠানোর অধিকার অর্জিত হয়েছে। অনুরূপ ক্ষেত্রসমূহে "আল-খারাজ বিদ দামান" নীতি প্রযোজ্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

বাগানের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় ফল খাওয়ার অনুমতি।

١٢٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَاْكُلْ وَلاَ يَتَّخِذْ خُبْنَةً .

১২২৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি (অপরের) বাগানে প্রবেশ করলে তা থেকে খেতে পারে কিন্তু পুটুলি বেঁধে সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল উল্লেখিত সনদসূত্রেই আমরা এটা জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আব্বাদ ইবনে শুরাহবিল, রাফে ইবনে আমর, আবুল লাহমের মুক্তদাস উবাইদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও

হাদীস বর্ণিত আছে। একদল আলেম মুসাফিরদেরকে (পথিমধ্য) বাগানের ফল খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, আর একদল মূল্য প্রদান না করে ফল খাওয়া মাকরূহ বলেছেন।

١٢٢٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِىْ حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلا شَيْئَ عَلَيْهِ .

১১২৫। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গাছের বোঁটার সাথে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ যদি একান্ত বাধ্য হয়ে কোন ব্যক্তি তা খায় কিন্তু পুটুলি বেঁধে নিয়ে না যায় তবে তার কোন দোষ হবে না (দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

١٢٢٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِىُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِىْ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَرْمِىْ نَخْلَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذُوْنِىْ فَذَهَبُوْا بِىْ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَافِعُ لِمَ تَرْمِىْ نَخْلَهُمْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الْجُوْعُ قَالَ لاَ تَرْمِ وَكُلْ مَاوَقَعَ أَشْبَعَكَ اللّٰهُ وَأَرْوَاكَ .

১২২৬। রাফে ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনসারদের খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়ে বেড়াতাম। তারা আমাকে ধরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে এলে তিনি বলেনঃ হে রাফে! তুমি তাদের খেজুর গাছে কেন ঢিল ছুঁড়? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ক্ষুধার কারণে। তিনি বলেনঃ আর ঢিল ছুঁড়বে না, নীচে যা পড়বে তা খাবে। আল্লাহ তোমার পেট ভরে দিন এবং তোমাকে পরিতৃপ্ত করুন (দা,ই)।

এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

বিক্রীত জিনিস থেকে অনির্দিষ্ট পরিমাণ বাদ দেয়া নিষেধ।

١٢٢٧. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ الْبَغْدَادِىُّ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ أَخْبَرَنِىْ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالثُّنْيَا إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ :

১২২৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুহাকালা', 'মুযাবানা', 'মুখাবারা' ও 'সুনয়া' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন, যদি না (পরিমাণ) সুপরিজ্ঞাত হয় (মু,না)।[১৩]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উল্লেখিত সনদসূত্রে হাসান, সহীহ্ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

খাদ্যশস্য ক্রয় করার পর তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় করা নিষেধ।

١٢٢٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ .

১২২৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করার পর তা হস্তগত করার পূর্বে যেন বিক্রয় না করে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি মনে করি প্রত্যেক বস্তুর ব্যাপারেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে জাবির ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অধিকাংশ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। কোন জিনিস ক্রয় করার পর তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় করাকে তারা মাকরূহ বলেছেন। অপর একদল আলেম বলেছেন, কোন জিনিস যদি খাদ্যশস্য বা পানীয় দ্রব্য না হয় এবং ওজন-পরিমাপ না করে তা ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন থাকে তবে এরূপ জিনিস ক্রয় করে হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় করা যেতে পারে। তাদের মতে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা শুধু খাদ্যশস্য ও তরিতরকারীর বেলায় প্রযোজ্য। ইমাম আহ্মাদ ও ইসাহ্‌ক একথা বলেছেন।

---

১৩. 'মুহাকালা' অর্থ ক্ষেতের ফসল অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে বিক্রয় করা। 'মুযাবানা' হলঃ গাছের খেজুর অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে খুরমার বিনিময়ে বিক্রয় করা। মুখাবারা হলঃ নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের বিনিময়ে অন্যকে জমি চাষ করতে দেয়া। এটা নাজায়েয। 'সুনয়া' হলঃ বিক্রীত জিনিস থেকে অনির্দিষ্ট রূপে কিছু অংশ বাদ দেয়া। গাছের ফল গাছে এবং জমীর ফসল জমীতে থাকা অবস্থায় অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে ভিন্ন জাতের বস্তুর সাথে বা নগদ টাকার সাথে বিনময় করা হলে তা জায়েয-(অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭
কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের বিক্রয়ের উপর যেন বিক্রয়ের প্রস্তাব না দেয়।

١٢٢٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلٰى خِطْبَةِ بَعْضٍ.

১২২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন অপরের বিক্রয়ের প্রস্তাবের উপর বিক্রয়ের প্রস্তাব না দেয়। অনুরূপভাবে তোমাদের একজন যেন অপরজনের বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয় (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ "কোন ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির দরদাম করার উপর দামদর না করে"। একদল আলেমের মতে এ হাদীসে "বাই" অর্থ "সূম" (বিক্রয়ের প্রস্তাব)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮
মদের ব্যবসা এবং তৎসম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা

١٢٣٠. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ اَنَّهُ قَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اِنِّيْ اِشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِاَيْتَامٍ فِيْ حِجْرِيْ قَالَ اَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدِّنَانَ.

১২৩০। আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি আমার অধীনস্ত কয়েকটি ইয়াতীমের জন্য কিছু মদ ক্রয় করেছি। তিনি বলেনঃ তা ঢেলে ফেলে দাও এবং পাত্রগুলো ভেংগে ফেল।

এ অনুচ্ছেদে জাবির, আইশা, আবু সাঈদ, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমার ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সাওরী তার সনদ পরম্পরায় সুদ্দী–আবু তালহার এ হাদীসটি আনাস (রা)–র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। প্রথম সূত্রের তুলনায় এই পরবর্তী সূত্রটি অধিকতর সহীহ।

١٢٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُتَّخَذُ الْخَمْرُ خَلاً قَالَ لاَ .

১২৩১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শরাবকে সিরকায় রূপান্তর করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ না,তা করা যাবে না (আ,মু,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٢٣٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَاصِمٍ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَاٰكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِىَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ .

১২৩২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরাবের সাথে সংযুক্ত দশ শ্রেণীর লোককে অভিসম্পাত করেছেন। এরা হলঃ মদ প্রস্তুতকারী, মদ তৈরির ফরমায়েশকারী, মদ পানকারী, মদ বহনকারী, যার জন্য মদ বহন করা হয়, মদ পরিবেশনকারী, মদ বিক্রেতা, এর মূল্য ভোগকারী, মদ ক্রয়কারী এবং যার জন্য মদ ক্রয় করা হয় (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমার (রা) থেকেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

মালিকের অনুমতি না নিয়ে তার পশুর দুধ দোহন করা।

١٢٣٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ عَلٰى مَاشِيَةٍ فَاِنْ كَانَ فِيْهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَاِنْ اَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا اَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا فَاِنْ اَجَابَهُ اَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَاِنْ لَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ .

১২৩৩। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি কোন পশু পালের নিকট এসে পড়লে সেখানে এর মালিককে উপস্থিত পেলে (দুধ দোহনের জন্য) তার অনুমতি চাইবে। যদি সে অনুমতি দেয় তবে দুধ দোহাবে এবং পান করবে। যদি সেখানে কেউ উপস্থিত না থাকে তবে তিনবার ডাক দিবে। যদি কেউ তার ডাকে সাড়া দেয় তবে তার কাছে অনুমতি চাইবে। যদি কেউ তার ডাকে সাড়া না দেয় তবে সে দুধ দোহাবে, তা পান করবে কিন্তু সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকও একথা বলেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, হাসান যে সামুরা (রা)-র কাছে শুনেছেন তা সত্য। একদল হাদীস বিশারদ সামুরা (রা)-র কাছে হাসান বাসরীর হাদীস শুনার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা বলেছেন, হাসান (র) সামুরার কাছে সরাসরি শুনে বর্ণনা করেননি, বরং তার পাণ্ডুলিপি থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০

মৃত জীবের চামড়া ও মূর্তি বিক্রয় করা।

١٢٣٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهُ يُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَاَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْا ثَمَنَهُ .

১২৩৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তথায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল শরাব, মৃত জীব, শূকর ও মূর্তির ব্যবসা হারাম করেছেন। তাঁকে বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মৃত জীবের চর্বি সম্পর্কে আপনার কি মত? তা তো নৌকায় প্রলেপের কাজে ও চামড়া প্রক্রিয়াজাত করতে ব্যবহৃত হয় এবং

তা দিয়ে লোকেরা প্রদীপ জ্বালায়। তিনি বলেনঃ না, এটা হারাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ আল্লাহ ইহূদীদের ধ্বংস করুন! আল্লাহ তাদের জন্য চর্বি হারাম করেছিলেন, কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রয় করে এবং এর মূল্য ভক্ষণ করে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১

হেবা (দান) প্রত্যাহার করা জঘন্য।

١٢٣٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوْءِ الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ ٠

১২৩৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। যে ব্যক্তি দান (হেবা) করে তা ফেরত নেয় সে এমন কুকুরের সমতুল্য যে বমি করে তা পুনরায় গলাধঃকরণ করে (দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٢٣٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ طَاؤُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَحِلُّ لاَحَدٍ اَنْ يُّعْطِىَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيْهَا اِلاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِىْ وَلَدَهُ ٠

১২৩৬। ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কারো পক্ষে কিছু দান করে তা ফেরত নেয়া হালাল নয়। তবে পিতা নিজ পুত্রকে দান করে তা ফেরত নিতে পারে।

এটি মরফূ হাদীস। একদল সাহাবী ও তাবিঈ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বলেছেন, নিজের নিকটাত্মীয়কে কিছু দান করে বা উপহার দিয়ে তা ফেরত নেয়ার অধিকার কোন ব্যক্তির নাই। তবে নিকটাত্মীয় ছাড়া অন্য কাউকে দান করে এবং তার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ না করলে উক্ত দান ফেরত নেয়া যায়।সুফিয়ান সাওরীও

একথা বলেছেন। শাফিঈ বলেছেন, পিতা ছাড়া অন্য কেউ দান বা উপহার ফেরত নিতে পারবে না। তিনি উপরের হাদীস নিজ মতের সপক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

আরাইয়া এবং এই সম্পর্কিত অনুমতি সম্পর্কে।

١٢٣٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحٰقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ . الاَّ اَنَّهُ قَدْ اَذِنَ لاَهْلِ الْعَرَايَا اَنْ يَّبِيْعُوْهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا .

১২৩৭। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুহাকালা' ও 'মুযাবানা' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন, কিন্তু 'আরাইয়ার' অনুমতি দিয়েছেন-অনুমানে যে পরিমাণ নির্ধারিত হয় তদনুযায়ী।[১৪]

এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকও যায়েদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وَرَوٰي اَيُّوْبُ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا فِىْ مَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ .

"আইউব, উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার এবং মালেক ইবনে আনাস (র) নাফের সূত্রে, তিনি ইবনে উমারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুহাকালা' ও 'মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। একই সনদে ইবনে উমার (রা) যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণের মধ্যে আরাইয়ার অনুমতি দিয়েছেন।"

এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ।

---

১৪. আরাইয়ার' অর্থঃ মালিক তার খেজুর বাগান থেকে দুই-একটি খেজুর গাছ অন্যকে দান করল। পরে মালিকের কাঁচা খেজুর খাওয়ার লোভ হল। কিন্তু দান করা গাছ ছাড়া নিজের গাছে তা নেই। সে অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে দান করা গাছের কাঁচা খেজুর নিয়ে নিল। এই পদ্ধতিকে 'আরাইয়া' বলে। 'পাঁচ ওয়াসাক' প্রায় সাতাশ মনের সমান-(অনু.)।

١٢٣٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا زَيْـدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ سُفْـيَانَ مَوْلَى ابْنِ اَبِىْ اَحْـمَدَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ .

১২৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণের মধ্যে আরাইয়া পদ্ধতিতে বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন (বু,মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٢٣٩. عَنْ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اَرْخَصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا فِىْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ .

১২৩৯। মালেক (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ ওয়াসাক বা তার কম পরিমাণের মধ্যে আরাইয়া পদ্ধতিতে বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন।

١٢٤٠. حَدَّثَنَا قُتَيْـبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اَرْخَصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا .

১২৪০। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে আরাইয়া পদ্ধতিতে বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক তাদের অন্তর্ভুক্ত। তারা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুহাকালা' ও 'মুযাবানা' নিষিদ্ধ করেছেন এবং তা থেকে আরাইয়াকে বাদ রেখেছেন। তারা আবু হুরায়রা ও যায়েদ (রা)-র হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণের মধ্যে আরাইয়ার ফল (পরিপক্ক ফলের বিনিময়ে) ক্রয় করা জায়েয। কতিপয় আলেমের মতে, এই নির্দেশের মর্মার্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে দরিদ্র লোকদেরকে কিছুটা অবকাশ প্রদান করতে চেয়েছেন। কেননা তারা তাঁর কাছে আবেদন করে যে, তারা (আরাইয়ার গাছের) কাঁচা ফল ক্রয় করার জন্য শুধু

পাকা ফলই দিতে পারে (আরাইয়ার পরিমাণ বেশী হলে সারা মৌসুমে তাদের কাছে কম পরিমাণ ফল থাকে)। সুতরাং তিনি তাজা খেজুর খাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য আরাইয়ার পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাকের কমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন।

١٢٤١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِيْ حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِيْ حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ لأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيْبِ وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ .

১২৪১। রাফে ইবনে খাদীজ ও সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের কাঁচা ফল (সংগৃহীত) শুকনা ফলের বিনিময়ে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু আরাইয়া ব্যবসায়ীদের আরাইয়া করার অনুমতি দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তিনি তাজা আঙ্গুরের বিনিময়ে শুকনা আঙ্গুর এবং অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩

ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে (নকল ক্রেতা সেজে) দরদাম করা।

١٢٤٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَتَنَاجَشُوْا .

১২৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা পরস্পর 'নাজাশ' কর না (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা ক্রয়-বিক্রয়ে 'নাজাশ' করা মাকরূহ বলেছেন। আবু ঈসা বলেন, নাজাশ বা তানাজুশ-এর অর্থ হলঃ এক ব্যক্তি বিক্রেতার মালের দেখাশোনা করে এবং সে তার মালের দরদাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। বিক্রেতার কাছে যখন কোন ক্রেতা এসে মালের

দামদস্তর করে, তখন সে এসে উপস্থিত হয়। সে নকল ক্রেতা সেজে আসল ক্রেতার চেয়েও বেশী দাম হাঁকে। তার উদ্দেশ্য হল ক্রেতাকে ধোঁকা দিয়ে অধিক মূল্যে বিক্রেতার মাল বিক্রয় করা। নাজাশও এক ধরনের প্রতারণা। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, যে ব্যক্তি 'নাজাশ' করে সে গুনাহগার হবে কিন্তু বিক্রয় আইনত বৈধ হবে। কেননা মূল বিক্রেতা প্রতারণা করেনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪

ওজনে কিছুটা বেশী দেয়া।

١٢٤٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ اَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِىُّ بَزًّا مِنْ هَجَرٍ فَجَاءَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيْلَ وَعِنْدِىْ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْاَجْرِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَاَرْجِحْ .

১২৪৩। সুয়াইদ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাখরাফা আল-আবদী (রা) হাজার নামক স্থান থেকে কিছু কাপড় আমদানি করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তিনি আমাদের কাছ থেকে একটি পাজামা ক্রয়ের জন্য দরদস্তুর করলেন। আমাদের নিকটই একজন কয়াল উপস্থিত ছিল। সে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওজন করে দিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দ্রব্যের মূল্য পরিশোধকালে) কয়ালকে বলেনঃ ওজন কর এবং (দাম) কিছুটা বেশী দাও (দা,না,ই,দার,আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ ওজন করার সময় (দাম) একটু বেশী দেয়া উত্তম বলেছেন। শোবা উক্ত হাদীস সিমাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং সনদে সিমাকের পরে আবু সাফওয়ানকে যোগ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫

অভাবী ঋণগ্রস্তকে সময় দেয়া এবং তার সাথে নম্র ব্যবহার করা।

١٢٤٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِىُّ عَنْ دَاؤُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ لَهُ اَظَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ الاَّ ظِلُّهُ ·

১২৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অভাবী ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দেয় অথবা ঋণ মাফ করে দেয়, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন নিজের আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবুল ইয়াসার, আবু কাতাদা, হুযাইফা, আবু মাসউদ ও উবাদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٢٤٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئٌ الاَّ اَنَّهُ كَانَ رَجُلاً مُوْسِرًا وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ يَاْمُرُ غِلْمَانَهُ اَنْ يَّتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ اَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ ·

১২৪৫। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির এক ব্যক্তির হিসাব গ্রহণ করা হলে তার কোন ভাল কাজ পাওয়া গেল না। সে ছিল ধনবান ব্যক্তি। লোকদের সাথে সে যখন লেনদেন করত তখন নিজ গোলামদের হুকুম দিতঃ অভাবগ্রস্ত খাতকের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার কর। এতে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ক্ষমা ও সহানুভূতির ব্যাপারে আমি তার চেয়ে অধিক উপযোগী। অতএব (হে ফেরেশতাগণ!) তাকে রেহাই দাও (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬

স্বচ্ছল ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা অন্যায়।

١٢٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ ·

১২৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সক্ষম ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা অন্যায়। তোমাদের কারো স্বচ্ছল ব্যক্তির নিকট পাওনা থাকলে সে যেন তার পিছনে লেগে থাকে। (শেষের বাক্যটির আরো একটি অর্থ হতে পারেঃ তোমাদের কারো পাওনা পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কোন সক্ষম ব্যক্তির উপর দায়িত্ব দিলে তা অনুমোদন করা উচিৎ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٢٤٧. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَرَوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَاِذَا اُحِلْتَ عَلٰى مَلِيْءٍ فَاتْبَعْهُ وَلاَ تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِىْ بَيْعَةٍ .

১২৪৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ স্বচ্ছল ব্যক্তির (ঋণ পরিশোধে) গড়িমসি করা জুলুম। স্বচ্ছল অবস্থায় তোমার উপর (ঋণ) হাওয়ালা করা হলে তুমি তা অনুমোদন করবে এবং এক বিক্রয় চুক্তির মধ্যে দুই বিক্রয় (শর্ত) অন্তর্ভুক্ত করবে না।

এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার ও আশ-শারীদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসের তাৎপর্য হলঃ স্বচ্ছল ব্যক্তির উপর কোন ব্যক্তি তার (ঋণ ইত্যাদির) দায় অর্পণ (হাওয়ালা) করলে সে যেন তা অনুমোদন করে। কতিপয় আলেম বলেছেন, সক্ষম ব্যক্তির উপর ঋণ হাওয়ালা করা হলে এবং পাওনাদার তা অনুমোদন করলে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দায়মুক্ত হয়ে যাবে। ঋণদানকারী আর তাকে তাগাদা দিতে পারবে না। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এই মত।

অপর একদল আলেম বলেছেন, যে সক্ষম ব্যক্তির উপর ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল সে যদি দেউলিয়া হয়ে যায়, তবে ঋণদানকারী তার আসল খাতককে তাগাদা দেয়ার অধিকারী হবে। তারা উসমান (রা) ও অন্যান্য সাহাবীর একটি বক্তব্যকে নিজেদের দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেনঃ "মুসলমানের মাল লুপ্ত হতে পারে না"।

ইসহাক বলেন, 'মুসলমানের মাল লুপ্ত হতে পারে না' কথার তাৎপর্য এই যে, ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে অন্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকে তাকে স্বচ্ছল ভেবে তার ঋণ আদায় করে নেয়ার কথা বলে। কিন্তু দেখা গেল যে, সে আসলে দেউলিয়া। এই অবস্থায় মুসলমানের মাল বিনষ্ট হতে পারে না (হাওয়ালাকারীকেই তা পরিশোধ করতে হবে)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭

মুনাবাযা ও মুলামাসা সম্পর্কে।

١٢٤٨. حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ .

১২৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাবাযা ও মুলামাসা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসের তাৎপর্য এই যে, বিক্রেতা বললঃ আমি যখন তোমার দিকে কোন কিছু ছুঁড়ে মারব তখন তোমার ও আমার মাঝে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। একে বলে মুনাবাযা। মুলামাসার অর্থ হলঃ বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, অমুক জিনিসটি স্পর্শ করলে অথবা হাতে লাগালেই ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে, ক্রেতা পণ্যটি কখনো না দেখে থাকলেও, যেমন মোড়কের মধ্যের জিনিস, খাপের মধ্যের তরবারি ইত্যাদি। এটা জাহিলী যুগের এক ধরনের বিক্রয় পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উভয় ধরনের বিক্রয় পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮

খাদ্যশস্য ও ফলের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় (বাই সালাম)।

١٢٤٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِى الثَّمَرِ فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِىْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ .

১২৪৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসেন তখন এখানকার লোক বিভিন্ন প্রকারের ফল অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করত। তিনি বলেনঃ যে কেউ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করবে তাকে নির্দিষ্ট পরিমাপে, নির্দিষ্ট ওজনে ও নির্দিষ্ট মেয়াদে তা করতে হবে (বু,মু, আ,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আবু আওফা ও আবদুর রহমান ইবনে আবযী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সাহাবী ও তাবিঈগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে খাদ্যশস্য, কাপড়-চোপড় এবং যেসব বস্তুর পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য, অবস্থা ও ধরন নির্দ্ধারণ করা যায় তার অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় জায়েয।

পশুর অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে মতভেদ আছে। একদল সাহাবী ও তাবিঈর মতে পশুর অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মত গ্রহণ করেছেন। তাদের অপর দল এটাকে নাজায়েয বলেছেন। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলেমগণ এই শেষোক্ত মত গ্রহণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯

শরীকানা সম্পত্তির কোন অংশীদার তার অংশ বিক্রয় করতে চাইলে।

١٢٥٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيْكٌ فِيْ حَائِطٍ فَلاَ يَبِيْعُ نَصِيْبَهُ مِنْ ذٰلِكَ حَتّٰى يَعْرِضَهُ عَلٰى شَرِيْكِهِ .

১২৫০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন বাগানের মালিকানায় কোন ব্যক্তির সাথে তার আরো শরীক থাকলে, সে শরীকদেরকে তার অংশ ক্রয় করার প্রস্তাব দেয়ার পূর্বে অন্যের কাছে যেন তা বিক্রয় না করে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ পরস্পর সংযুক্ত (মুত্তাসিল) নয়। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছিঃ সুলাইমান ইয়াশকুরী সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি জাবির (রা)-র জীবদ্দশায় মারা যান। আর বিশর ও কাতাদা (র) তার কাছ থেকে কখনও শুনেননি। বুখারী আরো বলেন, আমর ইবনে দীনার ব্যতীত কেউ সুলাইমান ইয়াশকুরীর কাছে শুনেছেন বলে আমার জানা নেই। আমর হয়ত জাবির (রা)-র জীবদ্দশায় তার নিকট হাদীস শুনেছেন। সুলাইমান ইয়াশকুরীর পাণ্ডুলিপি থেকেই কাতাদা হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি এটা জাবির (রা)-র কাছ থেকে লাভ করেন। সুলাইমান আত-তাইমী বলেছেন, তারা জাবির (রা)-র পাণ্ডুলিপি নিয়ে হাসান বসরীর কাছে গেলেন। তিনি এটা গ্রহণ করলেন বা তা থেকে রিওয়ায়াত করেন। অতঃপর তারা এটা নিয়ে কাতাদার কাছে গেলে তিনিও তা থেকে রিওয়ায়াত করেন। অতঃপর তারা এটা নিয়ে আমার নিকট আসলে আমি তা থেকে রিওয়ায়াত করিনি এবং তা ফেরত দেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০

মুখাবারা ও মুআওয়ামা।

١٢٥١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا .

১২৫১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুহাকালা' 'মুযাবানা', 'মুখাবারা' ও 'মুআওমা' নিষিদ্ধ করেছেন, কিন্তু আরাইয়ার অনুমতি দিয়েছেন (মু)।[১৫]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা।

١٢٥٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ غَلاَ السِّعْرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ سَعِّرْلَنَا فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَاِنِّىْ لاَرْجُوْ اَنْ اَلْقٰى رَبِّىْ وَلَيْسَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِىْ بِمَظْلِمَةٍ فِىْ دَمٍ وَّلاَ مَالٍ .

১২৫২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য বেঁধে দিন। তিনি বলেনঃ আল্লাহ্‌ই মূল্য নির্দ্ধারণকারী, তিনিই নিয়ন্ত্রণকারী, অপ্রশস্তকারী, প্রশস্তকারী ও রিযিক দানকারী। আমি এমন অবস্থায় আমার প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখি যে, তোমাদের কেউ যেন তার জান–মালের উপর আমি হস্তক্ষেপ করেছি বলে (আমার বিরুদ্ধে) দাবি না করতে পারে (দা,ই,দার)।[১৬]

---

১৫. মুহাকালা, মুযাবানা ও মুখাবারার অর্থ ১৩ নং টীকায় দেখুন। কোন নির্দিষ্ট গাছের বা বাগানের ফল দুই–তিন বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রয় করাকে 'মুআওমা' বলে। এটা নাজায়েয, কারণ পরবর্তী বছর গাছে ফল নাও হতে পারে–(অনু.)।

১৬. জরুরী অবস্থায় সরকার বাজারদরে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে। কিন্তু বাজার দরের স্বাভাবিক অবস্থায় এটা জায়েয নয়। হাদীসের শেষের বাক্যটিতে এ কথাই বুঝানো হয়েছে। কেননা মহানবী (সা) তখন ইসলামী সরকারের প্রধান ছিলেন–(অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২
ব্যবসায়ে প্রতারণা করা জঘণ্য অপরাধ।

١٢٥٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى صُبْرَةٍ مِّنْ طَعَامٍ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ اَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ مَاهٰذَا قَالَ اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا .

১২৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাজারে) একটি খাদ্যশস্যের স্তূপ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তিনি স্তূপের মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর হাতে ভিজা অনুভব করেন। তিনি স্তূপের মালিককে জিজ্ঞেস করেনঃ এ কি? সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বৃষ্টির পানিতে এটা ভিজে গিয়েছিল। তিনি বলেনঃ ভিজাগুলো স্তূপের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকেরা দেখতে পেত? অতঃপর তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করে আমাদের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই (মু,দা,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, আবুল হামরাআ, ইবনে আব্বাস, বুরাইদা, আবু বুরদা ইবনে নিয়ার ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী মত ব্যক্ত করেছেন। তারা প্রতারণা ও ধোঁকাবাজিকে জঘন্য অপরাধ বলে উল্লেখ করেছেন এবং এটাকে হারাম বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩
উট অথবা অন্য কোন পশু ধার নেয়া।

١٢٥٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَاَعْطَاهُ سِنًّا خَيْرًا مِّنْ سِنِّهِ وَقَالَ خِيَارُكُمْ اَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً.

১২৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উঠতি বয়সের উট ধার নেন। ফেরত দেয়ার সময় তিনি এর চেয়েও উত্তম উট দেন এবং বলেনঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে সে তোমাদের মধ্যে অধিক উত্তম (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শোবা ও সুফিয়ান (র) উক্ত হাদীস সালামার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আবু রাফে (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। নির্দিষ্ট বয়সের উট ধার নেয়াতে তারা কোন দোষ মনে করেন না। শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এই মত। কিন্তু অপর একদল আলেম এটাকে নাজায়েয মনে করেন।

١٢٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً تَقَاضٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً ثُمَّ قَالَ اشْتَرُوْا لَهُ بَعِيْرًا فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ فَطَلَبُوْهُ فَلَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ سِنًّا اَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ اشْتَرُوْهُ فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ فَاِنَّ خَيْرَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .

১২৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের পাওনা আদায়ের জন্য কঠোর তাগাদা দিল। সাহাবীগণ এতে লোকটির প্রতি ক্ষেপে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তাকে উপেক্ষা কর, কেননা পাওনাদারের কথা বলার অধিকার আছে। তিনি আরো বলেনঃ তোমরা একটি উট কিনে এনে তাকে দিয়ে দাও। তারা উটের খোঁজ করেন। কিন্তু তার প্রাপ্য উটের চেয়ে উত্তম ছাড়া অন্য কোন উট পাননি। তিনি বলেনঃ সেটাই কিনে এনে তাকে দিয়ে দাও। কেননা যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে সে তোমাদের মধ্যে উত্তম (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আরো একটি সনদসূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

١٢٥٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ اِبِلٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ قَالَ اَبُوْ رَافِعٍ فَاَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَا اَجِدُ فِى الْاِبِلِ اِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطِهِ اِيَّاهُ فَاِنَّ خِيَارَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً .

১২৫৬। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠতি বয়সের একটি উট ধার নিয়েছিলেন। অতঃপর (বাইতুল মালে) যাকাতের উট আসে। আবু রাফে (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ঐ লোকটির উঠতি বয়সের উটটি পরিশোধ করার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, (বাইতুল মালে) ছয় বছরের উটের চেয়ে ছোট উট পাচ্ছি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ঐটিই তাকে দিয়ে দাও। কেননা যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে সে লোকদের মধ্যে অধিক উত্তম (মু,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪

লেনদেন ও আচার–ব্যবহারে নম্রতা প্রদর্শন করা।

١٢٥٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِىُّ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ سَمْحَ الشِّرَاءِ سَمْحَ الْقَضَاءِ .

১২৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তাআলা ক্রয়–বিক্রয়ে ও তাগাদার ক্ষেত্রে নম্রতা পছন্দ করেন (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অপর এক সনদেও আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে।

١٢٥٨. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّوْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَفَرَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلاً اِذَا بَاعَ سَهْلاً اِذَا اِشْتَرٰى سَهْلاً اِذَا اقْتَضٰى .

১২৫৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের পূর্বকালের এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিয়েছেন। সে যখন বিক্রয় করত নম্রতা প্রদর্শন করত, যখন ক্রয় করত বিনয় প্রদর্শন করত এবং যখন ঋণের তাগাদা দিত তখনও নম্রতা ও ভদ্রতা প্রদর্শন করত (আ,বা)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব, সহীহ ও হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫

মসজিদের ভেতরে ক্রয়—বিক্রয় করা নিষেধ।

١٢٥٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمْ مَّنْ يَّبِيْعُ اَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لاَ اَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ وَاِذَا رَاَيْتُمْ مَّنْ يَّنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا لاَ رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ .

১২৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা কোন ব্যক্তিকে মসিজদের ভেতরে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখলে বলবে, তোমার ব্যবসায়ে আল্লাহ যেন মুনাফা না দেন। তোমরা কাউকে মসজিদের মধ্যে হারানো জিনিসের ঘোষণা দিতে দেখলে বলবে, আল্লাহ যেন তোমার হারানো জিনিস ফেরত না দেন (দার,আ,না)।

আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-র হাদীসটি হাসান ও গরীব। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই হাদীস অনুযায়ী আমল করার কথা বলেছেন। তাদের মতে মসজিদের অভ্যন্তরে ক্রয়-বিক্রয় করা নিষেধ। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র) এই মত পোষণ করেন। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে মসজিদের অভ্যন্তরে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয।

জামে আত-তিরমিযী
(ছয়টি খণ্ডের বিষয়বস্তু)

প্রথম খণ্ড

১ নং হাদীস থেকে ৫৭৩ নং হাদীস।

দ্বিতীয় খণ্ড

৫৭৪ নং হাদীস থেকে ১২৫৯ নং হাদীস।

তৃতীয় খণ্ড

১২৬০ নং হাদীস থেকে ১৯৮৪ নং হাদীস।

চতুর্থ খণ্ড

১৯৮৫ নং হাদীস থেকে ২৬২৪ নং হাদীস।

২৮. চিকিৎসা
২৯. ফারাইয
৩০. ওসিয়াত
৩১. ওয়ালাআ ও হেবা
৩২. তাকদীর
৩৩. কলহ ও বিপর্যয়
৩৪. স্বপ্ন ও তার তাৎপর্য
৩৫. সাক্ষ্য প্রদান
৩৬. পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি
৩৭. কিয়ামত ও মর্মস্পর্শী বিষয়
৩৮. বেহেশতের বিবরণ
৩৯. দোযখের বিবরণ
৪০. ঈমান
৪১. জ্ঞান

পঞ্চম খণ্ড

২৬২৫ নং হাদীস থেকে ৩২০৩ নং হাদীস।

৪২. অনুমতি প্রার্থনা
৪৩. শিষ্টাচার
৪৪. উপমা
৪৫. কুরআনের ফযীলাত
৪৬. কিরাআত
৪৭. তাফসীরুল কুরআন (আংশিক)

ষষ্ঠ খণ্ড

৩২০৪ নং হাদীস থেকে ৩৮৯০ নং হাদীস।

৪৮. তাফসীরুল কুরআন (অবশিষ্টাংশ)
৪৯. দোয়া
৫০. মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবীদের মর্যাদা।